সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী - ৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

১৮৩০-১৮৪০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির, কলিকাতা

১৩৪০

নির্ঘণ্ট

চিত্র

শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙালী জীবনের ছবি

চড়ক-পূজা

চড়ক-পূজা

পল্লী-নারী

কলিকাতার ভিখারী—যোগী, বৈরাগী, ফকীর

কাপড়ওয়ালা

বানরওয়ালা

১২ রাজা। কুটিরাভ্যন্তর

রামলীলা

ভূমিকা

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও সঙ্কলন-রীতি সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যাহা বলা হইয়াছিল, বর্ত্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, তবে প্রথম খণ্ডে যেমন ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একটা নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, এ-খণ্ডেও তাহার প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্তর বলিয়া এই নির্দ্দেশের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী অনুভূত হইবে।

১

প্রথম খণ্ডের মত এ-খণ্ডেও শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। যে-শিক্ষার গোড়াপত্তন পূর্ব্বযুগে হইয়াছিল, ১৮৩০ সনের পর উহার পরিণতি হইল বলা চলে। হিন্দু-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া যাঁহারা পরজীবনে বাংলা দেশে জ্ঞানী ও কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন,—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি—তাঁহারা সকলেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। যে-দুইজন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা যায়, সেই ডিরোজিও এবং কাপ্তেন রিচার্ডসনও এই সময়েই শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাপ্তেন রিচার্ডসন হিন্দু-কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে। এই সময়েই বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার পুরোধা ডেবিড হেয়ার নিজের ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন ও ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৮৪২, জুন) মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত মিশনরীযুগল—কেরী ও মার্শম্যানেরও এই সময়েই জীবনাবসান হয়।

এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুস্তকের শিক্ষা-বিষয়ক অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজ। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, যে-মধুসূদন গুপ্ত বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাহসের পরিচয় দেন, তাঁহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগের কারণ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত

হইবার পর 'সমাচার চন্দ্রিকা' যে মন্তব্য করে, তাহা ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই মন্তব্যে অন্যান্য কথার মধ্যে 'চন্দ্রিকা'তে লেখা হয়,—

> আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভঅবধি রহিত কালপর্য্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ফার্সী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচনা ৪৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ৪ পৃষ্ঠায় যে-আবেদনটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাতে সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন স্মৃতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাঁহাদিগকে জেলা আদালতে কর্ম্মশিক্ষাকারীর ন্যায় নিযুক্ত রাখা হয়, নতুবা স্মার্ত্তদিগের প্রতি দেশীয় লোকদের অনুরাগ না থাকাতে তাহাদের আর জীবিকা অর্জ্জনের আশা নাই। ৯ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে। উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-নামে যে ছাত্রটি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সংস্কৃত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্দু-কলেজের কথা দেওয়া হইয়াছে। উহার প্রথম সংবাদটি হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে বাংলা দেশে বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অনুবাদও অভিনীত হইত। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে। হিন্দু-কলেজকে এ-বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এই কলেজে শেক্সপীয়রের নাটকের অংশ-বিশেষ আবৃত্তির সংবাদ ১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ১৪-১৫ পৃষ্ঠাতে এইরূপ আর একটি আবৃত্তির বিবরণে মধুসূদন দত্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি যদি মাইকেল হন, তাহা হইলে মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে তাঁহার হিন্দু-কলেজে প্রবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার আবশ্যক হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬১ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক মাইকেলকে প্রদত্ত মানপত্র ও মাইকেল কর্ত্তৃক উহার প্রত্যুত্তর এবং ঢাকাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে মাইকেলের নিবেদন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। এগুলি মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে পাইবার উপায় নাই।

২২-২৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু-কলেজ সংযুক্ত এক পাঠশালার শিলান্যাসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে দেশীয় ও বিদেশীয়

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পাঠশালা স্থাপিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' এ-সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলে,—

> এতদ্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সন্তোষের বিষয়।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ২৪ হইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই পাঠশালা সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে।

ইহার পর হিন্দু-কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু-সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য, এ-কথা ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কালেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার নিকট এই ঋণস্বীকার তাঁহার ছাত্রেরাই প্রথমে করে। ১৮৩১ সনে হিন্দু-কলেজের ছাত্রেরা তাঁহাকে বিরাট অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিনন্দন-পত্রে হেয়ারের পাঁচ শত পঁয়ষট্টি জন ছাত্র স্বাক্ষর করে এবং উহা ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত হয়। এই অভিনন্দনের বিবরণ ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ডেবিড হেয়ারের চিত্র-প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আর একটি সংবাদ ৪৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ। ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বিদ্যালয়গুলির চিকিৎসা-বিভাগ রহিত হইয়া যায়। ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বৎসরেরও অধিক কাল শিক্ষাদানের পর মেডিক্যাল কলেজে পারিতোষিক-বিতরণ হয়। এই পারিতোষিক দেন গবর্ন্মেণ্ট এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড স্বয়ং ছাত্রদিগকে এই সকল পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মফঃস্বলেও ইংরেজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। কলিকাতার বাহিরে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে, এবং তাহার পরই চুঁচুড়াতে। চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪১-৬৫ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে; যেমন, রাজা রামমোহন রায়ের স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, ডফ্ সাহেবের পাঠশালা

প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্কুল ছাত্র-সংখ্যায় খুব বড় না হইলেও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। উহাদের একটি সিমলার হিন্দু ফ্রি স্কুল, ইহার প্রতিষ্ঠাতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক; অপরটি হিন্দু বেনেভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউশন। দুইটিই বিনামূল্যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম হিন্দু ফ্রি স্কুলের সাহায্য-দাতাদের মধ্যে পাই, এবং জোড়াসাঁকোর রাধানাথ পাল, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি উহার পরিচালক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণ। ৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক লেখেন,—

> যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না।

অপর বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়া হিন্দু বালকদিগকে বিনা-বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত হয়। মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উহার পরিদর্শক ছিলেন। সে-যুগের প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই ইহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

৫০ পৃষ্ঠায় কলিকাতার যে-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইত তাহাদের ছাত্র-সংখ্যা সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কিরূপ মুষ্টিমেয় লোক সে-যুগে স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ পাইত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সেকালেও বাংলা দেশে কলিকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় যে-জিনিষের প্রচলন হইত তাহা মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগিত না। এ কথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোদ, কি পোষাক-পরিচ্ছদ, সকল বিষয়েই খাটে। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহার বহু প্রমাণ আমরা পাই। কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। ৫২-৬৫ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে টাকি ও মুর্শিদাবাদ—এই দুই জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে আছে। ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড নিজব্যয়ে চানক বা বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ৫৫ পৃষ্ঠাতে যে-পত্রটি উদ্ধৃত করা হইল উহা হইতে মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পত্র-লেখকের মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না, কারণ তিনি লিখিয়াছেন,—

> পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যেপ্রকার হইত ঐ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেলোরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ম্ম-করণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের দুইকূল গিয়াছে।

ইহার পরই হুগলীতে একটি বড় পাঠশালা স্থাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়া পত্রলেখক বলিতেছেন,—

বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক।

ইহার পর ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় তিনটি নূতন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে। এই সংবাদগুলির সহিত পূর্ব্বখণ্ডে উদ্ধৃত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদের তুলনা করিলে, দেশে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা কিরূপ কমিয়া আসিতেছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

সে-যুগে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এই সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছিল, এ-খণ্ডে আরও কিছু দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাদানুবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লেখক বলিতেছেন যে শিক্ষাদ্বারা বাংলা দেশের স্ত্রীলোকদের ঐহিক পারত্রিক কোন প্রকার উন্নতিই হইবে না, কারণ, প্রথম, "এমনি কোন পুংবর্জ্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়," দ্বিতীয়তঃ, "বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত [পারমার্থিক ও নীতি সম্বন্ধীয়] কোন জ্ঞানোদয় হয়।" লেখকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় বৌবাজারে একটি নূতন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে একটি সভা স্থাপনের সংবাদ পাই।

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে হলহেড, কোলব্রুক, মার্শম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হলহেড সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত হন। তাঁহার রচিত 'গ্রামার'ই ইংরেজ-রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। কেরী ও মার্শম্যানের মৃত্যু-সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে ৭৭ ও ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই স্থানে দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইনি নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। রামমোহন রায় ইঁহার শিষ্য ছিলেন। ইনি 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র' সম্পাদন এবং 'কুলার্ণব' নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ৭৪ পৃষ্ঠায় ইঁহার মৃত্যু-সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগের শেষে সভা-সমিতি ও অন্যান্য কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সে-যুগের বাঙালীরা কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, কর্ম্মজীবনেও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন (৮৩-৯১ পৃষ্ঠা)। এই সকল সভা-সমিতির অনেকগুলিতেই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা হইত। কয়েকটিতে বাংলা ভাষায় আলোচনা হইত। ৮৪ পৃষ্ঠায় বঙ্গরঞ্জিনী সভা নামে একটি সভার বিবরণ আছে। উহা বাংলা ভাষা চর্চ্চা করিবার উদ্দেশ্যে

স্থাপিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' নামে আর একটি সভা বাংলা ভাষা আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তারা রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুলে (হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত) এই সভা স্থাপন করেন। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভার প্রথম সভাপতি হন রমাপ্রসাদ রায় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে (১৮৩৬) বাংলা ভাষা চর্চ্চা করিবার জন্য কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় জ্ঞানচন্দ্রোদয় নামে আর একটি সভা, এবং ১৮৩৮ সনে ঢাকাতেও তিমিরনাশক সভা নামে অপর একটি সভা স্থাপিত হয় (৮৯-৯০ পৃ.)।

সভা-সমিতি প্রসঙ্গে আরও দুইটি সভার উল্লেখ করা প্রয়োজন। উহাদের একটি বৈদ্যসমাজ, অপরটি ধর্ম্মসভা। উহাদের বিবরণ ৮৫ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। বৈদ্য-সমাজ কবিরাজদিগের সভা ছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষক খুদিরাম বিশারদ উহার সম্পাদক ছিলেন। ধর্ম্মসভার একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা লওয়া। উদ্ধৃত বিবরণে আছে,—

৺মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক।

সে-যুগে অনেকেই যে বাংলা ভাষার চর্চ্চা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্যত্রও পাই। ৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এক পত্রে পত্রপ্রেরক ইংরেজী ভাষার তুলনায় এ-দেশে বাংলা ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার চর্চ্চা মোটেই হইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ৯৪ পৃষ্ঠায় কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এটিই বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় শিক্ষার জন্য এ-দেশের কে কত দান করিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা আছে। উহা হইতে জানা যায়, রাজা বৈদ্যনাথ রায় এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। ইনি অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যেও অকাতরে দান করিতেন।

এই অংশের ৯১ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে অক্সফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন প্রফেসারের পদ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। এই পদটি এখনও অক্সফোর্ডে রহিয়াছে, এবং বর্ত্তমান বোডেন প্রফেসার ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এফ. ডবলিউ টমাস।

২

এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগ সাহিত্য-বিষয়ক। এখানে 'সাহিত্য' কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সঙ্কলনের এই অংশে সে-যুগের মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রকৃত-

প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে আজকাল আমরা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝি, তাহা খুব কমই ছিল। দু-চারিখানি পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দিলে সে যুগে মৌলিক সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। বর্ত্তমান সঙ্কলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-যুগের নূতন পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) বঙ্গানুবাদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ কিংবা শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সঙ্কলন ; (২) ছাত্রপাঠ্য পুস্তক—যেমন, ব্যাকরণ, অভিধান, সহজবোধ্য ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি ; (৩) ইংরেজী হইতে অনুবাদ ; এবং (৪) এ-দেশীয় পুস্তকের ইংরেজীতে অনুবাদ। মৌলিক পুস্তকের মধ্যে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো প্রণীত 'দি পারসিকিউটেড' নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে (১০৬ পৃ.); উহা ইংরেজী ভাষায় রচিত। এই অংশে মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রণীত অনেকগুলি অনূদিত পুস্তকের সংবাদ পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে মনে হয় মহারাজা কালীকৃষ্ণ এ-বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইংরেজী হইতে বাংলায়, এবং বাংলা হইতে ইংরেজীতে—এই দুই প্রকার অনুবাদই করিয়াছিলেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে গুপ্তিপাড়া-নিবাসী চিরঞ্জীব শর্ম্মার সরস দার্শনিক গ্রন্থ 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ১০০-০১)। ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, তিনি এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলাৎ পাইয়াছিলেন।

এই অংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে করা যাইতে পারে। প্রথমেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সটীক শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতা (পৃ. ৯৯)। এই দুইটি পুস্তক তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পাকরাজেশ্বর' নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু ও মুসলমানী উভয় প্রকার খাদ্য-প্রস্তুতের প্রণালীই দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই সকল ভোজ্য খাইয়া অজীর্ণ হইলে কি ঔষধ খাইতে হইবে সে-সকল সংবাদও ছিল (১০৪ পৃ.)। ১১০ পৃষ্ঠায় রঘুনন্দনের বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ ও ১১৩ পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহাভারতের সুবিখ্যাত সংস্করণ প্রকাশের সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাংলা ভাষার দুইটি অভিধানের সংবাদ ১১৪ ও ১১৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। প্রথমখানি জয়গোপাল শর্ম্মার 'বঙ্গাভিধান,' তিনি বলিতেছেন,—

> বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে…।

সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এ-দেশীয় সাময়িক পত্রের একটি ইতিহাস সঙ্কলন করিবার চেষ্টা আমি ১৩৩৮-৩৯ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। সাময়িক পত্র সম্বন্ধে যে-সকল

তথ্য 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায় এই স্থলে সে-সকলই আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত হইল এই যুগে ব
সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর,' 'ইনকোয়ারার
'জ্ঞানান্বেষণ', 'রিফর্ম্মার,' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই অংশে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও বিলোপের সংবাদ ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ১৩০ পৃষ্ঠায় যে পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে উহা তৎকালীন সাময়িক পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উহাতে কিছু কিছু ভ্রম আছে, মতামতও সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে হয় না। ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা রাজদ্রোহসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন,—

> বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ৭০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় করিলেন এবং ঐ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন অর্ব্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্ম্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কিপ্রকার ভয় সম্ভাবনা।

সম্ভ্রান্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-যুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা ছিল তাহার পরিচয় ১৪৬ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। শ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ রায়ের দুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয়া ধরিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখেন। এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে প্রহার করা এবং জলবিছুটি লাগানো হয়। আদালত হইতে হেবিয়াস কোর্পাস এর পরোয়ানা বাহির হইবার পরও রাজা রাজনারায়ণ 'ভাস্কর'-সম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়া রাখেন। পরিশেষে 'ভাস্কর'-সম্পাদক মুক্তি পান, এবং রাজা রাজনারায়ণকে তিন দিন আটক থাকিতে ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্যা ডাকে প্রেরিত হয় তাহার সংবাদ আছে। এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা। যে-পত্রিকা যেস্থানে প্রকাশিত হয়, সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়া মোট বিক্রয়ের সংখ্যা দেওয়া

হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতেও সে যুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্পসংখ্যক লোক পড়িত তাহার সুস্পষ্ট ধারণা হয়।

সাহিত্য-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও ভাষা সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চর্চ্চা সম্বন্ধে। যে-যুগের কথা পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ডে বলা হইয়াছে, তখন আদালতে ফার্সী ভাষার ব্যবহার উঠাইয়া দিবার আদেশ হয়। গবর্ন্মেণ্টের এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অনেক মন্তব্য ও পত্রাদি প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রটিতে পারস্য ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এ-বিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট যে আদেশ দেন তাহা ১৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। ৪৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে ফার্সীর ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বাংলা দেশে হিন্দীর প্রচলন করিবার প্রস্তাব প্রথমে হয়।

শুধু আদালতে নহে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংলা ভাষার প্রসার হয়, এ-বিষয়েও 'সমাচার দর্পণ' খুব আগ্রহশীল ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারে এ-দেশীয় লোকদের মধ্যে বিদ্যাপ্রসারের জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল। এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কৃত ও আর্বী পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত। 'সমাচার দর্পণে' এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয় তাহা ১৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য কথার পর 'সমাচার দর্পণে' লেখা হইল যে, বোর্ডের সাহেবেরা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায়

> এই ফলোদয় হইয়াছে যে ঐ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্তুল্য অভাব আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনা-পূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অতাল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ঐ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তদ্ভাষার গ্রন্থ অনুবাদের নিমিত্ত ঐ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে ঐ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কখনই ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

৩

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশে দেশের নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি বহু বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে। এগুলি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান।

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে নূতন ও পুরাতনের যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পাই। সামাজিক ব্যাপারে এ দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে কতকগুলি পুরাতনের পক্ষাবলম্বী ছিল, কতকগুলি নূতনের। পুরাতনপন্থী সংবাদপত্রের মধ্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'ই প্রধান, এজন্য রক্ষণশীল দলের যুক্তিতর্ক প্রায়ই সমাচার চন্দ্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। 'সমাচার দর্পণে' এই সকল যুক্তিতর্কের কিছু কিছু উদ্ধৃত হওয়াতে ঐতিহাসিকের খুব সুবিধা হইয়াছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ফাইল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত মতামত ও পত্রাদি না পাইলে আমাদের পক্ষে রক্ষণশীলদের কথা জানিবার সুযোগ হইত না।

'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে এইরূপ একটি উদ্ধৃত পত্র দিয়া এই পুস্তকের সামাজিক অংশ আরম্ভ করা হইয়াছে। পত্রখানি হিন্দু-কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে। হিন্দু-কলেজের শিক্ষার ফলে দেশের কি পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু পুরাতনপন্থীরা হিন্দু-কলেজকে কি চক্ষে দেখিতেন, সে কাহিনী আমাদের নিকট অনেকটা অজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত পত্রখানিতে ও পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় (১৬৭-১৭৫ পৃ.) উদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে আমরা এ-বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারি।

১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রখানিতে হিন্দু-কলেজে শিক্ষা পাইয়া পুত্রের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা হিন্দু-কলেজের এক ছাত্রের পিতা বর্ণনা করিতেছেন। উহার দু-একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

> চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীতানুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলে Nonsence [*sic.*] কহে...।

১৭১ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আর একজন হিন্দু-কলেজের ছাত্রের পিতার মনঃকষ্টের বর্ণনা আছে। এই গৃহস্থ পুত্রকে লইয়া কালী-দর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া—

> উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ বালীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মর্ণিং মাডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ বালীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি করো তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল...।

এই সকল অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যায় এ-বিষয়ে একজন 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে লিখিলেন,—

এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন২ আচার ব্যবহার ধর্ম্ম যাজন না করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যালীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিক্ষণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহবা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসী মালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরি বোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করণ পূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যালীক ব্যাটার দিগের তামাসা দেখুন। (পৃ. ১৭১)

আর এক জন পত্রলেখক এই সকল ছাত্রদিগকে নিষ্ঠাবান্ করিবার জন্য হিন্দু-কলেজের মেম্বরদের নিকট আবেদন করিলেন,—

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় চড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে নিকচ্ছ করে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাপড় খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করে জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায়...। (পৃ. ১৭২)

বলা বাহুল্য হিন্দু-কলেজের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকেরও অভাব ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে একজন ১৮৩১ সনের ২২এ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণে' লিখিলেন,—

এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। (পৃ. ১৬৭)

শিক্ষা এবং দেবপূজার সম্পর্ক সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি বিচার ১৭৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার বহু ইংরেজী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সম্পাদক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইংরেজী শিখিলেই যে লোকে নাস্তিক হয় তাহা নহে।

শিক্ষার সহিত ঠিক সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি সংবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। উহা ১৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মিশনরী কর্ত্তৃক বালক-চুরির সংবাদ। খ্রীষ্টান মিশনরীরা যে সকল সময়ে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াই লোককে খ্রীষ্টান করিতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে ছল বল কৌশলেরও প্রয়োগ করিতেন। এ-দেশীয় খৃষ্টানেরা এ-বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই পৃষ্ঠায় পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একটি বালক অপহরণের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পাদরি কৃষ্ণমোহনকে সে-যুগের লোকেরা অবজ্ঞাসূচক

'কেষ্টা-বান্দা' নামে অভিহিত করিত তাহার উল্লেখ এখানে পাই। কৃষ্ণমোহন যে এ-দেশীয় ভদ্রসন্তানদিগকে যে-কোন প্রলোভনে খৃষ্টান করিতে পরমোৎসাহী ছিলেন তাহার পরিচয় আমরা মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রেও পাই। কৃষ্ণমোহনের উপর আর একটি আক্রমণ ১৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলির পর এ-দেশের কৌলীন্য ও কৌলীন্য-প্রথার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে। কৌলীন্য ও এ-দেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যে-যে নৈতিক অনাচার হইত তাহার কিছু কিছু আভাস ১৮১ ও ১৮৬ পৃষ্ঠায় আছে। পরের সংবাদটি আমাদিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ে'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দু-কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রচলিত আচারের দ্বেষী ছিল। সুতরাং উহাতে প্রায়ই হিন্দু সমাজের নিন্দাসূচক সংবাদ প্রকাশিত হইত। নানা দৃষ্টান্ত দিবার পর 'জ্ঞানান্বেষণে'র পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

> আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারিং পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধানং বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন। (পৃ. ১৮৬)

এই পত্রপ্রেরকের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতূহলজনক। কয়েক জন কন্যা-বিক্রেতা এক বিপত্নীক ব্রাহ্মণের সহিত এক সুন্দরী মুসলমান-কন্যার বিবাহ দিয়া চারি শত টাকা আদায় করে। ব্রাহ্মণ এই কন্যার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর

> এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে 'কদু ছে কেয়া ছালান হোগা' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল 'ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে' তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে যবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

কুলীন-সমাজের প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা উঠা স্বাভাবিক। ১৮৩, ১৮৭ ও ১৯০ পৃষ্ঠায় এইরূপ অনেক কথা আছে। ইহার মধ্যে আমরা একেবারে সরাসরি স্ত্রী-স্বাধীনতার যুক্তিও পাই। ১৮৭ পৃষ্ঠায় "চুঁচুড়া স্ত্রীগণস্য" স্বাক্ষরিত যে পত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে ছয়টি দাবি করা হইয়াছে। এই ছয়টি দাবি এইরূপ,—(১) সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের মত বিদ্যাধ্যয়নের অধিকার, (২) স্বাধীনভাবে সকলের সহিত আলাপ; (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের মত হস্তান্তরিত না-হওয়া; (৪) কন্যা-বিক্রয় বন্ধ হওয়া; (৫) বহুবিবাহ রহিত করা; এবং (৬) বিধবার পুনর্ব্বিবাহ। এই পত্রখানি খুব সম্ভব স্ত্রীলোকের লেখা নহে। তবে ইহাতে যে অনেক সত্য কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুগেই যে বিধবা-বিবাহের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল তাহার প্রমাণ ১৯২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

সে-যুগের সমাজ-সংস্কারকদিগের চক্ষে যে কিছুই বাদ যাইত না তাহা আমরা ১৯৫-৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্র ও মন্তব্যে পাই। এইগুলির লেখকদিগের আপত্তি বাঙালী সমাজে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধে। প্রথম লেখক বলিতেছেন,—

> এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য হও। অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়।

দ্বিতীয় লেখকের আপত্তি আরও গুরুতর। তিনি লিখিতেছেন,—

> কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন,...।

তাহার পরই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে বর্দ্ধমানাধিপ তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্মবস্ত্র-ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতিও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন।

ইহার পর ১৯৭ হইতে ২০১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং ২০২-০৪ পৃষ্ঠায় মেলা প্রভৃতিতে জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাবের ও নিবারণের সংবাদ আছে।

এ-পর্য্যন্ত যে-সকল বিবরণ ও সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে সে-সকলই দেশের ও সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। ২০৪ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেকালের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত সংবাদ আছে। এই অংশে যাত্রা, নাচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের, এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নূতন ধরণের আমোদ-প্রমোদেরও উল্লেখ আছে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত হয়—উহার নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার। এই নাট্যশালার বিবরণ ২০৩ হইতে ২০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই অংশে আখড়া গান, দুর্গোৎসবে মুসলমান বাঈজীর নাচ-গান প্রভৃতিরও সংবাদ আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে ২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ' শীর্ষক বৃত্তান্তটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এই বুলবুলির লড়াই আশুতোষ দেবের বাড়িতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় উহার শালিস হন। ইহা হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় ছিল তাহার ধারণা করা যায়।

সমাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল সংবাদ হইতে সে-যুগে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কি স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠায়, কি রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণে, কি দুর্ভিক্ষ ও দৈবদুর্ব্বিপাকে, কি চিকিৎসালয়-স্থাপনে,—সকল বিষয়েই বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার কয়েকটি এই,—টাকীর কালীনাথ রায় কর্ত্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে টাকী হইতে বারাসাত পর্য্যন্ত ১৮

ক্রোশ রাস্তা-নির্ম্মাণ, কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দান, উড়িষ্যায় ঝড়ের জন্য দুঃস্থ লোকদের সাহায্য-দান, মতিলাল শীল কর্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রসূতি হাসপাতাল স্থাপন, হাজী মহম্মদ মহসীনের দান। এই শেষোক্ত দানবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ ২২১-২৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এই অংশের শেষে, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের যে মন্তব্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেন,—

> ...আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্ম্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যে২ ধনি ব্যক্তিরা নিজ২ দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাঁহারদিগকে রাজা বা অন্যান্য সম্ভ্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের লোকেরা বড়নামাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঐ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিবেক।

ইহার পরই বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এগুলি বাংলা দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান। এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। ২৪৩ পৃষ্ঠায় একজন পত্রপ্রেরক এ-দেশে যন্ত্র-প্রবর্ত্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন। ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ ঠাকুর পরিচালিত বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর উত্থান ও পতনের, এবং ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ডের সংবাদ আছে। ২৫৩ পৃষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, সে-যুগে প্রকাশ্যভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় বাঙালীদিগকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য। ৩৫৮ পৃষ্ঠায় বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকারিতা আলোচিত হইয়াছে।

সমাজ-বিভাগের ২৫৪-৮৭ পৃষ্ঠা শাসন-বিষয়ক। এই অংশে এ-দেশে ইংরেজ-শাসনের পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে। ১৮৩৩ সনে এ-দেশের লোকদিগকে গ্র্যাণ্ড জুরীর ও জষ্টিস্ অফ্ দি পীসের কাজ এবং যে-সকল মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টানরা লিপ্ত আছে এরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২রা মার্চ্চ 'সমাচার দর্পণ' এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে। এই মূল্যবান আলোচনাটি ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩৩ সন পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক রাজকার্য্যে এ-দেশীয় লোক নিয়োগ সম্বন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্ত্তন হয়। প্রথমে এ-দেশীয় লোকেরা খুব উচ্চপদে নিযুক্ত হইত। 'সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পারা যায় যে তখন

> এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক সাম্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক।

দ্বিতীয় যুগে রাজকার্য্যে এ দেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং তৃতীয় যুগে আবার এ-দেশীয় লোকদিগকে খুব উচ্চপদে না-হইলেও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। 'সমাচার দর্পণে'র এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে বিচারকার্য্যে স্বজাতীয় লোক নিয়োগে এ-দেশের লোকে প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হয় নাই। 'সমাচার দর্পণে'র বিবরণ এইরূপ,—

> পরন্তু আমরা এতদ্রূপ রীতিপরিবর্ত্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্যতঃ দেশের মধ্যে লোকসকল তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকহ পল্লোপলক্ষে মফঃসলের ভূরিং ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা অভিপ্রায় তাহা জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক সুগম আছে। অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নূতন আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দমা করিতে হইবেক তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে। কর্ম্মচারিরা ভারি বেতন পাইয়াও অন্যায়রূপে টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত উত্তরের স্বপ্নেও উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইঁহারা যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের এতদ্রূপ যে লালসা জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরব বা বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তৎপদের দ্বারা ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই। অতএব তাহারদের এই বোধ যে যাঁহারা কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবম্বিধ ব্যক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়াতে আমরা বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

এই নূতন নিয়মানুযায়ী সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিযুক্ত হন আশুতোষ দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫৮-৬০ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের কয়েক জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। জষ্টিস্ অফ দি পীস নিয়োগের সংবাদও ২৬১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। প্রথম এ-দেশীয় জষ্টিস্ অফ দি পীস্ দুইজন—দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব। বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীদিগকে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইতেছে না এরূপ একটি অভিযোগ ৪৬৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, চাকরি সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজিকার ব্যাপার মাত্র নহে।

ইহার পর এ-দেশে চোর-ডাকাতের ভয় ও উপদ্রব-নিবারণের সংবাদ আছে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবর্ন্মেণ্টকে কিরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহার পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে ২৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ কৌতূহলজনক। একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কি ভাবে স্বয়ং স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া পাল্কীতে বদ্ধ হইয়া দুর্বৃত্ত দমন করেন তাহার কাহিনী এই সংবাদে বলা হইয়াছে।

সে-যুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল। ২৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় যে বিবরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে লেখা হইয়াছে,—

দস্যু রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্তু স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। দারোগা অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফ্তার না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার খানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফ্তার করিয়া আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজি না করিতে পারে তাহাকে হজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

পুলিসের উপদ্রবের আরও দৃষ্টান্ত ২৬৯-৭০ ও ৪৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। একটি অভিযোগের লেখক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতির সম্পাদক। গৌরীশঙ্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ২৭২-৭৪ ও ৪৬২-৬৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

২৭৫ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুনা পাওয়া যাইবে। দণ্ড এইরূপ,—

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গোঁপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্ত্তে নানা ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণ্ঠদেশে মালাস্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দ্দভে চড়াইয়া তাহারদের মুখ গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল। পরে ঢেঁড়রাওয়ালা এক জন তাহারদের সম্মুখেং জয়বাদ্যের ন্যায় ঢেঁড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ লোক ঐ তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে ঐ দস্যুরদের কুকর্ম্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল...।

১৮৩৫ সনে স্যর চার্লস্ মেটকাফের অস্থায়ী বড়লাট থাকার সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ২৭৬-৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। শাসন সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক তথ্য আছে।

ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈদ্যসমাজ, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখযোগ্য। বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকেরা যাহাতে অন্য কোন জাতির চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা করেন সেখানে না যান, ও বৈদ্য-জাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঔষধ বিক্রয় না করেন তাহা দেখিবার জন্য এবং বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈদ্যসমাজ স্থাপিত হয়। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার প্রতিষ্ঠা হয় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জন্য। এই ধরণের সভা-

সমিতির মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে। জমিদারদের সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়।

সমাজ-বিভাগের ২৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা স্বাস্থ্য-বিষয়ক। এই অংশে এ-দেশে মহামারী, ওলাউঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে।

সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ। এই অংশকে আবার চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে দেশের বহু সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় তথ্য, তৃতীয় ভাগে তাঁহার পালিত পুত্র রূপে পরিচিত রাজারাম রায় ও চতুর্থ ভাগে তাঁহার বিলাত-যাত্রার সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই অংশে যাঁহাদের কার্য্যকলাপ বা মৃত্যু-সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সে-যুগের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দু-এক জন ছাড়া ইঁহাদের কাহারও বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান আছে এ-কথা বলা চলে না। সুতরাং এই অংশে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার বেশী মূল্য সেকালের সম্ভ্রান্ত লোকের জীবন-যাত্রার চিত্র হিসাবে—কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই মূল্যবান।

এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩০১-০২ পৃষ্ঠায় বর্দ্ধমানের বিখ্যাত জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সংবাদ আছে। ৩০৬ পৃষ্ঠায় দক্ষিণানন্দন (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ আছে। ডিরোজিওর শিষ্য দক্ষিণানন্দন এককালে হিন্দুদ্বেষী 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই সংবাদটিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কি ভাবে ঔষধ খাওয়াইয়া বশে আনেন তাহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি পরে বর্দ্ধমানের মহারাণী বসন্তকুমারীর মোক্তার হইয়াছিলেন এবং রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তদ্বির করিতেন (পৃ. ৩০৮, ২৬৯-৭১)। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের একজন খ্যাতনামা লেখক ও সম্পাদক। তাঁহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথ্য ৩১০-১৫ পৃষ্ঠায় সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ-দেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সংবাদ ৩১৩ পৃষ্ঠায় আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বহু তথ্য ৩১৬-১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এই সকল সংবাদের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদও আছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই ঘটনার তারিখটি অবিদিত ছিল। মহারাজ গোপীমোহন দেব সে-যুগের রক্ষণশীল সমাজের চূড়া-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ৩২৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। আরও দুই জনের মৃত্যু-সংবাদ উল্লেখযোগ্য; একজন খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (পৃ. ৩১৯), অপর জন লালাবাবুর পুত্র জমুয়াকান্দী-নিবাসী শ্রীনারায়ণ সিংহ (পৃ. ৩২৫)। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সংবাদ ৩২৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইহার পর রামমোহন রায় সম্বন্ধে বহু সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশের অধিকাংশ সংবাদই রামমোহনের বিলাতযাত্রা, বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু-বিষয়ক। রামমোহনের বিলাতযাত্রায় এ-দেশের কোন উপকার হইবে কি না এই আলোচনা ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যর্থিত হন, সতীদাহ-নিবারণকল্পে কি করেন, দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্যে কতটা সফল হন, এ-সকল সংবাদ স্বতন্ত্রভাবে এই অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। রামমোহনের মৃত্যু ও তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ ৩৫৭-৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অংশে রামমোহনের জীবন ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বহু তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

রামমোহন-সম্পর্কিত সংবাদের পর রাজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র এতদিন পর্য্যন্ত এই ধারণা চলিয়া আসিয়াছে। তিনি যে প্রকৃত-প্রস্তাবে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান তাহা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতায়ও এ-বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল,—

দ্বিজরাজের খেদোক্তি

শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর শুন মহাশয়।
নিবেদন করি কিছু মনের আশয়॥
ব্রহ্মকুলোদ্ভব হই দ্বিজরাজ নাম।
নগরে বসতি কিন্তু নহে নিজ ধাম॥
পরিচয় দিনু এবে মনো দুঃখ শুন।
কহিতে২ দুঃখ হইবে দ্বিগুণ॥
...   .
সন্ধ্যা বন্দনাদি ত্যজি যবন আচার।
করি সদা মনে মনে ভাল বাসি সে বিচার॥
তাতে শ্রদ্ধা কত হইল কবকি বিশেষ।
মহরমে বুক কুটি পরি কালা বেশ॥

যবনী প্রেয়সী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল॥
...   .
ভাগ্য গুণে মিলেছিল যবনী রমণী।
পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয় বাদিনী॥
তার গর্ভে জন্মে এক সুলক্ষণা কন্যা।
আমার নয়নতারা রূপে গুণে ধন্যা॥
...   .
এমন সন্তান আর সন্ততি যাহার।
বুঝহ কেমন হয় জননী তাহার॥
এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল।
কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল॥

রামমোহনের মৃত্যুর পর রাজারাম স্যর জন্ হব্‌হাউসের চেষ্টায় বিলাতে বোর্ড-অফ-কন্‌ট্রোলের আপিসে কেরাণী-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত সিবিলিয়ান হইতে পারেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালে চিত্রশিল্পী জন্ কিং কর্তৃক রাজারামের একটি তৈলচিত্র অঙ্কিত হয়। এই চিত্রটি ১৮৩৪ সনে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি চিত্রখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়া সমাজ-বিভাগ শেষ করা হইয়াছে। এই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় রামমোহনের পাচক-হিসাবে বিলাত গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোন বিশিষ্টতা নাই।

এই সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই বিভাগটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত, (১) ধর্ম্মকৃত্য, (২) ধর্ম্মব্যবস্থা, (৩) ধর্ম্মস্থান, (৪) ধর্ম্মসভা, ও (৫) বিবিধ। প্রথম ভাগে নানা পূজাপার্ব্বণ, তুলাদান, শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি সম্বন্ধে সংবাদ আছে। এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই (পৃ. ৩৭৩-৭৮) আমরা চড়কপূজায় বাণফোঁড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা পাই। তখনই এই সকল প্রথা রহিত করিবার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চৈত্রোৎসবকে কিছু সংযত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৩৮৪ পৃষ্ঠায় 'দুর্গার দুর্দ্দশা' শীর্ষক একটি অত্যন্ত কৌতুহলজনক সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। চুঁচুড়ায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া হওয়াতে বারোয়ারি দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন হয় নাই। পত্রপ্রেরক সংবাদটি দিয়া মন্তব্য করিতেছেন,—

> এইক্ষণে বিসর্জ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জ্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন প্রথার কথা ৪৬১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নরবলির সংবাদ ছিল। বর্ত্তমান খণ্ডের ৩৮৫-৮৬ পৃষ্ঠাতেও বর্দ্ধমানে নরবলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই নরবলি-সম্পর্কে বর্দ্ধমান-রাজপরিবারের নাম উঠে। ৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় গঙ্গাযাত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা বলা হইয়াছে।

এই অংশের ৩৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় সকল জাতির একত্রভোজন ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ সম্বন্ধে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন কেবল আমাদের কালেই আরব্ধ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে উহার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। সংবাদটি এইরূপ,—

> ...কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনির্ম্মিত বেদি তদুপরে চৌকা এবং তদুপরে কুসুম মালা প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুপ্তের খালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কপিত দুই স্থানে বাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই...।

ধর্ম্ম-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার পর ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়া হইয়াছে। এই অংশের ৪০৭-১১ পৃষ্ঠায় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে।

তীর্থস্থানের বিবরণের পর ধর্ম্মসভার বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। সতীদাহ-নিবারক আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আপীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিন্দু আচার-ব্যবহারকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বহু ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার উদ্যোক্তা ও পোষক ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক ছিলেন। সতীদাহ-নিবারণের সমর্থকদিগকে একঘরে করিবার জন্য ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে যে চেষ্টা হয় তাহার সংবাদ ৪১৩ পৃষ্ঠায় আছে। ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধর্ম্মসভার কয়েক জন উৎসাহী নেতার আচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেন তাহা ৪১৪-১৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মসভার অনুকরণে শাখা ধর্ম্মসভাতেও গানবাজনার আয়োজন হয়। ইহাকে লেখক 'ছাতারের নৃত্য' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মসভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দলাদলি-ঘটিত সংবাদ ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মসভা-সম্বন্ধীয় একটি সংবাদ এই অংশের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ৪১৭)।

ধর্ম্ম বিভাগের শেষে (পৃ. ৪১৮-২০) যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের দুইটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে বলিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ-প্রথা ছিল।

৫

এই কয় বিভাগের শেষে 'বিবিধ' শীর্ষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতায় ও মফঃস্বলে রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর, পুল, প্রভৃতি নির্ম্মাণ সংবাদ। এই অংশের ৪২৫ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উপর পুল নির্ম্মাণের সংবাদ আছে।

এই বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষের নানা স্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে। বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম সমরু ও তাঁহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে বহু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভাগের শেষে বাংলা দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে। উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সনে কলিকাতার লোক ও বাড়ির সংখ্যা (পৃ. ৪৪৬), কলিকাতার শ্যামপুকুরে বাঘ-শিকার ও কলিকাতায় বেলুন আরোহণ সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ৪৪৭)।

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৮ সালের কয়েকখানি ছিন্ন কীটদষ্ট 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ১২৩৭ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' আছে। ইহা হইতেও উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন করিয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

চিত্র-পরিচয়

বর্ত্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের যে-কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, একটি ব্যতীত সেগুলি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সহিত ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ছবিগুলির ব্লক ব্যবহারের অনুমতি দিবার জন্য 'প্রবাসী'র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই চিত্রগুলি ১৮৩২ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মিসেস এস্. সি. বেলনস্ প্রণীত *Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal* (from Sketches by Mrs. Belnos) নামক একখানি পুস্তক হইতে গৃহীত। মিসেস্ বেলনস্ নিজেকে "এতদ্দেশবাসী" (a native of the country) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে সে-যুগের বাঙালী-জীবনের কতকগুলি বড় বড় ছবি আছে। বইখানি বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল; সোসাইটির পক্ষ হইতে গ্রেভস্ সি. হটন্ বইখানির একখানা অনুমোদন-পত্র দিয়াছিলেন। এই পত্রখানি ও রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক লিখিত একখানা পত্র * মিসেস্ বেলনস্ স্বীয় পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মিসেস্ বেলনসের পুস্তকখানি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে উহার একখণ্ড আছে।

এই ছবিগুলির মধ্যে বেশ বিষয়-বৈচিত্র্য আছে। উহাতে কলিকাতায় সাহেবদের জীবনযাত্রা ও খাঁটি দেশী গৃহস্থালী সবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ-দেশের লোকজনের চিত্রগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ-অঙ্কনে সামান্য ভুল এবং মেয়েদের মুখে একটু একটু বিলাতী ভাব থাকিলেও ছবিগুলি ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান। ছবিগুলির নাম হইতেই উহাদের বিষয়বস্তু বুঝা যাইবে।

রামলীলার চিত্রখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে মুদ্রিত। এই পুস্তকখানির নাম *Benares* Illustrated in a Series of Drawings, by James Prinsep, Esq., F. R. S. Lithographed in England (Calcutta, 1831.) এই পুস্তকখানিতে কাশীর দৃশ্যাবলী ও উৎসবের কয়েকখানি ছবি আছে। তখনকার দিনে রামলীলা কিরূপ জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত তাহা এই চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব মূল্যবান্ উপাদান। বহু ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এ-দেশের জীবনযাত্রা, দৃশ্য, পরিধেয়,

---

* ১৮৩২, ৫ই মার্চ তারিখযুক্ত পত্রে চিত্রগুলি-সম্বন্ধে রামমোহন বেলনস্-গৃহিণীকে লিখিয়াছিলেন,—
"...they are true representations of nature, so much so, that they have served to bring to my recollection, the real scenes alluded to of that unhappy country."

অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ। এইরূপ সকল পুস্তকের তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ-দেশীয় হিন্দুদের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এখানে শুধু একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। পুস্তকখানি - *Les Hindous* Par F. Baltazard Solvyns, Paris, Vol. I. 1808; II. 1810; III. 1811; IV. 1812. পুস্তকখানির চারিটি খণ্ডে বাংলা দেশের পূজাপার্ব্বণের অনেকগুলি ছবি আছে। এই ছবিগুলির কয়েকটির নাম নিম্নে দেওয়া গেল,—

প্রথম খণ্ড :—মহাভারত কথকতা, রামায়ণ গান, হরিসংকীর্ত্তন, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, বিসর্জ্জন (কালীমূর্ত্তি), ঝাঁপ (গান), নীলাপূজা (চড়ক—বাণফোঁড়া)।

দ্বিতীয় খণ্ড :—নাচ, দুর্গাপূজা, কালীঘাট, সাধুসন্ন্যাসী, বিবাহ, ঝাঁপান বা মনসাপূজা, সাপুড়িয়া, সহগমন (একাধিক চিত্র), অনুগমন।

তৃতীয় খণ্ড :—কলিকাতার 'ফেরী', কলিকাতার দৃশ্য (২), বাজার, টোল (পাঠশালা), পল্লীগ্রামের রাস্তা।

বর্ত্তমান সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে ফ্যানী পার্কস্ (Fanny Parkes) রচিত *Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque* (Calcutta 1850) নামক পুস্তক হইতে দুইখানি চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ-দেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের অতি মূল্যবান উপাদান এই সকল পুস্তকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজাপার্ব্বণ ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্ব্বাচন করিয়া একত্রে মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকের প্রভূত উপকার হয়। এই কাজ পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ, সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষ অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজসাধ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের চিত্রের একটি অ্যালবাম্ প্রকাশিত করিলে বাংলা দেশের অতীতকে বুঝিবার বিশেষ সাহায্য করিবেন। পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের জন্য যে-আগ্রহ দেখাইয়াছেন, বাঙালী-জীবনের চিত্র-সম্বলিত একটি 'কোর্পাস্' সঙ্কলন করিতেও সেরূপ উৎসাহ দেখাইবেন, ইহা আশা করা কি নিতান্তই অন্যায়?

পরিশেষে এই সঙ্কলন-কার্য্যে যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই ভূমিকার শেষ করিব। শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল বিশেষ পরিশ্রমে পুস্তকের দীর্ঘ সূচি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

২২, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। বৈশাখ ১৩৪০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সংস্কৃত কলেজ

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

চন্দ্রিকাকারের উক্তিঃ।—সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যাপক কর্ম্মে রহিত ইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন 'হাতে বৈদ্যক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল 'হাতে কেহ২ কহেন যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পড়িবার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ রেন নাই কেবল শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ কর্ম্মে রহিত হইলে তৎপদে তাঁহার এক ছাত্র ীযুত মধুসূদন গুপ্ত নিযুক্তহওয়াতে অন্য ছাত্রেরা সমাধ্যায়ির নিকট পাঠস্বীকার না করাতে ালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ ্যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন কি প্রকারে রহিত হইল এবং ত্রেরাই বা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন। ত্তর যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাঁহারা নায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক াস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যহেতুক একটী ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া সমাধ্যায়িদিগকে কহেন ঐ ছাত্রের নকট অধ্যয়ন করা ভাল জিজ্ঞাসা করি সে ব্যক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেননা ধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিদ্যা তবে কাযে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে ইবেক তবে একথা স্পষ্টরূপে না কহিয়া কৌশলে বলা হইয়াছে যে তোমরা যদ্যপি ঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহা কে না বিবেচনা করিতে ারিবেন যদ্যপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ত্রুটি সপ্রমাণ রিয়া কর্ম্মে রহিতকরণানন্তর তত্তুল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের াত্রেরা সুখ্যাতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপত্র প্রাপ্ত যোগ্য হেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন তত্তুল্য ব্যক্তি সকল কি কারণে খ্যাতিপত্র না পান যদ্যপি মধুসূদন গুপ্তের সহিত ইহারা বিচারে পরাজয় হয় তবে একথা হিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়েরা জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্য- াত্রেরা ডাক্তর সাহেবের নিকট ইঙ্গরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিপ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক

সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুসূদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই কারণে রাখিয়াছেন ইহার পর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে এক সুখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক করিবেন অন্য অধ্যাপকদিগকে ক্রমে২ বিদায় করিয়া দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে।—সং চং।

(১৫ মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০)

কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ।—এতদ্বিষয়ে আমরা যে সম্বাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তদ্দ্বারা অবগত হইলাম যে ঐ কালেজে ১৯৬ জন ছাত্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তন্মধ্যে ৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ ব্যয় মাসে সর্ব্বসুদ্ধ ৫৫০ টাকা। এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের বেতন মাসে সর্ব্বসুদ্ধ ৮২০ এবং যে এক জন ইউরোপীয় সেক্রেটরী সাহেব ঐ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যার্থ নিযুক্ত আছেন তাঁহার মাসিক বেতন ৩০০ টাকা। এবং দুই জন পুস্তকাধ্যক্ষ আছেন তাঁহারা ৩০ টাকা করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকপ্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা। মাসে সর্ব্বসুদ্ধ খরচ ১৮০০ টাকার ন্যূন নহে। ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির অট্টালিকার ভাড়া ধরিতে হয় সেও মাসে ২০০ টাকার ন্যূন নহে এতএব অন্যূন দুই সহস্র টাকা ঐ বিদ্যালয়ে মাসে২ ব্যয় হইতেছে অথচ ঐ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধ্য কহিতে পারি যে তদ্দ্বারা যদ্যপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে এমত কহিতে পারি না। আরো বিবেচনা করিতে হয় এই মাসিক ব্যয়ের অতিরিক্ত ঐ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুস্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড্যুকেশন কমিটি নানা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তথায় রাখিতেছেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ মার্চ্চ ১৮৩৪। ১০ চৈত্র ১২৪০)

সংস্কৃত কালেজহইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত।—শ্রীযুত এডুকেসন কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু।

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতিসম্ভ্রান্ত কমিটির নিকটে অতিবিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০।১২ বৎসরাবধি গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমরা পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি।

কিন্তু তদ্রূপ সর্টিফিকট পাইয়াও আপনকার অতিসম্ভ্রান্ত কমিটির সাহায্য না হইলে আমারদের বর্ত্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশা নাই। আমারদের প্রতি স্বদেশীয়

মহাশয়েরদের তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে তাঁহারদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টতা প্রাপণের কোন ভরসা নাই। যেহেতুক সরকারের সাহায্যব্যতিরেকে স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবসায়ের দ্বারা আমারদের অল্পোপকারমাত্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকারপ্রাপণের অল্প-সম্ভাবনা যেহেতুক জিলা আদালতে পণ্ডিত হওনব্যতিরেকে আমারদের আর কোন গতি নাই তাহাতে অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহাও প্রধান২ সাহেবেরদের অনুগ্রহব্যতিরেকে হয় না অতএব আমরা আপনকার অতিসম্মানিত কমিটির নিকটে অতিবিনীতপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আপনারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কর্ম্ম শিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন এবং ঐ আদালতের সাহেবলোকেরদের হুকুমক্রমে আমলারদের কার্য্য নির্ব্বাহে আমরা বুদ্ধিসাধ্য সাহায্য করিতে সমর্থ আছি তাহা হইলে আমরা আইনের তাবদ্ব্যবহারজ্ঞ হইতে পারি এবং সামান্যতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল উচ্চ২ পদ অর্পণার্থ মুক্ত আছে তৎপ্রাপণার্থ আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারি এবং যে পর্য্যন্ত আমরা সদাচার ও পরিশ্রম ও বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের যোগ্যতা দর্শাইতে না পারি সেইপর্য্যন্ত আমারদিগকে কিঞ্চিৎ২ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। পারস্য ভাষার লেখা পড়া আমরা জানি না বটে কিন্তু তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইঙ্গরেজী ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে বাঙ্গলা ভাষাতো আমারদের মা ভাষা এবং তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে কালেজে এতকাল পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যে সকল বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও চর্চ্চার দ্বারা সংস্কার থাকে নতুবা লোপ পাইবে। একেবারে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না কিন্তু যাহাতে আমারদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আরো বিদ্যা বৃদ্ধি হয় এমত উপায় প্রার্থনা করি কিন্তু যে গবর্ণমেণ্টের ও যাঁহারদের প্রসন্নতায় আমরা বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছি তাঁহারদের কৃপাবলোকন-ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। যদ্যপি কার্য্যে অপটুতাজন্য আমারদের প্রতি কিছু সন্দেহ জন্মে তাহা আমরা স্বীকার করি যেহেতুক আমারদের ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহে পটুতা হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অতিগৌরবান্বিত কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন অতএব কর্ত্তারদের সাহায্য না পাইলে আপনারদিগকে প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমরা আপনকার অতিমহামহিম কমিটির নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রতিপোসকতা করিতেছেন ঐ বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমারদের প্রায় যৌবনকাল ক্ষেপণ করিয়া এইক্ষণে এমত দুর্দশা হইয়াছে যে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে জানি না এবং পিত্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এতদ্রূপ দুর্দশা ঘটিবে।

(স্বাক্ষরীকৃত) শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ। শ্রীতারানাথ শর্ম্মণঃ। শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ। শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। শ্রীআনন্দগোপাল শর্ম্মণঃ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণঃ। শ্রীচতুর্ভুজ শর্ম্মণঃ।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২)

সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।—আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে ঐ ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর চর্চ্চা করিতে হইবেক না।

এই সুসম্বাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন তৎকালে আমরা ইহার প্রতিবাদী ছিলাম কেন না ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সন্তানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন উপকার নাই প্রত্যুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্ত্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের কতক গুলিন নিরর্থক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভঅবধি রহিত কালপর্য্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন। এক্ষণে নিয়মকর্ত্তারা বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে ঐ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের মঙ্গলজনক বটে।

অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশীয়দিগের হিতাকাঙ্ক্ষি মহাশয়দিগের উচিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রধান লোককে তৎকর্ম্ম সম্পাদকত্বে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অভিমত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্ম্মে সুপ্রতুল হইতে পারে তৎপ্রমাণ দেখুন যত দিবসাবধি এতদ্দেশীয়দিগকে জুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কি২ ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃসদুরী কর্ম্মে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করাতে যে প্রকার যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজা প্রজার কি উপকার হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন। পরন্তু এতন্নগরের নেটীব মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের ভদ্রাভদ্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের যে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহা নির্দ্ধারিত হইলে সর্ব্বসাধারণেই বিশেষ উপকৃত

হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাততঃ বর্ত্তমান এই এক বলবৎ প্রমাণ দেখুন সংস্কৃত পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি সুফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমরা অবগত হইয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রাতি তাঁহার পরামর্শ দ্বারা ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কৃত পাঠেতেই যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠের অনেক বাহুল্য হইতেছে। যদ্যপি কেহ এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠশালায় গিয়া অনুসন্ধান করেন তবেই জানিতে পারেন। এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাঁহাকে এই অনুরোধও করিতেছি সংস্কৃত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহা স্থির করিয়া দেন সেই ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় তাবদধ্যাপকদিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্ব্বকৃত অখ্যাতি দূরীকৃত হইয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইতে পারে।—চন্দ্রিকা।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫)

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার নিমিত্ত এবং প্রতিদিন তদারক করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগদ্বারা আমারদিগের নিগূঢ় বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা ও ভাষা প্রচলিতা হইলে যাঁহারা আনন্দিত হয়েন তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।'

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে বিষয় জেনরেল কমিটি অফ পবিলিক ইনষ্ট্রকসন-হইতে অর্পিত হইয়াছে সেই বিষয় যদ্যপি আমরা প্রকাশ না করি তবে এতদ্দেশীয় বিদ্যা বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি আহ্লাদিত হয়েন তাঁহারদিগের এবং ঐ সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি অন্যায় হয়। শ্রীশ্রীপরমেশ্বর আছেন কি না এবং পরমেশ্বরের কার্য্য কি এই উভয় বিষয়ক পত্র সংস্কৃত দ্বারা যিনি উত্তম লিখিতে পারিবেন তাঁহার রেবেরেণ্ড ইয়েট সাহেব পরীক্ষা করিলে যাহার পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই দুইজন ছাত্রকে ১০০ এক শত টাকা দিবেন ইহা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমরা পরমাহ্লাদিত পূর্ব্বক বলিতেছি যে এতদ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছাত্রগণ উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল শর্ম্মা ও দিগম্বর শর্ম্মা এই উভয়ে তৎকার্য্যে সিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক মান্যতা করি কেন না যে বিষয় পূর্ব্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের পূর্ব্ব২ পুরুষ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় ছিল তদ্বিষয়ে ঐ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমতা অনেক মধ্যে জানাইয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

আমরা গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে দুই প্রশ্ন দিয়াছিলেন আর ইহার উত্তর লিখককে ১০০ শত টাকা জেনরেল কমিটি ও পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন দিয়াছেন ইহা আমারদিগের ভ্রান্তি কিন্তু ঐ ১০০ টাকা শ্রীযুক্ত মিয়র সাহেব প্রদান করেন এতদ্বিষয়ে আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে এমত উত্তম বিষয়ে যে ব্যক্তি দাতা তাহার প্রশংসা করা হয় নাই। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫)

আমারদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ে আদর দর্শাইয়া এতন্নগরে যে এক সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপিতা ছিল তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিপরীত রীতি দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে তাহাও বুঝি সমূলে উন্মূলন হয় কারণ ঐ পাঠশালার সেক্রেটরী পদ যাহা পূর্ব্বে২ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ সাহেবলোকদিগকে অর্পিত হইত পরে মহামহিম অসীমগুণাধার শ্রীযুক্ত রামকমল সেন ও শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত দেব মহাশয়দিগকে দত্ত হইয়াছিল এইক্ষণে শুনিতেছি যে বানর হস্তে খড়্গ সমর্পণ করার ন্যায় অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেও ঐ পাঠশালার একজন ছাত্র অথচ তৎকর্ম্মের অপাত্র নব্যবয়স্ক অপরিণামদর্শী কোন বৈদ্য ব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদানে তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়রা কল্পনা করিতেছেন .....। কস্যচিদতি বৃদ্ধবিপ্রস্য।

(৩০ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম করণার্থে আমরা কিয়দ্দিবস হইল ব্যক্ত করিয়াছিলাম বোধ করি যে তৎপাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে পরন্তু আহ্লাদপূর্ব্বক আপনারদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের ঐ ছাত্রদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাস জন্য এক জন তরজমা কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিদ্যা ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থে চেষ্টা করিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সন্তোষযুক্ত হইলাম কিন্তু ঐ ছাত্রেরা ইংরেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি না তজ্জন্য আমরা বাসনা করিতেছি যে যথা নিয়মানুসারে ঐ কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অস্মদাদির এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্ব্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করেন কেন না পরে তাহারদিগের শুভদ্র হইবেক। অপর অস্মদাদির দেশস্থ লোকেরা আকাঙ্ক্ষিত হইয়া যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু এ অতি দুঃখের বিষয় যে ঐ সকল ছাত্রেরা তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হইবেন না। যদ্যপি ঐ রীতি সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হইতে পারে কিন্তু সে ব্যাঘাতে

হানি নাই কেন না ঐ ছাত্রেরা সংস্কৃত বিদ্যা জ্ঞাত থাকিয়া যদি ইংরেজী বিদ্যা ভালরূপে জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারজনক হইবেন। ঐ সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হওনে মন্দ ঘটনা না হইয়া ভালহইতে পারিবেক ও ইংরেজী বিদ্যানুশীলনে ছাত্রদিগের পক্ষে উত্তম এবং ঐ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ।—পশ্চাল্লিখিত ইনস্তেহামে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ যে ছাত্রেরদিগকে যে২ পারিতোষিক প্রদত্ত হইল তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।···

শ্রীযুত	মুক্তারাম ভট্টাচার্য্য	২০০ টাকা
ঐ	ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৮০
এ	মদনমোহন ভট্টাচার্য্য	১০০
ঐ	দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য	১০০
ঐ	রাজকৃষ্ণ গুপ্ত	১০০
ঐ	বিশ্বনাথ গুপ্ত	১০০
ঐ	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫০
ঐ	রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৫০
ঐ	তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	১০

(৩ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬)

মেষ্টর মোয়ের সাহেব যিনি অনেক বার দানশীলতা প্রযুক্ত সুখ্যাত আছেন তিনি সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগকে দুইশত কবিতা দ্বারা ভূগোল বিবরণ বর্ণনা করিতে কহিয়া ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রকার পারিতোষিক অঙ্গীকার করাতে আমরা সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অনুরোধ করি যে তাহারা এতদ্বিষয়ে সক্ষম হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

"ভূগোলখগোলবর্ণনম্" নামে বিদ্যাসাগরের একখানি বই তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের গোড়ায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, জন্ মিয়র নামে পশ্চিম অঞ্চলের এক সিবিলিয়ানের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পুরাণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে ১০০ শ্লোক রচনা করিয়া এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব এখানে উপরিলিখিত পুরস্কারের কথাই লিখিত হইয়াছে।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন তর্কালঙ্কার গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিষ্টেণ্ট সিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিযুক্ত

করণার্থ যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগুণের জ্ঞানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত এই নিয়োগ হইবে অতএব আমরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহ্লাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতিরেকে এক পংক্তিও লিখিতে সমর্থ হয়েন না কেবল বাহিরে উপদেশ দেন বিশেষতঃ আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছে কারণ এতদ্দেশীয় যে২ ব্যক্তি যখন২ উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে উত্তম২ পদে নিযুক্ত করেন।—জ্ঞাং ন্বাং।

(২৪ আগষ্ট ১৮৩৯। ৯ ভাদ্র ১২৪৬)

সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের কার্য্যার্থী হইয়া যাহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের চেষ্টার বিষয় আমরা এক সপ্তাহের ভাস্করে প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে শুনিলাম প্রার্থকদিগের মধ্যে কাহার প্রতি উপরোধ অনুরোধ চলিবেক না ঐ কালেজাধ্যক্ষ সভা শ্রীযুত মার্স্যল সাহেবের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তিনি পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন এই বিষয় শ্রবণে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম এবং বোধ করি উক্ত কালেজের অধ্যাপক নিয়োগ বিষয়ে পূর্ব্বে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা ছিল এইক্ষণে তাহা রক্ষা পাইবে উক্ত কালেজাধ্যক্ষ সভার নিয়ম ছিল পরীক্ষা করিয়া লোক নিযুক্ত করিবেন কিন্তু মধ্যে কয়েক ব্যক্তির বিষয়ে সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে তাহাতে আরো বোধ করিয়াছিলাম উক্ত সভা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছেন এইক্ষণে জানিলাম তাঁহারা ভুলেন নাই তবে শৈথিল্য বা কর্ম্মকারক লোকের বাক্যে বিশ্বাস প্রযুক্ত কেহ২ বিনা পরীক্ষাতে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন যাহা হউক সম্প্রতি অতি বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত মার্স্যল সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন আমরা বোধ করি তাঁহার বিবেচনাতে পক্ষপাত শৈথিল্যাদির সম্পর্ক থাকিবে না ঐ মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ নিপুণ যথার্থ রূপে অধ্যাপকদিগের বিদ্যা পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি বটেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা পরীক্ষাব্যতীত কাহাকেও নিযুক্ত না করেন।—ভাস্কর।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।

হিন্দু-কলেজ

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদিগকে যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ গত শনিবারে টৌন হালে হয় তাহার বিবরণ আমরা ইণ্ডিয়া গেজেটনামক সম্বাদপত্রহইতে লইলাম। তথায় অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা বিশেষতঃ শ্রীযুক্তসর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও শ্রীযুত ব্লন্ট সাহেব ও শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈণ সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত প্লোডন সাহেব ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং অন্যান্য এতদ্দেশীয় যেং লোক বালকেরদেব বিদ্যালোচনায় তুষ্ট হন তাঁহারা সমাগত হইয়াছিলেন। অপর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব নানা সম্প্রদায়ের ছাত্রেরদিগকে আহ্বান করিলে শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কৃতবিদ্য বালকেরদিগকে পুরস্কার দিলেন ইহার শেষ হইলে কতক যুব ছাত্রেরা নাটক কাব্যহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আবৃত্তি করিল। সেই সকল প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই।

আলেকসান্দর ও দস্যু।

আলেকসান্দর	...	কমলকৃষ্ণ দেব
দস্যু	...	মাধবচন্দ্র সেন
কৃপণ ও পলুতস	...	পিতাম্বর মিত্র

লাকিলস উঅানিং

লাখিল	...	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
ডাইন	...	হরনাথ মুখোপাধ্যায়

মর্চাণ্ট আফ বোনস।

প্রথম আকৃট প্রথম সিন।

সৈলক	...	কৈলাসচন্দ্র দত্ত
টুবাল	...	রামগোপাল ঘোষ
সলানিয়ো	...	তারকনাথ ঘোষ
সলাবিণো		ভুবনমোহন মিত্র
পিটরো	.	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
তীর্থযাত্রী ও মটর	.	হরিহর মুখোপাধ্যায়

ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও যাত্রি ও মটরের বিষয়ক পিটর পিণ্ডরের কাব্য আবর্ত্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়া যে হিন্দু যুব লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে শ্রীরামতনু লাহিড়ি ও শ্রীরাধানাথ সিকদার ও শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ স্বকপোলরচিত তিন প্রকরণ পাঠ করিলেন ঐ মহাশয়েরা যে ইঙ্গরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয়।

কৈলাশচন্দ্র দত্ত রামবাগান দত্ত-পরিবারের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুত্র। কৈলাশচন্দ্র ১৮৩৫, ২৭এ আগষ্ট তারিখে 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামে একখানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ('মাসিক বসুমতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, পৃ. ২১১)।

রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা (পৃ. ৬৫৫-৬১) 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

···হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিকনামক এক জন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটূ বলিয়াছিল তজ্জন্য তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ তেলি পো ব্রাহ্মণঠাকুরের পদে ধরিয়া কহিয়াছে এমত কুকর্ম্ম আর করিব না এবার অপরাধ মার্জনা কর।

অপর কালেজের ছাত্রেরদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠিল এই কথার অনেক বিবেচনা হইয়াছিল ঐ ডাইরেক্টর মহাশয়দিগের মধ্যে ডাক্তর উইলসন সাহেব এমত কহিয়াছেন যে বালকেরা যে সকল পুস্তকাদি কালেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি মান্য করিবে না ইহাতে যাঁহার স্বেচ্ছা হয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছা হয় পাঠাইবেন না।

আমরা এক্ষণে ডাক্তর উইলসন সাহেবকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক তিনি অতি দূরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাঁহার দয়া আছে ইহাও বোধ হইল এক্ষণে যাঁহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন কালেজের ছাত্রদিগকে কিম্বা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আমবা আর কিছু কহিতে পারি না যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রাদিকে বলা উচিত হইবেক। [সমাচার চন্দ্রিকা]

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

হিন্দু কালেজ।—এতদ্দেশীয় বিদ্যাধ্যাপনাকাঙ্ক্ষি এবং আমারদের স্বদেশস্থ লোকেরদিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু কালেজে রাজস্বের তাবদ্ব্যাপার ও ব্যবস্থা

বিদ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের ঔৎকর্ষকরণ মহাকার্য্য দেশাধিপেরা যদ্রূপ সুগম করিতেছেন তদনুরূপ তাঁহারদের স্বরূপ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম।—রিফার্ম্মর।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

হিন্দু কালেজ।—ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এইক্ষণে কেপে বর্ত্তমান শ্রীযুত ডাক্তর আদম্‌সন সাহেবকে হিন্দু কালেজের এক মহোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তর আদম্‌সন সাহেব বিদ্যালয়ের যে কোন কর্ম্ম হউক তন্নির্ব্বাহ করিতে অতিযোগ্য স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্ব্যতিরেকে নানা ঔপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ। কথিত আছে যে তিনি তৎকর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক নহেন আমারদের পরমাহ্লাদ যে তিনি তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

হিন্দু কালেজ।—শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

হিন্দুকালেজ।—ইনকোয়েরর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের তত্ত্বাবধারকতাকর্ম্মে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

হিন্দুকালেজের সভা।—শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকালেজের যে পরম মঙ্গল করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কিরূপ করাযায় তদ্বিষয়ক বিবেচনা করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্ত্তমান ও পূর্ব্বকালীন ছাত্রেরদের পটোলডাঙ্গায় একত্র সমাগম হয়। তাঁহারদের পরস্পরের অনবধানতাপ্রযুক্ত উক্ত কালেজের কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গ ছাত্রেরা সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ সভাতে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করাযায় এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তাঁহারদের স্থানে চাঁদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইয়া ঐ গাড়ু নির্ম্মাণ করাযায় ঐ বৈঠকে যে ছাত্রেরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা চাঁদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল ঐ চাঁদার যে টাকা সহী হইবে তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে। তদনন্তর নিম্নে লিখিত মহাশয়েরা তৎকার্য্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুত অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি। শ্রীযুত লক্ষ্মণচন্দ্র দেব। শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর। শ্রীযুত রসিকলাল সেন। শ্রীযুত গঙ্গাচরণ সেন। শ্রীযুত মাধবচন্দ্র মল্লিক। শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীযুত উমাচরণ বসুজ। শ্রীযুত নীলমণি মতিলাল।

শ্রীযুত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোস ঐ সভার সেক্রেটরী হইলেন ঐ সভাতে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক সভাপতি ছিলেন।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব। হিন্দুকালেজের বৈঠক।—গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু কমলচন্দ্র গাঙ্গুলির বিজ্ঞাপনক্রমে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা ও হিন্দুকালেজের অন্যান্য ছাত্রেরা পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ে এগার ঘণ্টার পূর্ব্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনন্তর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ শ্রীযুত রাস শ্রীযুত স্তং শ্রীযুত হের ও অন্যান্য সাহেবেরদের সমভিব্যাহারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদন পত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারসূচক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পরে ইঙ্গরেজী পাঠশালার ছাত্রেরদিগকে সম্বাদ দিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে ঐ সকল ছাত্রেরা তাঁহার নিকটে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানকরণার্থ যে শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিককে প্রধান স্থির করিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে অনুমান তিন শত ছাত্র গমন করিলেন। কালেজের ছাত্রেরদের আবেদনপত্র পাঠকরণার্থ বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা ও সুবিবেচনা ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বারা বিশেষতঃ লেকৃচর নিযুক্তকরণের দ্বারা কালেজের কিপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুরদের মঙ্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুত্থানের বিষয়ে যে সাহায্য এবং হিন্দুরদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে প্রযোজকতা করিয়াছেন তাহা সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের কিপর্য্যন্ত সম্ভ্রম হইবে তদ্বিষয়ে আপনার ও তাবৎ ছাত্রেরদের পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর রৌপ্যময় গাড় প্রদানের চাঁদাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন।

(১২ মার্চ্চ ১৮৩৪। ৩০ ফাল্গুন ১২৪০)

পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ্চ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।…কলিকাতাস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরা প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন না।…

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই।

*   *   *   *

লার্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ ও গ্লিনালবন।

নর্বল ... ... তারকনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

ষষ্ঠ হেনরি। ... ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।

গ্লষ্টর। ... মধুসূদন দত্ত।

এই মধুসূদন দত্তই স্বনামধন্য মাইকেল মধুসূদন বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবিষ্ট হন বলিয়া তাঁহার চরিতকারেরা লিখিয়াছেন। তাহা হইলে ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু মধুসূদন ১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না, কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম এবং ১২ বৎসরের বেশী বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল না।

"The [Hindu] college is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted".. (*Asiatic Journal* for Sep.-Dec. 1832. Asiatic Intelligence – Calcutta, pp. 114-15)

তাহা হইলে ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বেই মধুসূদন হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ১৮৩৪ সনে তিনি যে হিন্দু-কলেজে ছিলেন তাহার প্রমাণ উপরিউদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইতেছে।

মধুসূদনের জন্মতারিখ লইয়াও গোল আছে। সকলেই বলেন, মধুসূদনের জন্ম হয় "১৮২৪ সনের ২৫এ জানুয়ারি (১২ই মাঘ ১২৩০ শনিবার)", কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি = ১৩ই মাঘ রবিবার হয়,—১২ই মাঘ, শনিবার নহে।

১৮৪১ সনে 'জুনিয়র' 'সিনিয়র' বৃত্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে (*Friend of India*, 13 May 1841), মধুসূদন সেই বৎসর আগষ্ট মাসে জুনিয়র পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৪২, ৭ই জানুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রে পাওয়া যায়ঃ -

"Hindoo College.--The annual distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a. m. at the Town Hall.···

Students who obtained Junior Scholarships.

Bhoodeb Mookerjie,- Junior Scholarship
B nnomally Mitter,— do
Mu'doosoodun Dutt,- do

(Cited by the *Friend of India* for Jany, 13, 1842, p. 23).

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইখানি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিলে এখনও মাইকেল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইতে পারে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিবার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly

Kaly Prussunno Singh

Calcutta the 9th February 1861.*

সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। মাইকেলকে প্রদত্ত মানপত্রখানি এইরূপ :—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বৎ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী

---

* লিথোগ্রাফে মুদ্রিত এইরূপ একখানি পত্র গৌরদাস বসাক মহাশয়ের বাটীতে ছিল। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সমগ্র বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।"*

মাইকেল ঢাকায় গেলে ঢাকাবাসীরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন

* আমার অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১৮৬১ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে এই মানপত্র ও মাইকেলের বক্তৃতার নকল পাঠাইয়াছেন।

একজন বক্তা কালান বলেন যে "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটী যশোহর।"

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতগুলিতে উপরিউদ্ধৃত অংশ স্থান পাইবার যোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম উভয়েই মাইকেলের ঢাকা-গমনের তারিখ ১৮৭৩ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি যে ভুল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

হিন্দু কালেজ।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট [?Tytler] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেরেরি গেজেটসম্পাদক শ্রীযুত রিচর্ডসন সাহেব ও টাকশালের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কনিয়ম [Curnin] সাহেবের মধ্যে বিভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব লিখনের রীতি ও কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন এই দুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে তাঁহারদের কিপর্য্যন্ত অনুরাগ।…২০ জুন ১৮৩৫। এস।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

আমরা দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হিন্দু কালেজের শিক্ষক কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন্ সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের মোসাহেব [Aid-de-camp] হইয়াছেন ঐ সম্বাদ অনেকেই শ্রুতমাত্র আমোদিত হইবেন তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কর্ম্ম হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন।—অবগত হওয়াগেল যে শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব হিন্দুকালেজের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ঐ বিদ্যালয়ের এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

বর্দ্ধমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবর্নর্ ছিলেন আমরা শুনিতেছি শ্রীযুত যুব মহারাজও তাঁহার পিতার সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২৫ আশ্বিন ১২৪২)

হিন্দুকালেজ।—ব্যবস্থাপক কমিস্যন সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্রীযুত কামরণ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে তাবদ্ব্যবসায়বিষয়ে শিক্ষা দিবেন তাহাতে আমরা পরমসন্তোষপূর্ব্বক ছাত্রেরদের অতিসৌভাগ্য বোধ করিলাম। উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সর্ব্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্তু এইক্ষণে তদ্দ্বারা বিশেষ ফলের সম্ভাবনা যেহেতুক শারীরিক বর্ণ বা ধর্ম্ম বা জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে আমরা উচ্চতর বিশ্বাস্যপদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরাতে আমরা ইঙ্গলণ্ডদেশনিবাসি লোকেরদের তুল্যই হইলাম। এতাদৃশ সুধারা স্থানবিষয়ে অত্যাবশ্যক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণার্থ সর্ব্বপ্রকারেই আপনারা প্রস্তুত থাকি কি জানি পাছে তদ্রূপ সুধারার বিপক্ষপক্ষীয়েরা কহে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয়কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণে অযোগ্যহওয়াপ্রযুক্ত ঐ সুধারা স্থগিত করা উচিত।—রিফার্ম্মর।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

অদ্য দশ ঘণ্টা সময়ে কলিকাতাস্থ রাজবাটীতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের বার্ষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইবে এই পরীক্ষা দর্শন এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার মিত্রেরদের সুখজনক বটে অতএব তাঁহারা যে তৎকালীন উপস্থিত হইবেন তদর্থে অনুরোধ করিতে হয় না আমরা প্রতিবৎসর দেখিয়াছি বালকেরা যে ভঙ্গিপূর্ব্বক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা আহ্লাদিত হন এবং আমরা শুনিতেছি এবৎসর বালকেরা কালেজের মধ্যে শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে ঐ বিষয় যেরূপ অভ্যাস করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত আহ্লাদ জ্ঞান করিবেন অতএব যে২ নাটক হইতে যাঁহারা এবৎসর যে২ অংশ পাঠ করিবেন আমরা ঐ সকল নাটক এবং পঠিতব্য অংশের নাম সহ তাঁহারদিগের নাম অগ্রেই প্রকাশ করিলাম।

প্রথমত রাজা ও জাতাঁকরের বক্তৃতা।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রাজা নরোত্তম দাস জাঁতাকর দ্বিতীয় সৈন্যের এক ব্যক্তির স্বপ্ন দর্শন। সেই ব্যক্তির প্রতিরূপ শ্রীযুত শশিচরণ দত্ত তৃতীয় টবিটাম্পোটের বক্তৃতা।

শ্রীযুত বাবু গোপাল মুখয্যা টবিটাম্পোট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিক্সপিয়র সাহেব যে মনুষ্যের সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহা কহিবেন।

পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা।

শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহা করিবেন।

ষষ্ঠ বেণীশদেশীয় সদাগরের যাত্রা।

ডিউক।	রাজেন্দ্রনাথ সেন।
সায়লাক।	উমাচরণ মিত্র।
এণ্টোনীয়।	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।
পর্সীয়া।	অভয়াচরণ বসু।
গ্রেসীএন।	রাজনারায়ণ দত্ত।
বেশেনীয়	রাজেন্দ্র বসু।
নেরিসা	রাজেন্দ্র মিত্র।
সেলিরিণ	গোপাল মুখুয্যে।

সপ্তম নেলিগে।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাহার বক্তৃতা করিবেন।

অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু।

পেটণ্ট।	কালীকৃষ্ণ ঘোষ।
ডাউলাস।	গিরীশ ঘোষ।

নবম ইতিহাস।

ভুবনমোহন ঠাকুর তাহা কহিবেন।

আমরা বোধ করি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকালীন অদ্য রাত্রিতে যে কালেজের পুরোবর্ত্তি পুষ্করিণীর চতুর্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ করিবে এ বিষয় লেখা অসঙ্গত হয় না পাঠকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্ত্তমান ছাত্র এবং পূর্ব্বকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা চাঁদার দ্বারা এই বাজীদাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবৎসর চাঁদাতে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ সাত শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন অতএব বোধ করি অদ্য রাত্রিতে বাজীর তামাসা ভারি হইবে কিন্তু যাহাতে নিকটস্থ গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ না হয় এতদর্থে পোলীসের লোকেরদের উচিত হয় তৎকালীন সাবধান থাকিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

এগুলিকে পুরাদস্তুর নাটকাভিনয় মনে করিয়া মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ('সন্দর্ভ-সংগ্রহ,' পৃ ২৪-২৬) ও শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (*Cal. Review*, Jany., 1924, p. 112) ভুল করিয়াছেন।

(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫)

(কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে) হিন্দুকালেজ।—উক্ত বিদ্যাগারের বার্ষিকী পরীক্ষা এবং পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কার্য্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় টৌনহালের উপরিস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে সমাধা হইয়াছিল। তৎকালে কতিপয় সম্ভ্রান্ত

ইঙ্গরেজ ও ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি মহাশয় উপস্থিত হন বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত রাইট রিবেরেণ্ড লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত মানরবল সর এডবার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গল সাহেব ও শ্রীযুত ডি মাকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুত জে সি সি সদরলণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত ডি হার সাহেব ও শ্রীযুত মেজর বরলণ্টন সাহেব ও কাপ্তানদ্বয় মার্সল সাহেব ও বিণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত কর্ণল ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আদৌ সেক্রটরী সদরলণ্ড সাহেব কর্তৃক পুস্তকচয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান করিলেন।

তৎপরে অধোলিখিত বিবিধ গ্রন্থধৃত প্রকরণ সুচারুরূপে শিষ্যগণ বক্তৃতা করণে সভ্যসকল মহানন্দিত হইলেন। তদ্‌যথারূপক।

গুলাব পুষ্প। শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর।

খদ্যোত কীট। শ্রীমোহন মুখয্যে।

ফেকেনহেম নামক উপভূত। শ্রীমতিলাল বসাক।

বংশী। শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মিত্র।

সর্‌বালাম। শ্রীশ্রীনারায়ণ বসু।

হেন্‌রী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাঁহার সেনাপ্রতি। শ্রীশ্যামাচরণ বসু।

কিং রিচার্ড রাজার দুর্গে আত্মকথন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু।

কাটোর আত্মকথন। শ্রীহরিনারায়ণ পাল।

সর্‌ সিমন ও হাজ। শ্রীগোপালনাথ মুখয্যে।

হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে। শ্রীঅভয়াচরণ বসু।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকল্য বালক সভার সম্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর্‌ ই, রাএন সাহেব ও শ্রীযুত মাঙ্গলস্‌ সাহেব ও শ্রীযুত সদরলণ্ড সাহেব যে সকল কূটপ্রশ্ন করেন তদুত্তর বিলক্ষণ তাঁহারা প্রদান করেন।

পরিশেষে সর্‌ এডবার্ড বালকদিগকে উপলক্ষে কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্তপূর্ব্বক কহিলেন যে যদিও আগামী বর্ষে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা ন্যূন হইবেক তথাপি জেনরেল কমিটি আফ্‌ পবলিক ইনষ্ট্রক্সন হইতে তন্মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠার্থিগণ বহুমূল্য পুস্তক স্ব২ গৃহে পাঠ আলোচনা কারণ প্রাপ্ত হইবেন।

এই সভা সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়।

উক্ত বাসরীয় রজনীযোগে কালেজ সন্নিহিত স্থানে অপূর্ব্ব অগ্নিক্রীড়া বর্ত্তমান এবং পূর্ব্বশিক্ষিত বালকগণকর্তৃক কেবল চাঁদার দ্বারা ব্যয় সঙ্কলনে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সুদৃশ্য ও উত্তমরূপে পর্য্যবসান হইল।

(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬)

হিন্দু কালেজের সমীপে যে স্থানে খ্রীষ্টিয়ান গীর্য্যা হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে বাঙ্গালা পাঠশালা হইবে এতচ্ছ্রবণে আমারদিগের এতদ্দেশীয়েরা অত্যন্ত সুখী হইবেন। এই পাঠশালা হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষবর্গ কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়া নূতন নিয়মানুসারে চলিবে…।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

এতদ্দেশীয় পাঠশালা।—গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ হিন্দু কালেজের সন্নিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে শিলান্যাস হইল। ঐ ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির অন্যান্য অন্তঃপাতি মহাশয়েরা এবং এতদ্দেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণাগ্রগণ্য মহানুভবেরা সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব সমাগত মহাশয়েরদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার জনকের ন্যায় শিষ্টাচার করতঃ কহিলেন যে এই পাঠশালা স্থাপনেতে কমিটির সাহেবেরদের পরম সন্তোষ আছে তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন সাহেবের বক্তৃতানুরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন। ঐ দিবসীয় তাবৎ ঘটনা এবং ঐ বিদ্যালয়ের মূলে শিলান্যাসের তাবদ্বিবরণ আমরা ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

আমরা শ্রুত হইয়াছি যে ঐ পাঠশালা নির্ম্মাণের তাবদ্ব্যয়ই দেশীয় মহাশয়রা প্রদান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির স্থানে বা সরকারী কোষ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হন নাই ইহাও নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। এতদ্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সন্তোষের বিষয়। যখন গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষা উঠাইয়া তাবৎ সরকারী কার্য্যে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন তখন আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী এই উদ্যোগে দেশীয় লোকেরা নিতান্ত সাহায্য করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল।

এই পাঠশালা নির্ম্মাণেতে যতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালার ব্যবহারোপযুক্ত পুস্তক সকল তাঁহারা প্রস্তুত করেন তাহা হইলে পাঠশালা নির্ম্মাণের পর উত্তমরূপে কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে।

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

পাঠশালার শিলান্যাসের ব্যাপার।—কল্য সায়াহ্ন ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বারা শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রীযুক্ত

কর্ণেল ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ যে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর ওসাকনেসি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্য অনেক মহাশয় ব্যক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হইল এবং ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদিত পাঠশালা স্থাপন ইত্যাদি তাবদ্বিবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই সময়ের সম্বাদ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকিৎসালয়ের নকশা এবং উভয় কালেজের প্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব সমাগত ব্যক্তিরদিগকে সম্বোধন করিয়া দেশীয় ভাষার সৌষ্ঠবকরণার্থ এই পাঠশালা সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্দুদিগকে ধন্যবাদ করিলেন এবং কহিলেন যে এইক্ষণে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার আরো আবশ্যকতা হইয়াছে। পরে শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব বক্তৃতা করত এই পাঠশালার সংস্থাপন বিষয়ে শ্রীযুত হের সাহেব যাহা কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব কহিলেন যে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয় শিক্ষা করণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সামীপ্য সম্বন্ধের এক উপায় এবং তদ্দ্বারা যে জ্ঞান ইঙ্গলণ্ডীয় অল্প লোকের মধ্যে আছে তাহা দেশীয় ভাষার দ্বারা দেশীয় বহুতর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে এবং পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যাপনের পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কীর্ত্তি বিষয়ক অনেক প্রশংসারূপে বর্ণনা করিলেন।

তৎ পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত বক্তৃতা করিলেন যে তাহা যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন।

কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের আনুকূল্যে বিশেষতঃ

অধ্যক্ষ

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর

শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর

কর্ম্মনির্ব্বাহক

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন

শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত

শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বসু

ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইস সাহেব

সেক্রেটরী

শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এবং ঐ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত

হওনার্থ বঙ্গ ভাষার এক পাঠশালায়

শিলান্যাস

অদ্য শুক্রবার বাঙ্গলা ১২৪৬ সাল ১ আষাঢ়

ইঙ্গরাজী ১৮৩৯ সাল ১৩ জুনে

কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বারা সম্পন্ন হইল

তিনি বঙ্গ দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত নিবাসী

বহুকালাবধি উক্ত সাহেব সাধারণ হিতৈষিতাতে প্রসিদ্ধ

তিনি অনেক বৎসরাবধি অতি সম্ভ্রম পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ে অনুরক্ত। এবং জাতীয় বা বর্ণ ভেদ না করিয়া কলিকাতা রাজধানী নিবাসি লোকেরদের মধ্যে বিদ্যা দেদীপ্যমানা করণার্থ অতি মহাযত্ন করিয়াছেন এবং নিজ সম্পত্তিও অনেক ব্যয় করিয়াছেন

শিবচন্দ্র বিশ্বাসকর্ত্তৃক খোদিত।

[ইংলিশম্যান্. ১৭ জুন]

(১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬)

হিন্দুকালেজের পাঠশালার গৃহ নির্ম্মাণ অতি ত্বরায় হইতেছে আমি অনুমান করি যে ২।৩ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হইবে। পাঠশালার উপস্থিত যে২ বিষয় তন্নিমিত্ত অনেক পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন। হিন্দুকালেজের ইংরেজী শিক্ষার রীত্যনুসারে এই পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া যাইবে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক বলি যে এই পাঠশালায় প্রাচীন বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইবে তাহা এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমাণ ও মাপ ব্যবস্থা রাজনীতি এবং রেখা গণিত ইত্যাদি পুস্তক ঐ পাঠশালায় শিক্ষা প্রদানার্থ প্রস্তুত হইতেছে। এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দান করিতে হইবে এবং বিনা বেতনেও পাঠ করিতে পারিবেন। এই পাঠশালা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ এবং বালকদিগের বেতন দিতে হইবে।

বোধ হয় অত্যল্প বেতন কিম্বা সর্ব্বসাধারণের মহোপকার করণার্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষবর্গরা বিবেচনাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সাহায্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬)

কলিকাতার নূতন পাঠশালা।—কলিকাতার নূতন পাঠশালা স্থাপনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটীতে গত বুধবারে তাঁহারদের এক বৈঠক হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে তাঁহারদের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাশুভ বিষয়ক অনেক কথোপকথনানন্তর বালকেরদিগকে উত্তম প্রকার লিখাওনের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যে তিন জন ছিলেন তাঁহারদের যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় বিবেচনা হইল। তাঁহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইয়াছেন তাহা আমরা শ্রুত হই নাই। ঐ কর্ম্মের বেতন দশ টাকার অধিক হইবে না। পরে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং আমরা শুনিয়া পরামাপ্যায়িত হইলাম যে বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ অতিশীঘ্র কমিটির উদ্যোগে নূতন পাঠশালা ও দেশীয় সাধারণ লোকেরদের উপকারার্থ প্রকাশ হইবেক।

(৯ নবেম্বর ১৮৩৯। ২৪ কার্ত্তিক ১২৪৬)

নূতন পাঠশালার অনুষ্ঠান।—আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠশালার কার্য্য আরম্ভ হইবে ও যে২ নিয়মেতে চলিবে তাহার এক২ পাণ্ডুলেখ্য কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে। সেই পাণ্ডুলেখ্যের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে বিশেষতঃ ঐ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে তাহার প্রথম সম্প্রদায় অতি শিশু বালকেরা নীচে লিখিত বিদ্যা শিক্ষা পাইবে। বিশেষতঃ অক্ষর বানান হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাস্ত্রের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে যথা ব্যাকরণ অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা এবং শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের বিধি এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় ইতিহাস এবং পত্র লিখনীয় রীতি। তৃতীয় সম্প্রদায় সুশিক্ষিত ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবেন যথা শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের নিয়ম ও জমীদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং অতি পূর্ব্বকালীন ও ইদানীন্তন ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যা বীজ গণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি

বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মোসলমানেরদের ব্যবস্থা।

এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বর্ষের ব্যবস্থা অধিক বয়স্ক কোন ছাত্র গ্রাহ্য হইবে না এবং দশ বর্ষ বয়স্ক কোন ছাত্র যদি এমত সুশিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা করিতে পারেন তবে গ্রাহ্য হইবে।

উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ ব্যয়।

প্রথম	বর্গ	বার্ষিক	২	টাকা	ছয়মাসে	১	টাকা
দ্বিতীয়	বর্গ	ঐ	৪		ঐ	২	
তৃতীয়	বর্গ	ঐ	৮		ঐ	৪	

ছাত্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় করা যাইবে বালকেরদের তদ্বিষয়ে কিছু খরচ লাগিবে না কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে।

যে পিত্রাদি বান্ধবেরা বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন তদ্বিষয়ে তাঁহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাঁহারা হিন্দু কালেজের শ্রীযুত সেক্রেটরি মহাশয়ের নিকটে অতি শীঘ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরী তাঁহারদের নাম লিখিয়া তাঁহারদের মধ্যে প্রাধান্য প্রধান্য বিবেচনা করিয়া সম্প্রদায় মধ্যে নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটরী।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে হিন্দু কালেজান্তর্গত নূতন পাঠশালায় পাঠাকাঙ্ক্ষিদিগের বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যদি প্রতি দিবস উক্ত প্রকারে আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় তবে কালেজের অধ্যক্ষগণ আরো কএকটা গৃহ নিৰ্ম্মাণ করাইবেন। এই রূপ আবেদন পত্র প্রদান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্যোপাৰ্জ্জনে অত্যন্ত উৎসুক তাহা জানা যাইতেছে যদ্যপি ভারতবর্ষস্থ মনুষ্যেরা এতদ্দেশীয় ভাষা বিদ্যোপাৰ্জ্জনে উৎসুক না হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শনিবারে বাঙ্গলা পাঠশালার পাঠারম্ভ কালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় মহৎ২ মনুষ্যের সমাগমন হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত আছি শ্রীযুত রায়েন ডাক্তর ওসাগ্নিসি গ্রাণ্ট এবং ওয়াইজ ডেবিড হেয়ার শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষাল শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু মতীলাল শীল হিন্দু কালেজ মেডিকেল কালেজ এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্যান্য জনগণ সমক্ষে শ্রীযুত বাবু

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার তাৎপর্য্য সহ ব্যাখা করিলেন এবং পাঠশালায় এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরদিগের যে লভ্য তাহাও ব্যাখা করিলেন। অনন্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অনুবাদ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ দুই এক বাঙ্গালা বক্তৃতা হইলে ই রায়েন সাহেব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিলেন যে এতদ্দেশে অনেক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে সাহায্য করণহেতু অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন কমিটির ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিম্বা তাহা নহে এডুকেশন কমিটির সকল বিদ্যালয়েই তাঁহারা সাহায্য করেন। উক্ত কমিটির তাৎপর্য্য এই যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা সুশিক্ষিত করাইলে তাহারা এই রীতানুসারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শিক্ষানুভবহেতু এই পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা হইত না উক্ত সাহেব আরো কহেন যে উক্ত কমিটির প্রার্থিত সিদ্ধি এবং তাঁহারদিগের অতিশয় আনন্দ হইল। আব এই বিদ্যালয় এই সহরে প্রথমতঃ প্রধান হইল অনন্তর গ্রাণ্ট সাহেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বক্তৃতা করিলে তাহা অসম্পূর্ণ এইক্ষণে হইল না অনন্তর রিচার্ডসন সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে চামরের [চসারের] কাননে যেমন ইঙ্গরেজী আচ্ছন্ন সেই ন্যায় বাঙ্গলা ভাষা এইক্ষণে আছে। চাসার বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশ ইঙ্গরেজী বিদ্যার প্রাচূর্য্য করিলেন তাহার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার ক্রমশ প্রাচুর্য্য হইবে। পরে ওসাগ্নিসি সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা দ্বাবা শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা এবং মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরদিগেব এই প্রকাব শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা ঐ স্থানের ছাত্রগণ উদ্র ভাষাদ্বাবা চেমষ্টরি অভ্যাস করিয়াছেন।

ডিরোজিও

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দু কালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল শনিবার ডাইরেকটর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থিব হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেন ···।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

ড্রোজু সাহেবের মরণ।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে ···। তাঁহার অত্যল্প বয়স্ অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে···।

ড্রোজ্‌ সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যদ্যপিও ইঙ্গরেজী তাঁহার জাতিবিদ্যা নহে এবং তিনি এতদ্দেশীয় ফিরিঙ্গি বটেন তথাপি তাঁহার লেখাপড়া শ্রবণাবলোকনে অনেকে ইঙ্গরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস হইয়াছে বোধ হইত তাহার কৃত ফকিরাজঙ্গিরানামক ইঙ্গরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত আছে এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন। অপর তাঁহার বিদ্যার নিপুণতা জানিয়া হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন কিন্তু বালকতাহেতুকই হউক অথবা অসদুপদেশদ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজ্‌ নাস্তিকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার দ্বারা হিন্দুকালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে ইহাই প্রকাশ-হওয়াতে তিনি কালেজহইতে বহির্ভূত হন পরে গত জুনমাসাবধি ইষ্টইণ্ডিয়াননামক এক সমাচারের কাগজ করিয়া নিত্য প্রকাশ করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের ধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন…।

ড্রোজ্‌ সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহারা বড় বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজ্‌ হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া থাকিবেক। ইহার মধ্যে সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে…। ("বাঙ্গলা সমাচাব পত্রের মর্ম্ম")

ড্রোজ্‌ সাহেব অল্প বয়সে ইঙ্গবেজী বিদ্যায় বিদ্বান্‌রূপে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন এবং ফিরিঙ্গি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্য ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের পাঠশালায় সুশিক্ষিত হইয়া হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃত্তমাত্রেই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি হইয়াছিল।

অপর ড্রোজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন না প্রথমে (পারথিনননামক) এক সাপ্তাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন তদনন্তর (হেসপিরস) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।… সং রং [সম্বাদ রত্নাকর]

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন।—গত ৫ জানুআরি বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মৃত ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেন্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম

হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে সরকারী চাঁদার দ্বারা যে মৃত ড্রুজু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাঁহার চিরস্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নির্ম্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তদুপযুক্ত কথাপ্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন এবং আর২ সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল যে কবরের খরচ করিয়া যদি চাঁদার টাকা কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে তবে তাহা ড্রুজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব করা যায়। তদনন্তর চাঁদার বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ টাকার স্বাক্ষর হইল।

(৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮)

মৃত ড্রোজু সাহেব।—মৃত ড্রোজু সাহেবের স্মরণার্থ তাঁহার কবরস্থানোপরি এক স্তম্ভ গ্রন্থনার্থ যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তাঁহার কবরস্থানোপরি চণ্ডালগড়ের প্রস্তরনির্ম্মিত এক স্তম্ভ প্রস্তুতহওনার্থ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঐ স্তম্ভ গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪৷৷৵৮ হইবে। আমরা শুনিয়া কিঞ্চিচ্চমৎকৃত হইলাম যে ১৫৫৪ টাকার চাঁদা হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা আদায় হইয়াছে। ভরসা করি যে ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়েরা শীঘ্র ঐ টাকা প্রদান করিয়া আপনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির স্মরণার্থ অনবধানতাজন্য দোষহইতে মুক্ত হইবেন।

১৮৪২, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রে ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয়:—

"ধর্ম্ম সভার গত বৈঠক।.. পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ শালাবধি ১৮৩৩ শাল পর্য্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটা মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; সতীধর্ম্ম নিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা অব্যবহার্য্য করেন। ঐ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগকে সদা সর্ব্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, এবং একাডিমিক ইনষ্টিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষত অতিসুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভাম্বিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও

* অর্থাৎ পরস্পর বাদানুবাদার্থক সভা ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহু বৎসরাবধি সভাপতি ছিলেন।

তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মত প্রকাশক সমাচার চন্দ্রিকাতেও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্ব২ বালকদিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদ্রূপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন ; উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম২ রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য প্রীতি তদ্বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তদ্দৃষ্টে সকলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতি বর্ম্ম অতিশীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবেক, ধর্ম্ম সভার সভ্যগণেরা এতদ্গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই।...

ডেবিড হেয়ার

(৩ জুলাই ১৮৩০। ২০ আষাঢ় ১২৩৭)

হিন্দুকালেজ।—কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্ভের বিষয়ে কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে। সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইণ্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্ভ্রান্ত নাহওয়াতে তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব ঐ কালেজের প্রথমকল্পক এবং তিনি ঐ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। আরো বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক কলিকাতাস্থ ধনি ব্যক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে ঐ কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবো এতদ্বিষয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারকতা কোন এক বিশেষ চিহ্ন দ্বারা হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমাদের বিবেচনা হয়।

হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনা যে প্রথমে রামমোহন রায়ের দ্বারাই হইয়াছিল, তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে। এ-সম্বন্ধে আমার "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধ (*Journal of the Bihar & Orissa Research Society*, vol. xvi, pt. II) দ্রষ্টব্য।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

অন্যচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশস্থ ছাত্রদিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এতৎপ্রযুক্ত হিন্দুকালেজাদি বিবিধ স্কুলস্থ ছাত্রসকলে একত্র হইয়া উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে অনেকানেক ছাত্রেরা চাঁদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের বোধ হইতেছে যে এবিষয় শীঘ্র নিষ্পন্ন হইবেক…। —সং প্রং

(২ এপ্রিল ১৮৩১। ২১ চৈত্র ১২৩৭)

শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব।—শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধিহেতু ও সাধ্যমতে তাঁহারদের সম্যক প্রকারে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় যেরূপ অকপটে মনোযোগ করিতেছেন তাহা কোন জন জ্ঞাত না আছেন সংপ্রতি আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতার বিদ্যালি বালকেরা শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার সূচনাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে সংক্ষেপে এক এডরেস অর্থাৎ প্রশংসা লিপি প্রদান করিয়াছেন ঐ প্রশংসা লিপির অধোভাগে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অন্য পাঁচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয় স্থিরীকরণ জন্য বালকেরা দুই দিবস সভা করিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২৮ নবেম্বরে স্থাপন হইয়াছিল তাদ্দিবস প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্তুত নিমিত্ত কমিটী সংস্থাপনের প্রস্তাব হইল এবং উক্ত কমিটীতে অধ্যক্ষরূপে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ সরকার [শিকদার ?] শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বসু শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বসু শ্রীযুত বাবু তারাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মিত্র শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দিবসের সভা ৩০ জানুআরিতে স্থাপন করিলেন তৎকালে কমিটীদ্বারা প্রস্তুতীকৃত প্রশংসাপত্র পাঠান্তে গ্রাহ্য হইল এবং নিয়ম করিলেন যে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিবার জন্য শ্রীযুত পোর্ট সাহেবের নিকট মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রুআরিতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব প্রশংসাপত্র গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদনুযায়িকালে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ

মুখোপাধ্যায় প্রশংসা লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার নিজের লিখিত অভিপ্রায় লিপিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমরা যতপরোনাস্তি হর্ষান্বিত হইলাম যেহেতু দেশহিতকারী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের এইরূপ সম্মান করা অতিআবশ্যক ছিল।—সং কৌং।

উপরিলিখিত "দক্ষিণানন্দ" মুখোপাধ্যায় আমাদের সুপরিচিত "রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।" 'দক্ষিণানন্দ ঠাকুর' রূপেও তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিয়াছি। শিল্পী সি. পোট অঙ্কিত ডেবিড হেয়ারের চিত্র হেয়ার-স্কুলে আছে।

ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি, এবং তদুত্তরে হেয়ার সাহেবের বক্তৃতা—প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার *David Hare* পুস্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এগুলি ১৮৩১ সনের ২১এ মার্চ্চ তারিখের 'গবর্ন্মেণ্ট গেজেট' পত্রে প্রকাশিত হয়; এখানে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।—

Calcutta, 17th February, 1831.

To

David Hare, Esqr.

Dear Sir. Kindness, even when slightly evinced, excites a feeling of thankfulness in the minds of those who benefit by it. What, then, must be the sentiments which animate the many who have enjoyed the happiness of receiving at your hands the best gift that it is possible for one thinking being to bestow upon another—education? It has been the misfortune and reproach of many an age to permit its best benefactors to go to the grave without one token of its respect or gratitude for their endeavours. Warned by their example, it is our desire to avoid it, and to let it be known that, however your eminent services to this country may be overlooked by others, they are appreciated by those who have experienced their advantages. We have, therefore, resolved upon soliciting the favour of your sitting for your portrait—a request with which we earnestly hope you will have no objection to comply. Far be it from us to suppose that so slight a token of respect is adequate to the merit of your philanthropic exertions; but it will be a gratification to our feelings if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame, and to imitate immortality.

Waiting your kind compliance with the request contained in this address, and heartily wishing you health and strength to pursue the career which you have so long maintained,

We have the pleasure to be, dear sir,

Your most obedient servants.

[Signed by Dukinnundun Mookerjee, and 564 other young native gentlemen].

Mr. Hare's Answer.

Gentlemen: In answer to the address you have just presented to me, I beg to apologize for the feelings that overcome me; and I earnestly request you

to bear with me. A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to render the Hindoos happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India; and with the sanction and support of the government, and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause of education.

Gentlemen: I have now the gratification to observe, that the tree of education has already taken root; the blossoms I see around me; and if it be left to grow up for ten years more, it will acquire such a strength, that it will be impossible to eradicate it. To maintain and to continue the happy career already began, is entirely left to your own exertions. Your countrymen expect it from you, for they look upon you as their reformers and instructors. It remains for you to gain that object, and to show the inhabitants of other countries in what manner they may render themselves useful.

When I observe the multitude assembled to offer me this token of their regard, when I see that the most respectable and learned native gentlemen have flocked around me to present this address, it is most flattering to me, for it expresses the unfeigned sentiments of their hearts. I cannot contain myself gentlemen. This is a proud day to me. I will preserve this token of your sentiments of gratitude towards me unto my latest breath. I will bequeath it to my posterity as a treasure which will inspire them with emulation to do good to their brethren.

Gentlemen: Were I to consult my private feelings, I should refrain from complying with your request. It has always been a rule with me never to bring myself into public notice, but to fill a private station in life. When I see, however, that the sons of the most worthy members of the Hindu Community have come in a body to do me honour—when I observe that the address is signed by most of those with whom I am intimate, and whose feelings will be gratified if I sit for my portrait, I cannot but comply with your request.

17 February, 1831. (Signed) D. Hare.

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

সুধাকর হইতে নীত। ডেবিড হের সাহেব।—গত রবিবার প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাসের বাটীতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের এক সমাজ হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাৎপর্য্য এই যে চাঁদায় যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবৎ আদায় হয় নাই ও কতক আদায় হইবারও সম্ভাবনা নাই কেবল ন্যূনাধিক এক সহস্র মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে কিন্তু তাহাতে প্রতিমূর্ত্তির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব করিলেন যে যত তঙ্কা হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহা পুনর্ব্বার চাঁদা করা যাইবেক। শুনা গেল যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সভা ভঙ্গ হইল এবং সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন।—সং কৌং।

(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২৪৬)

রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।—

১০ মার্চ ।

শ্রীযুত জে ডবলিউ মাকলৌড সাহেব পেন্‌স্যন পাইয়া কর্ম্মে অবসর হওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় কমিস্যনর হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডেবিড হেয়র সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের [Court of Requests] তৃতীয় কমিস্যনর হইয়াছেন।

মেডিক্যাল কলেজ

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফাল্গুন ১২৪১)

সংস্কৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া এতদ্দেশীয় যুব ব্যক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের অপর এই এক উদ্যোগ। ঐ কালেজের তাবৎ বিধান আমরা পশ্চাদ্ভাগে প্রকাশ করিলাম তৎপাঠে পাঠকগণের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিতে পারে।

ফোর্ট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ ।

*　　*　　*　　*

১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার চিকিৎসা সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন রহিত হইবে।···

(১২ মার্চ ১৮৩৬ । ১ চৈত্র ১২৪২)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসাশিক্ষালয়ের কার্য্যারম্ভ বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে না হইয়া দিবসান্তরাপেক্ষায় আছে।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যে পুরস্কার দেন তাহা গত বৃহস্পতিবার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড আকলণ্ড সাহেব বহুতর দর্শকেরদের সম্মুখে ঐ ছাত্রেরদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। যে২ ছাত্রকে ঐ পুরস্কার প্রদত্ত হইল তাঁহারদের নাম ও ঐ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য ফর্দ্দে প্রকাশ করা গেল—বিশেষতঃ।

এক স্বর্ণ মুদ্রা	...	...	গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত
এক রৌপ্যময় মুদ্রা	...	...	
৩০০ টাকার এক পুরস্কার		...	শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত।
২২৫ ঐ ঐ		...	
১৫০ ঐ ঐ		...	
৭৫ ঐ ঐ		...	
শিবচন্দ্র কর্ম্মকার	...	...	পুরস্কার ২৬২॥
নবীনচন্দ্র পাল	...	...	ঐ ২৬২॥
জে সি সাইমন্স	...	...	স্বর্ণ মুদ্রা
ঈশান চন্দ্র গাঙ্গোলি		...	১৫০
ডবলিউ ফয়	...	...	রৌপ্যময় মুদ্রা
ঈশানচন্দ্র দত্ত	...	...	৭৫ টাকার পুরস্কার গুলি বণ্টন করিয়া পাইবেন
রাজা কৃষ্ণ দেব	...	...	
অমরচরণ সেট	...	...	
শ্যামচরণ দাস	...	...	
দ্বারকানাথ গুপ্ত	...	...	
নবীনচন্দ্র মিত্র	...	...	অতি নিপুণতাসূচক সর্টিফিকট
রামকুমার দত্ত	...	...	
কালিদাস মুখুয্যে	...	...	
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	...	...	
মহেশচন্দ্র নান	...	...	নিপুণতাসূচক সর্টিফিকট
বেণীমাধব মজুমদার	...	...	
জেমস পাট	...	...	

যে ছাত্রেরদের গুলিবাঁট করিয়া ঐ পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ প্রতিজনকে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড সাহেব নিজহইতে ৭৫ টাকা করিয়া প্রদান করিয়াছেন।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণ।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে পুরস্কার প্রদান করেন তাহা ২৯ জুন তারিখের পূর্ব্বাহ্নে বিতরণ করা গেল। তৎসময়ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ঐ পুরস্কার অতিবদান্যতাপূর্ব্বক স্বহস্তেই অর্পণ করিলেন।

প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র।

প্রথম সাংপ্রদায়িকেরদের পুরস্কার।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রত্যেক ২৭০ টাকা।

শ্যামাচরণ দত্ত এক স্বর্ণ মুদ্রা কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ১২০ টাকা লইলেন।

অন্তঃপাতি দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার। রামনারায়ণ দাস ১২০ টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত স্বর্ণ মুদ্রা শ্যামাচরণ দত্তের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন।

পঞ্চানন শিরোমণি ১২০ টাকা।

উমাচরণ সেট ১২০ টাকা।

অন্তঃপাতি তৃতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার।

যাদব ধর নবীনচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথ গুপ্ত রামকুমার দত্ত কালিদাস মুখোয্যে প্রত্যেকে ৫০ টাকা।

ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মুদ্রা।

দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের ছাত্র।

পরমানন্দ সেট ৫০ টাকা।

উপরিউক্ত ছাত্রেরা কালেজে স্থিতির কালানুসারে সংপ্রদায়েং বিভক্ত হইলেন।

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র।

এবং তদুপরি শ্রেণীস্থেরা কালেজ স্থাপনাবধি নিযুক্ত আছেন। এবং এই সকল পুরস্কারের সঙ্গে তাঁহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল এবং যে সকল ছাত্রেরা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না তাঁহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টিফিকট দত্ত হইল। বর্ত্তমান ছাত্র ৭৫ জন তন্মধ্যে ৫০ জন মাসিক বৈতনিক আছেন।

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা ঐ চিকিৎসা শিক্ষালয়ে উপস্থিত হইলাম তখন শ্রীযুত প্রফেসর গুডিব সাহেব স্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। ঐ বক্তৃতাতে এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মূলাবধি তাবদ্বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং এমত সময়ে যদ্রূপ হইতেছে তদ্রূপ ছাত্রসমূহেতে ঐ শিক্ষালয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়রা উপস্থিত ছিলেন।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

মেডিকেল কালেজের পার্শ্বে চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ যে বাটী হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে এতচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম এই বিদ্যালয়ে ৮০ জন রোগির স্থান হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণ চিকিৎসা করিবেন। এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে

এক যাঁহারা উত্তম বিজ্ঞ ও অনুভবশালী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হীন রোগিগণ এতন্মহানগর বেষ্টিত আছেন তাহারদিগকে সাধ্যানুসারে সুস্থ করণার্থ অন্যান্য সুশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন। এই চিকিৎসালয়ের তাৎপর্য্য এই যে জোড়াসাঁকোর ডাক্তর ব্রেট সাহেবের চিকিৎসালয় অতি ক্ষুদ্র তাহাতে স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদিগের ক্লেশ হইত তাহার শান্তির নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় করা পরহিতাকাঙ্ক্ষি উক্ত ডাক্তর ঐ স্থানে স্থিতি করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াও যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে বাস করিলেন ইহার কারণ আমরা কিছুই অনুমান করণে সমর্থ হই না। তবে এই অনুমান হয় যে গবরনর জেন্‌রেল বাহাদুরের অশ্ব চিকিৎসা কার্য্যে তিনি নিযুক্ত আছেন তন্নিমিত্ত বা বাধিত হইয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে শাসন কর্ত্তারদিগের পরামর্শ প্রদানে বোধ করি যে আমরা নিরপরাধি হইব তাহা এই যে কালা ও বোবাদিগের চিকিৎসা করণার্থ এই ভারতবর্ষীয় রাজধানীর উপযুক্ত এক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাও উপকারক ইহা অস্বীকার করেন না। আমরা সতত দেখিতে পাই যে ইঙ্গলণ্ডীয় চিকিৎসকের অভাবে এতদ্দেশীয় কতশত ব্যক্তি একেবারে শ্রবণ আশা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যের বহিষ্কৃত ভাবিয়া কুটুম্বের প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। এবং মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমৎকারিতা তাহা জ্ঞাত নহে। তাহারদিগের মূর্খতার বিবরণ এক মান্য জমীদার যিনি সম্প্রতি তাহার মফঃসলস্থ তালুক হইতে সমাগত হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়া কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজা তৎ সমীপে সমাগত হইয়া আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বৃষ্টি করিতে বলুন হা এ কি খেদ একি পাগলামি গবর্ণমেণ্ট এমত প্রজা যাহারা তাহারদিগের কৃপার অধীন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন না করেন তবে ঐ সকল অজ্ঞ মফঃসলবাসিদিগের চিরকাল ঐ অবস্থা থাকিবেক। মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে তত্রস্থ যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন তাহারদিগের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ়তা জন্মিয়াছে বিশেষতঃ ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষুর চিকিৎসা যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে অতএব কর্ণ চিকিৎসালয় হইলে সেই প্রকার লভ্য প্রাপ্ত হইতে পারি। [জ্ঞানান্বেষণ]

হুগলী কলেজ

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—গত সোমবার ১ আগস্ত তারিখে হুগলির কালেজের কার্য্য আরম্ভ হইল। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে প্রথম দুই দিবসের মধ্যেই এক সহস্র বালক কালেজে ভর্ত্তি হইল।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভাদ্র ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—সম্পাদক মহাশয় গত শ্রাবণস্থ অষ্টাদশ দিবসীয় সোমবাসরাবধি শহর চুঁচুড়াস্ত শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৺ ভাগীরথী পুলিনস্থ প্রাসাদে এতদ্বিদ্যালয়ের কার্য্যোপষ্টম্ভ হইয়াছে।…অধুনা ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যার্থি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। এবঞ্চ আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজী ধারার ন্যায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রন্থ পাঠ করত অতি সুশৃঙ্খলরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন। যেহেতুক যে দশ জন এতদ্বিদ্যাধ্যাপক অর্থাৎ মৌলবি অধ্যায়নানুকূল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা অতিবিজ্ঞ বিশেষতঃ প্রধানাধ্যাপক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযুত মৌলবি সোলেমান খাঁ ও পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মোস্তকিম মহাশয়প্রভৃতি ইঁহারদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য ও সৌজন্যতা দর্শনে ও শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্য মহাশয়েরা অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন। যাহা হউক অত্যল্প দিবসের মধ্যেই এতৎপাঠশালায় ন্যূনাধিক ১৬০০ ষোল শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে। অতএব উপলব্ধি হয় যে এতত্তুল্য ভাগ্যবন্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য যাহা হউক এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসির অত্যন্তাতিশয্যতা বশত এতৎপাঠশালায় সে সাত জন বিচক্ষণ শিক্ষক ও দুই জন মনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন এতন্মধ্যে বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপব সাহেব যিনি পূর্ব্বাবধি কলিকাতাস্থ প্রধান বিদ্যা মন্দিরে পাঠানুকূল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার সুবিচক্ষণতা ও শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যতা ও বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যে অজস্র পরিশ্রমের প্রাচুর্য্যতা ও পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশয্যতা দর্শনে আমরা কিপর্য্যন্ত বিনোদিত হইয়াছি। তদ্বর্ণনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্তা। দ্বিতীয়তঃ পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত কেলী সাহেব যিনি অধুনা দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধ্যয়নানুকূল্যার্থ নিযুক্ত আছেন। ইঁহার বিজ্ঞতা ও ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যে প্রচুর মনোযোগতাবলোকনে ভরসা হইতেছে যে উক্ত শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গেরা ঐ ভাষায় অচিরে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যিনি পূর্ব্বে নিখিলগুণযুত শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নূতন কালেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইঁহার বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপাট্যতা দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে তদীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলস্য স্বরূপ শয্যাহইতে উঠিয়া জ্ঞানরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই পাঠশালার কার্য্য ইঙ্গরেজী ও আরবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে আগামি সোমবাসরাবধি সংস্কৃত ভাষাধ্যাপনার্থ যে দুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারদিগের কার্য্যের উপষ্টম্ভ হইবেক। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে

এতৎসাহিত্যে সংবর্দ্ধিতরূপে যে এক চিকিৎসালয়ের কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। এইক্ষণে কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাজের কৃপায় ঐ কৃত কল্পনা সফল হইয়া অস্মদ্দেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তা জনেক কবিরাজ মহাশয় যাঁহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সর্ব্বব্যাপি দর্পণে দেদীপ্যমান আছে। সংপ্রতি বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পূর্ব্ব বাগদানানুসারে উক্ত মহাশয় ঐ চিকিৎসালয়ের এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন। ইহাতে অস্মদ্দেশীয় মহাশয়েরা কিপর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্নিয়ম সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারি ঘণ্টাপর্য্যন্ত তথায় অবিস্থিতি করিবেন। এতন্মধ্যে আধ ঘণ্টা লিখিবেন। এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র। অপিচ পারস্য ভাষাভ্যাসি ইঙ্গরেজী বিদ্যার্থি বালকেরা ভিন্ন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা দুই ঘণ্টা ইঙ্গরেজী পড়িবেন আধ ঘণ্টা লিখিবেন। পরে তাবৎক্ষণ পারস্য ভাষাভ্যাসে রত থাকিবেন। এইক্ষণে ইত্যাদিরূপ নিয়মে এতৎপাঠশালার কার্য্য নিষ্পাদিত হইতেছে। পরে প্রধানাধ্যাপক পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব যাঁহার চীনহইতে আশু প্রত্যাগমনের অপেক্ষা আছে আগমন করিলে বিদ্যা বৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যের আর২ নিয়ম কিরূপ হয় বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব।...কস্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ। হুগলির কালেজ।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫)

আমরা শুনিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলি কালেজে এতদ্দেশীয় শিশুদিগের হইতে ১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা পর্য্যন্ত বেতন লইতে আরম্ভ করণার্থ বিবেচনা করিতেছেন ইহার মধ্যে অতিদীন যে ছাত্রগণ তাহাদিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মে দাতব্যার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক লিখিত প্রকারে বলি যে বেতন লইলে যাহাদিগের বিনা বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর ছাত্রদিগের অতিশয় যত্ন হইবে তাহাতে তাহারা প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন।

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে চলিতেছে ঐ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা ও পারস্য শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন গত হইল আমরা বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তথাপি ঐ বিদ্যালয়ে উত্তম রূপে বিদ্যা আলোচনা হইতেছে এবং তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়। উক্ত

বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই শাখা বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩০০ বালক অধ্যয়ন করে ইহার শিক্ষক হিন্দুকালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ সরকার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা কতগুলী দর্শক সম্মুখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অত্যল্প দিন সংস্থাপিত হইয়া যে এতদ্রূপ হইয়াছে ইহাতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয় কেননা অত্যন্ত পরিশ্রম-দ্বারা অল্প দিন এমত ফল দর্শাইয়াছেন।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

হুগলির কালেজ।—শুনাগেল যে শ্রীযুত সদর্ল্যণ্ড সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের পরিবর্ত্তে হুগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদর্ল্যণ্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত ডাক্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ ইসডেলই সর্ব্বপ্রথম এদেশে সম্মোহন-বিদ্যা (mesmerism) প্রয়োগে অস্ত্রচিকিৎসার সূচনা করেন।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

হুগলির কালেজ।—আমরা অবগত হইলাম যে চুঁচুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের যে বাটী পশ্চাৎ বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের অধিকৃত ছিল সেই বাটী সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটি হুগলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি ঐ বাটীতে ছাত্রেরদের পাঠনারম্ভ হইয়াছে। কথিত আছে যে উক্ত বাটীর মূল্য ২২০০০ টাকা এবং ঐ বাটীর প্রশস্ততা ও নির্ম্মাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য অত্যল্প। ঐ বাটীতে কালেজ প্রথম স্থাপন হইয়াছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্ব্বার স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি যে এই অতিবৃহৎ ও মহোপযোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চুঁচুড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্য বাটী নাই।

এই সম্বাদ আমরা হরকরা পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটী ক্রয় করণ বিষয়ে সদ্বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হুগলির কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটী আরো বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধ করি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত এক নূতন বাটী প্রস্তুত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা এই বাটী ক্রয়করণ ও বর্দ্ধিত করণের ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নূতন রাজবাটী ভিন্ন কলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটী আর কুত্রাপি নাই।

বিদ্যালয়

(৮ অক্টোবর ১৮৩১ । ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

…আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রূপ প্রশংসনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় শতং বালক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের এতদ্রূপ বিরোধে সর্ব্বসাধারণের উপকার।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

…শিমুলা সংলগ্ন শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়…।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

অরিয়েণ্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষা।—গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাল্গুন মঙ্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্যের বিশেষ যত্নে পরীক্ষাসময়ে এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল শ্রীযুত ডেবিড হার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ্ঞ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাঁহারদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রায় তাবৎ বালকেরা করিয়াছিল তাহাতে কি পরীক্ষক কি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোষিক দ্রব্য প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছে আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এপর্য্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক ঐস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আঢ্য বাবু বালকদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিয়া থাকেন।—সং চং।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাস্তার ধারে যে বাটীতে [পাদরি ডফের] এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়…পাদরি সাহেব লোকেরা ঐ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং তাহারদিগের স্বস্থান অর্থাৎ স্কটলণ্ডে যে গিরিজাসংক্রান্ত ধন আছে সেই ধনহইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি বালকদিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮)

বেস্কলিম একাডেমী ।—উক্ত দিনে [বুধবার ১৪ ডিসেম্বর] ও কালে [১০টার সময়] এই স্থানে [ফিমেল সেণ্ট্রাল স্কুলে] ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বালকেরা উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮)

ধর্ম্মতলা একডিমি ।—১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শনে অনেক সাহেব বিবি ও হিন্দু লোক এবং শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং ইম্‌তেহান ডাক্তর এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেবকর্তৃক নীত হইল। আর ছাত্রদিগের "একৃট ও স্পিচ" ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৬ ভাদ্র ১২৩৮)

গত ৩১ আগস্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক এবং অপর দুই জন হিন্দু মহাশয়েরদের অধীন হিন্দু ফ্রি স্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রেরা বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত ড্রাজু [ডিরোজিও] সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লীক এবং অপর কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে ঐ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষাতে শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও তাঁহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল।

হিন্দুকালেজের পূর্ব্বছাত্র শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পালনামক এতদ্দেশীয় এক যুব মহাশয়কর্তৃক [জোড়াসাঁকো নিবাসী বৃন্দাবন পালের মধ্যম পুত্র] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত বাবু ও তাঁহার মিত্রেরা ঐ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদিগকে বিদ্যামহাধন বিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ক্রটি নাই। পূর্ব্বাহ্নে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে।

এতদ্দেশীয় মহাশয়কর্তৃক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়েররে অত্যুত্তম লিখিয়াছেন। তৎপত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্ব্বে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের বদান্যতাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত। হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ব্যতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন। আন্দুলে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহা লেখা গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কর্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিতা

হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল যে এইক্ষণে এতন্মহানগরে ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়েরদের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

প্রভাকর পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভুবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি ঐ স্কুলের ব্যয়ের বাহুল্যহওয়াতে স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাঁহারদের উপকার যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে। ধনদাতৃগণের মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এইং নাম বিশেষ লেখেন।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর।	..	৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	৪০
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি।	...	৪০
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।	...	১৬
শ্রীযুত আদাম সাহেব।	...	১০

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জনা বালক ঐ স্থানে শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্য কি শ্রম করিতেছেন...।—সং কৌং।

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

উক্ত স্কুলের কোন মান্য প্রধান মেম্বর দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ বিদ্যালয়ের গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথা শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথা শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীকপ্রভৃতি কএক জন প্রধান২ কর্ম্মকারকেরা সভা শোভা করিয়া বহুবিধ বিচার করণানন্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে যে কএক জন মেম্বর হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষী ও দুঃসাহসি কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ রাখিব না...।

উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্ম পুনর্ব্বার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক আছেন এবং তদ্ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাঁহারা যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতেছেন ইহা প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চর্য্য রসে মগ্ন হইলাম এবং ঐ পশ্বাচারি-সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলাম না। তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা গত ৯ সেপ্তেম্বরে হিন্দু ফ্রি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধর্ম্মবিনাশাকাঙ্ক্ষি কতক২ মেম্বরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভদ্ররূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট সহকারিরদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদককে এই গল্প প্রকাশ করিতে সুপরামর্শ দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্তু তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্ভ্রমের কলঙ্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না ঐ স্কুলের সংস্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি অধ্যাপনাবস্থায় আছি। অপর আমি এই বিষয় সুজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ এবং ঐ বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত হইয়া যে তাহার পৌষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি। হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধাচারকরণদ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মলোপ চিকীর্ষু হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিরদের সহকারিতায় ঐ স্কুলের অধ্যক্ষেরা নিতান্তেচ্ছুক ছিলেন এবং যাঁহারা আপনারদের পৈতৃকধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পৌষ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত তাঁহারদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-দ্বারা এমত অনুমান করুন যে ঐ স্কুলের অংশী ও অধ্যক্ষেরা ছাত্রেরদের ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যেকোন মত প্রবিষ্টেরদের সামঞ্জস্যের সপক্ষ অতএব তাবদ্ব্যক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতানুসারে কার্য্যকরণে কাহারু বাধা জন্মান তাঁহারা অপরাধ জ্ঞান করেন। তাঁহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে অতএব তদ্রূপ জ্ঞান যে সর্ব্বসাধারণের হয় ইহা তাঁহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারি মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাঁহার মত অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষ ইহা তাঁহার সম্বাদ পত্রে তূরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশকরাতে কি তিনি

আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাঁহার ভরসা থাকে তবে তাহা নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম্ম কুকর্ম্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্ম্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্ম্মে যদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামদ কি ভয় কি তাড়না কোনপ্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করা যে আমারদের অভিপ্রায় ইহা কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্মাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার কথাতে আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে না ইহা তিনি ভালরূপে জ্ঞাত থাকুন। যে হিন্দুরদের চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে কি আমরা মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে।—মাধবচন্দ্র মল্লীকস্য। ৩০ সেপ্তেম্বর ১৮৩১।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

কিয়ন্মাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুলনামক এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় উইলিণ্টন ইস্ট্রিটে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত অনেক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে উদিত হইয়াছিল…।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠার্থিগণের পরীক্ষা শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ সাহেবকর্ত্তৃক নীত হয় এবং অন্য এক ঘরে শ্রীযুত আর্চডিকান্দ্বারা সম্পন্ন হয়।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন।—শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসুজ মহাশয় যে এক চেরিটী অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুত পাক্কেল সাহেব ঐ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং শারদা বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে সুতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি।—সং প্রং।

(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন।—১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্যামপুষ্করিণীস্থ ১৫ নং বাটীতে স্থাপিতা।

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়গণ বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন এবং দর্শক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সি এম আর এ এস মহোদয়দ্বারা প্রস্তাবিত পাঠশালার নিয়মচয় তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষৈক মহাশয়দিগের মনোনীত হইলে ধার্য্য হয়। ১৮৩৭ সাল ৫ মে।··

দর্শক।—শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।

পরীক্ষক।—শ্রীযুত এম সিরেট সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ।

স্থাপক।—শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু।···

অধ্যক্ষ।—···শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব···মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু।

প্রধান সম্পাদক।—শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বসু।

প্রধান শিক্ষক।—শ্রীযুত বাবু কালিদাস পালিত।

দ্বিতীয় ঐ।—শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় ঐ।—শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সরকার।

চতুর্থ ঐ।—শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ নন্দী।

পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম ঐ।—শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বিশ্বাস।

তন্নিয়ম।—১। উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত হইবেন।

২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে বাঞ্ছাশক্ত হইবেন তাঁহারদিগের স্ব২ পিতা বা তত্ত্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটুম্বদ্বারা বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন করিলে তাঁহারা এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ষড়বর্ষাবধি নববর্ষ বয়স্কপর্য্যন্ত বালকগণ সংগৃহীত হইবেন কিন্তু যে বালক সকল নববর্ষাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কপর্য্যন্ত হইলে এবং উপযুক্ত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে তাঁহারাও নিযুক্ত হইবেন।

৪। এই পাঠশালাতে কোন বালক ষড় বৎসরাধিক অবস্থিতি করিতে পারিবেন না।

৫। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম্ম হিন্দু শিক্ষককর্ত্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক।···

(৩ জুন ১৮৩৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

হিন্দু বেনিবোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম।—১ আপ্রেল ১৮৩৭ অবধি।

... ...	মাসিক	বার্ষিক	দান
শ্রীযুত বাবু মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর	১	০	০
শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস	০	৫০	০
শ্রীযুত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	০	১৬	০
শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু পাঠশালার স্থাপক	০০	৫০	০
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পাঠশালার মেনেজিং কমেটি	০	৫০	০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর	০	১৬	০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর	০	০	৩২
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর	০	১০	০
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু পাঠশালার মেনেজিং কমেটি	২	০	০
শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ পাঠশালার ঐ	০	১০	০
শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক	১	০	০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু রঘুনাথ বসু	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোয্যা	০	৫	০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর	০	১০	০
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু	০	৫	০
শ্রীযুত বাবু হরকালী ঘোষ	১	০	০
শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ	১	০	০
শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মুখোয্যা	১	০	০
শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার	১	০	০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব	০	০	২৫
শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায়	০	০	১৬
শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত	০	০	১০
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়	০	০	৫
শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ দেব শ্রীরামপুর	০	০	৫

শ্রীকৃষ্ণহরি বসোঃ। প্রধান সম্পাদক।

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪)

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।—শুনিয়া আহ্লাদ পুরঃসর আমরা ধন্যবাদ করিতেছি যে সংপ্রতি শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় বাঙ্গলা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।

পূর্ব্বে এরূপ পাঠশালাসকল স্কুল সোসৈটির সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে নানাস্থানে স্থাপিতা হওয়াতে কথিতা ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা ছিল তল্লোপে হিন্দুদিগের ভাষার অনেক ক্ষতি বোধ হইয়া থাকিবেক। এক্ষণে প্রার্থনা এই পাঠশালা ক্রমে উন্নতি হইয়া বহুজনের উপকারক হউক।

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসননামক বিদ্যালয়ের সহকারী পাঠশালা ১৮৩৭ সালে ১ জুন তারিখে শ্যামবাজারে ৩১ নং বাটীতে স্থাপিতা হয়।

উপরিদর্শক।—শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। সি এম আর এস

স্থাপকদ্বয়।—শ্রীযুত বাবু দেবীপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বসু।

প্রধান তত্বাবধারক।—শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণলাল দেব।

১ ও ৩ শ্রেণীর।

প্রথম শিক্ষক।—শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

২ ও ৪ ও ৫ শ্রেণীর।

দ্বিতীয় ঐ শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ সরকার।

পণ্ডিত। শ্রীযুত [নাম দেওয়া নাই]

পরীক্ষক। শ্রীযুত কালীদাস তর্কসরস্বতী।

—

উক্ত পাঠশালা রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্টা পরাহ্নপর্য্যন্ত মুক্ত থাকিয়া সুদ্ধ বঙ্গভাষাসম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা হয়।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।—প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ও বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক দীনদুঃখিদিগকে বিদ্যা দান করিতেছেন এবং ইহার দ্বারা অনেক দুঃখি লোকের ইংরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে যেহেতু অন্য২ পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধর্ম্মলোপ

হয় না ও ব্যয়ো হয় না আর পূর্ব্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে ঐ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র মূল্য লন না।···কস্যচিৎ বড়বাজারস্থস্য।—সং চং।

(৩ নবেম্বর ১৮৩২। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত জি এ টরণবুল সাহেবকর্ত্তৃক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সাহেব কিছুকাল শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদরণীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে অরিএণ্টল সেমেনবিনামক পাঠশালার শিক্ষকতাপদে মনোনীত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা এবং এতদ্দেশীয় বালকগণের মঙ্গলার্থ উদ্যোগ অনেককাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়াও উক্ত পাঠশালার মধ্যে ছাত্রেরদের বিদ্যাবৃদ্ধিবৃদ্ধিতে তাঁহার পরিশ্রমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ প্রকাশমান হইয়াছে। স্বীয় আত্মীয় ব্যক্তিরদের পরামর্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধুগণ বাঞ্ছা করেন যে উক্ত পাঠশালাতে স্বীয় সন্তানেরদের বিদ্যা-শিক্ষার্থ প্রেরণকরাতে দয়াবান্ মহাশয়েরা অবশ্যই ঐ কার্য্যের বিলক্ষণ আনুকূল্য করিবেন নিবেদনমিতি। শ্রীযুত কালীচরণ নন্দী। শ্রীযুত মধুসূদন নন্দী। কলিকাতা ২৪ অক্টোবর ১৮৩২।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৫ চৈত্র ১২৩৯)

সংপ্রতি নিমতলার রাস্তার গোপীকৃষ্ণ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু হলধর সেনকর্ত্তৃক পৌর্ব্বাহ্নিক এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। সেনজ বাবু ইঙ্গরেজী ভাষাতে অত্যুত্তম বিজ্ঞ হইয়াছেন এই পাঠশালার কার্য্য তিনি ও তাঁহার মিত্রগণ এমত নির্ব্বাহ করিতেছেন যে তদ্দ্বারা ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন।···ঐ পাঠশালায় ৬০ জন ছাত্র আছেন তাঁহারা ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত।···কস্যচিৎ হিন্দুবালকস্য। নিমতলা রাস্তা ১৮৩৩ ৩০ মার্চ।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীযুত হের সাহেবের পাঠশালা দগ্ধ।—শ্রীযুত হের সাহেবের পটলডাঙ্গাস্থ ইঙ্গরেজী স্কুল বাটীর মধ্যস্থ বাঙ্গালা পাঠশালা গত ২৭ মে তারিখে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খেদিত হইলাম যেহেতুক ঐ বাঙ্গালা ঘর প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল। কিরূপে অগ্নি লাগে তাহা অদ্যাপি আমরা শুনি নাই এই বৎসরে অনেক২ গৃহ দাহ হইয়াছে এবং নির্ব্বাণার্থ যে সকল উদ্যোগ করা গিয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র সফল হয় নাই সকলই অবগত আছেন অতএব আমারদের ভরসা হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা অগ্নিনির্ব্বাণের কোন উত্তম উপায় করা যায়।—সম্বাদ কৌমুদী।

(২২ মার্চ ১৮৩৪ । ১০ চৈত্র ১২৪০)

The Minerva Academy.—Mr. Geo. Edward Mullins respectfully informs the Hindoo Community of Calcutta and its vicinity, that his interest has ceased in the Oriental Seminary at Burtolah, from Monday last the 17th March, and that he has established a School (designated *The Minerva Academy*) on *his own account and responsibility* at Sobha Bazar, Chitpore Road, No. 280, where he will be happy to receive Youth for instruction in English Literature :...The course of instruction pursued, is upon the most approved English principles, (that of Doctor Bell's)...

Terms moderate ; viz. two rupees per month, each Pupil ;... School hours from 10 A. M. to 4 P. M....*Calcutta 18th March*, 1834.

(১২ জুলাই ১৮৩৪ । ২৯ আষাঢ় ১২৪১)

কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয়।—ইনকোএরর পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল কলিকাতায় এতদ্দেশীয় বালকেরদের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশালা এবং তাহাতে কত করিয়া ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই।

১	হিন্দুকালেজের ছাত্রের সংখ্যা	...	...	৩৩৮
২	কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নানা পাঠশালাতে	...	...	৩০০
৩	পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে	...	...	৩৫০
৪	চর্চ মিসনরি পাঠশালাতে	...	...	২০০
৫	অরিয়েণ্টল সেমিনরিতে	...	...	২০০
৬	ইউনিয়ন স্কুলে	...	...	১২০
৭	জুবিনিল স্কুলে	...	...	৭০
৮	হিন্দু ফ্রি স্কুলে	...	...	১৬০
৯	হিন্দু বিনিবোলেণ্ট স্কুলে	...	...	৯০
১০	নূতন হিন্দু স্কুলে	...	...	৪০

(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

পারেণ্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অর্থাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া যে অপূর্ব্ব বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুত ডাক্তর কারবিন সাহেব ঐ পাঠশালার সপক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার যাবৎ কর্জ্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্যক নাই আমিই ঐ

টাকা দিতেছি। অনন্তর শ্রীযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০০ টাকা প্রদান করিলেন।

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ৪ আশ্বিন ১২৪২)

বার্ষিক পরীক্ষা।—গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইণ্ডিয়ান আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বার্ষিক পরীক্ষা হইল।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

কিয়দ্দিবস গত হইল সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের বটতলার ওরিএণ্টল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালার মধ্যে শ্রীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটীব ইনফেণ্ট-নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বৎসরপর্য্যন্ত শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা প্রদান করেন তৎপরে এক দিবস স্বয়ং গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শিশু পাঠার্থে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহ্লাদে উপদেশ করিতেছেন। এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দর্শিবে। অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়-গণেরা স্বীয়২ শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন না কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬। কস্যচিৎ পূর্ণচন্দ্রোদয় ও দর্পণপাঠকস্য।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—প্রথম বৎসরীয় ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পরীক্ষার বিবরণ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত ভোলানাথ বসু কৃত স্থাপিত যোড়াসাঁকোর অরিএণ্টেল ফ্রি স্কুলনামক পাঠশালার সম্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া পাঠাইতেছি । ঐ পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষা শ্রীযুত ৺দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের আলয়ে বেলা এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল অনেক মান্য ইউরোপীয়ান এবং এতদ্দেশীয় বাবু লোকেরা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন ডাক্তর পারকিন্স তথা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেওয়ান রামলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল সিংহ তথা বাবু প্যারিমোহন বসু শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বহুতর অন্য অগণনীয় মহাশয়েরা মেষ্টর ডেবিড হেয়ার সাহেব সর্ব্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রত্যুত্তর করণে ও অতিশীঘ্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে আমি বাধ্য হইয়া কহিতেছি যে২ বালকেরা ঐ বৈঠকে স্পিচনাট করেন প্রথম কৈলাশচন্দ্র নামক এক বালক উঠিয়া ব্রটন সিজরকে হত

করিয়া যে উক্তি করেন তাহা সকলি অতিসুন্দররূপে কহিলেন তদনন্তর কালিকুমার মুখোপাধ্যায় যষ্টি হস্তে এক অন্ধবালকের বেশে সৎবক্তৃতায় সকলের মনরম্য করিলেন তৃতীয় সুধারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ ও দুঃখ অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন পরীক্ষা শেষ হইলে পাঠশালার কর্ত্তারা উত্তম২ গ্রন্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি। এন সি এম কোণনগর।

(৩০ জুন ১৮৩২। ১৮ আষাঢ় ১২৩৯)

আমরা অত্যন্তাহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্থান শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ রায় চৌধুরী এবং তাঁহারদের পরিজনগণের আবাস তাঁহারা ঐ স্থানে বৃহৎ২ তিনটা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন অল্পকালের মধ্যে তিনিও ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারম্ভ করিবেন।

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে গত ১৪ [জুন] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বারা ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গালা ভাষাভ্যাসক কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে চিৎপুরে ঐ সাহেবের পাঠশালার যদ্রূপ নিয়ম আছে তদ্রূপ নিয়মই এই পাঠশালায় চলিবে। এই স্থানের ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র যে তিন দিবসের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে।...

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা এই পাঠশালার ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারদের উপযুক্তরূপ প্রশংসা করা দুঃসাধ্য যেহেতুক শুদ্ধ দেশোপকারার্থ তাঁহারা স্বীয় ধন ব্যয় ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। এবং তাঁহারা নিজের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি স্থানপর্য্যন্ত সংপ্রতি এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩০ জুন শনিবারে টাকিহইতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে যে বিদ্যালয় ঐ বাবুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে ঐ বিদ্যালয়ে অন্যূন পাচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতিদিন আসিতেছে এবং আরো অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। কথিত আছে যে দুর্গোৎসবের পর ঐ পাঠশালা বাটী আরো বাড়ান যাইবে।

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।—গত সোমবার ১৯ জুন তারিখে টাকিস্থ জেনরল আসেমলি পাঠশালার ছাত্রেরদের বার্ষিক পঞ্চম পরীক্ষা হয়। যদ্যপিও তৎসময়ে অত্যন্ত গ্রীষ্ম তথাপি এক শত বালকেরো অধিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু ফন্দে নামাঙ্কিত ইঙ্গরেজী ও পারস্য ও বঙ্গবিদ্যাভ্যাসি ছাত্র ১৮০ জন হইবে। ঐ পরীক্ষা শ্রীযুত মাকি সাহেব লণ্ডন মিসনরি সোসৈটির ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত ক্যাম্বেল সাহেবের দ্বারা হয়। শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রসাদ রায় পারস্যের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে পরম সন্তোষ জন্মিল। ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষয়েরও বিলক্ষণ প্রতিভা অতএব তাহারদের অধ্যাপকের নৈপুণ্য ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে। যে ছাত্রেরা বহুকালাবধি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তাঁহারদের অতিসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা হইল এবং শিক্ষকেরদের যাদৃশ নৈপুণ্যাদি কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তব্য যে তাঁহারা অতিনৈপুণ্যরূপে শিক্ষা করিয়াছেন।

ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন পল্লিগ্রামে যদ্যপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দৃষ্ট হইত যে তাহারা বিদেশীয় দুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত ও ভূগোলীয় ও বীজগণিত ও অঙ্কবিদ্যা ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু তবে আশ্চর্য্য বোধ হইত কিন্তু এই বঙ্গদেশারণ্যমধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহা আরো অত্যাশ্চর্য্য বিসয় কিন্তু সামান্য গ্রামস্থ বালকেরা যেমন তেমন টাকিস্থ বালকেরা নহেন তাঁহারা প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের কুটুম্ব ধনি মানি ব্যক্তিরদের সন্তান এবং তাঁহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায়স্থ অগ্রগণ্য ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী ভাষা এমত উত্তমরূপে ব্যাকরণশুদ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে পরীক্ষকেরদের অত্যাশ্চর্য্য বোধ হইল। এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রান্তরূপ। এইক্ষণে ঐ পাঠশালাতে এমত কৃতকার্য্যতা হইয়াছে শুনা গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা এমত মানস করিয়াছেন যে স্কটলণ্ড দেশহইতে নূতন সাহেব লোকেরা পহুছিলে কেহ২ দুই এক মাসের নিমিত্ত ঐ পাঠশালা দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন।

অতএব এইক্ষণে আমরা সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিরদিগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্যুত্তম পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। ঐ পাঠশালা এইক্ষণে পাঁচ বৎসরাবধি চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন তদ্ভিন্ন ঐ বাবু বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাকির ঐ বাবুরদের আদর্শে অন্য এক জন ধনি জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ইহাঁরদের প্রতি সম্ভ্রম করিয়া এমত কর্ম্মের প্রতিপোষকতা করেন তবে বোধ করি

এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি মহাশয়েরাও এতদ্বিষয়ে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যা প্রচলিতকরণার্থ এডুকেসন কমিটির বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন।

(২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আষাঢ় ১২৪৬)

বরাহনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা।- কিয়ৎকাল হইল সম্বাদ পত্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারেরা দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাবশ্যক বোধ করিয়া ঐ অঞ্চলস্থ অতিদরিদ্র স্বদেশীয় লোকেরদের বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশালা স্থাপনজন্য স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ বিদ্যালয় ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ইঁহারদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্যান্য মান্য মহাশয়েরা তাহার সাহায্য করেন তবে এই নূতন বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ২৫ জুন ইঙ্গলিসমেন।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১১ মাঘ ১২৪২)

পানীয়হাটির বাবু।—পানীয়হাটিনিবাসি অতিধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত চব্বিশ পরগনার জমীদার শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বদেশীয় বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্বদেশীয় বিশিষ্টেরদের অনুরূপ-করণার্থ অতিবদান্যতাপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কক সাহেবের বাঙ্গলার নিকট অর্থাৎ চাণক ও কলিকাতার মধ্যস্থলে ইঙ্গরেজী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাবু মহাশয়েরা রাসমঞ্চের নর্ত্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। তাঁহারা উপযুক্ত বিদ্বান শ্রীযুত এফ মাগলননামক এক জন সাহেবকে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ সাহেব বঙ্গভাষাতে সুশিক্ষিত নায়েব একজন পোর্ত্তগীশের সহকারে ঐ পাঠশালার কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ পাঠশালা অত্যল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধ্যেই প্রত্যহ দলং ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক বালক অতিসামান্য ব্যয়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অল্প ব্যয়ে তথায় লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষণ ও জ্যোতিষ ও ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করিতেছে। অতএব পাঠশালার ব্যয়ার্থ ঐ পাঠশালার উৎপন্ন ধনাতিরিক্ত তাহা নির্ব্বাহার্থ উত্তরকালে ঐ মহাশয়েরদের নিজহইতে দান করিতে হবে।

অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সদৃশ উক্ত বাবুরা স্বদেশীয় ধনি বাবুরদের প্রতি এই এক আদর্শ দর্শাইয়াছেন।

যে সকল স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালার অভাব এবং অন্যের সাহায্যব্যতিরেকে বিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্য এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরাও তাহা স্থাপনার্থ ত্রুটি করিবেন না।

তাঁহারা জ্ঞানি ব্যক্তিরদের ন্যায় ইহাও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ের সাহায্যকরণ এবং দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্ততা প্রকাশকরণ এই অন্তর উপায়েতেই কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোপকার সম্ভবে। ফলতঃ ইহাই প্রকৃত বদান্যতা এবং এতদ্রূপ বদান্যতাতেই প্রকৃত পুরুষার্থ আছে। [ক্যালকাটা কুরিয়ার]

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩)

নূতন পাঠশালা।—কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু তারকানাথ সেন স্বগচর গ্রামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া গেল ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছি শ্রীশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড সাহেব নিজ ব্যয়ে চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে ঐ বিদ্যাগার নির্ম্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রীযুত বাবু রসিকলাল সেন যিনি মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয় পরে গত সোমবারে আরো বিংশতি বালক ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই তথায় পাঠ করিবেন আরো আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমস্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন তাঁহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিত২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের আশাতে বালকেরা বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা উৎসাহপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিবে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল কালেজে অথবা হিন্দুকালেজে শিক্ষার্থ বলিয়া দিবেন…।

(৩ মার্চ্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়।…ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কহ ১৮ বৎসর হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন। তাহার

অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদরী মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে অধিক সংখ্যক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা পড়িত কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা উচ্ছিন্ন হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আনুকূল্যে বাঙ্গালা পাঠশালার নিমিত্ত সরকারহইতে মাসিক ৬০০ শত টাকা দিতে হুকুম হয় তদ্দারা মে সাহেব গরিহাটীঅবধি কৃষ্ণনগরপর্য্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধাবে হাটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা স্থাপন করেন কিন্তু ইহার কর্ত্তা বা সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টরূপে বহুকাল ব্যক্ত হইল না সুতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদিগের বোধ হইল এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকেরা তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল না পরে পাদরি সাহেব আপন পরিশ্রম ও আয়াস ন্যূন করিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশালা থাকিল পাদরি সাহেব বালকদিগকে পারিতোষিক পয়সা দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভূষা লোকের ছেল্যেরা যাবৎ পয়সা পাইত তাবৎকাল পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুনা যায় নাই এবং বোধ-গম্যও হয় না।

সরকারহইতে যে ছয় শত টাকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পাদরি সাহেবের নিজের বেতন এবং তাঁহার পাল্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক বিংশত্যধিক পাঠশালায় ব্যয় হয়।

পাদরি মে সাহেবের পবে পাং পীয়র্স ন সাহেব ঐ কর্ম্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিস [Higgs] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে ঐ পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইয়াছে। অপর পাদরি সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচার করা এবং কেতাব করা কর্ম্মসত্ত্বেও মধ্যে২ পাঠশালা দেখিতে যাইতেন পরন্তু গুরুমহাশয় যাহারা ছিল তাহারা এ পাদরি সাহেবের নিজের লোকের আত্মীয় এজন্য তাহারা পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্ব্বেই সমাচার পাইত তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিয়া রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন ঐ পাঠশালাবিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিব্যতীত আর কাহার কি উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে।

পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যেপ্রকার হইত ঐ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ম্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের দুইকুল গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট সন্তানমধ্যে যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে না এমত

লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইঁহারদিগের বিদ্যা মনুষ্যত্ব না হইলে সাধারণ বা ক্ষুদ্র লোকের বিদ্যাপ্রদানে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা হয় মাত্র।

এতদ্দেশে বিদ্যাভ্যাসাদি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না করিলে রাজদ্বারা কিপ্রকারে তাবৎ নির্ব্বাহ হইবেক। এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা বড় পাঠশালা হইতেছে বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেননা তাদৃশ লেখা পড়া পূর্ব্বে হইত এক্ষণেও বিনা রাজার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখা পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখা পড়া হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিদ্যাদান অনাবশ্যক এই বিবেচনাবিধায় ঐ পাঠশালা কোন মিসিনরি সাহেবকে দিবেন। ইহাতে টাকা বাঁচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত অভিপ্রায় রাজার হইতে পারে না। কস্যচিৎ চুঁচুড়ানিবাসিনঃ।—সং চং।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্দিবস গত হইল মহামহিম ধর্ম্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্রীলশ্রীযুত ডি সি স্মিথ সাহেব সদ্বিচারাধিপতির বিশেষানুধাবনেও ভূমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় বাসনে এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মুখে যে এক বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন মাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্রীনাথ সোমাদ্দার সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাশয়দ্বয়ের অধ্যায়নানুকুল্যার্থে এতৎ পাঠশালার শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়া এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তদবধি ইঁহারদিগের বিচক্ষণতা ও স্বধর্ম্মপরিপালকতা ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় ধন্যমান্য মহাশয়েরা স্ব২ বালকগণে তত্তৎ সন্নিধানে সমর্পণ করাতে অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে…।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫)

ত্রিবেণীর স্কুল।—প্রভাকর পত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত মোহন সেন দীন হীন বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।—হরকরা।

(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

মহেশপুরে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন।—আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে হুগলি জিলার অন্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়েরা এক চাঁদা করিয়াছেন তাহা বারএআরি পূজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ। ভারতবর্ষীয় লোকেরদের দৃষ্ট ইউরোপীয় বিদ্যা প্রাপণার্থ যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার এই এক চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে।—জ্ঞানান্বেষণ, ২২ মে।

(১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬)

ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন।—জিলা হুগলির অন্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি জমীদার মহাশয়েরা ঐ স্থানে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ের ভাবদ্ব্যয় তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিবেন।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

আমরা উক্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে বর্দ্ধমানে শ্রীযুত মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বর্দ্ধমানের শ্রীযুত জজসাহেবের যেস্থানে বিচার গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট শত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক। শ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য২ বিদ্যা শিক্ষাদেওনহেতুও মৌলবী এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্য দুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপত্রে এতন্নগরের প্রায় ৬০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বর্দ্ধমান নগরে যে২ সাহেবলোক বাস করেন তাঁহারদের তাবতেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে এবং সকলেই আনুকূল্য করিবেন এমত গতিক বটে বর্দ্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত চর্চা ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যল্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য দুই এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদৃক অনুরাগ নাই অন্য স্থলে যদিও উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং কোন২ কারণে তথাকার হিন্দুরা যাইতে সঙ্কোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে এবং সকলেরই অনুরাগ আছে সুতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি না।—সং কৌং।

(২৮ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১)

আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদ্বারা অবগত হইলাম যে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে। উক্ত পাঠশালা কেবল সাধারণ লোকের কৃপাদ্বারা চলিবেক এবং তজ্জন্য চাঁদার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে অস্মদাদির পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালয় আরম্ভ করিবার যোগ্য স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু কোন২ ধারায় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরা পাঠ প্রাপ্ত হইবেন তাহা অস্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম কেবল এই শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে উক্ত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় ছাত্রগণেরা বিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন ঐ জিলায় কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্ট কর্তৃক এক

কমিটি রচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন আমরা ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হউক এবং এই বৃহৎ দৃষ্টান্ত যাহা ঐ জিলাস্থ প্রধান২ লোককর্তৃক রচনা হইয়াছে তাহা অন্যান্য লোকেরা মনোনীত করিয়া তাঁহারদের দেশস্থ লোকেরদের বিদ্যা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

বৰ্দ্ধমানের মহারাজা।—মেদিনীপুরে যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার কল্প আছে তাহার চাঁদাতে বৰ্দ্ধমানের মহারাজা অতিদানশৌণ্ডতাপূর্ব্বক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই বার্ত্তা প্রকাশকরণেতে আমারদের পরমাহ্লাদ জন্মিল। এবং গত বৎসরে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ বৰ্দ্ধমানের বিদ্যালয় স্থাপনার্থও ১৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ভাষাভ্যাসার্থ যে বিদ্যালয় তদতিরিক্ত স্বীয় ব্যয়েতে এক ক্ষুদ্র ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

শান্তিপুরের আকাদিমি।—...বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষী শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। ঐ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ৫৮ জন বালক পূর্ব্বাহ্নে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্নের পাচ ঘণ্টাপর্য্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং উত্তম ধারানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।...ঐ বিদ্যালয় উক্ত বাবুর খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে। অপর শ্রীযুত জজ এডার্ড মলিন্স সাহেব ঐ পাঠশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বৎসরে দুইবার বালকেরদের পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন...। কেষাঞ্চিদ্দর্পণগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শান্তিপুর ১৮৩২ সাল ২৯ জানুয়ারি।

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩৭। ১৬ মাঘ ১২৪৩)

এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।—সংপ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে শান্তিপুরবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ে বহুতর ছাত্রেরা উত্তমরূপ শিক্ষিত হইতেছেন।

(১ মার্চ ১৮৩৪। ১৯ ফাল্গুন ১২৪০)

মুরশিদাবাদে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। এই নিয়মের মূল শ্রীযুত কাপ্তান থোর্সবি সাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ

কমিটিতে দুই জন ইঙ্গরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক ব্যক্তি তৎকর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হন কিন্তু কালেজের দুই জন ছাত্র তৎকর্ম্মে মনোনীত হইয়া এইক্ষণে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছেন।

(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭। ১৩ কার্ত্তিক ১২৪৪)

মুরশিদাবাদের নূতন পাঠশালা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।...কএক সপ্তাহ হইল বহরমপুরে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল সাহেবের বাটীতে অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা একত্র হইয়া সয়দাবাদের নিকটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্য কার্য্যও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন কিন্তু এই পর্য্যন্ত সেই স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যোপার্জনার্থ সামান্যরূপও কোন উপায় ছিল না অতএব ঐ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের অনেককালাবধি আবশ্যক আছে। তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা এইক্ষণে যে পর্য্যন্ত উৎসাহী হইয়া তদ্বিষয়ক বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানদ্বারা শিশুরদের বিদ্যাদানীয় পাঠশালার যেপর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে কোন্ ব্যক্তির আহ্লাদ না জন্মে। এই বিষয়ে ৺প্রাপ্ত রাজা হরিনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায় স্বীয় সৎবদান্যতার দ্বারা অতি বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন সুতরাং তাঁহার নিতান্ত এমত বোধ হইয়াছে যে আপনারদের দেশীয় বালকেরদিগকে ঐ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে।

অপর ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য রক্ষণাবেক্ষণার্থ সভাতে নানা নিয়মকরণ পূর্ব্বক এই স্থির হইল যে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাই তাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এবং ছাত্রেরদের স্ব২ জাতীয় ধর্ম্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। শ্রীযুত ষ্টয়ার্ট সাহেব অর্থাৎ যিনি বহুকালাবধি বারাণসীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্কুলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং আগামি নবেম্বর মাসের ১ দিবসে এই পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইবে। এই মহাব্যাপারে চাঁদায় দানকর্ত্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত হইল।

শ্রীযুত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায়	...	২০০০
শ্রীযুত বাবু নরসিংহ রায়	...	১০০০
শ্রীযুত বাবু সীতানাথ সান্যাল	...	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ	.	৫০০
শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	...	২৫০
শ্রীযুত বাবু পুলীন বিহারী	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রায় হরি সিংহ		৩০০

শ্রীযুত বাবু রায় মহেশচন্দ্র	...	১০০
শ্রীযুত বাবু জগমোহন মহাত্মা	...	১০০
শ্রীযুত বাবু মহিমান গোস্বামী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল	...	১০০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ রায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু দয়ারাম চৌধুরী	...	১০১
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ কাটমা	...	৬০
শ্রীযুত বাবু রাধানাথ শীল	...	৮০
শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর সেন	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ মজুমদার	...	৫০
শ্রীযুত মুনসী ইজরুদ্দিন	...	৫০
শ্রীযুত বাবু নৌনিধি দাস	...	২০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ভট্টাচার্য্য	...	৪০
শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসাদ সরকার	...	১৬
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ প্রামাণিক	..	১২
শ্রীযুত বাবু উমানাথ সরকার	...	৫০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণনাথ	...	১৬
শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়	...	৫০
শ্রীযুত বাবু খোসাল চন্দ্র	...	১৬
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দ রাম	...	২০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র	...	১৬
শ্রীযুত বাবু মথুর হালদার	...	১৬
শ্রীযুত বাবু মহানন্দ রায়	...	২৫
শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ সেন	...	২৫
শ্রীযুত বাবু সেট কৃষ্ণচন্দ্র	...	৫১
শ্রীযুত জাল বাবু	...	৫০

কোম্পানির টাকা ৬৯৩৪

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

কৃষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা।—কৃষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিতকরণের তাৎপর্য্য এই যে এই গ্রামের এবং জিলার সকল লোককে ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য।

অধ্যায় প্রকরণ।

(১) ১। ইঙ্গরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখা এবং বাক্য সকল যোগ করা।

২। হিসাব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি।

৩। হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শাস্ত্র বাঙ্গালা দেশে একত্র হওনের তাহারদিগের বিবরণ।

(২) ৪। কালেক্টর সাহেব অথবা এই জিলার অন্য কোন সাহেব এই ইস্কুলের খাজঞ্চি হইবেন।

৫। যদ্যপিস্যাৎ এক ঘর পাওয়া যায় লওয়া যাইবেক তাহাতে টিচর অর্থাৎ শিক্ষকের বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক।

৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক এবং এতদ্দেশীয় আমলাগণ এবং অন্যান্য লোককে মিনতিপূর্ব্বক জানান যাইবেক যে তাঁহারা স্কুলের পুঁজির জন্য তাঁহারা কিছু২ টাকা প্রদান করুন।

(৩) ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোলা থাকিবে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান কি হিন্দু কি মুসলমান।

৮। সকল ছাত্রবর্গ অর্থাৎ সকল পড়ুয়াব্যতিরেক হিন্দুলোক অন্য ছাত্রবর্গকে বিদ্যা শিক্ষার খরচ দিতে হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় হিন্দু ছাত্রেরদের বহি খরিদের খরচ দিতে হইবেক।

৯। কতকগুলিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ মাস অন্তর এন্‌তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি।

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

আন্দুল গ্রামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা।—বর্ত্তমান বর্ষের ১১ জুলাই বুধবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের সুখোদ্যান নামক স্থানের গৃহে ঐ আন্দুল এবং তন্নিকটবর্ত্তি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহা সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যনুসারে শতাধিক সম্ভ্রান্ত সভ্যের সমাগম হইয়াছিল এবং ঐ সভাতে···শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত

বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত [হইলেন]...

সভাপতি কর্ত্তৃক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব।—অস্মদাদির বাস স্থান এই আন্দুল গ্রাম যদিস্যাৎ পরিমাণে ক্ষুদ্র কিন্তু নানা বৃহদ্ব্যাপারে মহাখ্যাতাপন্ন হইয়াছে এস্থলকে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বহু দানাদি সদনুষ্ঠান এবং সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাতে অন্যান্য অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক পূর্ব্ব কালে এস্থলে ৺ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তথা ৺রামগোপাল তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ৺কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ৺ সাতুরাম তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য এবঞ্চ ৺রামমোহন বিদ্যা বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের তুল্য সরস্বতীপুত্র স্ব স্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবদ্বীপতুল্য দক্ষিণ নবদ্বীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাঁহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এই সভাস্থ সকলেই অনুভূত আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বর্ত্তমানাবস্থায় এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় গণ যাঁহারা আছেন কাল সহকারে পূর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রাভ্যাসের ন্যূনতা এবং পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্ব্বতা তথা তদ্বারা পণ্ডিত মহাশয় দিগের উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা এবঞ্চ অজ্ঞগণের প্রবলতা ক্রমে হইতেছে। অধিকন্তু ইংরাজি বিদ্যাভ্যাসের এস্থলে পূর্ব্বাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্তু ঐ বিদ্যা শিক্ষার চর্চ্চা ইদানীং প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছে অস্মদাদির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদ্যা শিক্ষা না করাতে অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া সন্মার্গ অদৃষ্টিহেতুক কুপথাবলম্বী হইতেছে।

অদ্যকার এই সভা হওনের তাৎপর্য্য এই যে সংস্কৃত এবঞ্চ ইংরাজী বিদ্যাদ্বয় এস্থলে উত্তমরূপে অনুশীলন হয় তদ্বিশেষঃ সন্তোষ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন যে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীনা দৈববাণী কোন দেশভাষা নহেন এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব্ব যবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন রাজ কার্য্যে ব্যবহার্য্যা ছিলেন না পারস্য বিদ্যা সমাদৃতা ছিলেন এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিনব আইনে পারস্য ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতানুযায়িনী বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্য্যে প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু ঐ বঙ্গ সাধু ভাষায় উত্তমরূপে লিখন পঠনাদি করণ ব্যাকরণাদি সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ব্যতিরিক্ত হয় না তদর্থে সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হইল। দ্বিতীয় ইংরাজি বিদ্যা বর্ত্তমান রাজভাষা অর্থকরী পরমহিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের সদুপজীবিকা ধনিগণের সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদির হেতু সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে দয়া সভ্যতা জ্ঞান সাহসাদি বৃদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়া মিথ্যা কলহ পরনিন্দা পর দ্বেষাদি বারণের কারণ ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষা করণের আবশ্যকতা হইতেছে

কিন্তু ঐ বিদ্যাদ্বয় শিক্ষা এস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ বিনা কি প্রকারে সম্ভব হয় এবং ঐ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না যদিস্যাৎ এই সভায় ঈদৃশ ধনিগণ আছেন যাঁহারা স্বীয় পৃথক উদ্যোগে অর্থব্যয় দ্বারা এ কর্ম্ম নির্ব্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের উৎসাহাভাব সম্ভাবিত বিশেষতঃ সকলের একত্র এক বাক্য ঐক্য দ্বারা যে অপূর্ব্ব ফলোদয় হয় তাহা কদাচ হইবেক না অতএব আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যানুসারে উদ্যোগ করণে অংশী হইবেন। পরন্তু উক্ত মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহারাজকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন।...

৯ নবম বাবু ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এই বিদ্যালয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাণ্ডুলেখ্য মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর ও বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় এবং হীরারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের প্রতি ভারার্পণ করা যায় যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য সংশোধন করণার্থে উপযুক্ত পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেন তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন তদ্বিশেষঃ হীরারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও রামনিধি ন্যায়পঞ্চানন ও আনন্দচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ও নবকুমার বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন শিরোমণি ও রামনারায়ণ তর্কবাগীশ ও পার্ব্বতীচরণ তর্কালঙ্কার।...

(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৪৬)

বারাসতে ইঙ্গরেজী পাঠশালা।—গত শনিবার ১৩ তারিখের অপরাহ্নে বারাসত গ্রামে ও নিকটবর্ত্তি অভিমান্য কএক জন মহাশয় ঐ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করণার্থ ঐ স্থানীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বাটীতে এক সভা হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বলদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দেবনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিত। শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যে শ্রীযুত কাশীনাথ চাটুয্যে হরিনাথ বাড়ুয্যে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বাড়ুয্যে শ্রীযুত বেণীমাধব চাটুয্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চাটুয্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুয্যে শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র চাটুয্যে শ্রীযুত চতুর্ভুজ চাটুর্য্যে শ্রীযুত শ্যামাচরণ বাঁড়য্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। শ্রীযুত রামকমল গুপ্ত শ্রীমদনমোহন গুপ্ত শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত হরিনারায়ণ গুপ্ত শ্রীযুত উদয়চন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মিত্র শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র সিংহ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত ভোলানাথ বসু এবং শ্রীযুত গৌরমোহন বসু।

তাহাতে শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল যে

শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ শিরোমণি সভাপতি হন পরে শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ বাঁড়ুয্যের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরদের এক সবকমিটি কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা সাধারণ কমিটির অধীনে বিদ্যালয়ের তাবদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন।

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকতায় এই স্থির হইল এই বিদ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাণ্ডুলেখ্য এই জিলার জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যায় এবং ইহাতে তিনি পোষকতা করেন এমত প্রার্থনা করা যায়। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে ও বাবু গিরীশচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় এই স্থির হইল যে ঐ আবেদন পত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ বাঁড়ুয্যে ও শ্রীযুত উদয়চন্দ্র ঘোষের দ্বারা ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিত হয়।

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে দয়ালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এই বিদ্যালয়ের অন্তঃপাতি বারাসত নিবাসি মহাশয়েরা ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করণার্থে উপস্থিত হন এবং নির্দ্দিষ্ট উত্তর কোন দিনে তাহা শ্রীযুত সাহেবের নিকট অর্পণ করা যায়। তৎপরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠ করাতে সকলের সম্মতি হইল এবং শ্রীযুত সভাপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণানন্তর স্বস্বাবাসে প্রস্থান করিলেন। রায় মোহনলাল মিত্র। নবীনচন্দ্র মিত্র সেক্রেটরী।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামকমল সেন মুর্জাপুর গমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকদিগের সাহায্যে এক ইঙ্গরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা মহৎ উপকারজনক হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মূর্খদিগের মৌর্খাবস্থহইতে বিমুক্তকরণার্থ এবং সুখ হইবার জন্য উক্ত বাবু যে এমত যত্ন পাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমরা শ্রবণ করিলাম যে এই বিদ্যালয় হিন্দু কালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছেন।

চতুষ্পাঠী

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

নূতন চতুষ্পাঠী।—হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুত রামদাস তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতন্নগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ১২ পৌষাবধি নূতন চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণপূর্ব্বক ন্যায়াদিশাস্ত্রাধ্যাপনারম্ভ করিয়াছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাবংশপ্রসূত অতিখ্যাতাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান

ইঁহারদিগের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী ও বিলক্ষণ যশস্বী যদ্যপি ইনি নব্য বটেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রে অতিপ্রাচীন ইহা বহু পণ্ডিতাজ্ঞানুসারে আমরা অহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি এবং সংবাদ শ্রবণে সাত্বিক ধার্ম্মিক ধনি মহাশয়েরা অবশ্যই সন্তোষ পাইবেন এবং ভট্টাচার্য্য বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন তদ্বিষয়ে অবশ্যই সমাজে মনোযোগ হইবেক ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাসনাশূন্য কেবল ব্যবসায়ী এজন্য আমরা অনুরোধ করি কর্ম্মশীল মহাশয়েরা কর্ম্ম উপস্থিতসময়ে ভট্টাচার্য্যকে কেহ বিস্মৃত না হন।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯)

নূতন চতুষ্পাঠী।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুপণ্ডিত নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বহুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতুষ্পাঠী করিয়াছেন গত ৩১ শ্রাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারম্ভ হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং ঐ নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ঐ ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণাদির তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্যকমতে করিবেন কেননা কথিত আছে। বিনাশ্রয়ং ন জীবন্তি পণ্ডিতাবনিতালতাঃ।—সং চং।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।...প্রায় দুই মাসাতীত হইল এই কলিকাতা মহানগরে আসিয়া কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যদ্বারা মোং হাতির বাগানে একখান চতুষ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না পারি এমত অভিপ্রায়ে অনেকে একত্র হইয়া নিত্য নূতন২ ব্যবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি সুখোদিতা যে এক কবিতা আছে তাহা বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা অতএব তাহার সপ্তমাক্ষর কিরূপে গুরু হইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই। যেহেতুক জুষ শব্দ দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে তৎপ্রমাণ পুণ্যোমহাব্রহ্মসমূহ জুষ্ট ইতি ভট্টো। তৃতীয় ব্যক্তি কহেন যদ্যপি ঐ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধা কবিতা ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক আমি তাঁহারদিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাশয়ের নিকট তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ। কস্যচিৎ কুমার-হট্টনিবাসি বিবাদ ভঞ্জ নৈবিণঃ।

স্ত্রীশিক্ষা

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮)

বঙ্গদূতে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

এই আন্দোলন অনেক দিনপর্য্যন্ত হইতেছে কিন্তু ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনাব্যতিরেকে প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তিব উপদেশকরণ অনুপযুক্ত তৎপ্রযুক্ত অস্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহা তাহা লিখি।

স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন শিক্ষাবিনা কিতাবৎ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবর্জ্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।

এবং কেবল বাঙ্গলা কথ ফলা বানান আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র। যেহেতুক বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীপ্রভৃতি যে ভাষাগ্রন্থ আছে তাহা পাঠ করিয়া যে বিদ্যা বৃদ্ধি হয় স্ত্রীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়।

যদি বল কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারতপ্রভৃতি পাঁচালি গ্রন্থ যে আছে অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অনুশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে যথার্থ কিন্তু রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহা ভাষা করিয়া ভাষাতে প্রকাশ করিতে কদাচ পারেন নাই তবে গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত এতদ্দেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবেরা স্ব২ ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তাদৃশ ব্যবহারকরণে কি দোষ। উত্তর সে সত্য বটে কিন্তু ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে তৎপ্রযুক্ত তাহারদের উচিত হয় যে তদ্বিষয়ক পুস্তকানুশীলনদ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুস্তক আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলারা প্রবলা হইতে পারেন।

তবে যদি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান হইতে

পারে কিন্তু সে অতিদুর্ঘট যেহেতুক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়দর্শন যাহা প্রায় ইদানীন্তন পুরুষের অসাধ্য তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না।

ইহার প্রমাণ অন্যত্র অন্বেষণকরার আবশ্যকতা নাই পত্রপ্রচারক মহাশয়েরাই ইহার প্রমাণ যেহেতুক তৎপত্র প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও ষত্বণত্বের তত্ত্ব করেন না। অতএব সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বিদ্যাবতী হইয়া কামিনীরা যে কামনা পূরণ করিবেন এ দুরাশামাত্র।

অপর মিসিনরি সাহেবেরা প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্ব্বক বাগ্‌দী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা বানানপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর বন্ধনের ন্যায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহায্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথবা তাঁহারদের প্রেরণাতে প্রাণপণপর্য্যন্ত প্রযত্ন করা হয় তবে ইচ্ছানুসারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক না কিন্তু ইহাতে ইষ্ট সম্ভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইত্যলং বিস্তরেণ।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।…আমি হিন্দু আপনি খ্রীষ্টীয়ান এ নিমিত্তে অস্মদাদির ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি আপনকার পক্ষাবলম্বন করি না বরং চন্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া থাকি সংপ্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮৩ সংখ্যক দর্পণে অতি-মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর ২৪ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকাতে ও ২৫ আষাঢ়ের প্রভাকরেতে তদ্বিরুদ্ধে যে উত্তর উক্ত পত্রদ্বয়সম্পাদক মহাশয়েরা যে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম… ।

প্রথমতঃ চন্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা না লিখিয়া কেবল সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুরা স্ত্রীরদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক না এমত লিখিয়া মহাশয় সহস্র বৎসর জিবীত থাকিয়া প্রার্থনা করুন ইত্যাদি কতকগুলিন রাগান্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন সে কথার অনুত্তরই উত্তর।

অপর চন্দ্রিকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাহি বরং নিষেধ বোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন। উত্তর ইউরোপে হিন্দু বিদ্যাসিন্ধুর বারিকণা পতন বিষয়ে মহাশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষণাদি নানা প্রমাণ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপি তিনি কোন শাস্ত্রের প্রমাণ পাইতেন তবে নিশ্চয় বুঝি (বোধ হইতেছে) এমত না লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে

আমার বোধ হইতেছে যে নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন আর তাঁহার এ অনুমান যে তাহা এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মসভাতে তবলার চাটী শুনিয়া যবন বাদ্যকর থাকা অনুমান করিয়াছিলেন এও তদ্রূপ জানিবেন।

আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধ্যয়নেরি বা প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর। দীক্ষা-বিষয়ে তন্ত্রে লেখে যে।

স্ত্রিয়োদীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণাঃস্মৃতাঃ।
মন্ত্রতন্ত্রার্থপাঠজ্ঞা সধবা পূজনেরতা।

এবঞ্চ পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে যে।

তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাত গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ।
পত্নীং বা সড্‌গুণোপেতাং পুত্রং বা জ্ঞান সংযুতং।

ইত্যাদি অতএব চন্দ্রিকাপ্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য যে স্ত্রীলোক যদ্যপি শাস্ত্রাভ্যাস না করিবেক তবে কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা হইতে পারে আর আমারদের হিন্দুর ধর্ম্মে (সপত্নীকোধর্ম্মমাচরেৎ) ইত্যাদি বচনানুসারেই সমুদয় যাগযজ্ঞ ক্রিয়া ধর্ম্মপত্নী-ব্যতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয় তবে কিরূপ শ্রৌতস্মার্ত্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় এই সকল প্রমাণানুসারে মহারাষ্ট্রাদি হিন্দুপ্রধানক স্থানে স্ত্রীলোক সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে এবং মহারাষ্ট্রীয় অতিউমরাও লোকেও আপন ধর্ম্ম পত্নীকে স্বচ্ছন্দে জনসমূহের মধ্যে লইয়া বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদি স্ত্রীলোককে বিদ্যাভ্যাসের নিষেধ বচন চন্দ্রিকাকারক দিতে পারেন পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর যে তিনি লেখেন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ইহা কে না স্বীকার করেন বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘুচে বরং স্ত্রীরদিগের এই ধর্ম্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান হইয়া তদ্বিষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা।

প্রভাকরপ্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমারদিগের রীতি নাই করিব না এইমাত্র আমরা করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রাণী ভবানী-প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় হায় বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী ও অহল্যা বাইপ্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রূপ বিবেচক না থাকাতেই এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে।

আর ইউরোপীয় বিবীরদিগের ৭।৮ পতি করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে বরং আমি এমত বলিতে পারি যে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে ৭।৮ পতিকরাতে দোষ না থাকাতেই করিয়া থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ থাকিত তবে কদাচ বিদ্যাবতী বিবীদিগের হইতে এমত গর্হ্য কর্ম্ম হইত না। আর দেখুন সামান্যতঃ জীবহত্যাকরণ মনুষ্যের পাপজনক যজ্ঞেতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

মহাশয়েরা পশুহনন করিয়া থাকেন অপর ব্রাহ্মণের মদ্যপান সর্ব্বথা নিষেধ যেহেতুক শাস্ত্রে লেখে ব্রাহ্মণো নচহন্তব্যঃ সুরাপেয়া নচদ্বিজৈঃ। ইত্যাদি তবে সৌত্রামণি যাগপ্রভৃতিতে ব্রাহ্মণেরা সুরাপান করিয়া থাকেন তাহাতে কি তাঁহারা মহাপাতকী হইবেন এমত নহে কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম যদ্রূপ বিশেষ বিধিদ্বারা মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়েরা করিয়া থাকেন তদ্রূপ ইউরোপীয় বিবীরা এক পতি মরণানন্তর অন্য পতি করিয়া থাকেন। তাহা বলিয়াই কি হিন্দুর স্ত্রীগণে উপপতি করিবেক এমত নহে যেহেতুক হিন্দুশাস্ত্রে তাহার নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীরদিগকে হিন্দু শাস্ত্রাভ্যাসকরণেতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং না করাণ অনুচিত।

অপর উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীরা পড়িবেন তথায় তিনি রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক দুইবার গমন করিবেন। এ কেবল কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু এতদ্রূপ পরীক্ষা লওয়াতে শেষে তাঁহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরন্তু দর্পণপ্রকাশক প্রৌঢ়াস্ত্রীকে পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই। যেপর্য্যন্ত বয়স্থা না হয় সেপর্য্যন্ত দোষসম্ভাবনা নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায় পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকাশক তাহা বুঝিতে না পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা ভাবিয়া মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্তু এমত কুকর্ম্ম কেহ করিবেন না যে আপন যুবতীকে সাধারণ পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণা করিবেন তবে যে এ দুরাশা সে তাঁহার আকাশতরু প্রমূলের ন্যায়।

অপর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙ্গনাকে বারাঙ্গনা করা তবে যাহার অন্তঃকরণে যে ভাব সে সর্ব্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায়। সম্পাদক মহাশয় এই পত্র বাহুল্য বলিয়া অবহেলা না করিয়া দর্পণে স্থান দিয়া প্রভাকর-প্রকাশকের শাস্তি জন্মাইবেন নতুবা তিনি কোথা জানি শাস্তি পান অলমধিক নিবেদন মিতি তাং ২৫ জুলাই মাসস্য। কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ১২৩৮)

নূতন বালিকা বিদ্যালয়।—আমরা শুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরি বাবুর পথের এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্যে শ্রীযুক্ত রিবেরণ্ড মেকফরসন সাহেব এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্যল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে।—সং কৌং।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

ফিমেল সেন্ট্রেল স্কুল।—গত বুধবার ১৪ দিসেম্বর এই স্কুলে ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে

বালিকাদিগের পাঠারম্ভ হইল এবং রেবরেণ্ড রাইকার্ড সাহেবকর্তৃক পরীক্ষা নীত হইলে তদ্দিদৃক্ষু অনেক মান্যা বিবি ও এর্চডিকন্ কারী সাহেব এবং শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্তুষ্ট হওনানন্তর উপরিস্থ ঘরে "ফেন্সী এর্টিকেল" ক্রয় করিয়া সকলে সস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় এই যে বহুকালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং দেশস্থ লোকেরা যদনুযায়ি কর্ম্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাঁহারদিগের নিমিত্ত সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কার্য্য এই যে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের কুপরামর্শেতে শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকারকরণার্থ হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত সাহসিক যুবগণ যাঁহারা দোষের আকরসুদ্ধ উৎপাটন করিতে চাহেন তাঁহারদিগের ন্যায় নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্যগণ যাঁহারা সাহস গোপন রাখিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলে তাঁহারদিগের সঙ্গেও তুল্যাস্পর্দ্ধ হইতে পারিবেন না তথাপি যদি ঐ বাবুরা জগতের আমূল কোমলস্বভাব সুন্দরীদিগের সুশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তাঁহারদিগের নিকট উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমরা জানি এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন কিন্তু ঐ বাবু দ্বয়ের ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে উপকৃত লোকের নিকট সৎকর্ম্মের পারিতোষিক না পাইলেও মন তাঁহারদিগকে পারিতোষিক দিবেন কেননা যে দেশের লোকেরা মূর্খতাপ্রযুক্ত অস্কৃত উপকারবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাঁহারদিগের উপকারকর্ত্তা আপন মনেতেই সন্তুষ্ট হন এ বিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভাবপ্রযুক্ত তাহা পারিলাম না কিন্তু ইহা অবশ্য কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্ম্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্ম্মসভা কেবল এক দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ করেন অতএব তাঁহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্ব্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—গত কএক বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় পুরুষেরদের যেরূপ বিদ্যানুশীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংপ্রদায় আহ্লাদিত হইতে পারেন এবং দেশহিতৈষি মহাশয়েরা যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ করি যে আরো বিদ্যার মহানুশীলন হইতে পারিবে। কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত হইলাম যে স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কএক জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রী লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অতিবিলপনীয় বটে। যদ্যপি পুরুষেরদের সঙ্গে২ স্ত্রীরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে। সকল দেশেই সর্ব্বকালেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা যথার্থ বটে তবে স্ত্রীলোকেরা যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যে সময়ে লোকেরা দিবা রাত্রি গণ্ডগোলেই ক্ষেপণ করেন এবং পূজা নৃত্য গীতাদি নানা আশু সন্তোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্তু ঐ সকল অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার ঐক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান মানসিক অন্ধকার। কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্য্যে রত হইবেন। বাণিজ্য বা বিদ্যার্থ তাঁহারা ভিন্ন দেশেও গমন করিবেন। ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যরূপে তাঁহারা আপনারদের ধন ব্যয় করিবেন অতএব পুরুষেরদের এই রূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীরদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে শান্তনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন। আপনারা অনেক সন্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ পাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীত্যনুসারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ ভার পড়ে অথচ স্ত্রী কেবল বসিয়া থাকিবেন অধিকন্তু প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে বিবাদ জন্মায় এবং ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থ পুরুষেরদের কি পর্য্যন্ত সময় হরণ না হয়। সকলই অবগত আছেন যে ঐ স্ত্রীরদের বিবাদ কেবল অত্যল্প তুচ্ছ কারণেতে জন্মে এবং তদ্দ্বারা ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখন২ মোকদ্দমাও ঘটে তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয় ইহার কারণ কেবল স্ত্রীরদের মূর্খতা তাহারদিগকে উত্তমরূপে

বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল দর্শাউন তবে মূর্খতা দূর হইবে অতএব আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহনগর পানীয়হাটি চুঁচুড়া শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান২ গণ্ডগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন। আমি জানি যে এই বিষয়ে অনেকের সম্মতি আছে কিন্তু কেহ অগ্রসর হন না। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রূপ টাল মাটাল আর কতকাল পর্য্যন্ত করিবেন। অতএব অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি কর্ম্ম উত্তম বটে এবং শ্রীশ্রী পরমেশ্বরের প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত সুফল দর্শিতে পারিবে।···কস্যচিৎ ব্রাহ্মণস্য। চুঁচুড়া ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮।

পণ্ডিত

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

স্ত্রীদাহ নিবারণ।—হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৺ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন··· ।

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

১২৩৮ সালের ৬ বৈশাখের চন্দ্রিকাতে তৎপ্রকাশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন যে কুণ্ডরহট্ট গ্রামে নীলমণি আচার্য্যনামে এক জন দৈবজ্ঞ পরলোক গত হইবাতে··· ।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্ল্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সদ্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্তমান করিতেন এবং

আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী রাজা রামমোহন রায়ের গুরু। হরিহরানন্দ ভারতী কৃত টীকা ও জয়গোপাল তর্করত্ন কৃত টিপ্পনী এবং অনুবাদ সমেত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এক সংস্করণ তর্করত্ন-মহাশয়ের পুত্র কর্ত্তৃক ১৩২০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

ঐ গ্রাম [পুঁড়া] নিবাসী ৺কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন তাঁহার পুত্র শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইনি যদ্যপিও তাদৃশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্য এবং অনেক বড় লোকের বাটীতে কর্ম্মকাণ্ডসময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন যদিও এক্ষণে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী সতীর দ্বেষী হওয়াতে তাঁহার সঙ্গে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যক্ষতা করিতে পারেন না তথাচ মুন্সী বাবুর বাটীতে অধ্যক্ষ বটেন...। কস্যচিৎ পুঁড়াবাসি ছাত্রস্য।—সং চং।

(৯ নবেম্বর ১৮৩৩। ২৫ কার্ত্তিক ১২৪০)

ফোর্ট উলিয়ম কালেজের পণ্ডিত পূর্ব্বস্থলীনিবাসি ৺কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য কালেজ আরম্ভাবধি সুখ্যাতিপূর্ব্বক কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিয়া পরে বৃদ্ধাবস্থায় কৌন্সেলে পেন্স্যনের দরখাস্ত করিবাতে হুজুরের সাহেবেরা অনুগ্রহ করিয়া পেন্স্যনের হুকুম দেন ভট্টাচার্য্য সেই হুকুমানুসারে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ভোগ করিয়া সংপ্রতি ১২৪০ সাল ১৯ কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় ৺তীরে ৺নামস্মরণ পূর্ব্বক ৺ধাম গমন করেন ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ শ্রবণে কোন্ ব্যক্তির খেদ না জন্মিবে ইতি তারিখ ২০ কার্ত্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শর্ম্মণঃ।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

বিসাপকালেজেতে যে গীর্জা আছে সেইখানে শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদরি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া শেষ শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে ইনকোয়েররনামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বন

করিয়া তদবধি ঐ ধর্ম্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিসন সোসৈটির কর্ত্তারাও তাঁহাকে মীর্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ হয় ঐ বাবু মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে ঐ বিদ্যালয়েব কার্য্য উত্তমরূপেই চলিয়াছিল অনন্তর কএক মাস গত হইল চর্চমিসন সোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশকরণের আবশ্যকতা বুঝিলাম না পরে বাবু গঙ্গাগারে গিয়া দুই তিন মাসপর্য্যন্ত বিসাপ কালেজে থাকিয়া বিবিধ ভাষাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদরি হইলেন ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন যাঁহারা অন্তরে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম উত্তম জ্ঞান করেন তাঁহারদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ হইবে কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিরা অতিশয় কটু কাটব্য কহিবেন।

তাঁহার পাদরি পদ গ্রহণকালীন পাদরিরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য লোক বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই।

পাদরি কৃষ্ণমোহন অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিবেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় তদর্থে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যূনাধিক দশবৎসর হইল পুরণিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহকরত অধিকন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন বোধ করি এমত বিসদৃশ কার্য্য প্রায় কোন কর্ম্মকারকের প্রতি হয় নাই তাঁহার সমুদয় মাস সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহা সাম্বৎসরিক রিপোর্ট দ্বারা সদরের শ্রীযুত সাহেব লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কর্ম্মে তাহার দূরদৃষ্ট প্রযুক্ত সাহেব লোকেরা নিযুক্ত করেন নাই।···পুরণীয়া জিলা নিবাসি যথার্থবাদিনাং।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

হালহেড সাহেব।—অপর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য এক জন সাহেবের মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলণ্ডদেশাগত সম্বাদ পত্রে লেখেন যে হালহেড সাহেব অতিবৃদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা

ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উলকিন্স সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতিবৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন্ ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্স সাহেব পঞ্চাননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর তদ্দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।

১৮৫০ সনের ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৭, শনিবার) তারিখের 'সত্যপ্রদীপ' পত্রে পঞ্চানন মিস্ত্রী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—

কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা অতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিস্ত্রী। পিতা পুত্র দুই জন অক্ষর ও প্রতিবিম্ব-প্রভৃতি ক্ষোদনের বিদ্যাতে সুপটু। তাঁহারা যে প্রকারে প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। ইঙ্গরাজ লোককর্তৃক এই দেশ অধিকৃত হওনের পরও অনেক বৎসরপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গলা পুস্তক ছাপা হয় নাই। ১১৭৮ সালে হালহেড সাহেব বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণানন্তর তদ্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছুক হইলেন। পরন্তু বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না জানাপ্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু শিল্পকর্ম্মি উইলকিন্স সাহেব স্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকালে কোনক্রমে মনোহর মিস্ত্রির শ্বশুর পঞ্চানন মিস্ত্রীর সঙ্গে উক্ত উইলকিন্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব তাঁহাকে বিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনন্তর ১১৯৯ সালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক কেরি সাহেব ও মার্শমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বাস করণপূর্ব্বক যন্ত্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাঁহারদের নিকট কর্ম্ম পাইয়া বাঙ্গলা ও দেবনাগর ও উড়িয়া-প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তদ্ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিলেন। তাঁহার মরণানন্তর জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবানপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার অক্ষর কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। ঐ মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাহাকে স্বীয় কর্ম্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বৎসরেং পঞ্জিকা ও বাঙ্গলা ইঙ্গরাজি নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে লোকান্তর গত হন তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্ম্মেতে অতি পটু। সীসার উপর অক্ষর ক্ষোদনে যেমন পারগ তেমনও কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম ঘটিত অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে পারগ। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিম্ব তাঁহার স্বহস্তে ক্ষোদিত হয়। আরো ব্যক্ত আছে অতি প্রেয়সী ভার্য্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব্ব স্বর্ণময় এক হার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য সুরচিত প্রায় ধনাঢ্যের বাটীতেও দুষ্প্রাপ্য। আরো তিনি নিজবুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দ্বারা পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন। পরন্তু সুবিজ্ঞ সুপটু সুরচক সুশীল হইলেও কালের ক্ষমাপাত্র কে। গত শুক্রবারে কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী সুস্বাস্থ্যাবস্থায় আমারদের যন্ত্রালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই দিবসে রজনীযোগে তাঁহার ওলাউঠার লক্ষণ হইয়াছিল রাত্র্যবসানে অত্যন্ত তৃষ্ণাপ্রযুক্ত অধিকতর সুশীতল জলপান করণানন্তর

বাক্‌রোধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কাল ঘর্ম্ম হইতে লাগিল তাহাতে রীতিমত ঔষধাদি সেবন করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকালে কালগ্রস্ত হইলেন। বয়স তেতাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। অতি আক্ষেপের বিষয় এই তাঁহার শোকানল সন্তাপিনী বৃদ্ধা জননী ও সাধ্বী রমণী আছেন পুত্র কন্যামাত্র নাই। প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্ত্তমান তাঁহারাও কর্ম্মক্ষম বটেন।

(১১ জুন ১৮৩৪। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

অদ্য আমারদের যে সম্বাদ প্রকাশ করিতে হইল তাহা শ্রবণে তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোক কেবল নহে কিন্তু তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকই অত্যন্ত খেদিত হইবেন। ডাক্তর কেরি সাহেব গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে বিনা যন্ত্রণায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। কএক বৎসরঅবধি তিনি অসুস্থ হইয়া ক্রমে২ ক্ষীণবল হইলেন কিন্তু পরিশেষে রোগপ্রযুক্ত নহে কেবল দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্তই তাঁহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল। ১৮৩৩ সালের অত্যন্ত ক্লেশদ গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া গত সেপ্তেম্বর মাসে একেবারে পক্ষাঘাতী হইলেন তদবধি কিয়ৎকালপর্য্যন্ত প্রতিদিবসই বোধ হইতে লাগিল যে অদ্যই মৃত্যু হইবে কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন এবং গত শীতঋতুতে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে বায়ুসেবনার্থ পাল্কিগাড়িতে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। এবং দিবসের মধ্যে চৌকিতে বসিয়া কখন কিছু পাঠ করিতেন কখন বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন শেষে শয়নে একপার্শ্ব অবলম্বনেতে গাত্রচর্ম্ম ঘর্ষণ হইয়া অস্থি দেখা যাইতে লাগিল ফলতঃ মৃত্যুতে তাঁহার একেবারে যন্ত্রণা মোচন হইল। এবং যদ্যপি তাঁহার অতিপ্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার মৃত্যুতে আপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মনুষ্যের ক্ষতিবোধে তাপিত আছেন তথাপি তাঁহার যন্ত্রণার যে শেষ হইল এই আহ্লাদের বিষয়।

ডাক্তর কেরি সাহেবের যে সকল কীর্ত্তির প্রণালী তাহা অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বকই স্মরণীয়। একাদিক্রমে মনুষ্যের যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যেই অগ্রগণ্য ছিলেন অতএব তাঁহার মিত্র ও পরিজন ও সাধারণ লোকেরদের চক্রে তাঁহাকে চিরস্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি অতিদরিদ্র ব্যক্তির সন্তান এবং যৌবনাবস্থাপর্য্যন্তও তাদৃশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না এবং যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত ছিলেন তাহা কোন দেশেই মান্য নহে বিশেষতঃ এতদ্দেশে অত্যন্তাপমাননীয়, অর্থাৎ চর্ম্মকারের ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি কোন কীর্ত্তিকর ব্যাপারের অনুপায়ী হইয়াও তাঁহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব্ব হইল না এবং সকলের অতি শীঘ্রই দৃষ্ট হইল যে তিনি যে ব্যবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত তদপেক্ষা উচ্চ ব্যবসায়ের নিমিত্ত ঐ তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং উত্তরোত্তর যেমন মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন তেমনি তাঁহার মন

ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার তদ্রূপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা আরো বাড়িল। স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ মর্ম্ম জ্ঞাত হওনবিষয়ে তাঁহার পরমোৎসুকতাপ্রযুক্ত যে প্রাচীন ভাষাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত ছিল ঐ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী হইলেন এবং যে সময়ে স্বীয় ব্যবসায়ের অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া জীবিকার্থ যত্ন পাইতেছিলেন তৎসমকালেই নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কৃতযত্ন হইলেন এবং যেপর্য্যন্ত তাঁহার নিজরচিত কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থ অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক সর্ব্ববাদি সম্মতিতে পরম মান্যরূপে গণিত হইল সেই পর্য্যন্ত তিনি অন্যান্য কোষাদি গ্রন্থাভ্যাসে বিরত হইলেন না। কিঞ্চিৎপরে লেষ্টরনগরে এক মণ্ডলীর রক্ষক হইলেন।

ইতিমধ্যে বিদেশযাত্রী ও পর্য্যটকেরদের বিবরণ পুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নানা জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় সুজ্ঞাত হইয়া দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অত্যন্তানুতাপী হইলেন। ফলতঃ তদ্বিষয়ে তিনি এমত খেদান্বিত হইলেন যে তাঁহারদের নিকটে মঙ্গল সমাচার প্রকাশকরণার্থ স্বদেশে প্রিয় বস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিতে স্থির করিলেন এবং ১৭৯২ সালে তাঁহার মিত্রগণের মধ্যে তাঁহারই অনুরোধক্রমে এক সোসিটি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারদের ব্যয়েতে সপরিবার এবং অন্য এক জন মিসনরি সাহেবের সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পহুছিলেন।

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও দেন্মার্কীয় এক জাহাজআরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভারতবর্ষে আগমনার্থ কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি চেষ্টা করিলেও অনর্থক হইত যেহেতুক তৎসময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে আপনারদের ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম চলনবিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্ষে আইসেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকালপর্য্যন্ত কলিকাতাহইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়া আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাঁহার অনেক দুঃখ হইল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে মৃত অডনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নূতন নীলের কুঠী স্থাপন করিয়া তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তদ্রূপ কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অডনি সাহেবের অনুগ্রহেতে ভারতবর্ষে থাকিতেও গবর্ণমেণ্ট স্থানে তিনি অনুমতি পাইলেন। ১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া প্রথম বঙ্গভাষা পরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্ন করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া নিকটে ও দূরে খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম প্রকাশ ও নানা পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন।

১৮০০ সালের ১০ জানুআরিতে ডাক্তর কেরি সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া শ্রীযুত ডাক্তর মার্সমন ও শ্রীযুত উয়াড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য

সাহেবেরদের সঙ্গে মিলিয়া মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিসন্‌নামে বিখ্যাত হইল তাহা স্থাপিত করিলেন। যদ্যপিও পূর্ব্বে ডাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবেরা কোন২ স্বদেশীয় লোকেরদের ঈর্ষাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট ও দেন্মাকীয় বাদশাহ প্রথমাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাঁহার সহকারিরদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে বৎসরে শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরি সাহেব বাস করিলেন সেই বৎসর ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনূদিত হইয়া প্রায় তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল। সেই বৎসরে প্রথম কোন হিন্দু ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন এবং তৎসময়ে যে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী কএক জন বিশ্বাসি ব্যক্তি লইয়া আরম্ভ হয় তাহা এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে নানা স্থানে ২৪ মণ্ডলী হইয়াছে।

১৮০১ সালে ফোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ডাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে বঙ্গভাষার এবং একাদিক্রমে সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতদ্রূপে ভারতবর্ষের নানা স্থানহইতে আগত অতিসুধী পণ্ডিতেরদের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল এবং তাঁহারদের দ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ প্রধান২ ভাষায় ক্রমশঃ ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে সুযোগ পাইলেন। কালেজের ছাত্রেরদিগকে তিনি যে ভাষা শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহার সেই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইল। এবং বহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া অতিবৃহৎ বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজী ডিক্স্যনরি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন ইত্যাদি নানা গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রায় জগৎব্যাপিয়া ভারতবর্ষীয় ভাষার বিচক্ষণের ন্যায় অগ্রগণ্য হইলেন। পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যূন ছিলেন না এবং ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে প্রস্থিতহওনের অনেককালপূর্ব্বেই উদ্ভিদ্বিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচর্য্যবিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন এবং ভারতবর্ষে ঐ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কারহওনের অত্যন্ত সদুপায় হওয়াতে তিনি অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্বা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন। এবম্বিধ বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা তিনি রক্সবরা ও ভূকানন ও হারউইক ও উয়ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র ছিলেন এবং ইউরোপদেশীয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাঁহার লিখন পঠনাদি চলিত এবং তাঁহারদের স্থানে প্রেরণাদির দ্বারা নূতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন।

কিন্তু হিতৈষিতাকার্য্যে ডাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণ্য ছিলেন। গঙ্গাসাগরে বালকহত্যা নিবারণবিষয়ে চেষ্টার দ্বারা কৃতকার্য্য হইলেন এবং সতীরীতিবারণের প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাঁহারি উদ্যোগেতে শ্রীলশ্রীযুত মারকুইস উএলেস্‌লি সাহেব ভারতবর্ষের রাজশাসনকার্য্যে তাহার পর যিনি নিযুক্ত হইবেন তাঁহার জ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলের বহীতে তিনি এমত লিখিয়া গেলেন যে সতীরীতি নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যদ্যপি লার্ড উএলেসলি সাহেব বড়সাহেবের পদে থাকিতেন তবে তৎসময়েই তাহা নিবারণ করিতেন।

কলিকাতার মধ্যে কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকলতুরাল সোসৈটির সংস্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলতঃ যাহার মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি যাহা সৃষ্টি করেন নাই বা মনোযোগপূর্ব্বক যাহার পৌষ্টিকতা করেন নাই এমত হিতার্থ প্রায় কোন উদ্যাগই এতদ্দেশে হয় নাই।

বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ান ও মিসনরি ও ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদকরণ কার্য্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই দেদীপ্যমান ছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোকেরদের তাঁহার কার্য্যের দ্বারা কি পর্য্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয় তাহা অদ্যাপি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহার পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবেন। বঙ্গ দেশস্থ লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্যই তাঁহাকে ধন্য জ্ঞান করিতে হয় যে তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না এবং কাহারো বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র ছিল না। পণ্ডিতেরা তাহা স্পর্শও করিতেন না এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রন্থই প্রায় ছিল না যে ছিল সে পদ্য গ্রন্থ এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা ঐ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাণা ও সংস্কারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বসাধারণই উত্তমরূপ ঐ ভাষায় লিখনপঠনেতে উৎসুক বটেন। ডাক্তর কেরি সাহেবের উদ্যোগেতেই এবং তাঁহাকর্তৃক নিযুক্ত যে পণ্ডিতেরা তাঁহারদের প্রযত্নেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এতদ্রূপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে।

ডাক্তর কেরি সাহেব ১৭৬২ সালের ১৭ আগস্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃক্রম সম্ময়েতে পরিপূর্ণ হইয়া ১৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হন।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪।

কোলবোরোক সাহেবের মৃত্যু।—আমরা অতিখেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইঙ্গলণ্ডহইতে যে শেষ সম্বাদ পঁহুছিয়াছে তদ্দারা অবগম হইল যে কোলবোরোক সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন। যদ্যপি ইহার ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডে গমন করেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শব্দপরিচিত আছেন। ঐ সাহেব কএক বৎসরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌন্সেলভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত লোকেরদের প্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য সংস্কৃত বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না জোন্স সাহেবও নহেন এবং সর্ব্বসাধারণ লোকই স্বীকার করেন তিনি সর্ব্ববিষয়েই স্বদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই। কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদকরত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। লণ্ডননগরের রায়েল আসিয়াটিক সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ সোসৈটি

স্থাপনের অভিপ্রায় যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও বিদ্যার বিষয় অনুসন্ধানকরণ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে সকল বহুমূল্য গ্রন্থ আছে তাহা ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরকরণ।

(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪)

ডাক্তর মিল।—সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ অতিপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব এইক্ষণে ভারতবর্ষহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্তু পুনর্ভারতবর্ষে তদীয়াগমন সম্ভাবনা নাই।... তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে যেমন পারগ তদ্রূপ ইঙ্গলণ্ডীয় অপর কোন সাহেবই নাই। উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং ঐ সোসৈটি এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে শ্রীযুত সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করা যায় এবং ঐ ছবি সোসৈটির অট্টালিকায় নিত্য দৃশ্যমান থাকে। ঐ সোসৈটির বৈঠকে যখন এই বিষয় উত্থাপিত হইল তখন সেক্রেটরী শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা নৈপুণ্যবিষয় উত্থাপনপূর্ব্বক নীচে লিখিতব্য প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে সকলই অবগত হইতে পারিবেন যে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়রা তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে কি পর্য্যন্ত বিবেচনা করেন।

শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব সংস্কৃত শাস্ত্রে কিপর্য্যন্ত পারদর্শী তদ্বিষয়ে পণ্ডিতেরদের অভিপ্রায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব স্বীয় রচিত কোন এক প্রস্তাব তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাদ্বারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না। অতিবিচক্ষণ এক জন শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাহেবের পাণ্ডিত্যবিষয়ে আপনি কি রূপ বিবেচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কহিলেন যে তদ্বিষয়ে আমার বিবেচনাসিদ্ধ বর্ণন আপনাকে এক শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করি সেই শ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে আমি বোধ করি ঐ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ। তাহাতে ঐ পণ্ডিত লিখেন যে আমারদের সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ এমত একজন কোথায় দৃষ্টচর যে নিয়ত সৎকবিদ্বারানু-শীলনীয় অতিপূর্ব্বকালীন মহাকবিকৃত কাব্যের ন্যায় এক কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কালিদাস হইবেন।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

ডাক্তর মার্সমন সাহেবের লোকান্তর।—আমরা অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ৺প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর মার্সমন সাহেবের কাল হইয়াছে। এতদ্দেশীয় প্রায় তাবল্লোক সাহেবকে এমত সুজ্ঞাত আছেন যে তাঁহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্যকতা নাই। যে তিন মহানুভব ব্যক্তির দ্বারা শ্রীরামপুর স্থান সর্ব্বসাধারণের সুগোচর হইয়াছে

তাঁহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল। ইহার বার মাস পূর্ব্বে সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু গত বৎসরের অক্তোবর মাসে তাঁহার পরিবারঘটিত একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অনুশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য হইল যে তদবধি আর শান্তি হইল না। ছয় মাস হইল শারীরিক অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ রোগে ও বার্দ্ধক্যে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্রীরামপুরে নিয়ত ৩৮ বৎসর বাসকরণানন্তর ৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আয়ুর্ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

ডাং মার্সম্যান সাহেবের মৃত্যু।— ... বহুকাল হইল শ্রীযুত ডাক্তর সাহেব নানা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা এতদ্দেশে আগমন পুরঃসর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শ্রীযুত ডাং কেরি সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কর্ম্মের সৃজন করেন তৎপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ কখন ছাপা হয় নাই এবং ঐ সুযোগে নানামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্য নানা পুস্তক প্রকাশারম্ভ করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢ়জ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎপরেই ক্রমে২ এতদ্দেশে বাঙ্গালা সমাচার পত্র ও নানা পুস্তক প্রকাশারম্ভ হইল ফলতঃ নিশ্চয় অনুমেয় যে তাহারদিগের এতাদৃশ উৎসাহ না থাকিলে এতদ্দেশে অদ্যাবধি আমারদিগের ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না। যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চয় করিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহা ঐ ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন অন্য দ্বারা ইহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই এবং আমারদিগের এমত প্রত্যয় হয় না যে ঐ মহাশয়দিগের ন্যায় বিদ্বান জ্ঞানি ও পরোপকারি মনুষ্য আর সংসারে জন্মিয়া এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক আমারদিগের এমত সহকারী ও মঙ্গলাকাংক্ষী হইবেন... ।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮। ৮ মাঘ ১২৪৪)

শ্রীযুত আদাম সাহেব।—সংপ্রতি শ্রীযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির ক্লেশকর কর্ম্মহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্তনরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমারদের বাঞ্ছা ছিল যে ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহা গুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে ঐ কমিস্তনরী কর্ম্মে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরো উত্তম হইত। আমরাও কহি যে এই বিবেচনা ভদ্র বটে কিন্তু তাহা হইলে শ্রীযুত আদাম সাহেবকে পুনর্ব্বার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধায়কতা কর্ম্মে প্রেরণ করা উচিত হয় নতুবা আদাম সাহেবের ন্যায় ছোট আদালতের কমিস্তনরী কর্ম্মে উপযুক্ত ব্যক্তি কলিকাতার মধ্যে অল্প পাওয়া যায়।

সভা-সমিতি

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা কলিকাতাহইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে বাস এবং এক রাজসম্বন্ধীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি সংপ্রতি আমরা কএক ছাত্র মিলিয়া বঙ্গহিত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি ঐ সভাতে কিছু দিন পূর্ব্বে যেং বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি…প্রথমতঃ কোন ছাত্র প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদাদির দেশের লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ দুঃখী হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্মূল্য হইবার কি কারণ হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে নানামতে কথাবার্ত্তা হইল।…

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

যদিও আমরা পূর্ব্বে হইতে শ্রুত হইয়াছি যে এই কলিকাতা নগরীমধ্যে শিমূলার এঙ্গলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলডাঙ্গায় হিন্দুকালেজের কতিপয় ন্যূনবর্গীয় ছাত্র আর শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব দ্বারা স্থাপিত পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়স্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তাহার বিস্তারিত বার্ত্তা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত না হইবাতে কৌমুদীতে স্থানার্পণ করা যায় নাই সংপ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি যে তথায় উক্ত বালকেরা কেবল বিদ্যানুশীলন বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া থাকেন ধর্ম্ম বিষয়ের প্রতি কোন কটাক্ষ করা তাঁহারদের নির্দ্ধারিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসের মধ্যে কেবল দুইবার অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন যে বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকর্ত্তৃক হইয়া থাকে তাঁহারা পত্রাবলোকনে যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন…।—সম্বাদ কৌমুদী, ৯ সেপ্টেম্বর।

(২৩ অক্টোবর ১৮৩০। ৮ কার্ত্তিক ১২৩৭)

জ্ঞানসন্দীপন সভা।—বিশিষ্টশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি। এতন্মহানগরান্তঃপাতি পাথুরাঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখানা বাটীতে উপরি লিখিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে ঐ সভা প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইঙ্গরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইবেক ঐ সভাতে বহু সুপণ্ডিত মহাশয়েরা আগমন করিয়া কেবল বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি করেন কিন্তু ঐ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না অপর যদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা

যাইবেক কিন্তু অন্যবিষয়ক হইলে গ্রহণ করা যাইবেক না সভার নিয়ম। যদ্যপি সভাস্থ সভ্যগণমধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কার্য্যানুরোধে ঐ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে পারেন তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ না করিয়া পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়মপত্র হইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক এতদ্বিষয়াবগত হইয়া যাঁহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্ছা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়মপত্রে তাঁহার নাম লেখা যাইবেক ইতি। জ্ঞানসন্দীপন সভাসম্পাদকস্য।

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমরা পরম্পরা শুনিতেছি যে চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ভবনে ডিবেটীং ক্লব নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে এরূপ সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশা যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয় তাহার নিয়মেতে এই লিখিত হইয়াছে যে অধ্যক্ষগণেরা অপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন এবং দুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিবেক মাস২ সভাপতি ও কর্ম্মসম্পাদকের পরিবর্ত্তন হইবেক বিজিটর অর্থাৎ যাহারা অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় যাইতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারদিগকেও বক্তৃতা করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধ্যে সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি থাকিবেক ইহাতে যে২ জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠার্থিগণ অধিকাংশ আছেন। ফলতঃ ইহার বিবরণপত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটনা হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত সারদীয় পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার সভ্যেরা আগমন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক দিনের বার্ত্তা আমরা এইরূপে শুনিয়াছি যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ্যার মান শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই জানাইয়াছেন যে বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদার্থ নহেন কিন্তু কি২ কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা কহিতে আমরা অক্ষম ইতি। শ্রীধরশর্ম্মণঃ।—সং কৌং।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০। ৪ পৌষ ১২৩৭)

শ্রীযুত বঙ্গদূত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। অনুগ্রহপূর্ব্বক ভবদীয় বঙ্গদূতে ব্যক্ত করিয়া অকিঞ্চনে চিরবাধিত করিবেন।

পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শনদ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা।

উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব

সামাজিকেরা সকলে বিবেচনা পূর্ব্বক বঙ্গরঞ্জিনী নামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গ ভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াস পূর্ব্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক বিশিষ্ট কুলোদ্ভূত জনেরদের গমনাভাব-প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিকমতাবলম্বী মান্যামান্য বিবেচনা শূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্বপ্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভাপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না ইত্যাদি নিয়ম পুনর্ব্বার পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি। বঙ্গরঞ্জিনী সভাসম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।—বং দং।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

বঙ্গরঞ্জিনী সভা।—কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমলানিবাসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষা শুদ্ধ রূপে লিখন পঠনার্থ উক্ত নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আর কোন সম্বাদ আমরা শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব।—প্রভাকর।

(৬ আগষ্ট ১৮৩১। ২২ শ্রাবণ ১২৩৮)

বৈদ্য সমাজ।—আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যপণ্ডিত ছিলেন তিনি যত্নবান্ হইয়া ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্ব্বক যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বসুজের দক্ষিণ বাটীতে তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়েরা সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থ রূপ ঔষধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন। [চন্দ্রিকা ১৭ শ্রাবণ]

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন্ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদিগের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইঁহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশান্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্ তবে

সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়ে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।

প্রথমতঃ ঐ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানন্তর শ্রীযুত জয়গোপাল বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের এই অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহারদিগকে সরলতা কহা উচিতকার্য্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীযুত জয়গোপাল বসু কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্বপদে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে উত্তমরূপে ইহার নির্ব্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যগণের সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্টকরা কর্ত্তব্য ইহাতে শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা রাখা আমার ন্যায্য বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুত নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে দুই প্রহর চারি দণ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন যে বঙ্গভাষাভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতি মাসে সভাপতির পরিবর্ত্ত হইবেক কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাঁহাকে রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আলস্য

না করিয়া সম্পাদনকর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়া সভ্যগণের সন্তোষ জন্মাইতে পারেন তবে তাঁহার সম্পাদনকর্ম্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্যকে ঐ পদাভিষিক্ত করিতে হইবেক কিন্তু সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত হইলেন যাঁহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবেক এক মাসের মধ্যে তাঁহার পরিবর্ত্ত হইবেক না। অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রস্তাব করিলেন যে সভাপতি বা সম্পাদক যদ্যপি কোন প্রয়োজনবশতঃ নিয়মিত সময়ে সভোপস্থিত হইতে না পারেন তবে তাবৎ সভাগণকে পূর্ব্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্ত এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগতা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যেপ্রকার সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন যে অদ্যকার সভার তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া উত্তরোত্তর লোকেরদের মহদুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিয়া প্রায় দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে সভ্যগণেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অনুষ্ঠানপত্র এই যে "আমারদের বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যে২ মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি।"—কৌমুদী। শ্রীজয়গোপাল বসু।

(২ মে ১৮৩৫। ১০ বৈশাখ ১২৪২)

ধর্ম্মসভা।—গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে এক জন ছাত্রের পরীক্ষারূপ প্রধান কর্ম্ম উপস্থিত হওয়াতে শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত্ব পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্য আবশ্যক কর্ম্মের পত্রাদি উপস্থিত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল পাণ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্যান্য কর্ম্ম আগামি বৈঠকপর্য্যন্ত স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক তৎপরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পত্র পাঠ করা গেল সেই পত্র অবিকল এই।

এই পত্রসম্বলিত শ্রীযুত গীর্ব্বাণনাথ ন্যায়রত্ন যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন তদবিকল এই।

এই আবেদনপত্র পাঠানন্তর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কর্তৃক উক্ত হইল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে তিথিতত্ত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য ইত্যনুমত্যনুসারে তৎক্ষণাৎ পুস্তক উপস্থিত করা গেল শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ঐ পুস্তকের মধ্যে শলাকাদ্বারা এক স্থান উদ্ধৃত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্যা করিতে অনুমতি হইলে উক্ত ন্যায়রত্ন ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া অনুমতি গ্রহণপুরঃসর গ্রন্থ ব্যাখ্যারম্ভ করিলেন শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য তাহার কএক স্থানেও কোটি করিলেন ন্যায়রত্ন তাহার সদুত্তর দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতীও অনেক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য হয় না ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে কিপ্রকার অর্থ করেন তচ্ছ্রবণে ইহার পাণ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কহিলেন গ্রন্থের সদর্থ করিয়াছেন আর অধিক পরীক্ষার আবশ্যক নাই এইক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উত্তর এই বৈঠকে লিখিয়া দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দায় প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদবিকল এই।

এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ করা গেল তৎশ্রবণে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত সন্তুষ্টিপূর্ব্বক কহিলেন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন একণে ইনি অধ্যাপনা করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মানুসারে পারিতোষিক এবং বিদ্যাবিদ্যোতন পত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মানুসারে করিবেন ইত্যাদি স্থির হইলে ঐ দিবসীয় সভার বিবরণ শ্রবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে সভাপতি স্বাক্ষরকরণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোন্মুখসময়ে শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী পণ্ডিত সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সভার কর্ম্ম দর্শন করিয়া আমি মহাসন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতু ধর্ম্মসভার এই এক প্রধান কর্ম্ম অদ্যারম্ভ হইল ৺ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক। তৎপরে সম্পাদককর্তৃক কথিত হইল যদ্যপিও ধনবান ধার্ম্মিকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন জন্য নানা কর্ম্মোপলক্ষে বহু ধন দান করিয়া থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শাস্ত্র জাজল্যমান আছে নচেৎ এককালে ম্রিয়মাণ হইত যেহেতু পণ্ডিত গণ প্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূর্ব্বক ছাত্রকেই অন্নদান পুরঃসর অধ্যাপনা করাইতে হয় পরে ছাত্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া চতুষ্পাঠীকরত অধ্যাপক হইয়া যথাকর্ত্তব্য করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের সে ব্যবহার নাই অথচ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেরি কলঙ্ক

হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনা নাই কেবল নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সে কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক।

পরে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি পরীক্ষার নিয়মকর্ত্তা ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উক্তি ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন• তিনিও অনেক অনুনয় বিনয় বাক্যে সমাজকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

এক্ষণে পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা পত্রে কি লিখিত হয় এবং পারিতোষিক বা কি প্রদান করেন তাহা সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা স্থির করিয়া লিখিলে আগামিতে প্রকাশ করিব এমত মানস রহিল।—চন্দ্রিকা।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৮, ৪র্থ সংখ্যা) বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

বঙ্গভাষা আলোচনার সভা।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্দ্রোদয়োল্লেখিত বঙ্গভাষা উত্তমালোচনানিমিত্ত সংপ্রতি এতন্নগরীয় ঠনঠনিয়ার কালেজ স্ত্রীটে জ্ঞানচন্দ্রোদয়নামক এক সভা স্থাপিতা হইয়াছে গত রবিবারে সন্ধ্যার পরে তৎসভার প্রথম বৈঠক হইয়া সভাস্থ সমস্ত মহাশয়দিগের অভিমতে বিজ্ঞবর শ্রীযুত শ্যামচরণ শর্ম্মণ তৎসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কর্ম্ম সম্পাদনার্থ সম্পাদকতা ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন আর অন্যান্য সভাসদ মহাশয়েরা তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ড রাত্রিপর্য্যন্ত এক্ষণকার বৈঠকের নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।—পূঃ চঃ।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

একপত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদনুসারে গত বুধবারে হিন্দু কালেজে সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ যে সভা সেই সভা হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে সভা হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহার দৃষ্টান্তানুসারে জুন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন

এই পাঠানন্তর সভার উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহা সভাপতি সকলের অনুমতি লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন। আর প্রথম সভার যাহা রীতি নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে সভা স্থাপনার্থ পূর্ব্বে মুদ্রা সংস্থাপন ও মাস২ যে নিবন্ধ তাহা রহিত করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তদনুসারে মুদ্রা দিবেন ইহাই নির্দ্ধার্য্য হইল। আমরা অতি আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে এই সভায় পুষ্টিপূরক দুই জন বন্ধু ৫৫ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তৎকালীন অতিশয় দুর্য্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও ঐ পাদরি বাবুর বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন আমরা ভরসা করি যে তাহারদিগের ক্রমে২ উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক তাহারদিগের স্নেহের আধিক্য হইবে। আমরা এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্বিত আর ইহাতে সাহায্যকারির মধ্যে কেহ পশ্চাদ্‌গামি হইবেন না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

তিমির নাশক সভা।—আমারদের এতদ্দেশীয় সহযোগি পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় ঢাকানিবাসি কোন পত্র প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন যে বঙ্গ ভাষা শুদ্ধ করণার্থ ঢাকানগরে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ঐ নগরস্থ পাঠশালার বহুতর বিদ্যার্থি ব্যক্তিরা সভ্য এবং শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বসু সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬)

গত বুধবার মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউসনের ষান্মাসিক সভা হইয়াছিল। ঐ সভার রিপোর্ট ও কার্য্য সকল পাঠ হওনানন্তর সভাদিগের আকাঙ্ক্ষামত উত্তমরূপে গ্রাহ্য হইল।

ইস্কুল য়াবারটের [স্কুল অফ আর্টস] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ উক্ত সভাধ্যক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করণে মনস্থ করিয়াছেন তচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। উক্তকার্য্যার্থ অনেক সুশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন। মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের যে তাৎপর্য্য প্রথমত হইয়াছে তাহা উত্তম এবং আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা উপকৃত হইবেন কিন্তু ঐ সভায় নানা বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে ভাবান্তর হওয়াতে এতদ্দেশীয়দিগের ভাবান্তর হইয়া উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছে কিন্তু ঐ সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্ব্বক একজন বক্তৃতা কারক নিযুক্ত করণে মানস করিয়াছেন। আমরা পুনর্বার আশা করিতে পারিব যে আমারদিগের এতদ্দেশীয় জনগণ স্বীয়২ ব্যবসায় দ্বারা উত্তমতা পাইতেছেন। এবং যদ্দ্বারা সুখের হানি জন্মে এমত যে অধীনতা তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ নানা ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কার্য্য করিতেন

তাহাতে তাহারা স্বাধীন ও সুখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহারা পূর্ব্বাবস্থা হারাইয়া সরকারগিরি ও কেরাণির কার্য্য করিতেছেন। কেবল যে সেই সকল উপায় হারাইয়াছেন এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনতা তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মনুষ্যেরদিগের বিদ্যার কিঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল মনে উদিত হইয়াছে কার্য্যে কিছুই হয় নাই এমতরূপ অশুভ জনক সময়ে আমরা উক্ত সভার নিয়মকে উত্তম জ্ঞান করি কেন না তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় মনুষ্যের ত্বরায় সুধারা হইবে।—জ্ঞাং নাং।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

সম্প্রতি সংস্থাপিত যে সকল সভা তাহার মধ্যে টিচরস সোসাইটি বিদ্যার্থি ব্যক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের এতদ্বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন। আমরা ঐ সভার নিয়ম সকল যখন জ্ঞাত হইব তখন পুনর্ব্বার স্মরণ করিব। কারণ এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বহুকালাবধি ইচ্ছা ছিল এবং এতদ্দেশে হয় এমত বাসনা ছিল। আর তাহাতে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।—জ্ঞানাং।

শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা

(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন।—ফ্রান্সদেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত সে জি সাহেব সংপ্রতি অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মূল সংস্কৃত এবং ফ্রান্স দেশ ভাষাতে অনুবাদ আছে। ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্ব সর উলিয়ম জোন্স সাহেব ঐ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। রুসীয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটর্স বর্গ নগরে আদিলংনামক একজন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে ঐ ভাষার নাম কিংমূলক ও তন্নামের কি অর্থ এবং তদ্ভাষার উৎপত্তি এবং প্রাচীনতার বিষয় ও তাহার ব্যাকরণ ও কোষের বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যৈকদেশ আছে পরে অন্য২ ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ঐক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রন্থ আছে ও সেই গ্রন্থের যে২ অনুবাদ হইয়াছে তাহার এক ফর্দ্দ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত কর্ণল বোডন সাহেব বহুকালাবধি ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ডদেশে অকস্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে যে তাঁহার বয়ঃক্রম পচিশ বৎসরের ন্যূন না হয় ও প্রতিবৎসরে ছাত্রেরদের স্থান

হইতে কিছু না লইয়া বর্ষমধ্যে বেয়াল্লিশ দিন পাঠ দিবেন ও যে দিন পাঠ দিতে ক্রটি করেন তাহাতে তাঁহার এক শত টাকা দণ্ড হইবে এবং যদি প্রদান করিতে ন্যূনতা করেন তবে তিনি অপদস্থ হইবেন তাঁহার বেতন বার্ষিক দশ হাজার টাকা স্থির হইয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহাশয়েরা অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা নির্ব্বাণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে। অতএব আমারদের প্রত্যাশা এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন তৎসমকালীন ভারতবর্ষীয় শিশুগণো ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনেতে তাঁহারদের তুল্য পরিশ্রমী হইবেন। ঐ ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে তাঁহারা তদ্ভাষা বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে তদ্দারা তাঁহারদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল হইবে।

এইক্ষণে আমরা চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি নিমিত্তে স্বদেশীয় বালকদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতুক ইউরোপের বিদ্যালয়স্থেরা নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদের হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন যে হিন্দুরা ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪। ১২ বৈশাখ ১২৪১)

এডুকসন কমিটি।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রে লেখেন যে বিদ্যাধ্যপনীয় কমিটি আরবীয় ও সংস্কৃত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা যাহাতে আর না হয় ইঙ্গরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষাভ্যাস বিষয়ে অধিক আনুকূল্য করা যায় এতদ্বিষয়ে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দেওনার্থ কলিকাতায় সংপ্রতি এক বৈঠক হইয়া তদ্বিষয়ক আন্দোলন হইল।

(১ নবেম্বর ১৮৩৪। ১৭ কার্ত্তিক ১২৪১)

এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্নবান হইয়াছেন যেহেতুক শ্রীশ্রীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় সুশিক্ষিত সাধারণজনগণের আনুকূল্যে ও মনোযোগে উক্ত বিদ্যোপার্জ্জনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ মিসিনরিরাও আছেন। তৎপ্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএন্টেল সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল বেনিবোলেণ্ট ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর সিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরাণহাটা একিডিমি এবং কবরডাঙ্গা ও মির্জাপুর ইঙ্গলিস স্কুল ইত্যাদি অনেক পাঠশালা ভদ্রসন্তানের ও দীন দরিদ্রের

বালকগণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙ্গরেজী পড়িয়া ইঙ্গরেজ হইতেছেন। অস্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে পাঠার্থিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্টাচার্য্য ও গুরুমহাশয় যাঁহারা স্বীয় ভরণপোষণার্থ উক্ত ব্যবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণমালা অক্ষর পরিচয় এবং শুভঙ্কর-কৃত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্মৃতি ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্তু ইহাতে অনুবাদাদি করাইতে এবং অস্মদাদির পূর্ব্ব বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই না কারণ কোন২ বালক কিছু দিবস গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সমর্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ ইঙ্গরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা গণিত ও তর্কাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বালকেরা প্রায় কর্ম্ম চালাইতে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার সদুত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলণ্ড হইতে বৃষ্টল কত দূর গৃগনগরের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিল রুমনগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্ জন ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কাদি কষিতে ও দরখাস্ত এবং চিঠী পত্রাদিও লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা পাঠার্থি বালকগণকে যদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কটক হইতে ত্রিহুত কতদূর পাণ্ডব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিলেন বানর মধ্যে প্রধান বলবান্ কে ছিল শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশরথ রাজা কি নিমিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক না করেন এবং চারি পুত্র বর্ত্তমানে দশরথ রাজা কি নিমিত্তে মৃত্যু হইয়া বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না ইহা প্রায় দেখিয়াছি। কোন২ বালক যাঁহারা ইঙ্গরেজী পড়িয়া পারদর্শী হইয়াছেন তাঁহারদিগকে কাগ ক্রান্তিসম্বলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্স ইজ কাগ ক্রান্তি কম ডিক টেট বায় রুপিস এনেস এণ্ড পায়স এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এণ্ড পেন্স ইহা হইলেই সূক্ষ্মমতে হিসাব করিয়া দেন নতুবা অগ্রাহ্য করেন সুতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত হইয়াছে কেন না যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপক্ব হইয়া পরে অন্য ভাষা শিক্ষা করেন তবে স্বভাষাস্থিত প্রশ্নাদির সদুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক না কেন সর্ব্বসাধারণের যত্ন না হইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী বিদ্যার চর্চা পূর্ব্বে এত অধিক ছিল না লোকের অনুরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব নিবেদন মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশ করিয়া স্বভাষায় অনুরাগিগণকে এবং আপন পাঠকবর্গকে অনুরোধ করুন তাহা হইলেই

এদেশস্থ স্বভাযানভিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল হইবেক এবং মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ ঘোষণ হইবেক কিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্বিন। কস্যচিৎ হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ।—চন্দ্রিকা।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

বিদ্যাধ্যাপন।—যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা ও মূল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কার্য্য নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান করা যাইতেছে যে তাঁহারা নীচে লিখিতব্য কোন এক জন সাহেবের নিকটে গমন করুন। যেহেতুক ঐ সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকর্ত্তৃক এইরূপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা লওনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাঁহারা নিজে কিরূপ বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায় কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং গণিতবিদ্যা ও ভূগোলীয় বিদ্যা ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের গুণাগুণনির্ণায়ক বিদ্যাইত্যাদির যে পর্য্যন্ত শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন তাহা দরখাস্তে লিখিবেন।

যাঁহারা দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারেন তাঁহারা ঐরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ দরখাস্তের সঙ্গে স্বীয়সচ্চরিত্রবিষয়ের সর্টিফিকট দিতে হইবে। ই রৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সি ত্রিবিলয়ন। কলিকাতা ১৩ এপ্রিল ১৮৩৫।

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২১ ভাদ্র ১২৪২)

কলিকাতার পুস্তকালয়।—গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে টৌনহালে বহুতর ব্যক্তির এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা নগরে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের সুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। ঐ সমাজে শ্রীযুত সর জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়া এক কমিটি স্থির হইল তাঁহারা ঐ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্দ্ধার্য্য করিয়া টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহা জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক অতিশীঘ্রই এক পুস্তকালয় স্থাপিত হইবে এবং তদ্দ্বারা যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

সাধারণ পুস্তকালয়।—কলিকাতার যে সাধারণ নূতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির হইয়াছে তদ্বিষয়ক ব্যাপারের অতিপোষকতা হইতেছে। এক শত জন সাহেব ঐ পুস্তকালয়ে তিন২ শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে এবং অতি শীঘ্র২ সাহেব লোকেরা নানা পুস্তক দান করিয়া ঐ আলয়ে প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সফল হইবে।

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২)

সর্ব্ব সাধারণ পুস্তকালয়।—সর্ব্ব লোকেরাই অনবরত নূতন পুস্তকালয়ে নানাবিধ পুস্তক দান করিতেছেন। আমরা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়কর্তৃক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। যে মহাশয়েরা ঐ পুস্তকালয়ে অর্থ দানদ্বারা অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহারদের সংখ্যা ৫০ মধ্যে। এ অতিথেদের বিষয় যেহেতুক ঐ পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে এবং তদ্দ্বারা বহুতর পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্ম্মাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপর্য্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু ঐ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ ঐ টাকার পাচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে।

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫)

গত সাপ্তাহিকে যে পবিলিক লাইবরি অর্থাৎ সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন বিষয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি সেই পুস্তকালয় ৫ [মার্চ্চ] তারিখে কালেজ গমন করিবার রাস্তার পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে এবং বহুতর পুস্তক ঐ লাইবরিতে প্রস্তুত দৃষ্ট করিতেছি এবং উত্তম২ ইংরাজী গ্রন্থ গ্রাহকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্যার্থ সমূহের পাঠজন্য প্রায়শো ২০০০ হাজার সঞ্চিত হইয়াছে।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩)

মেটকাফ ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে লালদীঘির নিকটে ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়ে এক অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ গবর্ণমেণ্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিয়মে দান করিয়াছেন যে ঐ অট্টালিকা একতালার অধিক হইবে না।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৬। ২৬ পৌষ ১২৪২)

রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহ।—জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান কর্ত্তা শ্রীযুত রাজা বেণুয়ারিলাল নহেন কিন্তু পূরণিয়ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয়গোবিন্দ সিংহ। সংপ্রতি ঐ রাজা অনেক টাকার এক মোকদ্দমা বিলাতে শ্রীলশ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করাতে জয়ী হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিমিত্ত মধ্যে২ যত টাকা

প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফর্দ্দ জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্ব্বক আমরা প্রকাশ করিলাম তাঁহারদের নাম এইং।

শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়	৫০,০০০
শ্রীযুত নরসিংচন্দ্র রায়	২০,০০০
শ্রীযুত কালীশঙ্কর রায়	২০,০০০
শ্রীযুত বেণুয়ারিলাল রায়	৩০,০০০
শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়	১০,০০০
শ্রীযুত হরিনাথ রায়	২০,০০০
শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায়	২০,০০০

(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪)

নাবালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।—জমিদারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার যে পুত্রেরা পিতার অবর্ত্তমানতায় গবর্ণমেণ্টের অধীন হন তাঁহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বহুকালাবধি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বহাদুরের মনোযোগ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের ভূম্যধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহারদিগকে বিদ্যাদানাভাবে কুটুম্বের অধীনে মূর্খ করিয়া রাখিতেছেন এবং যে ভূরিং পারিষদ্ ব্যক্তির দ্বারা তাঁহাবা বাল্যাবধি বেষ্টিত থাকেন তাঁহারা ঐ বালকেরদের অন্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন পরে যখন তাঁহারা আপনারদের জমিদারীতে স্বাধীন হন তখন লাম্পট্যাদি অপকার্য্যে আসক্ত হইয়া পুত্রতুল্য দরিদ্র প্রজারদিগকে দস্যু আমলারদের হস্তে পতিত করেন। শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারার্থ অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাদৃশ জমিদারেরা স্বীয় অধিকারের মঙ্গল করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তাঁহারদিগকে প্রদানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়া হিন্দুকালেজ হইতে শিক্ষা দেওয়া যায় কিন্তু পরে দেখিলেন যে তাঁহারদের আত্মীয় স্বজনেরা এমত কল্পে নিতান্ত অসম্মত যেহেতুক তাঁহারা কহিলেন যে সামান্যতঃ কলিকাতা শহর অস্বাস্থ্যজনক স্থান অধিকন্তু যাহারা কলিকাতার হিন্দু কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে তাহারদের প্রায়ই হিন্দু ধর্ম্মে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেবের ঐ কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয় পুনরুত্থাপন করিয়াছেন এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবকে এমত নিয়ম স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট মফঃসল স্থানেং যে সকল পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাবালগ জমিদারেরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ যায় এবং যদ্যপি এই বিষয়ে তাঁহারদের কুটুম্বেরা সম্মত না হন তবে ঐ বিদ্যাভ্যাসার্থ একং জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন…।

সাহিত্য

নূতন পুস্তক

(১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

নূতন গ্রন্থ।—নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম বিশেষতঃ ডার্জলিঙ্গ স্থানে এক চিকিৎসালয় স্থাপনের বিষয় দ্বিতীয় ইস্কুল বুক সোসৈটির সংপ্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুম্বক ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক। প্রথমোক্ত দুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা আগামি সপ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম কিন্তু কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে তদবধি আমারদের অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব না এবং সেই অঙ্গীকার আমরা উল্লঙ্ঘন করিতেও পারিব না।

(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

সংপ্রতি শ্রীমদ্ভাগবতনামক মহাপুরাণ চন্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা টীকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত হইয়া তিন বৎসরেতে প্রস্তুত হয় তাহার মূল শ্লোকের সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র এবং টীকার শ্লোকের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র তাহার মূল্য স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নেরদের স্থানে ৪০ টাকা করিয়া লণ্ডনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম সৃষ্টি এই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে এই সংস্করণ শ্রীমদ্ভাগবত আছে। ইহা তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত এবং দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ হয় ৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক (১২ মে ১৮৩০), কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় আছে,—"শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতং শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েন প্রযত্নতো বহুবুধশোধিতং পক্ষশরধরাধরধরাশাকীয় বৈশাখস্যৈকত্রিংশদ্বাসরে কলিকাতানগরে সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রেণাঙ্কিতং।" ঠিক ইহার পরেই শ্লোকাকারে ভবানীচরণের বংশ-লতা আছে।

(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

...সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সংপ্রতি সটীক মনুসংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যূনাধিক দুই শত পুস্তক ১০ টাকা করিয়া দুই মহাশয় ধনিকর্তৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে।...

ইহাও তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত। ইহার প্রকাশকাল—১৮৩৩ সনের ২রা মার্চ (২০ ফাল্গুন, ১৭৫৪ শক); শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভ্রমক্রমে "১৮৩২" বলিয়াছেন ('পঞ্চপুষ্প', ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ. ১৪৩৩)।

(১৭ জুলাই ১৮৩০ । ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর যে পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

(২৪ জুলাই ১৮৩০ । ১০ শ্রাবণ ১২৩৭)

নীতিকথা [মর‍্যাল ম্যাকসিম]।—শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নীতিকথা সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীপূর্ব্বক ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন…।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

আমরা মোদমানে সর্ব্বজন সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতাস্থ শ্রীল শ্রীযুত রাইট্ রেবেরেণ্ড লার্ডবিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্ নামকৈক ইঙ্গরাজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করণে শোভাবাজারস্থ শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর চাণক্য মুণিকৃত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক এবঞ্চ পঞ্চ ও নবরত্ন কবিতাদি তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংলণ্ডীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল প্রকাশক হইবেন। উক্ত রূপান্তর প্রকাশানন্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক যেহেতুক অব্যবহিত পুরা মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থদ্বয়ে সর্ব্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত মহারাজ কালিকৃষ্ণ বাহাদুর…সংপ্রতি নীতিসংকলননামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিতের সংগ্রহ ১০৮ শ্লোক পঞ্চরত্নের ৫ শ্লোক নবরত্নের ৯ শ্লোক বানর্ধ্যষ্টক বানরাষ্টক মোহমুদ্গরের ১৩ শ্লোক শান্তিশতকের ১০৭ শ্লোক সর্ব্বসুদ্ধা ২৫৮ শ্লোক সংগ্রহপূর্ব্বক তন্নিম্নে ঐ সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপিও কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয় এবং তাঁহার পিতৃস্বস্পুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ অনুবাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থে ব্যক্ত আছে তথাপি তাঁহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্যই গৌরবীয়া বটে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের

সঙ্গে২ আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল গুপ্তিপল্লিনিবাসি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্তৃক অতিমান্য তাহার ঐ অনুবাদ অতিউত্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব২ অনুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর…এইক্ষণে লোকেরদের অতি শুশ্রূষণীয় যে বেতাল পঁচিশে ও মহানাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত যে অতিপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর পুস্তক শোভাবাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশ্রূষণীয়। এবং যাঁহারা ঐ নায়ক নায়িকাবিষয়ক রসানভিজ্ঞ তাঁহারদের অতিসুশ্রাব্য।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দুরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ বেতাল পঁচিশনামক গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

(৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] লক্ষ্ণৌ।—সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ কলিকাতার শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকর্তৃক প্রেরিত স্বকৃত কতিপয় ইঙ্গরেজী গ্রন্থপ্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইয়া ৭ পার্চার বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলায়ৎ প্রদান করেন। অপর মহারাজের পিতৃষস্রীয় শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায়ৎ পাইয়া তদ্রূপ মর্য্যাদান্বিত হইয়াছেন। ঐ রাজধানী স্থাপিত খগোলদর্শন উচ্চস্থান নির্ম্মাণবিষয়ে ফলোদয়বিধায়ে এইক্ষণে বিশেষ এক গ্রহাদি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া ঐ মহতীবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র বঙ্গদেশে বিস্তারপ্রযুক্ত নানা বিদ্যালয়ে বিতরণকারণ তথাকার আসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট কাপ্তান পাটন সাহেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হইয়াছে।

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

সম্বাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নূতন পুস্তক।—অস্মদাদির গোচর হইল যে শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কৃত প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত ইঙ্গরেজী প্লোইট লিটেরিটিউর (অর্থাৎ উত্তমা বিদ্যাচয়) নামৈক পুস্তক বঙ্গভাষায় যাহা সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা রাজার দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত মেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ

তৎপাণ্ডুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা ঐ সাহেব অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে উভয়বাণীসম্পৃক্তসহিত যন্ত্রিতপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্য স্থির করিয়াছেন অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তল্লাভগ্রাহক অনেক সম্ভাবনা।

অপরঞ্চাবগত হইলাম যে পূর্ব্বোক্ত সাহেবদ্বারা শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরানুবাদিত রাসেলাস্‌নামা কাব্যগ্রন্থ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়া ৪ তঙ্কায় প্রাপ্তব্য হইবে এমত নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০)

কলিকাতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্থানে আমরা এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ গ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানস করিয়াছেন গ্রন্থের নাম এই। "সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় অতিপ্রশংস্য ঐ গ্রন্থ কেবল একবার চক্ষু বুলানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে যে তাহার অনুবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্তু যদি ঐ ভাষান্তর আরো কিঞ্চিৎ সহজ ভাষাতে ভাষিত হইত তবে বিদ্যার্থি বালকেরদের পক্ষে আরো অধিক উপকার জন্মিত।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

নূতন গ্রন্থ।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকৃত শেষ মুদ্রিত পুস্তক ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ভাষাভাষিত মজময়ল্‌ লতায়েফ অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্বানুবাদিত গ্রন্থ...মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩)

গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকর্ত্তৃক পয়ার চ্ছন্দে অনুবাদিত হইয়া ঐ রাজযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এবং ঐ পুস্তকের একখান আমার-দিগকে প্রদান করিয়াছেন...।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ২০ ভাদ্র ১২৩৭)

অবোধ বৈদ্যবোধোদয়।—কাঁচরাপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্নবিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্সী ঐ প্রকাশিত গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতুক দোষকথন এবং মহারাজ রাজবল্লভ

সংগৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থা-পত্রানুসারে যথার্থ অম্বষ্ঠোৎপত্তিকথন এবং ব্রাহ্মণগণের যথার্থ স্তুতি কীর্ত্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন অপর এতদ্‌গ্রন্থে বহুতর বৈদ্যকর্তৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে ঐ পুস্তক চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক।—সং চং।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২৪ মাঘ ১২৩৭)

মহাভারত।—আমরা সকলকে সম্বাদ দিতেছি যে কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত লক্ষ্মী-নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার নিজ মুদ্রাযন্ত্রে কাশীরাজকর্তৃক সংগৃহীত হিন্দী ভাষায় নানাবিধ ছন্দ-প্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম দেবনাগর অক্ষরেতে ক্বাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মূল্য ১০০ এক শত টাকা স্থির করা গিয়াছে শ্রীযুত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবেরা এবং অন্য২ পাঠশালার সাহেবেরা গ্রহণ করিয়াছেন অপরঞ্চ ঐ পণ্ডিত পূর্ব্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা এই তিন ভাষায় সংগৃহীত যে হিতোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পূর্ব্বে২ ১২ বার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্মূল্য স্থির করিয়াছেন যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি পটলডাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ইতি।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

মনুসংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ।—মনুসংহিতানামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভগবান কুল্লূকভট্টসম্মত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় মূলসংহিতার সহিত ও শ্রীযুক্ত সর উইলিয়ম জোন্স সাহেবের কৃত ঐ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার মীরজাপুরে চর্চ মিসননামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে। ডিওডেসিমো পরিমাণের ৪৮ পৃষ্ঠসংখ্যক এক২ ভাগ এক টাকা মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবেক ইহার প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। ২২ বৈশাখ সন ১২৩৮ সাল।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮)

কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান।—ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ চন্দ্রিকাপত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ৺ গয়াযাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসিদ্ধ এবং অনেকানেক দিগ্‌দেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপরা দর্শনি একোদ্দিষ্ট ত্রিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু কামরূপ যাত্রার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্ব্বেতে কামরূপদেশ কোন্ দিগে কিরূপ ইহাও অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অস্মৎকৃত বুরুঞ্জি পুস্তকদ্বারা তাহা নিবৃত্তি হইয়াছে।

অপর ঐ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীশ্রীঈশ্বরী কামাখ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাত্র লিখিয়া তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে যে ইঁহার ধ্যান পূজা মন্ত্রাদি যোগিনীতন্ত্র ও কালিকা পুরাণাদিতে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা যাত্রাকারির কোন উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায় এতাবন্মাত্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় সুগম গ্রন্থ অদ্যপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

যোগিনীতন্ত্রের কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুঞ্জয়সংহিতাপ্রভৃতি মূল গ্রন্থেতে যদ্যপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাহুল্য যে তদ্দ্বারা যাত্রিকের কর্ম্ম করা সুদূরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতুক ঐ সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে নানেতিহাস লেখাতে এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়া যায় আরো দেখুন কাশীখণ্ড দোখয়া কি কেহ কাশীযাত্রা করিতে পারে বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক ভাগ্যবান্ লোকের ঘরেতেই থাকে সচরাচর পাওয়া যায় এমত নহে পরন্তু দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরদের সাহস পাণ্ডিত্য তাহা কালীঘাট জগন্নাথের পাণ্ডাদ্বারা সর্ব্বত্র বিদিত আছে অতএব তাঁহারদের দ্বারা যে যাত্রানুক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূরদেশহইতে আগত নানা ধার্ম্মিক যাত্রিক মহাশয়েরা হঠাৎ অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রাকরণে অক্ষম হইয়া মনোদুঃখী হন।

একারণ ধার্ম্মিক যাত্রিক ও অন্যান্য মহানুভব মহাশয়দিগের উপকারার্থে (কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক) এক ক্ষুদ্র করিতে মানস করি তাহা যদ্রূপ করিতে মনস্থ করিযাছি তাহার আভাষ লিখিতেছি...।

১। ঐ পুস্তক যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণপ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা যাইবে তাহা কোমল সংস্কৃত শব্দেতে শ্রাদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে।

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো নানা রাজার অধিকার পরিবর্ত্তহওয়াতে কোন২ স্থান এমত লুপ্ত হইয়াছে যে তাহা নির্ণয় করা অতিদুঃসাধ্য। মধ্য কালে এতদ্দেশে ম্লেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় রাজাধিকার হওয়াতে শিবসিংহ স্বর্গদেব অনেকানেক সুপণ্ডিতদ্বারা বিচার করিয়া অনেক দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়া সেবাপূজার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়েরা যে বিষয় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ। যোগিনীতন্ত্রে লেখে। তারাদেব্যাঃ শতধনৌ মঙ্গলা নাম চণ্ডিকা। ঐ মঙ্গল চণ্ডিকা পীঠের পূর্ব্বনিশ্চয় না হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ স্বর্গদেবের অধিকারে অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমদ্বারা নিশ্চয় না হওয়াতে তৎস্থানে কেবল প্রতিমা স্থাপন করিয়া দেবালয় করিলেন কিন্তু অর্ব্বাচীন শূদ্রকর্ত্তৃক স্থাপিত প্রতিমা বলিয়া অনেকেই মান্ত

করে না। অতএব যে সকল দেবালয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মনুষ্যের গম্যস্থানে আছেন তাহারি অনুক্রম লেখা যাইবে।

৩। পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দীমুখাভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধাদির কিছু চুম্বক লিখিয়া প্রত্যেক২ পীঠের পৃথক্২ যাত্রাবিধি ও যে২ স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য তাহা লেখা যাইবে।

৪। প্রত্যেক দেবতার ধ্যান পূজা সংক্ষেপ লেখা আবশ্যক কিন্তু তাহাতে আপত্তি হইতে পারে। পরন্তু পীঠস্থ দেবতার ধ্যানপূজা মন্ত্রাদি যাত্রানুরূপে প্রচার করা যায় অতএব তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখা যাইবে নতুবা দর্শন স্পর্শন বন্দন প্রশংসা মাত্র লিখিয়া সমাপন করা যাইবে।

৫। যদাপিও ধ্যানমন্ত্র লেখায় সকলের মত স্থির হয় তথাচ মহাবিদ্যারি পূজাবিষয়ে তন্ত্রসার ও অন্য২ তন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়া যাইবে।

৬। প্রথমতঃ কএক প্রকরণ স্থির করা গেল ইহাতে ধার্ম্মিক মহাশয়েরদের মতান্তর-করণাভিপ্রায় যদি জানা যায় এবং আত্ম বিবেচনাদ্বারাতেও কোন প্রকরণ পরিত্যাগ কিম্বা নূতন বসান আবশ্যক বুঝা যায় তাহা করা যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্থূলাভিপ্রায় লেখা গেল নিবেদনমিতি ১০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। মুলুক আসাম।

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

নূতন গ্রন্থ। পাকরাজেশ্বর।...এই দেহধারণের মূলাধার আহার অতএব সর্ব্বোপ-ভোগযোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণপূর্ব্বক অম্ল তিক্ত মধুর লবণ কটু কষায় ষড়্‌রসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসকল সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ প্রকার বিভাগ করিয়া অন্নদাস্থল নামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ঐ শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণ বোধের কঠিনতাপ্রযুক্ত তৎ কর্ম্ম সুনিষ্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্ মহারাজ নল মহাশয় এবং পাণ্ডবীয় ভীমসেন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বধনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহলনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে সুলভাধিক্য করিয়াছেন। তৎপরে জবনাধিকারে ঐ সকল সূপশাস্ত্রহইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এইক্ষণে হিন্দুরাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে ঐ সকল সংস্কৃত সূপশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহানুভব শ্রীযুত বিক্রমাদিত্য মহারাজাধিকারে সংস্কৃত সূপশাস্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীযুত ক্ষেম শর্ম্মকৃত ক্ষেমকুতূহলনামক গ্রন্থ হইতে ও শ্রীযুত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখাননামক পারসীয় পাকবিধি ও নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের দুষ্কর পাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়া এবং বর্ত্তমান অনেকানেক

সূপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষয়ি ব্যক্তি সকলের সুগমবোধার্থ পরিমাণ সহ পাক বিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক জীর্ণ মঞ্জরী গ্রন্থ এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদানপূর্ব্বক গৌড়ীয় সাধুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইতি।—সং চং।

এই পুস্তকের একখণ্ড আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্রের উপর লেখা আছে,—

পাক রাজেশ্বরঃ

শ্রীবিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত
হইয়া কলিকাতার যোড়াবাগানের সুধাসিন্ধু যন্ত্রে
মুদ্রাঙ্কিত হইল।
শকাব্দাঃ ১৭৫৩। বাং ১২৩৮।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

তাড়িত [The Persecuted] নামক এক নাটক।—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম ঐ গ্রন্থ তিনি অতি-নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ইঙ্গরেজী ভাষা ঐ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ঐ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যেপ্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ করা আমারদের সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপন শিষ্যেরদিগকে ফাকি দিয়াও ঐ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান-লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাঁহার এতদ্রূপ দোষ অর্পণকরা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে আমারদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানী নিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাঁহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরমদোষী হইতে পারেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

মনু।—কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ তর্ক-ভূষণ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তিকর্ত্তৃক মনুসংহিতা যে নূতন প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাধ্যায়-বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়া-প্রযুক্ত আমরা কেবল ঐ সম্পাদকেরদের উক্তিমাত্র প্রকাশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গলা ইংরেজীতে মুদ্রিত হইবে ইঙ্গরেজীর ভাষান্তর যাহা সর উলিয়ম

জোন্স সাহেবকর্তৃক হইয়াছে তাহাই পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিবেন কিন্তু উক্ত সম্পাদকদ্বয় মহাশয়েরা তাহাতে অনেক টীকা দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত অনুবাদের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তৎকর্ম্মের অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন এবং কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি সাহেবেরা তাহাতে স্বাক্ষরকরাতে তাহার অনেক পুষ্টতা হইয়াছে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লীক সংপ্রতি সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠপরিমিত হইবে। এই মূলগ্রন্থে যাঁহারদের আবশ্যক তাঁহারদের ইহাতে মহোপকার হইবে। ঐ গ্রন্থ উক্ত বাবুর অনুমতিতে শ্রীযুত রামোদয় বিদ্যালঙ্কারকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ঐ বাবু অতিসুকঠিন কএক বৈদ্যকগ্রন্থ বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন তাহা প্রস্তুত হইলেই মুদ্রাঙ্কিত করিবেন।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

নূতন পুস্তক। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস।—ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষে প্রথম আগমনাবধি লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৮২২ সালপর্য্যন্ত ও ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক যাবদ্ব্যাপার হয় তদুপাখ্যান গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক-কর্তৃক অনুবাদ হইয়া দুই বালমে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক বালম ৪০০ চারি শত পৃষ্ঠপরিমিত। প্রত্যেক বালমের মূল্য ৪ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছে।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ।—শ্রীযুত বকিংহেম সাহেবের পরে শ্রীযুত আর্নটনামক যে সাহেব কলিকাতার জর্নল সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন তাঁহাকর্তৃক ইঙ্গলণ্ড দেশে এক নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে। ইহার কতকগুলিন পুস্তক শ্রীযুত থাকর কোম্পানির ঘরে বিক্রয় হইতেছে।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা।—বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামক এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্বিশেষ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্ম্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর যে ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাষার্থসহিত মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া স্বজন সজ্জনগণকে প্রদান করিতেছেন। ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য শূদ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই

করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিবেন এমত শাস্ত্র নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজারে পঞ্চাননতলাতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধরের নূতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লালা বাবু ক্ষত্রিয়ের ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটীতে শ্রীযুত যোগধ্যান মিশ্র সার সুধাবিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে এবং ঐ আপীশে ভাল বাঙ্গলা ও নাগর ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে…। ইতি ১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর। শ্রীযোগধ্যান মিশ্র।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯)

ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রিকা।—বিলাত হইতে এসাইটীক জর্ণেলনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক ব্যক্তি যে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সদুত্তর চন্দ্রিকা দ্বারা প্রকাশ হইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনপূর্ব্বক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভাষা সহিত ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রিকানামক এক গ্রন্থ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের নিমিত্ত ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় যত্ন করেন অর্থাৎ তাহা মুদ্রিতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকার-পূর্ব্বক তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে প্রদান করণাভিপ্রায়ে আমারদিগকে লিখিয়াছিলেন আমরা তাঁহার অনুজ্ঞামত পাচ শত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছি তিনি ব্যক্তি বিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন বিনা মূল্যে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্তিমাত্র বাবুকে ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।—চন্দ্রিকা।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯)

বৈষ্ণব ভক্তিকৌমুদীনামক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি…।

(১৩ মার্চ্চ ১৮৩৩। ১ চৈত্র ১২৩৯)

মারিচ গ্রামার।—সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১॥ টাকা।

(১ জুন ১৮৩৩ । ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্দেশীয় যুব মহাশয়েরা রাবিন্সনস গ্রামার অফ হিস্ট্রি ইতিসংজ্ঞক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর। ঐ অনুবাদ অত্যুত্তমরূপই হইয়াছে অতএব তন্নির্ব্বাহক মহাশয়েরা অতিপ্রশংসনীয় বটেন। এমত সাহসিক ব্যাপার নির্ব্বাহদৃষ্টে বোধ হয় যে এইক্ষণে কলিকাতা নগরে ইঙ্গরেজী ভাষা অতিপ্রচরদ্রূপই হইতেছে অতএব সম্বাদপত্রে তদ্বিষয়ক যত প্রশংসা করিতে সাধ্য ততই করা উচিত।

(২২ জুন ১৮৩৩ । ১০ আষাঢ় ১২৪০)

বিজ্ঞাপন। - সংসারপরিহারার্থ হিন্দু লোকদিগের কর্ত্তব্যতাবিধায়ক শ্রীভবানীচরণ তর্কভূষণ কর্তৃক নানাবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃতসারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ শ্লোক ও ভাষাবাক্যে তদীয়ার্থ এতদুভয়সম্বলিত জ্ঞানরসতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ ৭৬ পেজ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া ১০০ এক শত প্রস্তুত আছে…প্রত্যেকের মূল্য ১ তঙ্কা।

(১৫ মার্চ্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থ উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া দুই গ্রন্থ এক জেলদে বাইণ্ড হইয়াছে ছাপার মূল্য ॥০ আট আনা স্থির হইয়াছে যাঁহার লণ্ডনের আবশ্যক হয় মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে যে দম্পতীশিক্ষা গ্রন্থ অর্থাৎ সাংসারিক ব্যবস্থা নানা পুরাণাদিহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপাইয়া গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া মূল্য ॥০ আট আনা স্থির করা গিয়াছে… ।

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪। সটীক মনুঃ। সর্ব্বজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে। শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে কুল্লুকভট্টটীকাসহিত মনুসংহিতা শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্দবন্দি হইয়া অদ্য প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করা গিয়াছে।

(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

তত্ত্ব —অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যবিরচিত হিন্দু ধর্ম্মের বিধায়ক যে গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ এইক্ষণে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিমিত্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা আমারদের অতিশীঘ্র ব্যক্তকরণ আবশ্যক বোধ হইল। যে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রন্থমাত্র দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুদ্রাঙ্কিতকরণে অত্যন্ত আপত্তি করেন এবং বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন যাঁহারা এতদ্রূপ বিবেচনা করেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই অস্মাদাদির অতিমান্য এবং উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান। প্রথম এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্ব্বাপর সংস্কৃত ভাষা ঐ অক্ষরে লিখিত হইতেছে অতএব ঐ অক্ষরই ব্যবহার করা উচিত। তদুত্তর এই দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনের বিভিন্নতা আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের সঙ্গে আকৃতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাক্ষর বিভিন্ন তেমনি যে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস বাল্মীকি স্ব২ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদানীন্তন দেবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন। দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলোকেরা কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকাঅবধি চীন দেশের সীমা এবং কুমারিকা অন্তরীপঅবধি কাশ্মীরপর্য্যন্ত ইহা সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবহারহওনার্থ ছাপাইতে হয় তবে তাহা অবশ্য দেবনাগরে ছাপান উচিত কিন্তু যে গ্রন্থ কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহা বঙ্গদেশপ্রচলিত অক্ষরে মুদ্রা করা অযুক্ত বোধ হয় না।

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা আর কোন অক্ষর ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত করা যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম্ম দেওয়া যাইবে না অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহারা ঐ অক্ষরে স্ব২ লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর চরিতকরণার্থ এক মহোদ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল অতএব

আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্ সাহেবলোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই।

যে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্ম্মের নিয়ম ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায় ঐ গ্রন্থ ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর হইল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত হয় এবং ক্রমে২ এমত মান্য হইয়াছে যে এতদ্রূপ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে তাহা চলিতেছে।

(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত সর গ্রেব্‌স হৌটন সাহেব লণ্ডন নগরে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজীতে নূতন এক ডিক্সানরি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের শেষে এতদ্রূপ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে তাহা উল্ট করিয়া পড়িলে ইঙ্গরেজী ভাষার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এইক্ষণে ৮০ টাকারও অধিক।

(১৯ জুলাই ১৮৩৪। ৫ শ্রাবণ ১২৪১)

Just published, at the Serampore Press;
Part I. of
An
Interlinear Translation
of
Esop's Fables.
In Bengalee and English
Price 4 annas

Specimen of the work
Fable XV.
The Man and his Goose.
মানুষ ও তাহার রাজহংস।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

পারস্য ইতিহাস।—শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্তৃক পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব ঐ গ্রন্থানুবাদকেরদের নিকটে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করি। ঐ গ্রন্থ তাবৎ পাঠ করিয়া ভাষান্তরকরণের গুণাদিবিষয়ক বিবেচনাকরণার্থ আমারদের তাদৃশ অবকাশ নাই। ফলতঃ ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে সম্পাদকেরদের অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহক ব্যক্তিকর্তৃক তাঁহারা অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।

(২৮ মার্চ্চ ১৮৩৫। ১৬ চৈত্র ১২৪১)

কল্পিত নূতন গ্রন্থ প্রকাশমান।—শ্রীযুত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। ঐ গ্রন্থ নূতন রোমানাজিং নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে। ঐ গ্রন্থ আকৃটবো ৫০০ পৃ সংখ্যক হইবে। তাহার মূল্য ৬॥০ টাকা স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুত সিক্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ডিক্সানরী ইঙ্গরেজী অক্ষরে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহা এইক্ষণে কলিকাতায় বাপটিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২০ টাকা।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

যে এক নূতন গ্রন্থ এইক্ষণে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ গ্রন্থ শ্রীভগবদ্গীতা। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং বঙ্গভাষাতে অনুবাদ সহিত ঐ খণ্ডের কেবল দুই তিন স্থান আমারদের পাঠকরণের অবকাশ ছিল অতএব তাহার দোষ গুণবিষয়ক আমরা কিছু কহিতে সমর্থ নহি। কিন্তু আমারদের ভরসা হয় যে তাহাতে অতি সাহসিক ঐ গ্রন্থানুবাদক নানা ব্যক্তিকর্তৃক এমত পোসকতা প্রাপ্ত হইবেন যে তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডানুবাদকরণেও নিত্যানুরাগ জন্মিবে।

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

ভুবন প্রকাশ।—পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত ভুবনপ্রকাশ গ্রন্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ গ্রন্থে ভগবদ্ভক্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস আছে এবং ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যবর্ত্তি চতুর্দ্দশভুবন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে ও ঐ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা গ্রহণার্থ দুই শত মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

মহাভারত।—অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। ঐ কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। কাশীদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে বর্ত্তমান বার্ষিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদ্বন্মোদ মুদ্রাযন্ত্রে যে পঞ্জিকা মুদ্রিতা হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে পঞ্জিকাতে যাহা২ লিখনের আবশ্যতা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে পঞ্জিকাকারক অত্যুত্তমানুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনানুসারে যদ্রূপ লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিকা দর্শন করিয়া স্বীয় কার্য্যে অনায়াসে সক্ষম হন পূর্ব্বে নবদ্বীপাধিকারি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ও বালির পণ্ডিতগণ মতানুসারে যে সকল পঞ্জিকা উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত তাহাতে পণ্ডিতেরা আদর করিতেন তন্মরণান্তর ঐ সকল স্থলে যে২ পঞ্জিকা হইতেছে সে সকল পঞ্জিকার তুলনা এই পঞ্জিকা যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়া যায় না।—জ্ঞাং অং।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

আমরা বর্ত্তমান সপ্তাহে হিন্দুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত ভুবনমোহন মিত্র কর্ত্তৃক এটলাস অর্থাৎ দেশের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাদিগের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশালা হইয়াছে তাহার ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে। গত মালিস্ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তুত করণের অনেক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমরা বোধ করি যে এতৎস্থানস্থ ও মফস্বলস্থ যে সকল পাঠশালায় অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেণ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির পত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে।...কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই পুস্তকের একখানি পুঁথি আছে। তাহা হইতে জানা যায় ইহা ১৭৫৮ শকে রচিত হয়। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৩৮, পৃ. ২৬২)।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাঁহাকে সর্ব্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্ব্বলোকের উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকর্তৃক রচিত যে অভিধান যাহা এইক্ষণে ইস্কুলে ব্যবহার্য্য হইতেছে সেই অভিধান যাঁহারা অধিক বাঙ্গালা শিক্ষা করেন তাঁহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি অভিধান পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে কারণ ইহা অত্যুত্তম বিজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

পারস্য ও বঙ্গভাষাতে অভিধান।—আদালতের কার্য্যে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে। এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্ব্বকালাপেক্ষা এইক্ষণে ঐ ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তদ্বিষয়ক যত্ন অধিক হইবে যাঁহারা প্রথমে পারস্য ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারদের উপকারার্থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পঁচিশ শতেরো অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইক্ষণে ঐ মহোপকারক বহুমূল্য গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যল্পমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্য-

ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ সূচীক্রমে বিন্যস্ত করা গিয়াছে যাঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই গ্রন্থাবলোকনে বঙ্গভাষা প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্দ সংগৃহীত হইল এসকল শব্দ এতদ্দেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিয়া থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত শুদ্ধরূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন না এবং সদা সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান করিলে ও যে শব্দ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে না।

এবং এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে তন্নিমিত্ত ঐ পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল মহাশয়েরা সুদৃষ্টিপাত করিবেন ইতি। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

বঙ্গাভিধান।

অংশ	s.	a share, a part.
অংশী	s.	a partner.
অকথ্য	a.	unutterable.
অকথ্য কথা	s.	unutterablc word.
অকর্ত্তব্য	a.	improper.
অকর্ম্মণ্য	a.	useless.
অকল্যাণ	s.	misfortune.

অকূল	*a.*	boundless
অকৃত্রিম	*a.*	inartificial.
অক্রূর	*a.*	open-hearted
অক্রোধ	*a*	dispassionate.

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫)

শ্রীযুত হরিমোহন সেন এবং তাঁহার অন্য২ বন্ধু কর্ত্তৃক এরেবিয়াননাইট নামক গ্রন্থের সঙ্গে ভাষাতে তরজমা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমরা গত সপ্তাহে দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।...জ্ঞানান্বেষণ।

(৩০ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

পূর্ব্বদেশীয় লোকের মুখচ্ছবি।—পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে অতি বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুত গ্রাণ্টসাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন।

(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

অন্যান্য সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত স্বরূপচন্দ্র দাস নামক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষীয় এক ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। এবং স্কুলবুক সোসাইটি তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করিয়াছেন।

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৩০ ভাদ্র ১২৪৬)

বঙ্গভাষাভ্যাস।—আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে পারস্য ভাষা রহিত হওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরা ছাত্রেরদিগকে বঙ্গ ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওণের নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষার নিয়ম পারণ্টেল আকাডিমি ও মার্টিনীয়র নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

বঙ্গাভিধানের ভূমিকা।—...অস্মদীয় বঙ্গভাষাতে বহুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল ভাষা অর্থাৎ পারসীয় ও আরবীয় ভাষা অভেদরূপে মিলিতা হইয়া আছে সেই সকল ভাষা

পরিশ্রম পূর্ব্বক পৃথক করিয়া পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা অনায়াসে জানিতে পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই। সংপ্রতি এই বঙ্গভাষার অন্তর্গতা যে সকল সংস্কৃতভাষা সর্ব্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক করিয়া বিজ্ঞ মহাশয়েরদিগকে জানান উচিত হয় তন্নিমিত্ত আমার এই উদ্যোগ।

এই বঙ্গভাষা সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্দ এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারোপযুক্ত কিন্তু ঐ সকল শব্দ শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দসকল সংকলন পূর্ব্বক বঙ্গাভিধান নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে। এই পুস্তকে ছয় হাজার দুই শত চৌষট্টি শব্দ আছে এবং অকারাদি প্রতিবর্ণ সূচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে ইহাতে প্রায় এক শত পৃষ্ঠ আছে। এবং যাঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান করিলে ও যে শব্দ যেরূপ লেখা গেল সেই শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক না এবং ইহাতে সংস্কৃত ব্যবসায়িরদিগেরও উপকার আছে বিশেষতো বর্গীয় বকার ও অন্ত্য বকার ঘটিত শব্দ সকল ভিন্ন২ করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে।

অপিচ। অন্য২ অভিধানের রীতি মত ইহাতে শব্দের অর্থ লেখা গেল না আমার এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য করিবেন না যেহেতুক ইহাতে যে২ শব্দ লিখা গেল সেই২ শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল পুস্তক বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধভাষা লিখিতে ও কহিতে চেষ্টা করেন তাঁহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত উপকার হয় ইতি। শ্রীহলধর ন্যায়রত্নস্য।

(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কার্ত্তিক ১২৪৬)

বিজ্ঞাপন।—উপদেশ কৌমুদী গ্রন্থ তথা কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আখ্যা প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন ঐ গ্রন্থে যে২ বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি স্বল্প সাধ্য দ্বারা বিশেষ পরিশ্রমে গণপতি দিনপতি পশুপতি এবং ভগবদ্ গুণবর্ণনা পূর্ব্বক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে২ দুই একটা শব্দান্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন সুধীবর

মহাশয়েরা কালীমোহনের আশ্চর্য্য বিদ্যা পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা করুন আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি তন্মধ্যে উল্লেখিত কবিতা কদম্ব নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অপহৃত হইল ঐ কবিতার প্রতি আমার বিলক্ষণ স্নেহ আছে তন্মধ্যে কিয়দংশ পরিবর্ত্ত ও সংযোগ করণের অভিপ্রায়ও রহিয়াছে অতএব সুপণ্ডিত জন সমূহ পূর্ব্বোক্ত কবিতা সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত বোধ করিবেন না আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদায় যোগ করিয়া অবিলম্বে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নূতন গ্রন্থ প্রকাশে যে চৌর্য্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

(১৬ নবেম্বর ১৮৩৯। ২অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

অস্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নবীন মাধব দে কর্ত্তৃক ভাস্বরী কৃত নূতন ইতিহাসের ভূমিকার তর্জমা জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত মহাশয়বর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিবার প্রয়োজন হইল যে যুবা ব্যক্তিরদের এমত এক প্রতীতি আছে যে ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় এতদুভয় ভাষাতে রচিত অতিউত্তম ইতিহাস কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম সূচনা কাহারও হয়না আমরা স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পারি যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা জানেন ইঙ্গরেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষান্তর হইলে পাঠকগণের কোন লভ্য হয় না সেইহেতুক আমরা আকাংক্ষা করি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রন্থের ভাষান্তর সাধু সুললিত ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন।

অনুষ্ঠান পত্রিকা।…কিন্তু পৃথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এমত গ্রন্থ সুললিত বাঙ্গলা ভাষার সহিত একদিকে ইঙ্গরেজী অপরদিকে বাঙ্গলায় মুদ্রাঙ্কিত হইলে বর্ত্তমান ইতিহাস গ্রন্থ সকলকে পরাজিত করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় সর্ব্বসাধারণের প্রবোধ জনক হয়…। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ১৪ পৌষ ১২৪৬)

বঙ্গভাষাতে গণিত গ্রন্থ।—কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে যে এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎকালাবধি আমারদের নিকটে বর্ত্তমান আছে। ফলতঃ পাঠশালার মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষাতে যে অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই অনুবাদ করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থে অনেক টেবল আছে তদ্দ্বারা মহোপকার হওনের সম্ভাবনা আমরা তাহা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি অতএব আমরা পরম সন্তোষ পূর্ব্বক কহিতে পারি যে ঐ গ্রন্থ যাঁহারা কেবল

বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাঁহারদেরই উপকারজনক এমত নহে কিন্তু এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে। এই গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি অতি প্রশংস্য হইয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে তাঁহার ঐ গ্রন্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকা।—সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শাস্ত্রানুশীলনপর ধর্ম্মাবর্ম্মাবৃত সাধুজন সমাজেষু।

এই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোককর্ত্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত যে বৈদিক ধর্ম্ম তাহা আধুনিক সামান্যকর্ত্তৃক অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে রামনারায়ণপুর মথুরা নিবাসি শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রঙ্গপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্মৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লোকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদপূর্ব্বক বেদপ্রণীত লোক পরম্পরাকর্ত্তৃক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম করণ এবং এই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোক সমূহকর্ত্তৃক যে সকল বিতণ্ডাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে যথার্থান্বেষণে কৃতযত্ন শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদারের বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা বহু যত্নে মুদ্রাঙ্কিত করাগেল। যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে তাঁহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন কিমধিকমিতি। শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কারস্য।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের 'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের এই সংস্করণ আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল যে ১৭৪৩ শক (১৮২১ সন), তাহার প্রমাণ পুস্তকের গোড়াতেই আছে ; যথা—"শাকে বহ্নি যুগাগচন্দ্রবিমিতে ন্যায়স্মৃতীনাং মতংমূলং রংপুরইঙ্গিতং সকুতুকং সিদ্ধান্তবিদ্যাস্পদং পাষণ্ডাদ্যতিনিন্দিতাদ্যভিমতাচারাদি খণ্ডং পুনঃ শাস্ত্রং বৈদিক তত্বসার মভবদ্বিদ্বজ্জনানাংমুদে।" অর্থাৎ, বহ্নি ৩ যুগ ৪ অগ ৭ চন্দ্র ১=১৭৪৩ শকে ন্যায়স্মৃতির মূল মত সকুতুকে রংপুরে রচিত। এই সিদ্ধান্তবিদ্যাস্পদ, পাষণ্ডাদি-অতিনিন্দিতাদি-অভিমত আচারাদি খণ্ডন এবং বৈদিক শাস্ত্র ও তত্বসার বিদ্বৎজনের আনন্দের নিমিত্ত হইল।

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় যখন প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন, তখন রংপুর জজ-আদালতের দেওয়ান এই গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যই তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানাঞ্জন' রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে

লিখিত। ইহার ৪ পৃষ্ঠায় (২য় সং.) আছে :—"মহাবিজ্ঞ [রামমোহন]...বেদান্তের বঙ্গভাষারচিত গ্রন্থের প্রথমে উক্ত প্রকার অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং পারসীভাষাতে অর্ব্বদেশীয় ভাষা সংসৃষ্টে অনেক প্রকার ঐমত কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন।"

'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ১৮৪০ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখের 'দি ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে নিম্নাংশ 'হরকরা' পত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"Gyananunayana.—A book under the above title has lately been written and published in the Bengally language, by Baboo Goury Kant Bhuttachargee a native gentleman of zillah Jessore, who is at present employed as Sheristadar under the salt Agent at Tumlook. The author is a man deeply learnt in Oriental Literature and philosophy, which is amply testified by the work in question; he is also a man of extensive observation."

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

...তেলিনীপাড়া নিবাসি যশোরাশি শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা পূজার বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের পূর্ব্ব চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক প্রকাশিত হইবেক অতএব আমরা উক্ত বাবুকে এই এক সৎপরামর্শ প্রদান করি যে তিনি মূলে জল দান করুন অর্থাৎ স্বদেশের মধ্যে অতি ত্বরায় যত্নপূর্ব্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনানন্তর তথায় সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তরূপ গ্রন্থ অধ্যাপন করাইলে তাঁহার মনোভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৭ মার্চ্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অনুবাদগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল...।

(১৪ মার্চ্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬)

খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।—হরকরা, ১২ মার্চ্চ।

সাময়িক পত্র

(২৩ এপ্রিল ১৮৩১। ১১ বৈশাখ ১২৩৮)

চন্দ্রিকা প্রকাশক লেখেন যে (ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র দৃষ্টিতে বাঙ্গলা সমাচারপত্র প্রকাশ হয় নাই) তাহাতে আমার অনুমান হয় যে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে

চন্দ্রিকাপ্রকাশক সমাচারপত্রের রীতি বর্ত্ম ঐশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও লেখেন যে (বাঙ্গলা ভাষার পত্রসৃজন হইবার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে অনুষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা বুঝি ঐ লেখকের স্মরণে নাই) উত্তর আমি চন্দ্রিকাকারের এ কথা স্বীকার করি কেননা তাঁহার অনুষ্ঠান পত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ও ক্রিয়াযোগসার ভাষা নববাবু বিলাস ভ্রমতি গগণমধ্যে কচ্ছপী পক্ষহীনা ইত্যাদি দেশের উপকারজনক বিষয় প্রতিজ্ঞাত ছিল তাহা আমার স্মরণে ছিল না।

(৫ জুন ১৮৩০। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

ষষ্ঠ সম্বাদপত্র।—এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় পাঁচ সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই সপ্তাহের চন্দ্রিকার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা শহরে অন্য এক বাঙ্গলা সম্বাদপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞা সম্বাদরত্নাকর।

(২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৩৭)

সম্বাদ সম্পাদকের উক্তি।···গত জ্যৈষ্ঠের দর্পণে সম্বাদ রত্নাকরনামক সম্বাদপত্র প্রকাশবিষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্ঠানপত্রিকা প্রস্তুতা হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্র নির্ব্বাহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলাল অভিধেয় হইল।

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

সম্বাদ রত্নাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।—···সম্বাদ রত্নাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ···। ("বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম")

(২৬ জুন ১৮৩০। ১৩ আষাঢ় ১২৩৭)

নূতন সম্বাদপত্র।—কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের আফিসে শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার না হইয়া বেদবেদান্ত পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রের বাহুল্যহওয়াতে এতদ্দেশীয়

লোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নানা সম্বাদপত্রে নানাদেশীয় অনেক বিষয়ঘটিত সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং এই শাস্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক ইতি।

(২৬ মার্চ্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই পত্র জনপদের উপকারক বটে যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শাস্ত্রপ্রকাশপত্রে তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক সুতরাং অবশ্যই লোকসকল তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন।—সং চং।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে…।

(২ জুন ১৮৩২। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার।…সং চং।

(২০ আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ ভাদ্র ১২৪৩)

আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বঙ্গভাষাতে প্রভাকর নামক সম্বাদপত্র পুনর্ব্বার উদিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পত্র আমরা

প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যুত্তম সাধুভাষার গদ্য পদ্যে রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবাঞ্ছা যে ঐ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হউন।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

দৈনিক সম্বাদ পত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসাবধি প্রভাকর প্রতিদিন উদিত করিতে নিশ্চিত করিয়াছেন।

(৫ মার্চ্চ ১৮৩১। ২৩ ফাল্গুন ১২৩৭)

সম্বাদ সুধাকর।—আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সম্বাদ সুধাকরনামক এক সম্বাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ হইয়াছে।…এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককর্তৃক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।

(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

নূতন সম্বাদপত্র।—আড়পুলিনিবাসি শ্রীযুত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হার সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাঁহার পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি (ইনকোয়েরর) নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন ঐ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি…।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদ পত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।—সং কৌং।

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮)

অথানুষ্ঠানপত্র।—…শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই দুই শাস্ত্রের সর্ব্ব সাধারণে সমগ্ররূপে অনুশীলনাভাবে পরম ধর্ম্মের চর্চ্চার প্রায় লোপ হইতেছে এবং শ্রীগোস্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো আলোচনার অপ্রাচুর্য্যহেতুক শ্রীশ্রী৵ মহাপ্রভুর সংপ্রদায়সিদ্ধ অনেক বৈষ্ণবের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে…ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা সমাচার পত্রে অত্যল্পই হয় আর বৈষ্ণবাচার এবং ব্রতাদি শ্রী একাদশী অষ্ট মহাদ্বাদশী শ্রীজন্মাষ্টম্যাদি শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর সংপ্রদায় সিদ্ধগণের শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্ব্বাহ হয় সংপ্রতি ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচুর্য্যাভাবে শাস্ত্রানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদ্ধান্তানুসারে কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে অতএব এই বর্ত্তমান নগর মধ্যে এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে সুন্দররূপে বোধ হইতে পারে…।

এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক ইহার মূল্য মাসে ১ এক তঙ্কা মাত্র।—সং প্রং।

(৯ জুলাই ১৮৩১। ২৬ আষাঢ় ১২৩৮)

…এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রকাশক মহাশয়ের এরূপ সৎপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদপূর্ব্বক এতদ্ব্যাপারে তন্মানস সাফল্য ত্বরায় হইয়া অস্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।— সং কৌং।

(২ জুলাই ১৮৩১। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮)

জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচারপত্র যাহার সূচনা পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় নাই গত শনিবার ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দৃষ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল……।—সং কৌং।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি গৌড়ীয় এবং ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উত্তমানুরক্তি-হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে২ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা

ঐ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম……।

(১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮)

রিফার্ম্মরনামক সম্বাদপত্র একালপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে উত্তরকালে তাহা বাঙ্গলা ভাষারূপ পরিচ্ছিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে…।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

…রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরবিনা আর কেহ নাই যেহেতুক জ্ঞানবুল এডিটর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর কি না তখন ঐ রিফার্ম্মর কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। ভোলানাথ সেনের যন্ত্রালয়ে ঐ কাগজ মুদ্রাঙ্কিত হয় এতাবন্মাত্র ঐ কাগজের সহিত ঐ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক। তিনি ঐ কাগজের কর্ত্তা নহেন ঐ রিফার্ম্মর কাগজের কর্ত্তা বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর ও শ্যামলাল ঠাকুর।…কস্যচিৎসত্যবাদিনঃ।

(২৭ আগষ্ট ১৮৩১। ১২ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু।—এ সপ্তাহে আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্রহইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়। দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা ইনফার্ম্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে বোধ করিতেছি যে এই পত্র প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক না যেহেতু ইনফার্ম্মরের অধ্যক্ষেরদের সঙ্কল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো মনে পীড়া দিবেন না বিশেষতঃ যিনি

সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দিন পত্র দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয় করিব না নিবেদনমিতি। কস্যচিৎ নিয়ত পাঠকস্য।—সং কৌং।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

নূতন সম্বাদপত্র।—দর্পণের অপর এক পার্শ্বে এক নূতন সম্বাদ পত্র [সারসংগ্রহ] সংস্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপর্য্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভয় হয় যে তাঁহার তাদৃশ গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্ব্বে যে সকল সম্বাদপত্র মাসিক দুই টাকা মূল্যে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১ । ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি··· ।—সং চং।

(১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

অপর লোকপরম্পরা জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশ-নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছি তিনি ঐ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নির্ম্মূল করিবেন···নিত্যপ্রকাশের আবশ্যক আছে এক্ষণে ঐ পত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ পায় তাহা সাধু সদাশয় মহাশয়দিগের সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত।

(১২ নবেম্বর ১৮৩১ । ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সৌদামিনী।— ···এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়েরা বহুবিধ সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানা-

বিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য তন্নির্ব্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে ক্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও তদ্দৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া তত্তন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

আমরা এমত মহতী প্রত্যাশা করি যে যদ্যপি মহাশয়েরা স্বীয়২ সহজ নানাগুণে ও বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসাস্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না।

অতএব ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি গুরুবাসরে স্বনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এতন্নির্ব্বাহকরণানুকূল্যার্থ মূল্য প্রতিমাসে ১ এক তঙ্কা নিরূপিতা হইল ইতি। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।—সং রং।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচার-পত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ পাইবেক···। ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম")

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

নূতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়-সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম···।

(১০ মার্চ্চ ১৮৩২। ২৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতিপ্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

দর্পণগ্রাহক মহাশয়েরদের প্রতি নিবেদন।···গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই সপ্তাহে বারদ্বয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে তাঁহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্নের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম।···

এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে যে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়া প্রতি

বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি ঐ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্যক না হইলে আমরা কোন ইশ্‌তেহার বা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র হইতে গৃহীত বা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্ব্ববৎ শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পণে আমারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে তন্মধ্যে দুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন সর্ব্বসাধারণ সম্বাদ অপর পৃষ্ঠদ্বয়ে টাট্‌কা২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে।...

অতএব প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল...।

অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জানুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে।

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

এইক্ষণে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম ফর্দ্দ পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহা প্রতি বুধবার পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ হইবে।

(৫ নবেম্বর ১৮৩৪। ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল। এই মাসুল বৃদ্ধি হওয়াতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়েরা দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং এই বৎসরের শেষেই তাহা তাঁহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ব্ববৎ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব এবং তাহার মূল্যও পূর্ব্ববৎ ১ টাকা স্থির করিব। আমরা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে যেমন অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমনি পুনর্ব্বার অনুসর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার অগত্যা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি মফঃসলের গ্রাহকেরা এতদ্রূপ দর্পণের মূল্যের ন্যূনতা দেখিয়া পূর্ব্ববৎ আমারদের সাহায্য করেন তবে বড়ই আহ্লাদের বিষয় যদ্যপি না করেন তবে অস্মদাদির দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল।

(১৫ নবেম্বর ১৮৩৪। ১ অগ্রহায়ণ ১২৪১)

সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক।—আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ

অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ··· । মৃত বিজ্ঞবর ডাক্তর কেরি সাহেব ঐ কাগজের স্রষ্টা···। দর্পণকার মহাশয় গত ৫ নবেম্বর ২১ কার্ত্তিক বুধবাসরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ডাক মাস্থল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্য এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত তাহা রহিত হইবেক··· ।—চন্দ্রিকা।

চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অনুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তর কেরী সাহেবকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনা পূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং এক প্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপত্র প্রকাশের সম্বাদ শ্রবণেতে যখন স্বীয় পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন ডাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ উদ্বেগ শান্তি হইল।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

···শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার··কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৯। ৩ কার্ত্তিক ১২৪৬)

সাম্বৎসরিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি দেওনের আবশ্যকতা প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে অত্যল্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক।

(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২)

১৮৩১ সালের বর্ষফল।—

ফেব্রুআরি, ৫। রিফার্ম্মরনামক এক লিবরাল সম্বাদপত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশ হয়।

জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিণ্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি।—কলিকাতা রাজধানীতে এইক্ষণে যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিয়া ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিলাম।...ঐ সমানুষ্ঠায়ির কিয়ৎ২ কথাতে আমারদিগের সম্মতি নাই।...

"পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্র বিষয়ের আপীল।

এপ্রদেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন হইল কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মর্ম্মাবগত ছিলেন না পরে অনেককালাবসানে কোন২ রাজকর্ম্মকারি মুৎসুদ্দি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে রাজকর্ম্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেল-নামক কাগজের সৃষ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণমেণ্টের কৃত কর্ম্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে তদ্বিপক্ষ জান বুল কাগজ সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বর্ষাকালের বৃষ্টির ন্যায় বরিষণ হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিদ্বানলোক সমাচারকাগজ পড়িতে বড় রত হইলেন যাঁহারা ইঙ্গরেজী না জানেন তাঁহারাও সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিলেন অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে ব্যগ্র হইলেন।

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধর্ম্মের দ্বেষ আছে বহুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছুদিন পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তজ ঐক্য হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ করেন তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগরমধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল ঐ কাগজ সৃজন-

সময়ে জেম্‌স কাল্‌ডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যত দিন ঐ কাগজের গ্রাহকদ্বারা ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে আমি সাহায্য করিব দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্‌গুণে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন পরে কৌমুদীর অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল মধ্যে ২ এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ এক জন ঐ নাম ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহাব ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন যাহা হউক বাঙ্গালিরদিগের মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী এই দুই কাগজ ছিলমাত্র চন্দ্রিকার ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল কারণ যত ধর্ম্ম স্ততোজয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পাঁচ শতাধিক গ্রাহক হইল।

অপর সন ১২৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্চনদ্বারা সৃষ্টি হয় ৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি এইক্ষণে পাঠকবর্গের কৃপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশা দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাশা হইতেছে এই সকল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন।

প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না কেননা সুপ্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীদ্বেষী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া বঙ্গদূতের এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার কাহিনি কত লিখিব।

সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্ম্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল নচেৎ তাহাতে মুন্সীআনা বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিক-দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল

পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি ডাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা।

ঐ সনের ৫ ফাল্গুণে সুধাকর সৃজন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায় তিনিও ঐ ঈশ্বর বন্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষারম্ভ করিলেন তাহাতে তাঁহার দফা রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ফালন বড় কথন কহেন প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্তু কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না তাঁহারাও জানেন না শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেষ ও কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়া দিয়াছেন তাহাতেই কর্ম্ম চলিতেছে আর কিছুদিন এই প্রকারে চলিবেক।

ঐ ফাল্গুণ মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় চারি তঙ্কা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ ধর্ম্মপক্ষে আছেন।

সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

বর্ত্তমান সনের ৭ ভাদ্রে রত্নাকর পত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্যকর্ত্তব্য তিনি ইহার লাভাকাঙ্ক্ষি নহেন যাহা হউক তাঁহার গুণ পশ্চাৎ লিখিব।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্র সৃজন হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না হইয়া কেবল অমঙ্গলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভদ্র লোকের অপমানসূচক কথা লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ প্রকাশকেরা মনে করে কথার উত্তর দিতে হইবেক এ জন্য তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে রাজাও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্ম্মহানি হইবেক ও জন্যই অনেকের

যন্ত্র অতএব মহাশয়েরা ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্ত্তা তদ্‌গ্রাহক যে কাগজ যাহারদিগের অপাঠ্য বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে পারে যদি বল অনুবাদিকার ন্যায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ফেলিয়া দিবেক তাহা হইবেক না কেননা শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অস্থান নহেন রিফারমর কাগজ দুই টাকা করিয়া বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অনুবাদিকা অমনি দিতে পারেন অন্য লোক কয় দিন দিবেক আর যাহার কোন মূল্য নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব যদি দেশের ভদ্র মহাশয়েরা দেশের ভদ্র আকাঙ্ক্ষি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করুন ইতি।" তিং নাং।

(১১ এপ্রিল ১৮৩২। ৩১ চৈত্র ১২৩৮)

কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে [৭ই এপ্রিল] কলিকাতায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশ্‌তেহার প্রকাশিত আছে এবং লণ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হয় প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮)

সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে এই মাসের আরম্ভাবধি কলিকাতা গেজেটনামে গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় এক সম্বাদপত্র অর্ফান সোসৈটির যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে। ঐ গেজেটে গবর্ণমেণ্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশ্‌তেহার প্রকাশ পাইবে।

এইক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিবর্ত্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা কুড়িয়রনামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে।

(৩ এপ্রিল ১৮৩৩। ২২ চৈত্র ১২৩৯)

গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল অন্যান্য কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বাদপত্রের যে মূল্য ঐ পত্রেরও তন্মূল্য।

(৫ মে ১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯)

ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং ঐ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ব্রুম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও উপকার ও আহ্লাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ

ঘোষজকর্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া ঐ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশ্‌তেহারদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। ঐ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে···।

অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেনের সৌজন্যে আমি ইহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি

লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুত এইচ এইচ উইল্‌সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্ত্তৃক শোধিত হইযা প্রকাশিত হইল

১ সংখ্যা

কলিকাতা রিফারমর য়ন্ত্রালযে মুদ্রিত হইল

ইং ১৮৩২ শাল

'বিজ্ঞানসেবধি'র এই সংখ্যাখানি কোন্নগর লাইব্রেরিতে আছে।

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

বিজ্ঞান সেবধি।—কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়া উদিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকেরা তৎপর হইয়া প্রচার করুন মনে করি যাঁহারা উভয় ভাষাজ্ঞ তাঁহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। · সুধাকর।

(৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯)

রত্নাবলিনামক নূতন সম্বাদ পত্রের যে ১ সংখ্যা সম্পাদককর্তৃক আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কর্তৃক প্রকাশ হওনের কিঞ্চিদ্বিলম্ব হওয়াতে যে ক্রটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। ঐ রত্নাবলি পত্র অতিপারিপাট্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে ঐ রত্নাবলির কিরণাবলিতে দিগ্‌ দেদীপ্যমানা হইতেছে।

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

সর্ব্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে হইলেন ।—কৌমুদী।

(৯, ১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩)

১৮৩২ সালের বর্ষফল ।—

ফেব্রআরি, ৯। কলিকাতানগরে ইষ্টইণ্ডিয়ান লোক কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টারনামক সম্বাদ পত্র প্রকাশারম্ভ হয়।

ফেব্রআরি, ২৬। প্রভাকর অস্তয়ান।

আগস্ত, ২। অস্ত প্রভাকরের সহোদর রত্নাবলী নামক এতদ্দেশীয় এক বাঙ্গালা পত্র উদিত হয় তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক। চন্দ্রিকাতে লেখেন যে ঐ পত্র অতিশুশ্রূষণীয়।

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০)

ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার প্রথম সংখ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ শ্রীযুত উলষ্টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে। ইহার মূল্য মাসে ৷৶০ অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।…

জানবুলের নাম পরিবর্ত্তন।—জানবুল পত্রে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে আগামি ১ অক্তোবরঅবধি ঐ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ইঙ্গলিসমান নাম রাখা যাইবে এতদ্রূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ ঐ নাম করিলে তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ যথার্থ ও প্রবল বটে।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৫ পৌষ ১২৪০)

ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টর।—আমরা খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টরের সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকতা না করাতে তাঁহারদের এ পত্র রহিত করিতে হইয়াছে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে বৃত্তান্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায়

ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব আইনসম্পর্কীয় এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের নাম রিপোর্টর হইবে। গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে ও সাধারণ জজ্ঞ কালেক্টরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং যে রুবকারী হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে।

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

নূতন সম্বাদ পত্র।—অন্যান্য সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্র প্রকাশ পাইবে। তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইবে।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট বিক্রয়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ ইনশালবেণ্টের ইষ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে। কোন২ ব্যক্তি শ্যারপ্রতি ৫,০০০ টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যূন মূল্য কিন্তু যদি ইহাঅপেক্ষা অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে। ঐ কারখানাতে প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্যা ২০,০০০ টাকা এতদ্ভিন্ন কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০,০০০ টাকা ধরা গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে ঐ পত্রগ্রাহক ৪০০ পর্য্যন্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় না যেহেতুক বর্ত্তমান সম্পাদকের হস্তে যদবধি ঐ কর্ম্ম আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্ব্বকই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে।

(১ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৬ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস।—গত শনিবারে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার অর্থাৎ যে তিন অংশ ইনশালবেণ্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা গত শনিবারে নীলাম হইল এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্ব্বে ঐ বাবু যন্ত্রালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপই হইল।

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট।—ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রালয় হরকরা যন্ত্রালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে যে ইণ্ডিয়া গেজেট সম্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহা আর হইবে না এবং ঐ দৈনিক সম্বাদ পত্রগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকরা সম্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে। যে ইণ্ডিয়া গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অতিবিজ্ঞ সম্পাদক কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাঁহাকর্তৃকই পূর্ব্ববৎ প্রকাশ হইবে কিন্তু তাহা এইক্ষণঅবধি হরকরা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইবে।

(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪। ১০ কার্ত্তিক ১২৪১)

পশ্বাবলি।—শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কর্তৃক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে সংক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে পশুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।…—জ্ঞানান্বেষণ।

(৫ নবেম্বর ১৮৩৪। ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

ন্যূনাধিক ৩৬ বৎসর হইল আসিয়াটিক মেরিয়ালনামক [এসিয়াটিক মিরার] সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অতিপ্রধান ঐ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান ছিল তাহাতে পত্রসম্পাদক ক্রস সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহা লিখিয়াছিলেন এতদ্দেশীয় প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কেবল এক মুষ্টিপরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটি২ ডেলা ফেলিয়াও মারেন্ তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা একেবারে চাপা পড়েন এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না তথাপি ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল তাঁহারা সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপারসূচক বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সম্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে ঐ পত্রসম্পাদকেরদিগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুঝি ঐ সম্পাদক ডাক্তর হুলব্রেট ও ক্রস সাহেব ছিলেন। পরে ঐ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট স্বীকার করিয়া অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন ছাপাইব না তাহাতে ঐ সম্বাদপত্র পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল এবং ঐ পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে দেশে থাকিয়া পূর্ব্ববৎকার্য্য করিতেও অনুমতি হইল।

গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি ছিল এবং ঐ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। অপর গত পূর্ব্ব২ রবিবারে প্রকাশিত পত্রে ঐ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা হওনবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ অভিপ্রায়স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ রিফার্ম্মরের উক্তি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে কুরিয়রসম্পাদক যাহা বোধ করিয়াছেন সে প্রকৃতই জ্ঞান হয় যেহেতুক ঐ উক্তিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচনা হইল যে পূর্ব্বতনকাল ও ইদানীন্তন কাল এবং লার্ড উএলেসলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের আমলের কি পর্য্যন্ত বৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদি এবম্বিধ উক্তি ইহার ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত তবে ঐ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না অথচ তৎসময়ে ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন না এবং এবম্প্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ দুই জনও পাওয়া ভার ছিল কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাঁহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিই ঐ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আল্‌গা হইয়াছে ফলতঃ এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্ভাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইঙ্গলণ্ডদেশীয় লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপান শক্তির কিছু সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ৯০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় করিলেন এবং ঐ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন অর্ব্বাচীন অর্থাৎ. লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের

মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কিপ্রকাবে ভয় সম্ভাবনা। কিয়ৎকাল হইল এতদ্দেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতদ্রূপ কোন শ্লাঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাঁহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহা স্মরণ হয় না। তৎসময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় অতিরহস্য বিধায় ঐ প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা করিয়া কৃত্তিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন তাঁহারা ঐ শ্লোকের তাদৃশ রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকিবেন। সেই শ্লোক এই বড়২ বানরের বড়২ পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা করেন হেঁট।

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নূতন সম্বাদপত্র।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর সুধাকর রত্নাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রসকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার যদ্রূপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে শ্রীযুত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক এক মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন। শ্রুত হইলাম যে লিটেরেরি গেজেটনামক যে এক সমাচার পত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় এতন্নগরে প্রচার হইতেছে তদ্ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাবি সমাচার পত্রে উত্তমোত্তম বিষয়ে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে।…কস্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ।

(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২)

গত সপ্তাহে দৈবায়ত্ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ত্রুটি হইয়াছিল যে পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক যে নূতন সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি। সম্বাদপত্র সামান্যতঃ যে ডৌলেতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকে তদ্রূপ না হইয়া ঐ সম্বাদপত্র আকটেবো প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে। এই পূর্ণচন্দ্রোদয় চন্দ্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মুদ্রাযন্ত্রালয়ের এইরূপ চৈতন্য দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। হইতে পারে যে ঐ পত্রাভিপ্রায়ের সঙ্গে আমারদের মতের অনেক অনৈক্যসম্ভাবনা। তথাপি আমারদের সম্বাদ পত্রচক্রের মধ্যে

নূতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ জনের বাদানুবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে।

১৮৩৬ সনের ৯ই এপ্রিল হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সনের 'দি ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে' (পৃ. ২০১) পাইতেছি:—

"*The Sungbad Purno Chundrodoy.*—The Monthly Magazine of this name, has since the 19th April, been changed to a weekly Literary and Political Journal."

১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' দৈনিকের কলেবর ধারণ করে। ১৮৪৪ সনের ১৯এ নবেম্বর তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্করে' (পৃ. ১০৮৯) তাহার প্রমাণ পাইতেছি:—

"আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে * * *।"

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ('জন্মভূমি', কার্ত্তিক ১৩০৪ পৃ. ৩২৮) এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা ('সুবর্ণবণিক্ সমাচার', শ্রাবণ, ১৩২৪, পৃ. ২৬৩) লিখিয়াছেন যে ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বারত্রয়িক আকার ধারণ করে; পি. এন. বসু ও মোরেনো আবার "১৮৪০ সন" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় বারত্রয়িক হয় নাই! ১২৫৮ সালের ২রা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল ১৮৫১) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন:—

> "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি।...আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পাদক মহোদয় গণের আনুকূল্যে ক্রমে মাসিক সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে...।"

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

কুরিয়র সম্বাদপত্রসম্পাদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্তিসূচকনামক এক [সাপ্তাহিক] সম্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে ঐ পত্র প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তিসূচক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে ঐ পত্র কেবল বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরদের স্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ তাহার বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্ম্মের পোষকতাকরণ মাত্র।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।—ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম। ভরসা হয় যে নামার্থানুরূপই ঐ সম্বাদপত্র হইবে। অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য স্মরণীয় যে সত্যের যত অল্প অতিক্রম হয়

ততই বলবৎ হইবে। আমারদের ভরসা আছে যে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতান্তই সফল হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র।—ব্যক্তিদিগের সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই তাঁহারদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সূক্ষ্মতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও উত্তম বিষয়উপার্জনে ব্যগ্রতা হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীয় ইহাতে এইক্ষণে হিন্দু বালকদিগের মন নিগূঢ়রূপে মগ্ন হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্বীয়২ অধ্যক্ষেরা দেশস্থ লোকের বিদ্যা-বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি সংপ্রতি সকলেরি নিকটে বাঙ্গলা সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নূতন এক সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে পারিবেক ইহার আবশ্যকতা সকলেরি বোধ হওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক কাগজ নীচের লিখিত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম।

ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তম২ হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি এবং অন্য২ কাগজের সার ও ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয় তর্ক হয় এবং ইউরোপসজ্ঘটিত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার প্রাতে দুই তক্ত শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক এবং আমারদিগের স্বীয় শক্ত্যনুসারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম করিব এবং ব্যক্তিসকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অর্থ ব্যয়করণের কোন ত্রুটি হইবেক না। ইহার মূল্য মাসে ১ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইল।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। বিনয়পূর্ব্বকাবেদনমেতৎ। গত ২০ কার্ত্তিকীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারিতরূপে প্রতিবিম্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নূতন সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় দুই তক্তা কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ দেখিতেছি না এবং তৎপত্রের সম্পাদক কে তাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি যদিস্যাৎ মহাশয় এবিষয়ের কিছু তথানুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণদ্বারা জ্ঞাপন করিলে অস্মদাদির সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক…। জিলা হুগলীস্থ কস্যচিৎ দর্পণ ও পূর্ণচন্দ্রোদয়পাঠকস্য।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাতার মধ্যে নানাপ্রকার সম্বাদপত্র অর্থাৎ দর্পণ ও চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় ও জ্ঞানান্বেষণপ্রভৃতি

অত্যুত্তম শুশ্রূষণীয় দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপূরিত হইয়া অতিসুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ হইতেছে। তন্মধ্যে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিৎ অভিযোগ যাহা তাহা নিবেদন করিতেছি। উক্ত সম্বাদ পত্রে সম্বাদের বিষয় অনেক ব্যাঘাত স্পষ্টরূপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমতঃ ঐ পত্রে স্থানের অল্পতা। তাহাতে শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সদুপদেশ ও নানাপ্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রভৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠা পরিপূরিতা হইবায় স্থানশূন্যতা-প্রযুক্ত সমাচারবিষয়ক বিষয়সকল অত্যল্প প্রকাশ হইয়া থাকে। তন্নিমিত্তে সম্পাদক মহাশয় উক্ত সম্বাদপত্রের বাক্যবিন্যাসসকল উত্তম হইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের মনোরম্যতার বিঘ্নতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে। আর যদ্যপিও তদ্বিচক্ষণ গুণগ্রাহক সম্পাদক মহাশয় ফাল্গুণস্য অষ্টাদশদিবসীয় চন্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি এতদ্বিষয়ের একপ্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অস্মদাদি তদুত্তরে নিরুত্তর না হইয়া কিঞ্চিদুত্তর প্রদান করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অস্মদাদির এতৎপত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতুক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়-সকল অর্থাৎ শ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধস্থ হিতোপদেশ ও নানাবিধ ইতিহাসপ্রভৃতি প্রকাশ হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয় আমরা ইহার এই উত্তর করি যদ্যপি ঐ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন এমত মানস ছিল তবে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম না দিয়া কেবল পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না সম্বাদ শব্দ উহাতে যদ্যপি সংযোগ না থাকিত তবে অধিক সম্বাদ লিখনের বিষয়ে কস্মিন্‌কালেও কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এবঞ্চ সম্বাদ পত্র নাম দিয়া অত্যল্প সম্বাদ লিখিয়া ইতিহাসপ্রভৃতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাও সদ্যুক্তির সুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক মহাশয়ের মানস যে স্বীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে যে পত্র প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞ্চিৎ২ সম্বাদ সাহিত্যে প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের কাগজভিন্ন অন্য কি কহা যাইতে পারে। তবে খবরের কাগজে যে শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি আলাতপালাত ইতিহাস লেখা ইহাও কোন্ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। আর সম্পাদক মহাশয় শ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রভৃতি এসকল প্রায় তাবৎ গ্রন্থেই আছে সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্যক কি। আর যদি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি থাকিত তবে তদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্বাদপত্রে অবশ্যই অবলোকন হইত। সে যাহা হউক এইক্ষণে অস্মদাদির মানস এই যে যদ্যপি তৎসম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ও অন্যান্য ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সম্বাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও

প্রেরিতপত্রপ্রভৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ব্বক যথার্থ সম্বাদপত্র করিয়া প্রকাশ করেন তবেই অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে।...ইতি চৈত্রস্যাষ্টমদিনজা। কেষাঞ্চিত হুগলিনিবাসিনাং পূর্ণচন্দ্রোদয় গ্রাহিণাঞ্চ।

(২ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২)

কলিকাতার সম্বাদ পত্র।—বৎসরাবসানসময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নানা সম্বাদপত্রের নিবর্ত্ত পরিবর্ত্তনাদি হইয়াছে। বিশেষতঃ রিফার্ম্মর ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভুক্ত হইল। কিন্তু দুই সম্বাদপত্রসম্পাদক স্বাতন্ত্র্যেই আপনারদের অভিপ্রায়সকল লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়ণ্টল অবজর[বর] পত্র সম্পাদকতা ভার পুনর্ব্বার শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

নূতন সম্বাদপত্র।—সম্বাদ সুধাসিন্ধু নামক এতদ্দেশীয় এক নূতন সম্বাদপত্রের এক প্রতিাবম্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ সুধাসিন্ধু বটতলানিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর দত্তকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রাহকেরদিগকে বিন্দুতুল্য মাসিক অর্দ্ধেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে।

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪)

নূতন সম্বাদপত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্তান্ত সৌদামিনীনামক বঙ্গভাষায় এক সম্বাদপত্র প্রকাশার্থ স্থির করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানবিবরণ সর্ব্বত্র প্রেরণ হইতেছে।

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

ইঙ্গরাজী নূতন পত্র।—কতিপয় মাসের মধ্যে যে কএক খান পত্র প্রচার হইয়াছে তাহা আমরা নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ষ্টারইনদিইষ্ট রেইনবো আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হণ্ড [The Khyr Khahend] এই পত্রের পূর্ব্বোক্ত তিন খান ইঙ্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা ও কিয়ৎ২ ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলনও আছে এই পত্রের ছয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে যে তদ্বিবরণ সমুদয় যুবা ব্যক্তিবর্গের পাঠাবশ্যক আনন্দজনক ও উপকারক বটে। আমরা শুনিয়াছি যে ঐ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্পন্ন করিতেছেন কিন্তু গ্রাহক অত্যল্প আছে। দ্বিতীয় লিখিত পত্র বহুবাজারস্থ বেনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশ হয়। তৎপত্র যে

সকল অল্পবয়স্ক বালকদিগের দ্বারা লিখিত হয় তাহা শুনিয়া আমরা ঐ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে প্রচুর বিদ্যোপার্জ্জন শীঘ্র হওন বিষয়ে বিশেষ ধন্যবাদ দিই···। তৃতীয়োক্ত পত্রের কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্ত্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কথনে আমরা কোন প্রমাণ পাইলাম না যেহেতুক ঐ পত্র কোন ইঙ্গরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নূতন বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নূতন বলিয়া অথবা যুবালোকেরদিগের ক্ষমতায় কৃত ভাবিয়া যে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিবেন তাহাও হইল না অতএব অতিন্যূন মূল্য করাতেও তাহা বিক্রয় হইল না। এবং শুনা গিয়াছে যে ঐ পত্রের যে ১ সংখ্যা ৫০০ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বিক্রয় হওনের পর দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রাঙ্কন হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইয়াছে যে তাহার আর সংখ্যা প্রকাশ হওন দুর্ল্লভ। চতুর্থোক্ত পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সোসাইটী যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে তাহা রোমানাক্ষরে উর্দ্দু ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গরাজ লোকের যে সকল চাকর জবন ও হিন্দুস্থানি আছে তাহারা ঐ ভাষা প্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদিগকে রোমান অক্ষর চিনাইয়া পড়াইলেই অনায়াসে ঐ ধর্ম্মের আলোচনা হইবে···।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪)

সম্বাদ গুণাকর।—বঙ্গভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সম্বাদপত্র শ্যামপুকুরিয়া-নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বসুকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া এই সপ্তাহাবধি প্রকাশ হইতেছে। ঐ সম্বাদপত্র সপ্তাহের মধ্যে দুইবার মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে। ঐ অমূল্য গুণাকরের মূল্য কেবল ১ টাকামাত্র স্থির করিয়াছেন। [ক্যালকাটা কুরিয়র]

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে প্রকাশ করিবেন ঐ কাগজ বাঙ্গালা ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্ম্ম কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব্ব বিপক্ষে কিম্বা ব্রহ্মসভার অথবা ধর্ম্ম সভার পক্ষে কিম্বা এই সকলের মধ্য হইতে এক টাই বা হয় তাহা জানিতে পারি না কিন্তু যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাঁকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩১ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

এতদ্দেশীয় বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন। দেশোপকারক শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদনমিদং এতন্মহানগর

কলিকাতা মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল মধ্যে কিয়ৎকাল ম্রিয়মাণ থাকিয়া এক্ষণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইতেছে যে এই কয়েকটা বাঙ্গালা ভাষার সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চন্দ্রিকা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদ প্রভাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ সুধাসিন্ধু বঙ্গদূত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় নিয়মিত মত উত্তমরূপ চলিতেছে ইহাতে অস্মদ্দেশীয় সমাচারপত্রের এক প্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক। যাহাহউক এবং প্রকার রীত্যনুসারে পূর্ব্বোক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্দেশীয় ও অন্য-দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালি দিগের জ্ঞানগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু ইংলণ্ড দেশের সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই ফলতঃ এদেশের অবস্থা বুঝিয়া যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপরন্তু কোন২ সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক গ্রহণ করেন যদিস্যাৎ পূর্ব্বোক্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বীয়২ সম্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নামধাম সম্বলিত এক২ তালিকা প্রকাশ করেন তবেই নিশ্চয় হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহায্য প্রদান করেন তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবনা…। তাং ৫ চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কস্যচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশাভিলাষি দর্পণ পাঠকস্য।

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

আমরা এক নূতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় অহ্লাদিত হইয়াছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীযুত উলাষ্টান সাহেবের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি সুদৃশ্য হইয়াছে আর ইহার এক অতি মনোহর নাম [*The Anna Magazine*] প্রদান করিয়াছেন।

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রায় যে কেবল অন্য পত্রহইতে গ্রহণ করিবেন কিন্তু আমরা অনুমান করি যে কেবল অন্যের উপকারার্থ লইবেন এমত নহে সকলের আহ্লাদজনকও হইবে। আমরা বাঞ্ছা করি যে ঐ সম্পাদকের এতদ্বিষয়ে ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহার্য্য হইতেছে তাহার ন্যায় ব্যবহার্য্য হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

অপর এক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র।—জ্ঞানান্বেষণ ও দর্পণ এই দুই সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা নগরের উত্তরভাগস্থ কতিপয় ধনি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা অপর এক ইঙ্গরেজী বঙ্গ ভাষাতে সম্বাদ পত্র প্রকাশার্থ সভা স্থাপন করিয়াছেন।—হরকরা, ১ আগষ্ট।

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

বাঙ্গালা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয়।—মৎসুহৃদ্বর শ্রীযুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু। মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়দিগের কর্ণে অস্মদাদি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে তৎপ্রত্যাশায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন…।

…এক্ষণে ঐ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবেক তাহা বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন এতএব ঐ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া সর্ব্বাসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব…। শ্রীজগন্নারায়ণ শর্ম্মণঃ।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি [গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ] ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি সুপরামর্শ বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সংবাদ কাগজে সাহায্য করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ জানুয়ারি ৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬)

রাজা রাজনারায়ণের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি।—ভাস্করসম্পাদকের প্রতি রাজা রাজনারায়ণ রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই দৃক্পাত হইয়াছে এবং বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক।

দৃষ্ট হইতেছে যে ভাস্কর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে এই লেখে যে উক্ত রাজা দুই জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং আন্দুল নিবাসি এক জন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন ঐ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় সকল লোকেরই সুবিদিত আছে কিন্তু ঐ সম্পাদক মহাশয় ঐ পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই রূপ কর্ম্ম করা অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উন্মাম্বিত হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্ব্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক পাঠাইলেন তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দ্দয়তা রূপে তাঁহাকে মারপিট করিয়া লইয়া

যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এবং তৎপরে শুনাগেল যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে।

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্ব্বক সুপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার উপরে এমত পরওয়ানা জারী হয় যে তিনি অগৌণে ঐ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বাবীজ্ঞ হইবেক এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার। এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাজা তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোযোগ না করিতেন তবে তাঁহার বংশের গ্লানি সূচক উক্তিসকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না কিন্তু তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। যাঁহার পত্র দ্বারা তাঁহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার বাসনা না জন্মিবে।

এই বিষয়ের নীচে লিখিত বিবরণ আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্র হইতে প্রাপ্ত হইলাম। কল্য অপরাহ্নে শ্রীযুত টর্টন সাহেব রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে হাবিয়স কর্পস নামক পরওয়ানা পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে ঐ অভাগা ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুত শ্রীনাথ রায়কে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রক্রমে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল তাহাতে শপথপূর্ব্বক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ারা ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে এবং ঐ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা এই মারপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহারা কহিল যে মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে ঐ শ্রীনাথের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আইস। ঐ সাক্ষিরা আরো লেখেন যে আমরা দেখিলাম আন্দুলের বাটীতে রাজার সম্মুখেই তাঁহার দূতেরা শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্দে দোহাই২ করিতেছেন। আমরা এই বিষয়ে এইক্ষণে আর কিছু কহিলাম না যেহেতুক শ্রীনাথ রায় সুপ্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ যাহা তাহাই হইবে।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীনাথ রায়।—কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত শ্রীনাথ রায়কে পূর্ব্বকার কারাগার হইতে উঠাইয়া লইয়া শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের কলিকাতার শহর তলিস্থ উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পর্য্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। এই বিষয়ে

ইহা মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএদ করেন এবং এইক্ষণে যাঁহার উদ্যান বাটী তাঁহার কারাগার হইয়াছে ইহাঁরা উভয়ই ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি মহাশয়।

—০—

অভাগা ভাস্করসম্পাদকের অবস্থা অদ্যাপি গূঢ়ভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি আছে যে তিনি সীমলা নিবাসি একজন অতিধনাঢ্য বাবুর বাটীতে কএদ আছেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে তাহা হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাঁহাকে অনেক টাকার লোভদর্শাইয়া যত্ন করা যাইতেছে। অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনা গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হইয়া তিনি এইক্ষণে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন। এবং ঐ ব্যক্তি ঐ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়া এই মোকদ্দমা অতি ঘোরাল এবং বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন। সে যাহা হউক শ্রীনাথ রায় যে এইক্ষণে প্রাণে২ রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই অতি সন্তোষক বিষয়।

তৎপশ্চাৎ সম্বাদ পত্র পাঠে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজা রাজনারায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং ঐ রাজা রাজনারায়ণ রায় স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিবেন।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীরাজা রাজনারায়ণ রায় ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে ভাস্করের জয় শ্রবণে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্ত্তারদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দণ্ডনীয় হইয়াছেন নতুবা অপরাপর অবাধ্য মফঃস্বলস্থ দুরাত্মারা সততই রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিবে অতএব যাহাতে উচিত মতে বিহিত হয় তাহা কোর্টের কর্ত্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদ্দমা সুপ্রিমকোর্টে কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা দেখিলে পরে এতাবদ্বিষয়ে যথেষ্ট লিখিব।—[জ্ঞানান্বেষণ]

(১৪ মার্চ্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬)

ভাস্কর সম্পাদক।—ভাস্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লোকের অনুরাগ নিবৃত্তি প্রায় হইয়া আসিতেছে। তিনি রাজা রাজনারায়ণ রায় কর্তৃক আর কএদ নহেন এমত সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে। অতএব সকলেই জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন তবে আর কি নিমিত্ত দেখা দেন না। অনেকে অনুমান করেন যে তিনি এইক্ষণে আপনাকে গোপনে রাখিতেছেন অতএব যদ্যপি ইহা সমূলক হয় তবে তাঁহার প্রতি লোকের যে করুণা হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা জন্মিবে।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬)

১২৪৫ সালের বর্ষফল।—

জ্যৈষ্ঠ।…শ্রীযুত গ্রেহম সাহেবকর্ত্তৃক ইষ্টইণ্ডিয়া পুলিটিকেল নামক এক সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়।

ভাদ্র। সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গালা প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পনা।

আশ্বিন।…মুর্শিদাবাদে ইঙ্গরাজী সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।

পৌষ।—সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়।

—সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়।

—সংবাদ সৌদামিনী প্রকাশ হয়।

চৈত্র।—সংবাদ ভাস্কর নামে এক অতি মনোরম সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ হয়।…সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কল্প পত্র ভস্ম উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গেরা ইহা জ্ঞাত নহেন। কিন্তু আমরা ঐ সম্পাদকের ঐ নূতন প্রযত্ন বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যাহাহউক সর্ব্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি এবং সতত এই বাঞ্ছা করি যে ঐ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়া থাকুন। যদ্যপি উক্ত সম্পাদক উক্ত পত্র কিং রীতি নীতি দ্বারা নির্ব্বাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি যেং রীত্যনুসারে এই পত্র নির্ব্বাহ হইবে তাহা প্রকাশ করণ আমারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি নীতি শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া যাঁহারা এতদ্বিষয়ে সাহায্য করেন নাই তাঁহারাও উদ্যোগী হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

[ধর্ম্মতলার একাডিমিক্ নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব অধ্যক্ষ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের সপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি।…জ্ঞানান্বেষণ।

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪)

ডাকের দ্বারা সম্বাদপত্র প্রেরণ।—নানা রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাকের দ্বারা প্রেরণ করা যায় তাহার এক ফর্দ্দ গত

সপ্তাহের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে প্রকাশ হইয়াছে। তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ৪২ খান সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে। এতদ্দেশের মধ্যে যত ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হয় এবং ডাকের দ্বারা কত প্রেরিত হয় তাহার ফর্দ্দ প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদের তাদৃশ উপকার নাই কিন্তু তাঁহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী বা অন্য রাজধানীতে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সম্বাদপত্র ডাকের দ্বারা কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি তদ্দ্বারা কত সম্বাদপত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে না যেহেতুক শহরের মধ্যে কত বিক্রয় হয় তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়া লিখিতে পারিলাম না ডাকের দ্বারা প্রেরিত অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক হইবে।...

শ্রীরামপুর	...	সমাচার দর্পণ	...	বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী	...	১৩৭
বোম্বাই	...	দর্পণ	...	মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গরেজী	...	৬১
আগ্রা	...	আগ্রা আকবার	...	পারস্য	...	৩৭
লুধিয়ানা	...	লুধিয়ানা আকবার	...	পারস্য	...	২৯
কলিকাতা	...	সুলতানউল আকবার	...	পারস্য	...	২৭
দিল্লী	...	দিল্লী আকবার	...	পারস্য	...	২৫
কলিকাতা	...	জামজাঁহানামা	...	পারস্য	...	২২
বোম্বাই	...	চাবুক	...	পারস্য	...	১৭
কলিকাতা	...	মখে আলম আফরোজ	...	পারস্য	...	১৫
কলিকাতা	...	জ্ঞানান্বেষণ	...	বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী	...	১১
কলিকাতা	...	সমাচার চন্দ্রিকা	...	বাঙ্গলা	...	১১
মান্দ্রাজ	...	চিনেপটম বরটাণ্ডা	...	জেণ্ট	...	১০
বোম্বাই	...	সমাচার	...	...	...	১০
বোম্বাই	...	জেমিজমসিদ	...	পারস্য	..	৫
কলিকাতা	...	আইন সেকন্দর	...	পারস্য	...	৫২

(১০ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪)

সম্বাদ পত্র চালান।—কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় যত সম্বাদ পত্র গত বৎসরের জানুআরি মাসে ১ তারিখে এবং বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখে ডাকেরদ্বারা প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা আমরা ফ্রেণ্ডঅফ ইণ্ডিয়া সম্বাদ পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম। এই সংখ্যাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে ডাকের দ্বারা প্রেরিত কোন্ সম্বাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ন্যূন হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রের নিজনগরের মধ্যে কত সম্বাদপত্র প্রেরণ করা যায় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করণের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না।

			জানুআরি ১৮৩৭	ফেব্রুআরি ১৮৩৮
সমাচার দর্পণ	...	বাঙ্গলা ইঙ্গরেজি	১১২	১৩৬
বোম্বাই দর্পণ	...	মারহাট্টা ও ইঙ্গরেজি	৪৩	৫৪
দিল্লী আখবর	...	পারস্য	২৫	৩০
লুধিআনা আখবর	...	ঐ	২৭	২৮
সুলতান আখবর	...	ঐ	৩০	২৭
জাম জেহান নামা	...	ঐ	২০	২৬
বোম্বাই চাবুক	...	ঐ	১২	২৫
মাহালেম আফ্রোজ	...	ঐ	১৫	২৪
জ্ঞানান্বেষণ	...	বাঙ্গালা ইঙ্গরেজি	৭	২১
চিনেপাটাম বৃত্তান্ত	...	তৈলঙ্গ ভাষায়	২	১৯
বোম্বাই সমাচার	...		১৩	১৫
চন্দ্রিকা	...	বাঙ্গলা	১২	১২
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	...		০	৮
দাসানবিনামী	...	তামিল ভাষায়	০	৭
জামি জামসীদ	...	পারস্য		

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা

(৩০ জুলাই ১৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮)

আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।—আসামদেশে সরকারী কর্ম্মকারক শ্রীযুত যজ্ঞরাম ফুকনকৃত ইঙ্গরেজী পদ্যের বাঙ্গলা পদ্যেতে অনুবাদ আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম। ঐ অনুবাদেতে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা। এবং ঐ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে কল্প করিয়াছেন। আসামদেশীয় শ্রীযুত হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকনের এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ পাঠক মহাশয়েরা ইহার পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন অনুমান আঠার মাস হইল তিনি আসাম বুরঞ্জিনামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন।

আসামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারের ব্যাপ্য অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অল্পকালের মধ্যে এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা বিন্দুতে যদ্যপি তাঁহারা উদ্যোগসিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমারদের আরো পরম সন্তোষ

জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশপ্রচলিত তাবদ্ব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। ঐ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট নাই কিন্তু আমারদের কিম্বা অন্য২ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক লিখি যে আসামদেশের সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত সাহেবেরা এবং তাঁহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভাষার অধ্যয়ন হইবে। বঙ্গভাষা ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে সুফল দর্শিবে এমত সম্ভাবনা যেহেতুক বঙ্গদেশীয়েরদের উপকারার্থ যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন।

(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০)

দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ সংস্কৃত ও আরবীয় ভাষাহইতে স্বতন্ত্র করিয়া এমত কোন উপায় করেন যে জাতীয় বা ধর্ম্মবিষয়ক কোন অনুরোধ না করিয়া ঐ ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসাধারণ লোকের অনায়াসে প্রাপণীয় হয় তবে কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইতে পারে। যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের মান্য তাবৎ ব্যবস্থার গ্রন্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে প্রকাশ হয় তবে তাহা অত্যল্প আয়াস সাধ্য হইতে পারে ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন ফলতঃ তাহার তাৎপর্য্য এই ব্যবস্থা গ্রন্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে পণ্ডিতের আবশ্যক থাকিবেক না।

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমরা সম্পূর্ণরূপ অসম্মত কেন না পণ্ডিতব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থের মীমাংসা হয় না যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নানা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের সংহিতা অপর ঐ সকল সংহিতা হইতে উত্থিত করিয়া দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা এবং দায়তত্ত্ব ও বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি এবং জৈনশাস্ত্রপ্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জমা করা সুদূর পরাহত এবং ভাষান্তর না হইলেও ফল হইবেক না। যদ্যপি ইহার কিয়ৎ গ্রন্থ ভাষা হয় তাহা দৃষ্টে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে যেহেতুক প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যে সকল ব্যবস্থা লেখেন তাহাতে নানা গ্রন্থের বচন তুলিয়া যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া

ব্যবস্থা দেন ইহা কি ভাষা গ্রন্থদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন ও কোলব্রুক সাহেবপ্রভৃতির দ্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জমা হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় ভাষায় দায়প্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র সুকঠিন ইহা লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্ব্বের পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থ সকলের টীকা করিয়া গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্ডিতে সেই টীকা দেখিয়াও অর্থ করিতে পারেন না অতএব ইহা ভাষা হইলেই পণ্ডিতব্যতিরেকে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক এমত কদাচ নহে। অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রন্থ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে তাহা পাঠ করিয়া কেন তাবৎ ইঙ্গরাজ লা বুঝিতে না পারেন কৌন্সেলির নিকট হইতে অপিনিয়ন লইতে হয় তাঁহারদের মধ্যে কাহারও ভ্রম জন্মে তৎপ্রমাণ দর্পণকার মহাশয়ই সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে পারি না কিন্তু কতকগুলিন গ্রন্থ ভাষা হইলে ছাপাখানার উপকার আছে।—চন্দ্রিকা।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৪ মাঘ ১২৪০)

এতদ্দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ।—ইহার বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানি-বাহাদুরের প্রতি ভারতবর্ষের চার্টর প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পার্লিমেণ্ট অতিবদান্যতা ও বুদ্ধিবিবেচনা পূর্ব্বক এমত হুকুম করিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ ও তাঁহারদের সৌষ্ঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। এবং যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্থানহইতে করস্বরূপ সংগৃহীত যত টাকা তাহার সঙ্গে খতিয়া দেখা গেল যে ঐ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং যে লোকেরদের উপকারার্থ ঐ লক্ষ টাকা ব্যয়করণ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ লোকসংখ্যা ও ঐ টাকার সংখ্যার ঐক্য করিয়া দেখা গেল ঐ লক্ষ টাকা ঐ লোকসিন্ধু অপেক্ষা বিন্দু বোধ হইল তথাপি তাবৎ হিতৈষি ব্যক্তিরা তাহা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যাহাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপহইতে উদ্ধার পাইয়া তাঁহারদের বিদ্যাবুদ্ধির বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম সৃজন হইয়া ফলোপধান হইবে। কিন্তু পার্লিমেণ্টের ঐ পরমহিতৈষিতাবিষয়ক কিছু মানস সফলকরণার্থ অনেককালপর্য্যন্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ট হইল না। পরে ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া ঐ লক্ষ টাকা তাঁহারদের হস্তে অর্পিত হইল কিন্তু ঐ বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাব ও অনুরাগ দৃষ্টে এই বোধ হইল যে ঐ সকল টাকা যদ্যপিও অতিযথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত কার্য্যে ব্যয় হইবে না ফলতঃ তাঁহার এমত বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় উত্তম২ গ্রন্থ অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কিত-করণাপেক্ষা ভূরি২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক আবশ্যক ফলতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল। এবং তাঁহার ঐ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় হইয়াছে যে ঐ লক্ষ টাকা নিযুক্ত

হওনের পূর্ব্বে যেমন পাঠাশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্তুল্য অভাব আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ঐ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তদ্ভাষার গ্রন্থ অনুবাদের নিমিত্ত ঐ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে ঐ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কখনই ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

অপর শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব স্কুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব করিলেন তাহা গত বুধবাসরীয় ইণ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের ঐ উক্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের আরবীয় ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিজ্ঞাপনের দ্বারা আমরা এই আশ্চর্য্য বিষয় অবগত হইলাম যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ পার্লিমেণ্ট যে লক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যদ্যপি এই রাজধানীর অধীন অর্দ্ধেক প্রজারদের ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতে কোন এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০০ গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় ৫,৬০০ পারস্য ভাষায় ২৫০০ হিন্দী ভাষায় ২,০০০ সর্ব্বসুদ্ধ ২৩,১০০ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু ইহার কোন এক গ্রন্থের দ্বারাও বঙ্গদেশনিবাসিরদের উপকারের লেশও হইতে পারে না। আরো অবগত হইলাম যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা গত নয় বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কিতকরণে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার ন্যূন নহে ব্যয় করিয়াছেন অথচ ঐ টাকা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় হইত তবে সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকেতে দেদীপ্যমান হইতে পারিত।

এতদ্বিষয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানাভাব অতএব সংক্ষেপে দুই এক উক্তিমাত্র লিখিতে পারি। আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে ইহা বিবেচনা করিতে এই নিবেদন করিতে পারি যে তাঁহারদের প্রতি যদ্যপি ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার মুক্তকরণের কোন উদ্যোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পার্লিমেণ্ট কি গবর্ণমেণ্টের অনবধানতাতে এমত ত্রুটি হয় নাই। ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে কর্ত্তা মহাশয়েরা এতন্নিমিত্ত মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ টাকা মহাবিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিরদের বিশেষানুরাগ গ্রন্থার্থই ব্যয় হইয়াছে কিন্তু যাহাতে সাধারণোপকার হয় এমত গ্রন্থার্থ ব্যয় হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ পার্লিমেণ্ট

যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে লোকেরদের যদ্যপি কিছু উপকার নাই তথাপি ঐ টাকা যে সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে ইহা ঐ অনুপকারের কারণ তাঁহারা বোধ না করুন বরং ঐ টাকা কলিকাতার ছাপাখানাতে ও কাগজবিক্রেতারদের নিকটে মেলা ঢালা গিয়াছে কিন্তু প্রায় কেবল কোরাণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে ব্যয় হইয়াছে। তাহাতে কাহার বোধ না হইত যে ভারতবর্ষ সভ্যজাতীয়েরদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজার অধীন না হইয়া পারসীয় বাদশাহের অথবা তুরুকীয় রাজার অধীনে আছে। তন্মধ্যে কতক টাকা বরং অধিক টাকা • সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতার্থ ব্যয় হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যয়কর্ত্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীয় লোকেরদের যাহাতে কদাচ উপকার না হইতে পারে এমত কার্য্যেই ঐ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে ফলতঃ তদ্রূপই হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ অক্ষর প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকেরা পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না। ইহা তাঁহারদের নিকটে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ইহা দর্শানও গিয়াছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা প্রায়ই বিক্রয় হইতেছে না কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ লোকেরদের নিজ ব্যয়েতে নানা মুদ্রাযন্ত্রালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া অনায়াসে বিক্রয় হইতেছে। পর্য্যাবসানে তাহার এই উত্তর করা যায় যে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগরভিন্ন অন্যাক্ষরে মুদ্রিত করিলে অতিঅপবিত্রের ন্যায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোকেরাও যদি ঐ অক্ষর পড়িতে অসমর্থ হন তথাপি তাহা শিক্ষা করুন। এতদ্রূপে অতিবিজ্ঞানের সহস্র২ গ্রন্থেতে ঐ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে অথচ ঐ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় কেবল অত্যল্প লোকে পড়িতে পারেন কেহ ক্রয় করিবেন না।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

এতদ্দেশীয় সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকতা করণ।—কিয়ৎকালাবধি গবর্ণমেণ্ট প্রধান২ সংস্কৃত ও আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত হইল ইহাতে সুতরাং আসিয়াটিক সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তাঁহারদের পরম বাঞ্ছা যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা সুরক্ষিতা হইয়া বর্দ্ধিতা হয়। অতএব ঐ সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয় করা গেল যে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার আনুকূল্য করেন এনিমিত্ত দরখাস্ত দেওয়া যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ঐ দরখাস্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির এইমাত্র উপায় থাকিল যে তাঁহারা এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরক্তর্সে দরখাস্ত দেন। প্রধান২ সংস্কৃত গ্রন্থসকল সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে অতএব তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কদাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না।

(১৬ মে ১৮৩৫। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—…হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বঙ্গদেশে বিচারস্থানাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়া থাকে তাহার তাৎপর্য্য কিছুই বোধগম্য হয় না। কেননা যে সকল কর্ম্মকারক রাজকর্ম্মে নিয়োজিত আছেন তাঁহারা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষান্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন এবং সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুর যাঁহারা রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা সকলে পারস্যেতে পারদর্শী নহেন কেননা পারস্যের কঠিন সংস্কার ইহা উত্তমরূপ সকলের হয় না এবং যে পারস্য সমুদয় ভাষাপেক্ষা দৃঢ়তর। দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গালা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মাণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং সমুদয় বর্ণের পৃথক্২ সংস্থাপন কিন্তু এ দুরন্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামাবর্ত্তি এবং বর্ণসকল বর্ণান্তরে মিশ্রিত হইয়া এককালে বিবর্ণ হইয়া রাজ-কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাদুরদিগকে সম্যক্‌প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকার হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে।

পূর্ব্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাঁহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় বাঙ্গলা ভাষা রহিত করিয়া আপনারদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম বৃদ্ধিকরণজন্য নিজভাষা পারস্য চলিত করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজারা কি করিতে পারে সুতরাং তাহাই প্রচলিত আছে। কিন্তু সে জবনদিগের সম্যক্‌প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমূলজ পারস্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া দেশাধিপতির অন্যান্য প্রজাপেক্ষা অতিনিরীহ গতিরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন ইহা দেশাধিপতির ধর্ম্ম নহে কেননা প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধর্ম্ম। অতএব প্রজাদির নিজভাষা চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহা…জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে এ ধর্ম্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুর ঐ জবনদিগের অমূলজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢেরা সহী দেন। তাঁহারা কি আজ্ঞা করিলে এ রীতি নীতি পরিবর্ত্তন হয় না বরং ঐ…জবনদিগের ভাষা পরিত্যাগ করিলে উত্তমরূপে রাজকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ হইতে পারে যেহেতুক বঙ্গদেশে রাজকর্ম্মকারকেরা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাঁহারা স্ব২ জাতীয় ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাদুরেরাও অত্যল্প পরিশ্রমে বর্ণজ্ঞান করিয়া সুবর্ণতুল্য পরিষ্কাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্বারা তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হইবেন। কেননা বাঙ্গলা অক্ষর অতিপরিষ্কার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার ন্যায় দীপ্তিমান থাকে অতএব কর্ম্মাধ্যক্ষ বাহাদুরেরা অতিসুলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়া রাজকর্ম্মের নির্ব্বাহ অতিউত্তমরূপে করিতে পারিবেন।

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদিপ্রতিবাদির উত্তর প্রত্যুত্তরনিমিত্ত অর্থাৎ মুদ্দৈ মুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা প্রথমে অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় আদান

প্রদান করেন পুনরায় তাহার প্রতিলিপি ভাষান্তরে অর্থাৎ পারস্যেতে তরজমা করিবার ফল কি কেননা কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ও পারস্য উভয়ই তুল্য ভাষা এতদুভয়ই তাঁহারদিগের স্বজাতীয় ভাষা নহে এবং বাদি প্রতিবাদির পক্ষে কেবল পারস্য বিজাতীয় ভাষা হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে সুতরাং বিচারের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হওনের ত্রুটি জন্মে যদ্যপি বাঙ্গলা অক্ষর কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের বিজাতীয় বটে তথাপি বাঙ্গলা অক্ষরের পরিষ্কারতাপ্রযুক্ত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রখরতাজন্য কোন বিষয়ের মর্ম্মবোধে পরাধীন না হইয়া স্বয়ং সক্ষম হইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারাদিদ্বারা বাদী প্রতিবাদির চিত্তমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোনপ্রকারেই সম্ভাবনা নাই অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের সুলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা হয় কেননা অনেক বাঙ্গলা লেখক যাহা ১০ মুদ্রা মাসিক বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্যের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন সুলভ ভাষা প্রচলিত না করিয়া তাহার প্রতিলিপিদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে গৌণকল্প করেন যদ্দ্বারা বাদি প্রতিবাদিদিগের বিচারাদি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিলম্ব হয় কেননা এক ভাষা অন্য ভাষায় লিখিতে সুতরাং বিলম্বের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক ব্যয়ও বটে।

যদ্যপি দেশাধিপতি রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পারস্য রহিত করিয়া বাঙ্গলা প্রচলিত না করেন তাহার উত্তর এই যে যদবধি বঙ্গদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে তদবধি পূর্ব্ব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে পারেন এবং যে২ বিষয়সকল পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেও অতিউত্তমরূপে হইতে পারে কেননা ছোট আদালত অর্থাৎ কোর্ট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে বিচারাদি হইয়া লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে এবং প্রয়োজন মতে তাহা ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ হইয়া থাকে তাহাতে কর্ম্মের কিছুই অপ্রতুল অদ্যাবধি হয় নাই এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে পারস্য রহিত হইয়া দেশাধিপতির কি ক্ষতি হইয়াছে এবং তদ্দেশীয় প্রজাদিগেরই বা কি অসন্তোষ হইয়াছে বরং পারস্যের কাঠিন্যানুষ্ঠান নিবৃত্ত হইয়া প্রচলিত ভাষান্তরে তৎকর্ম্মাদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজাদির স্ব২ আদেশাদির যথার্থ বিচারদ্বারা মনের সমূহসন্তোষ হইতেছে এবং দেশাধিপতিও তজ্জন্য অসীম মহিমাপ্রকাশে অগণ্য ধন্যবাদে পরমেশ্বরের নিকট ধর্ম্মরাজস্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সর চার্লস মেটকাফ একটিং গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথা প্রজাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া দুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সুগম বাঙ্গলা প্রচলিত করেন তবে প্রজাদিগের পরমোপকার হয় কেননা বাঙ্গালির বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিবেক।

এ বিষয়ে কেবল আমার স্বীয় স্বার্থ নহে বরং সমুদয় বাঙ্গালিদিগেরও বটে বিশেষতঃ হিন্দুদিগের কেননা তাঁহারদিগের নিজ ভাষা সমুদয় বিষয়ে প্রচলিত হইলে হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্যক্‌প্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ করি যে হিন্দুমাত্রেই ইহাতে প্রতিবাদি হইবেন না। এইক্ষণে মহোপকারক শ্রীযুত সর চার্লস থিয়োফিলস মেটকাফ একটিং গবরনর্ জেনরল বাহাদুর যাঁহার নিমিত্তে মহামান্য পরম খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এই অবশিষ্ট সুখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহা সুখ্যাতি ও পুণ্য গ্রহণ করেন যদ্দ্বারা প্রজারা সুখসিন্ধুর হিল্ললে পারস্যীয় জলাতনহইতে স্নিগ্ধ হইয়া দেশাধিপতির শ্রীবৃদ্ধির প্রার্থনায় কালযাপন করে এবং তদনুযায়ি শ্রীযুত আনরবল উলিয়ম ব্লোণ্ট আগ্রার গবরনর্ বাহাদুর আপন পদাভিশিক্তে শ্লাঘ্য বোধ করিয়া ইহাতে মনযোগি হইয়া তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থানপ্রদেশে কঠিন পারস্যের পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা যাহা হিন্দুস্থান সমাজে অতিসুচলিত আছে তাহা প্রচলিত করিয়া দেশের মঙ্গলসূচক রীতি নীতি প্রবর্ত্তের দ্বারা মহামহা সুখ্যাতি গ্রহণ করেন ইহার বিশেষ আর কি লিখিব যে প্রকার বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষা চলিত হইলে সুলভ হয় যাহার বৃত্তান্ত উপরে লিখিলাম হিন্দুস্থানে উর্দ্দু যাহা দেশ ভাষা ইহা চলিত করিলে দেশাধিপতির ও প্রজাদিগের পরম সন্তোষের কারণ হইবেক কিমধিকং নিবেদন মিতি। ২৪ আপ্রিল সন ১৮৩৫ সাল। সর্ব্বজন মনরঞ্জনকরণকারণ কস্যচিৎ কলিকাতানিবাসিনঃ।

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪)

পারস্য ভাষা উঠাইয়া দেওন।—আমরা এইক্ষণে পরমাহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পারস্য ভাষা উঠাইয়া দেওনের এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা চলনহওনের যে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর্ সাহেব সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরা পরস্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহাতেই ইঙ্গরেজী ভাষার ব্যবহার করেন এবং যে সরকারী কার্য্যে প্রজা লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত সেই কার্য্য কেবল তাহারদের ভাষাতেই নির্ব্বাহ হয় এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত আরো এই বিবেচনা করিয়াছেন যে তাবদ্দেশীয় কার্য্য দেশীয় ভাষাতেই নির্ব্বাহ করা নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সর্ব্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম মঙ্গল। ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতদ্রূপ ভাষা পরিবর্ত্তন অতিশীঘ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যেও হইবে। অতএব বৎসর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারস্যের আর প্রসঙ্গও থাকিবে না। এতদ্বিষয়ক লিপ্যাদি সকল নীচে প্রকাশ করা গেল।

অমুক এলাকার শ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্তনর সাহেব বরাবরেষু।

গত ৩০ মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কার্য্যে পারস্ত ভাষার উত্থান বিষয়ে যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও রীতিপ্রদর্শনার্থ গত মাসের ৩০ তারিখে রেবিনিউ ডিপাটমেণ্টের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর পত্রের এক নকল আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি।

২। তদ্দ্বারা আপনি জ্ঞাত হইবেন যে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরা পরস্পর সরকারী কার্য্যবিষয়ে যে সকল লিপ্যাদি লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাদি প্রজা লোকের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লেখা যায় না কেবল সেই সকল পত্র পারস্য ভাষায় না লিখিয়া ইঙ্গরেজীতে লিখিতে হইবে। এবং অন্যান্য তাবৎকার্য্যে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে।

৩। অতএব আপনকার এলাকার তাবৎ দপ্তরে এই ভাষার পরিবর্ত্তন কিপর্য্যন্ত হইতেছে তাহা সমাপন না হওনপর্য্যন্ত মধ্যে২ আমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাহা হইলে শ্রীলশ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১০ প্রকরণানুসারে আমরা তদ্বিষয়ে গবর্নর্ সাহেবকে রিপোর্ট দিতে পারি।

৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় ভাষায় সুবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্ম্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না এবং পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন তাঁহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপ ইঙ্গরেজী জানেন তিনি কর্ম্ম পাইতে পারিবেন।

৫। রেবিনিউসংপর্কীয় কার্য্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যাঁহারা দেশীয় ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না তাঁহারা যথাসাধ্য শীঘ্র দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিবেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউ
ফোর্ট উইলিয়ম ১১ জুলাই।

সি ই ত্রিবিলিয়ন
উপরি সেক্রেটরী।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

পারস্যভাষা।—বঙ্গভাষার পক্ষে আমরা অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্র দর্পণে প্রকাশ করা আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পত্রপ্রেরক মহাশয় পারস্য ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বক্তৃতা করিয়াছেন বটে তথাপি ঐ ভাষা রহিত করণেতে গবর্ণমেণ্টের যেমন বুদ্ধি তদনুরূপ হিতৈষিতাও বোধ হয় দেশীয় লোকেরা আদালতের মধ্যে আপনারদের যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন পারস্য ভাষার ব্যবহার হওয়াতে তাহা যে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। এই কথার

সত্যতা বিষয়ে কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না। যে আমলারা চিরকালাবধি পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারা অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না বটে ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহারদের এই অপটুতা বিষয় এইক্ষণে দিন২ ক্ষীণ হইতেছে এবং উর্দ্ধ সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আমলারা যে রূপ পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্রূপই বঙ্গভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ যদবধি বঙ্গভাষা প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ মহোদ্যোগ করিতেছেন। অল্প কালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুদ্রিত হইবে এবং ঐ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এইক্ষণে দুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা নগরে দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে। অপর পত্রপ্রেরক মহাশয় এই আপত্তি করেন যে অনেক পারস্য কথা বঙ্গভাষার মধ্যে অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট থাকিতে দিতেছেন কিন্তু এই আপত্তি তাদৃশ কঠিন নহে যেহেতুক ঐ সকল কথা বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি চলিত আছে যে তাহা বঙ্গ ভাষার ন্যায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত কাল বঙ্গ ভাষার ব্যবহার থাকিবে তত কালই ঐ সকল ভাসা আদালতের কার্য্যে ব্যবহার হইবে। যেমন অনেক ইঙ্গরেজী কথা যথা জজ ম্যাজিস্ত্রেট কালেকটর কমিস্যনর আপীল ডিক্রী ডিসমিস রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহা নিত্য নিরন্তরই ব্যবহার হইবে। বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে সকল কথা সাধারণ লোকেরা সংস্কৃতমূলক কথাঅপেক্ষা উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অনুচিত যথা জজের পরিবর্ত্তে প্রাড্‌বিবাক লিখিলে কে বুঝিতে পারবে এবং যে সকল পারস্য ও ইঙ্গরেজী কথা বঙ্গদেশীয় কথার অন্তঃপাতি হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তনও এতদ্রূপ বোধ করিতে হইবে।

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কার্ত্তিক ১২৪৫)

…এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গালা বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাঁহারা এতচ্ছ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টে বাঙ্গলা বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রাচুর্য্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষেরা ঐ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দি স্থাপন করণার্থ মনঃস্থ করিয়াছেন এতকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতাপ্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাহারদিগের কথানুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদা সকল কার্য্যই বাঙ্গলার দ্বারা চলিবে অতএব সুতরাং বাঙ্গলা অভ্যাসের আবশ্যকতা আমরা ভরসা করি যে ফিরিঙ্গি ও এতদ্দেশীয়দিগের কথোপকথনের বৈপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার প্রাচুর্য্যহেতু বিপরীত নিবৃত্তি পূর্ব্বক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এতদ্বিষয়ে

আমরা বিলক্ষণ কহিতে পারি যে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলা বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন অথচ বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই অপ্রশংসনীয় যে ঐ বিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গালা শিক্ষা না করিয়া ভাষান্তর শিক্ষা করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কার্য্যে ভারার্পণ হইতেছে সেসকল কার্য্য হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগ্য হইবেন না অতএব আমরা অনুমান করি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমীক বিদ্যালয়ের [পেরেন্টাল একাডেমিক ইন্‌সটিটিউশন্] অধ্যক্ষদিগের রীত্যনুসারে বাঙ্গলা বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষা-সংস্থাপন করিবেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৩ এপ্রিল ১৮৩৯। ১লা বৈশাখ ১২৪৬)

সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ দেশীয়ভাষা ব্যবহার।—সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করণ বিষয়ক বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞাপন দর্পণৈক স্থানে অর্পণ করা গেল। ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাঠক মহাশয়েরদের মঙ্গলা মঙ্গল ঘটিত কোন বিবরণ আমরা প্রায় প্রকাশ করি নাই। এই বিষয় পরীক্ষা লওনাই পারস্য ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষা স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসরে প্রথমে বঙ্গদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রস এক হুকুম প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তিনি এই আজ্ঞা করেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ ১৮৩৯ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখে উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করণেতে কি পর্য্যন্ত সাফল্য হয় তদ্বিষয়ক রিপোর্ট করা যায়। অতএব এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে এই বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টে কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গতবৎসরের পরীক্ষা এমত সফলা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় আর কিছু সন্দেহ না করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের মাভাষা ব্যবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতদ্দেশীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তি নিতান্ত আহ্লাদিত হইবেন।

যে২ জিলাতে বঙ্গ ভাষা অধিক চলে সেই সকল জিলায় ঐ ভাষা ও অক্ষর এই অধিক বরাবর চলিত হইবেক। অপর বঙ্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিলা সকলে পারস্য অক্ষরে উর্দু ভাষাতে ব্যবহার হইবেক কিন্তু নাগরী অক্ষর প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেণ্টের মানস আছে যে পারস্য অক্ষরের পরিবর্ত্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার করা যাইবে। সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে। ইহা বিবেচনা সিদ্ধও বটে যেহেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গদেশ উভয় স্থান হইতে আপীলী মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী

আদালতে বিচারিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষা দেশীয় ভাষা বটে বঙ্গ ভাষা সেই প্রদেশের ব্যক্তিমাত্র জ্ঞাত নহে কিন্তু বঙ্গ দেশীয় লোকেরদের বঙ্গ ভাষা নিজ ভাষা হইলেও তাঁহারা প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিতেও পারেন।

যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসরাবধি জবনেরা এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের প্রতি এই অন্যায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষা দ্বারা কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছিল। তন্নিমিত্তে আদালতের আমলারা স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম্ম নির্ব্বাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অশেষ অপকার করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি নানা প্রকার অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণে ঐ সকল ক্লেশ হইতে লোকেরা মুক্ত হইলেন অতএব ভরসা করি তাঁহারা এইক্ষণে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া জ্ঞান পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সুনিয়মের ফল ভোগ করিতে পারিবেন।

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কর্ম্ম করি শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চ্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন কৃতবিদ্য হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া অতি ক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্ম প্রতিপালনচেষ্টক যদি এই লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে আমার যেপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই কিন্তু আমার মত লোভাকৃষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে।

আপন বিষয়ানুসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsence কহে ইত্যাদি ব্যবহারদৃষ্টে মনেং ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে কি হইয়াছে জানিব এজন্যে পাঠশালার অন্য পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে তিন দিন লেক্‌চর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা করিয়া বিচার করে চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে তরজমা করে তাহার বাঙ্গলা বুঝা যায় না পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা জানে না নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠিখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে Nonsence ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্য্য Drudgery নীচ লোকের কর্ম্ম সুন্দর অক্ষর লেখা Painting অর্থাৎ চিত্রকরা তাহাতে আবশ্যক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্য্যঅক্ষরই লেখে

অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি এই প্রকার নানা বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে আমার নিকটে আসিয়া বসিতে চাহে না কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্তু মূর্খ নহি যাহা জানি তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি সে যাহা হউক সংপ্রতি ঐ সন্তানকে দেশানুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্ত্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি তাহা কোথায় পাইবে সুতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল অন্য২ বালকের কি রীতি ইহা জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার রীতি অন্যহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায় ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেষী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ্য ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী কিন্তু যখন হাঁটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া দ্রুত চলে স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে ইহারদিগের বাঙ্গলা কথার ধারা একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত তরজমা পরন্তু রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্ব্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে পারে কিন্তু স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বর্দ্ধমান কলিকাতার কোন্‌দিকে শোণ নদী ও রাজমহলের পর্ব্বত কোথা তাহা জানে না স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহারা স্থানে২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব কিন্তু কালেজের বিদ্যা ও তদ্দ্বারা উপকার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয় যাহা লিখিলাম তোমার চন্দ্রিকাদ্বারা প্রশংসা-কারিদিগকে জিজ্ঞাসা করি অনুসন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদি প্রমাণ হয় তবে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে যে ফলোৎপন্ন হইতেছে তাহা বিবেচনা করেন কিনা আর তাঁহারা কি আশাতে এক্ষণ বিদ্যা দান করিতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিন্দু পাঠশালা হিন্দু বিষয় এক কালে দূরীকরণপূর্ব্বক সুদ্ধ ভিন্নদেশীয় উদাসীন শাস্ত্র এমত পাঠ করাইসেই ভাবি যে অনুপকারের সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করেন কি না যদি উহার উত্তর প্রকাশ করেন তবে অনেকের বহু উপকার জানিবেন অলমতি বিস্তরেণ। হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ।—সং চং।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

…হিন্দুকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে সর্ব্বসাধারণের যেউপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবিদিত কি আছে কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বিপক্ষতার কি তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চন্দ্রিকাকার যে সর্ব্বশাস্ত্রে অতিসুপণ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্তু এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্চিৎকাল থাকিলে তাঁহার এবং তত্তুল্য অন্যান্য লোকেরদের মানের অন্যথা হইবেক এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরক্ষার উপায় পূর্ব্বে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা যে মহাবুদ্ধিমান এবং পরাক্রান্ত ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই অতএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচনা করিলে চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে অস্মদ্দেশীয়দিগের উপকারক কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কয়েক জন বাঁকা বাবুরা তাঁহারদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন২ অবৈধ কর্ম্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি২ রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাঁকা বাবুদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাঁকা বাবুরা উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন কি না আমরা বলিতে পারি না বিশেষতঃ পূর্ব্ব এই রাজধানীতে কএকটা দল হইয়াছিল তদ্বিশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য-হেতুক ভদ্রলোকের সন্তানেরা উপরের লিখিত দলসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন২ অসৎকর্ম্ম না করিয়াছেন এবং কি২ রূপে তাঁহারদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে মনঃপীড়া না দিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন মহাশয়কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কি চন্দ্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হইয়া অল্পবয়স্ক কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে যাঁহারা২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারা কি সকলেই মন্দ সর্ব্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য শাস্ত্রে বলেন যথা সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্য্য কি চন্দ্রিকাকার

মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তণ্ডুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে সুলভ হয় ইহার উপায় চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্তু শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত তবে ভূমিরোপণাদিতে মনুষ্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্যকমাত্র কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যাঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা বিদ্যারত্নং মহাধনংইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যারূপ যে মহারত্ন তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে দেশের ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারহওয়াতে তৎস্থানস্থদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসকরা অত্যাবশ্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ বহুশ্রম এবং ব্যয়পূর্ব্বক ইঙ্গরেজী শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা স্বীকার করেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রেরা অল্প দিবসের মধ্যে স্বল্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ। এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্ম্মিক ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সদ্বিবেচনার দ্বারা এতদ্দেশে হিন্দু-কালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশালা স্থাপিতহওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন এবং তদ্দৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।

অপর আমি পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে যাঁহারদিগের দ্বারা চন্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ লভ্য হইয়া থাকে তাঁহারদিগেরি মনোরঞ্জন কথা সর্ব্বদাই লিখিয়া থাকেন ইহাতে চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন যে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা চন্দ্রিকার মূল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সুতরাং তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন কথা লিখিতে হয়। উত্তর চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা তৎপত্রিকার মূল্য যাহা তিনি পাইয়া থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি কোন কথা কহি না। অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন একথা আমি কিরূপে বলিব যেহেতুক কএক জন সম্ভ্রান্ত এবং জ্ঞানবান চন্দ্রিকাগ্রাহক মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাঁহারা চন্দ্রিকাপাঠে যত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা আমি জানি আর সকল চন্দ্রিকাগ্রাহক তাঁহার প্রতি তুষ্ট কি না তাহা তিনিও জানেন ব্যক্ত করুন বা না করুন। যদি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়েরা যদি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয়া চন্দ্রিকা গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাহ্মণ এই অনুরোধে কেহ২ ঐ কাগজ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোন২ ধনি লোকের বাটীতে চন্দ্রিকাকার সর্ব্বদা যাতায়াতকরণপূর্ব্বক নানামতে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্ব্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চন্দ্রিকার মূল্যোপলক্ষে তাঁহাকে মাসিক কিঞ্চিৎ২ দিয়া থাকেন এবং তদ্ভিন্ন মধ্যে২ প্রকারান্তরেতেও তাঁহার উপকার করিয়া থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধ্যে অনেকে অনুগতপ্রতিপালক হয়েন

বিশেষতঃ অমুগত ব্রাহ্মণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ২ বলেন যে ধনি হিন্দুরদিগের মধ্যে কবিতাভক্ত কেহ২ আছেন পূর্ব্ব হরু ঠাকুরনামক এক ব্রাহ্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাঁহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্ব্বকালীন ধনাঢ্য হিন্দুরা উক্ত ঠাকুরের কবিতা শ্রবণামোদে সর্ব্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্ত্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়েরা যে শোক পাইয়াছেন যদিস্যাৎ সে শোকের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওয়া কঠিন কিন্তু চন্দ্রিকা-পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ২ চন্দ্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক ....

(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।—শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ সুবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে অনুমান তাহার সহস্রাংশের একাংশ হইবেক। ৪।৫ পাঁচ শত বালক হিন্দুকালেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরিদিগের পাঠশালায় ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং যাঁহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত আছেন তাঁহারদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক না কেননা ইহা অতি যথার্থ ধর্ম্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়েরা প্রায় ত্রিশ বৎসরাধিক হইবেক হিন্দুর ধর্ম্মলোপের যত্ন করিতেছেন এপর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব আমরা এমত মনে করি না যে এ ধর্ম্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য আছে তবে যে বারম্বার এ বিষয় লিখিয়া দুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যে যদি গোপনে কোন বালক অখাদ্যাদি খায় সেই বালক ঘরে গিয়া পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্ব্বার তাহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারিবেক না আর যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশা ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিণ্ডস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ-বশতঃ যত্ন করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়া ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরন্তু ধার্ম্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নতুবা হিন্দুসমূহ মধ্যেও অনেক মুসলমান ইঙ্গরেজইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না আমরা বরঞ্চ এমত বিবেচনা করিব যে কএক জন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম্ম লোপেচ্ছুকদিগকে জ্ঞাত

করিতেছি যে তাঁহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় না হইলে কেবল হাস্যাস্পদের পাত্র হইবেন মাত্র।—সং চং।

এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে২ অন্য কোন চর্চ্চাপেক্ষা যেকএক জন নাস্তিক হইয়াছে ইহার দিগের কথোপ কথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম্ম কর্ম্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব্ব দেশ সর্ব্ব জাতির উপর নহে কেননা এমত বুঝা যায় না যেঅমুক ইংরাজ হিন্দুহইতে বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং হিন্দুর কি মোছলমানের ন্যায় পোসাক পরিচ্ছদ করণ পূর্ব্বক আপনি সুখ বোধ করেন অথবা যিনিং বাঙ্গালা পার্সি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপ কথন করেন কি পত্রাদি লেখেন এতদ্দেশীয় ভাষাদি যাহা যিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজন বশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র অতএব কালবশতঃ ইহা হইয়াছে এমত সংপূর্ণ স্বীকার করিতে পারিনা। এতদ্দেশীয় দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রায় পরস্পর ইংরাজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইংরাজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গালা বাক্য ব্যবহার করেনা ইহার দিগের বাঞ্ছা এমনি হইয়াছে যে ঐ প্রকার পোসাক পরে তাহা পারেনা ইহার কারণ আমি বিবেচনা করি সুন্দর দেখায়না অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকের দিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন তাঁহারদিগের ন্যায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোসাক সহিত নিজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্য লোক দেখিয়া মনে করিবেক যে একজন মেটেফিরিঙ্গি ইহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ অবিকল করিতে পারেনা কিন্তু ইহার দিগের ইচ্ছা বটে তাহা করে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া কোন মহাশয় উত্তর করিলেন যে ইহারা যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খানা খায় তবে সেই বর্ণ হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণশব্দের অর্থাৎ জাতি ইংরাজের খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেতা শ্বেত ইত্যাদিবর্ণ ৺ইচ্ছায় কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদি বল সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত কদাচ হয় ইহা হইতে পারে কিন্তু শরীরের মধ্যে যদি মুখ খানি শ্বেত হইয়া উঠে তবেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখ খানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার কালা মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত না হয় কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে কি হইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক এবং তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোনং

স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন বা প্রবীণ লোক সকল ভাবি দুঃখ বিবেচনা করিতেছেন—

পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন লোকের বিষয় কর্ম্মের এবং অন্যান্য সুখ ইচ্ছা রাগ রঙ্গাদির চেষ্টা সম্প্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসারেই অসুখের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে ঐ নাস্তিক পশু দিগের সংবাদে এমনি বোধ হয় যেমন অস্ত্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয় এক্ষণে এই বিষয়ের গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ হয়'এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতি মালার এক কাচারি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন২ আচার ব্যবহার ধর্ম্ম যাজন না করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যলীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিহ্মন হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহবা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসী মালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরি বোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করণ পূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক ব্যাটার দিগের তামাসা দেখুন। [সমাচার চন্দ্রিকা, ৯ মে ১৮৩১]

(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু।—কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনানন্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মার্ণিং ম্যাডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝক্‌মারি করো্য তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি এক ঘরো্য হইয়াছি ধর্ম্মসভায় যাইতে পারি না এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে

কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন তাবল্লোকের পরকাল টণ্টনে করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য।—সং প্রং [সংবাদ প্রভাকর]

(১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮)

হিন্দুকালেজ।—মেষ্টর ডেমাস্লর [D'Anselme] সাহেব যিনি অতিখ্যাতাপন্ন বিদ্বান এবং প্রায় আরম্ভাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষকদিগের সুরীতিক্রমে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে মেষ্টর ইস্পিলিট্ [Mr. Speed] সাহেবকে মেম্বর মহাশয়রা নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুর্থ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করো জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা মহিষটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথেং বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জ্বলে যায় অতএব মেম্বর মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কুরীতির পরিবর্ত্তে সুনীতিগুলীন সংস্থাপন করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের সুরীতির শাসন উল্লঙ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া দেন এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়া দেখুন দেখি কিপর্য্যন্ত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয় আপনারাও যেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদিগের বিদ্যা প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বালকদিগের ঐহিক ও পারত্রিক নিস্তার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি এবং তজ্জন্য যে সদুপায় প্রকাশ করিলাম তাহাতে মেম্বর মহাশয়েরা রাগভাগ ত্যাগ করিয়া সুরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক।—সং প্রং [সংবাদ প্রভাকর]

(৬ জুলাই ১৮৩৩। ২৪ আষাঢ় ১২৪০)

পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশ মহাশয়। প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদং। আমি শুনিয়াছিলাম ইঙ্গলণ্ডাধিপতির রাজ্যাধিকারে অবিচার হয় না পরে আমার

জ্ঞানোদয়াবধি যে২ বিষয় অনুভূত আছি তদ্দ্বারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার স্বজাতি মন্ত্রিবর্গও রাজতুল্য সুবিচারক বটেন কিন্তু সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি নানা বিষয়ে মন্ত্রিবর্গের অমনোযোগে দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা প্রজাপালনার্থ রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহা দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাজকতুল্য বোধ হইতেছে যেহেতুক অরাজকে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা থাকে না পুত্র পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে ধার্ম্মিকের সন্তান কুল ধর্ম্ম ত্যাগে রত হয় সবল দুর্ব্বলকে প্রহার করে দস্যুভয়ে সকলে ভীত হয় মিথ্যা প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল নির্ধন হইয়া যায় অন্নচিন্তায় লোক সর্ব্বদা হাহাকাব রব করে ইত্যাদি বিবিধ বিপদ্ অরাজকে হইয়া থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতেছে সংপ্রতি মদীয় অবস্থা অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসার্থ হিন্দুকালেজে সমর্পণ করিয়াছিলাম ঐ সন্তান চতুর্থ শ্রেণীপর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিলে পর আমার বোধ হইল ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এজন্য ঐ কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহেতুক শুনিয়াছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে সে বালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদ্যার্থী হইয়া নানা স্থানে গমনকরত কোন মিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জ্জাপুরের স্কুলে তাহাকে কএক মাস ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকে কোন্‌স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিসিনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে তৎপরে আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কৃষ্টা বান্দা-নামক পাতিফিরিঙ্গি এক জন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলির বাটীতে যাইয়া ঐ চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল বালক শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল না কিন্তু যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমার পিতাকে সম্বাদ দিবা আমাকে কেষ্টা বান্দা ধরিয়া লইয়া যায় তৎপরে কএক দিবস আমি তত্ত্বকরত ঐ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া বাটীমধ্যে প্রবিষ্টহওনের চেষ্টা করিলাম কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলীসে নালিস করিলাম মাজিস্ত্রেটসাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন না ঐ বালক মিসিনরিরদিগকে গৃহে আটক থাকাতে সুতরাং কিছুকাল পরেই অখাদ্য খাইবেক অস্মদাদির অনুপাস্য উপাসনা করিবেক ইহাতে আমার জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজার অধিকারে জাতি প্রাণ ধর্ম্ম মান সকল যায় সেখানে বাস করিয়া অবশ্যই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে।

এতদর্থ অস্মদ্দেশীয় হিন্দু ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনরি

এতন্নগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে ইহারা পূর্ব্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্ব্বক বালক ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইব না আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি পুত্রকে ঐ মত কৃষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটীহইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় আর কলিঙ্গা নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচনা করিয়া হিন্দু মহাশয়রা বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজা সত্ত্বে ভাগ্যহেতু অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে ইহার পরে আর কি হয় তাহা বলা যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আষাঢ়। পুত্রশোকে কাতরস্য।—চন্দ্রিকা।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

আমরা শুনিতেছি এই বৎসরে শ্রীশ্রী৺শারদীয় মহাপূজার পূর্ব্বে যেং ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত মহাশয়েরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বার্ষিক দিয়া থাকেন তাঁহারা সংপ্রতি অতি সতর্ক হইয়া দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উলা ও বাঁশবেড়িয়া সমাজের চারি পাঁচ জন অধ্যাপক শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়া কহিয়াছেন আমরা সতীর বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহা উচিত তাহা করুন এবং এমত প্রতিজ্ঞাও করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন্। রাজা বাহাদুর ঐ মহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপণ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রটি করিব না।

আমরা অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা পৈতৃক বার্ষিক দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম পালা মত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীশ্রী৺শারদীয় পূজা শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পূজা পূর্ব্বরীত্যনুসারে সুসম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে

তাহারা ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবুহইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক।

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাঁহার তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক নরাধমেরা তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসুক শ্রীশ্রী৺অম্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে।

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্রসম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং ঐ পত্রেও মধ্যে২ দেব দেবীর পূজার দ্বেষসম্বলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব সে সকল পত্রলেখক এবং কচিং২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ঐ সেনজের বাটীতে গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্যোঽহংকৃত কৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সদা দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি।

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ৺শ্যামাপূজা ৺জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। উক্ত বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন

কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।—চন্দ্রিকা।

(৪ ডিসেম্বর ১৮৩০। ২০ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

ব্রাহ্মণাদির বিবাহ।—দর্পণপত্রের স্থানান্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণস্য ইতিস্বাক্ষরিত যে এক পত্র দৃষ্ট হইবে তন্মধ্যে লিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় ব্যবহার বিষয়ে যাঁহারদিগের প্রজ্ঞতা আছে তাঁহারা তল্লিখিত বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না। এতদ্দেশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে যাদৃশ দুঃখ ঘটিতেছে তাদৃশ দুঃখ যে অপর কোন বিষয়ে সম্ভবে এমত বোধ হয় না। শ্রুত আছি যে ছয় শত বৎসর হইল গৌড়ীয় রাজা বল্লালসেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের গুণ ও কীর্ত্ত্যনুসারে তত্তদ্বংশ গত নানা বিভেদ করেন এবং ষট্‌কর্ম্মশালিত্বাদি গুণ যে ব্রাহ্মণেরদের ছিল তাঁহারদিগকে কুলীন বলিয়া স্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ করেন এবং যাঁহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল তাঁহারদিগকে নীচ২ মর্য্যাদা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে ব্যবস্থার ন্যায় দৃঢ় হইল। কিন্তু ঐ বল্লালসেনকৃত নির্দ্ধারিত বিষয়ের এই এক নিয়ম ছিল যে ঐ মর্য্যাদা পুরুষানুক্রমে চলিবে ইহাতে এই ফল হইল যে কৌলীন্য পদ যে গুণেতে প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারদের ইদানীং তত্তৎ গুণ লোপ হইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল। ইহার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে অন্য২ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে যত পণ্ডিত আছেন তাহার তুরীয়াংশ পণ্ডিতও কুলীনেরদের মধ্যে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এতদ্বিষয়ে বল্লালসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি কিন্তু বহুকালাবধি ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও যাঁহার কুলীন জামাতা তিনি বংশের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তদ্বিষয়ক অত্যন্ত চেষ্টা ও তাহাতে মর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়। অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অনুরাগপ্রযুক্ত ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলহইতে কন্যা গ্রহণ করাতে স্বীয়২ মর্য্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন। এবং ব্রাহ্মণাদির ব্যবস্থানুসারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রযুক্ত তাঁহারা কেহ ১০ বা ২০ বা ৩০ বা ৪০ বা ৫০ বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ ভ্রমণ করত যে স্থানে কন্যা গ্রহণ করাতে অধিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয়২ পিতৃ গৃহে থাকে স্বামী কেবল কখন২ তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাকা দাওয়া করেন।

অপর ঐ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জন্মে যে কুলীনেরদের নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্তু কুলীনভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ করিতে অনেক

টাকা দিতে হয় এবং ঐ বিবাহ করণেতে তাঁহারদের তিন চারি পাচ শত টাকাপর্য্যন্ত কর্জ করিবার আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা বহুকালপর্য্যন্ত ঐ কর্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই জন্মে।

এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকের সুখ বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্ত্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে। এবং এই কুব্যবহার যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ব্রাহ্মণেরদের যেমত উপকার জন্মে বোধ হয় যে ঐহিক অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ উপকার প্রায় দৃষ্ট হয় না।

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা উক্ত বর্ত্তমান ব্যবহারেতে যে অনুপকার ও তদনুপকার যে উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহার এক দরখাস্ত যদি গবর্ণমেণ্টে প্রদান করেন তবে ঐ দরখাস্ত যে তথায় সুগ্রাহ্য হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।

যদ্যপি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্রজারদিগের দুঃখ রহিত ও সুখের বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটনকরা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ হয় যে এতদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে তাহা লিপি বাহুল্যপ্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্ত্তমান ব্যবহারের প্রতীকারের যে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার যদি এক পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগকে দর্শান তবে তদ্বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে পারা যায়।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

বহুগুণান্বিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের অত্যনুপযুক্ত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধরূপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল নাই উক্ত বিষয় রাজশাসনাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে অমঙ্গলদায়ক হইয়াছে বিশেষতঃ যাহারা যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহহওয়া অতিদুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয়ভিন্ন তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহহওয়া ভার কত শত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ বা ততোধিক বৎসরবয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর থরথর এবং মরমর হইয়া

রহিয়াছেন তাঁহারদিগের একাটামোতো আইবড় নাম ঘুচে কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে তাঁহারদিগের ঘরের কন্যা সন্তানদিগের বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কাহারো সহিত দেন নাই ইহাতে তাঁহার-দিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যে২ কন্যাকে তাঁহারা পাত্রস্থা করেন ঐ২ কন্যার এবং সন্তানসন্ততি এবং তাহার স্বামীপ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্যাকর্ত্তাকে আপন জীবদ্দশাপর্য্যন্ত যোড়শোপচারে করিতে হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে যিনি যখন বাতি দিতে থাকেন তাঁহাকে তাহার আপন ভরণপোষণের ন্যূনতা করিয়াও উক্ত কুলীন মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধ্যক্রমে করিতে হয় তদ্ভিন্ন উক্ত ব্যক্তির ঔরসে যে২ কন্যাসন্তান জন্মিবেক তাহারদিগেরও বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সহিত দিতে হয় এবং পূর্ব্বরীতিক্রমে ঐ২ কন্যাসন্তানদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষানুক্রমে করিতে হয় অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিপুরুষে আপন২ বংশের কন্যাসন্তানদিগকে কুলীন পাত্রস্থা করিয়াছেন পুরুষানুক্রমে তাঁহারদিগকে ঐ দাঁড়া বলবৎ রাখিতে যদি হয় ইহাতে কেহ আপন অসঙ্গতিপ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ ত্রুটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দা করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন সুতরাং দশের নিন্দাভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা অন্য২ সহস্র২ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত কুলীন প্রাধান্য এতদ্দেশীয়দিগের নির্দ্ধনহওনের এক বলবৎ কারণ যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের ধননাশের প্রতি অন্যান্য২ কএক কারণ আছে কিন্তু তন্মধ্যে ইহা যে এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক বিশেষতঃ যাঁহারদিগের কুলমর্য্যাদা আছে তাঁহারা বা তাঁহারদিগের সন্তানেরা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করণে উৎসাহান্বিত হন না কারণ তাঁহারা জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণেরা নানা গুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ বিষয়ে তাঁহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থ ব্যয়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি পরিবারের ভরণপোষণের ভার হইতে ও তাঁহারদিগের ন্যায় মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন না। যদিস্যাৎ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বা তাঁহারদিগের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে কিঞ্চিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে দেশের কুশল নাই যেহেতুক তাঁহারা বয়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমর্য্যাদাকে এক লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহঙ্কৃত হয়েন এবং অহঙ্কারের যে দোষ তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নব-গুণবিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণ বর্জ্জিত বরং তাঁহারদিগকে নিগুর্ণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুরপ্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত

হইয়া রাত্রিমানে রাগভরে আপন২ পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতিসাবধানপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন২ কুলীন মহাশয়েরা রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটীহইতে স্ব২ পত্নীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐ২ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনারা মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্যারদিগকে নানামতে ক্লেশ দিয়াছেন পরে ঐ অভাগা কন্যারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা ঐ কন্যার ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্তৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদিদ্বারা উক্ত কন্যারদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্তসময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্যাসন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্বারা না হয় সে স্থলে ঐ অভাগা কন্যাসন্তানাদির জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা আপন২ স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম্ম জানেন যে তাঁহারদিগের পীড়িতাবস্থাতে ও তাঁহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেননা এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ কৌলীন্যের হানিকারক জানেন…।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় যোত্রহীন শ্রোত্রিয় বা কুলভ্রান্ত বংশজ ব্রাহ্মণেরা যে কিপর্য্যন্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি নাই সে সমস্ত কথা মনে উপস্থিত হইলে কেবল নয়নবারিধারা অনিবার্য্যরূপে পতিত হয় কুলীন মহাশয়েরা পূর্ব্বের লিখিত সমস্ত অহিতাচরণ করিয়াও সাধারণের নিকট দোষী নহেন যেহেতুক তাঁহারা কুলীন কিন্তু অন্য লোকেরা যদি ঐ প্রকারে দোষবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাঁহারা সাধারণ দস্যুর ন্যায় দণ্ডণীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষের বংশাবলিজ্ঞাত স্তুতিপাটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা যাচ্ঞাকরত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন। এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু যখন কোন ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহোপস্থিত হয় তৎকালে যদি উক্ত ঘটকেরা ঐ বিবাহের সম্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নির্ণীত রাত্রিতে তাঁহারা আপন২ দলবল সমভিব্যাহারে উক্ত কন্যাকর্ত্তার বাটীতে আসিয়া উপনিত হন এবং যত ঘটক ঐ রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদানদ্বারা তুষ্ট করা কন্যাকর্ত্তার অতিকর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তা আপন২ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক রাখিয়াও সমাগত ঘটকইত্যাদিকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিয়া থাকেন এরূপে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে

এবং হইতেছে অনেককাল পূর্ব্বে কলিকাতানিবাসি এক জন অতি সম্ভ্রান্ত লোক আপন কন্যার বিবাহামোদে আমোদিত হইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একেবারে নির্দ্ধন হইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মনে এতদ্রূপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন ভদ্রাসন বাটী এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়া অতিদূর দেশে গিয়া দরিদ্রলোকের ন্যায় বাস করিলেন অদ্যাপি তিনি সেই স্থানে একাকী বাস করিয়া জীবিত আছেন। কএক মাস পূর্ব্বে চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর হালদার মহাশয়ও আপন কন্যার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন জিলা চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতি বড়িস্যানিবাসি শ্রীযুত সাবর্ণ চৌধুরি গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা এবং জিলা হুগলির অন্তঃপাতি শ্রীবরাহ গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে কুলক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন হইয়াছেন তথাপি কুলক্রিয়া যে তাঁহারদিগের কুলকর্ম্ম তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না সুতরাং সহস্র২ প্রকার উৎপাত স্বীকার করিয়াও আপন২ কুলকর্ম্ম বলবৎ রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় অজ্ঞান প্রজাগণের প্রতি সানুকূল হইয়া কুলীন মহাশয়দিগের অত্যনুপযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অসহ্য যে গর্ব্ব আছে তাহা খর্ব্ব করেন অর্থাৎ তাঁহারদিগের যে যে অন্যায় প্রাধান্য আছে তাহা এককালে রহিতের আইন জারী করেন এবং ঐ আইনে এই রূপ বিধান থাকে যে উক্ত কুলীনেরা শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় আপন২ স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারের ভরণপোষণবিষয়ে কোন ক্রটি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে মহোপকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার প্রতিপালনহেতুক এবং সম্মানাশয়ে নানা বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন সুতরাং বিদ্যার প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে এবং বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইলে দেশের যে কিপর্য্যন্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে। যদি কেহ বলেন গবর্ণমেণ্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্য লোকেরা মনঃপীড়া পাইবেন। উত্তর এতদ্রূপ মনঃপীড়াতে গবর্ণমেণ্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্নিপাতিক রোগী সদা সর্ব্বক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু যেপর্য্যন্ত তাহাকে ঐ রোগ ত্যাগ না করে সেপর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ তাহার এতদ্রূপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না তৎপ্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটূ উক্তি করে কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না এ বিষয়ও তদ্রূপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের স্ববিনয়ে এই নিবেদন যে এতৎপত্র দর্পণে প্রকাশিত হইলে তাঁহারা আমারদিগের প্রতি ক্রোধ না করেন যেহেতুক তাঁহারদিগের এবং এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকের ভবিষ্যৎ সুখবৃদ্ধির নিমিত্তে আমরা এত যতন এবং শ্রম করিতেছি ইহা তাঁহারা এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্তু পরে ইহা তাঁহারদিগের বোধগম্য অবশ্য

হইবেক কিমধিকং বিজ্ঞবরেষিতি তাং ৫ ফেব্রুআরি ১৮৩১ সাল।—কস্যচিৎ হিতৈষি ব্রহ্মস্ত।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

শ্রীযুত কৌমুদীসম্পাদকেষু। - এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরের অনেকেরই সংপ্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুলীনেরদের মর্য্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ করিতে সক্ষম না হন ইহাতে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক তন্নিয়মে আমরা যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়া জানাইতেছি আমার পিতা স্বকৃতভঙ্গ ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাঁহার নিজের বাসগৃহ থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্য্যাটনে কাল গত হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাচ বৎসর পরে দুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতামহ গৃহ-হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় দুই শত ক্রোশ অন্তরে হইবেক সুতরাং এদেশে যেরূপ শীঘ্র২ আসিতেন তাহা কোন জন না জানিতে পারিবেন আমার মাতামহ তাঁহাকে দেশহইতে আনিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদরাসহ বিবাহ দিয়াছিলেন শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও দুই মাতৃস্বসার এক২ কন্যা হইয়াছিল আমরা যখন দশ বার বৎসরবয়স্ক হইলাম সে কালপর্য্যন্ত পিতা অথবা বিমাতা পুত্র কোন তত্ত্ব করিতেন না কিন্তু যখন তাঁহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে আমারদের মাতারা কি জানি স্বাধীনতাতে বিবাহ দেন তখন পাঁচ ছয় জন ষণ্ডামর্ক বিমাতা পুত্র অন্য পক্ষের দুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক পাত্রসহিত গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার গোপনে ও আমারদের অসম্মতিতে লইয়া গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাত্রে বিবাহ দিলেন সেইঅবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্ত্তমান আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি নূতন নিয়মে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা হইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্ষের বিষয় এই যে তদ্দারা আমারদের তুল্য দুঃখিনী আর কেহ হইবেক না নিবেদন মিতি। শ্রীমতী অমুকী দেবী।—সং কৌং।

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

কস্যচিৎ "চেতো পরগনানিবাসিনঃ বিপ্রসন্তানস্য" ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। চেতো পরগনানিবাসি বিপ্রসন্তান লিখিয়াছেন যে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাকরণাশয়ে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া

সুযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধকর্ত্তা তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরেও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহাঁরা একে২ তাবতেই বাটী-হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্বাটীর দুই জন দৌবারিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল যাবৎ কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব। পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে অনুরোধ করিতে পারিবেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল আর ঐ বিপ্রসন্তানের সহিত তদ্বাটীর প্রাচীন খানসামার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রকাশাবশ্যক নহে। যদিও উপরি উক্ত বৃত্তান্ত পাঠকরণানন্তর অস্মদাদির ইঙ্গরেজ পাঠকেরা মনে২ হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহারদের ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না তথাচ ঐরূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্টলোকেরা ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যে এপ্রকার কুরীতি নিবারণ করিতে যত্নবান না হন ইহা যে গুরুতর কুলক্ষণ তাহা বিলক্ষণরূপে দৃষ্ট হইতেছে। নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এইরূপ অনেকে কহিয়া থাকেন) তাহাতে অস্মদ্দেশের কঠিন রীত্যনুসারে বিদ্যারূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদিগকে বঞ্চিত করাতে ঐ দুর্ব্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগের কামানল উজ্জ্বল করিয়া যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে।...কিন্তু ইহাও জানিয়া যদি পুরুষেরা স্বপত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া উপপত্নীর বশীভূত হইয়া কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত হন তবে স্বস্ব পত্নীদিগের সতীত্ব ধর্ম্ম বিনাশ জন্য যে অনুযোগ তাহা ঐ অবোধ পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অর্হিতে পারে। বাস্তবিক এই যে তাঁহারাই কুরীতির মূলাধার অতএব তাঁহারদিগকেই আমরা অনুযোগ করিতে পারি।

যদিও হিন্দুদিগেব বিবাহের রীতি ইদানীন্তন দোষাবহ হইয়াছে ও যদিও ইহা সত্য বটে কিন্তু এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ সূর্য্য যদ্দ্বারা সৎপুরুষের মানসিক তমো দূর হইয়া ক্ষমতাসমূহ উজ্জ্বল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে কুমন্ত্রি ইন্দ্রিয়েরা বশীভূত হয় নাই সুতরাং তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেকে কুকর্ম্মে রত হইতেছে এবং কুকর্ম্মকেও কুকর্ম্ম জ্ঞান করে না কিন্তু পুরুষেরাই ইহার মূলাধার যেহেতুক যদি তাঁহারা স্বস্ব পত্নীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন তবে যে ঐ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতির সহিত সুখাভিলাষ করে ইহা ক্ষণেকের নিমিত্তও বোধ হইতে পারে না ইহারা

কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উত্থাপন ও তাঁহারাই ইহার মূলাধার হইয়াছেন অতএব তাঁহারদিগকে নির্ব্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করি না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু যাঁহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ না করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাঁহারদিগের প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাঁহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইত। কিন্তু যদিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার ঐ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শত্রু মহাশয়েরা অস্মদাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমরা কখনও ভরসা করি না যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা তাঁহারা তর্কসহিত বিবেচনা না করিয়া কেবল অন্ধের ন্যায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্যক কি তাঁহারদিগের অপেক্ষা আমরা জ্ঞানবান নহি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই তাহারদিগের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ইহা করিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিবেক।—সং সুং [সম্বাদ সুধাকর]

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

কুলীনেরদের বহুবিবাহ।—কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কিপর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন২ সম্বাদপত্রসম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের ফর্দ্দ ও তাঁহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্ব্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।

আমরা এস্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাঁহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন কুলীন কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া কত২ স্ত্রীলোকের সুখের কণ্টক হয়।

ধাম	নাম	বিবাহ
ময়াপাড়া	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬১
জয়রামপুর	নিমাই মুখোপাধ্যায়	৬০
আড়ুয়া	রামকান্ত বন্দ্য	৬০

গ্রাম	নাম	বিবাহ
মাজগ্রাম	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	৫৩
নগর	খুদিরাম মুখ	৫৪
বলুটী	দর্পনারায়ণ মুখ	৫২
	নয়কড়ী বন্দ্য	১৮
সিঙ্গী	কৃষ্ণদাস বন্দ্য	৪৭
ফতেজঙ্গপুর	শম্ভু চট্টোপাধ্যায়	৪০
পাঁচন্দি	রামনারায়ণ মুখ	৩৭
বিল্বগ্রাম	রাধাকান্ত বন্দ্য	৩০
কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
	গোকুল মুখ	২৭
হালদামহেশপুর	রাধাকান্ত চট্ট	২৭
হাজরাপুরমথরা	যজ্ঞেশ্বর মুখ	২৬
সিঙ্গী	গঙ্গানন্দ মুখ	২৫
কাশীপুর	ভগবান মুখ	২২
	শম্ভু মুখোপাধ্যায়	১৭
বালী	রামজয় চট্টোপাধ্যায়	২২
পানিহাটী	রামধন মুখোপাধ্যায়	১৮
পারহাট	তারাচাঁদ মুখ	১৫
চন্দ্রহাট	রাধাকান্ত চট্ট	১৫
কইকালা	জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়	১৬
কুকষা	কাশীনাথ বন্দ্য	১৩
ওআড়ী	রামকানাই চট্ট	১২
খিরগ্রাম	ত্রিলোচন মুখ	১০
পত্তসপুর	গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮

—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণসম্পাদক মহাশয়েষু।—অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাঁহারা এই সকল নানা বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন এতদ্দেশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইঁহারদিগের অহঙ্কার কিন্তু বিবেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন

বংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায় অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যা পর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক প্রমাণ লিখিতেছি।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না পরে ঐ ধূর্ত্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারি শত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসরপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদু ছে কেয়া চালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ব্বাংশবাসি—মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাতা পরে তাহার গর্ভে মুখুয্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিয়া বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্য্যাকে অনেক বৎসরপর্য্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী

বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে।

৩। কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্যা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্ব্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকায় সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ মার্চ্চ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীনব্রাহ্মণের কন্যা। পতিঅভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ দর্পণৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে২ ভূপতির শ্রবণ গোচরহওনের অসম্ভাবনাভাব।

শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক উপপত্নী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা শাস্ত্রমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্ম্মে কর্ম্মে পৈতৃক আশ্রমে ধর্ম্মবৎ ধর্ম্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সমন্বয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে যাহারা সুরাসুর ও প্রধান২ পুরাতন রাজা তাঁহারদিগের পত্নী পতি অভাবে পুনঃস্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামিসত্ত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে

ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাঁহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য্য। সুরাসুর রাজাদিগের ঐ সকল কর্ম্মে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।

আমরা আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বেশভূষা ও আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জ্জিতা হইয়া অহরহঃ অসহ্য বিরহবেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতাকরণের কর্ত্তা পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্ম্মিক রাজঃ ইঙ্গরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগেব ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্ব্বক ও প্রধান২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কেননা স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপস্ত্রী বর্জ্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। কাচিৎ শান্তিপুরনিবাসিনী।

(২১ মার্চ্চ ১৮৩৫। ৯ চৈত্র ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুর নিবাসি স্ত্রীগণ আপমারদের দুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমরা পরমসন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল যত্ন ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে দুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক তাহাতে কি ফল হয়।

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ

প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪।৫।১০।১২ বর্ষ বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না যে ব্যাপারেতে আমারদের সুখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্ম্মেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ভ্রম ও আমারদের সুখের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্তৃত্ব করেন আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্ত্তা এই ঘৃণ্যব্যাপার সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন তাহা কহা যায় না তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জ্জন করুন।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্য্যা আছে তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্য্যা তিনি প্রত্যেক ভার্য্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।...

১৫ মার্চ ১৮৩৫। চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্রীগণস্য।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনূঢ়া পতিহীনা বিরহিণীরদিগের মনের ব্যথা অনেক শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগুণ নির্গুণউপাসক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণে আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির গোচরপূর্ব্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্শ্বে অর্পণ ব্যতীত হইতে পারে না।

১৪ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক নবদ্বীপনিবাসির উক্ত তাহার উত্তর বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রচনাপূর্ব্বক নানাবিধ ভৎর্সনা করেন সে তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির বজায় ধর্ম্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্ম্মসভাসম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে। শেষাবস্থায় বিড়াল স্কন্ধে করিয়া সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহা হউক ধর্ম্মপুত্রদিগের অধর্ম্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ি দেশাধিপতিকে মর্ম্মবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটেরদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্য্যোগি ধর্ম্মপুত্র প্রতিবাদী। ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া রঙ্গে ভঙ্গে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্ম্মশালিনীর ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মের ছালা বাঁধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিম্বা তুলসীপত্রও করদ্বয় দিয়া আটক করিতে পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বিহিতানুসারে বিরহিণীর স্বীয়২ মনোরঞ্জনানুযায়ি মূলধর্ম্মশাস্ত্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত হর্ত্তাকর্ত্তা যোজনকর্ত্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রভুত্ব থাকে না। সে যাহা হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন অনুসারে প্রকাশ করেন কিম্বা পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জ্জিত হন কেননা স্ত্রীলোককে কুলটা-করণের কর্ত্তা পুরুষসকল অতএব পুরুষ উপস্ত্রী বর্জ্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবাসুরের প্রতি উপমা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাসুরের সহিত

উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্যাঃস্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং দেবপক্ষে। ভেজে গৌতমসুন্দরীং সুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ইত্যাদি এমত আর২ অনেক২ দেবী ও দেবতার গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সে কি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল অনূঢ়া প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি যে বিধি বিধি নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা প্রবিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া দুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত তেমনি নিগূঢ়ধর্ম্মের অবস্থা করিয়াছেন।

পরন্তু রাজ্যাধিপতিকে অধার্ম্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভর্ৎসনাকরণে কি তাৎপর্য্য। রাজ্যাধিপতি তোমাবদিগের সাধারণ ধর্ম্ম ধার্য্য করিয়া সুবিচার্য্যমতে আজ্ঞা করেন যেহেতুক বাঙ্গলা ধর্ম্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি লইয়া জবন ভূপতির হজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে। তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত করান্। যেহেতুক আপনারা ধর্ম্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয় তজ্জন্যই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক বাদানুবাদে বিরহযন্ত্রণা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমরা অকূলে পড়িয়া আকুলা হইয়া পুনঃ২ প্রণতিপূর্ব্বক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখ হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাসিতে হয় না বিশেষতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কাসাং শান্তিপুরনিবাস্যনেক বিরহিণীনাং।

(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪)

আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে দুঃখজনক ঐ ব্যবহার আমারদিগের মতে নিতান্ত অন্যায়। ঐ ঘৃণিত ব্যবহার এই যে হিন্দু স্ত্রীলোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপর্য্যন্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত তাঁহারদিগের মনকে দাস্যাবস্থায় রাখে ঐ অবস্থা হইতে একণে উদ্ধার হইবার চেষ্টা আমরা পাইতেছি কিন্তু স্ত্রীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে উঁহারা কদাচ ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ করি এই দাসত্ব শৃঙ্খল ত্বরায় ত্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে বিদ্যা আমারদিগের মধ্যে রোপণ হইয়াছে তাহা অনর্থক হয় নাই বরং যে সুফলের আশা

করা গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। ঐ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে মানিতে হইতেছে কিন্তু এ ব্যবহার অতি কদর্য্য। জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া এমত কখন মনে করেন নাই যে একজন অন্য জনের দাস হইবে কিম্বা এক জন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়ালু তাঁহার এমত ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে। স্ত্রীলোকেরদের সুখের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকেরদিগকে অবশ্য মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান কিন্তু আমারদিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারদের অবস্থা এপ্রকার নীচ করাতে তাঁহারা যে মনুষ্য নহেন এমত প্রকাশ পাইতেছে না বরং আমারদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাঁহারদিগের মনুষ্য বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে যদ্যপি কেহ ইহা কহেন যে স্ত্রীলোকেরদিগের পৃথিবীস্থ লোকেরদের সঙ্গে আলাপ কুশল না থাকিলে তাঁহারদের অত্যল্প কুমর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা হয় কিন্তু আমরা এই কথায় বিশ্বাস করি না স্ত্রীলোকেরা কিছু মাত্র উপদেশ না পাওয়াতে এবং ঠিক মতামত বিষয় ও যথার্থ অযথার্থ বোধ শিক্ষা না পাইলে তাঁহারদিগের মন সৎপথে থাকিবে এমত আমরা বোধ করি না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা যাইতেছে পূর্ব্বে আমরা যেমত কহিলাম ইহারও ভিন্নতা কখন২ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যাবশ্যক কারণ ইহা করিলে আমরা হটাৎ স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম্ম করিতে পারি না। ইহা জগতের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে মূর্খতা প্রকাশ হয়। আমারদিগের ভাল মন্দ উভয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য কোন পথে চলা আমারদিগের আবশ্যক তাহা উপদেশ দ্বারা জানা যায় এবং নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ করি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে যথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা কি থাকে না যদ্যপি এমত হয় তবে আমারদিগের সকল বিদ্যা মন্দ বোধ করিয়া পশুদের ন্যায় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া থাকে উচিত কারণ আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞান পরিত্যাগ করি যাহাতেই কেবল আমরা প্রধানরূপে গণ্য হই। কিন্তু যদ্যপি আমরা অনুমান করি যে বিদ্যাদ্বারা মনের দৃঢ়তা ও মতের বিচক্ষণতা এবং ন্যায় অন্যায়ের যথার্থ বোধ জন্মে তদ্দ্বারা আমারদিগের সুখ্যাতি ও অখ্যাতি হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া আমরা স্ত্রীলোকেরদিগকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমরা দোষী আছি। কয়েকজন স্ত্রীলোক আমারদিগের ইতিহাসের মধ্যে আছে যাহারা বিদ্যা দ্বারা দাসত্বাবস্থাহইতে মুক্ত হইয়াছিল। যত স্ত্রীলোক আছে তাহার মধ্যে অত্যল্প এরূপ হইয়াছে এপ্রকার বিদ্যা

পাইয়া কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকেরা নীচ সমভিব্যাহারে থাকিয়া অত্যন্ত কুমতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্ব্বদা অতি হীনের সহিত হইয়া থাকে আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যাদ্বারা কখন মন্দ ফল জন্মে না ও ইহাতে কদাচ পরস্পরের বিচ্ছেদ করে না যদ্যপি হয় তবে স্ত্রীলোকেরদিগেরও যে দেশে এরূপ ব্যবহার তাহারও পক্ষে লজ্জাকর হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—৩৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহার্থ এক সভা করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান সুখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন না কিন্তু স্ত্রীলোকেরদের বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা স্ত্রীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশাহইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির করিতেছেন কিন্তু তাহারা ঐ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহা আমি জানি না আমি বোধ করি তাঁহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাহা আরম্ভেতেই ভঙ্গ হইয়াছে।

আমি স্বয়ংও এবিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়া স্মরণ হইল যে বোম্বের কমিস্যনর সাহেবেরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে ঐ সকল মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহারা পূর্ব্বে এই স্ত্রীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাঁহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সংপূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনা পূর্ব্বক এবিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা কুরিয়র ইঙ্গলিসমেন রিফর্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েরা ইহাঁরাও হিন্দু বিধবারদিগের এই দুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি করিতেছি।

আপন২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ না দেওয়া অন্যায় বিচার জানিতে পারিবেন আমি জানি চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্ত্রেরও প্রমাণ দিবেন কিন্তু ঐ আপত্তি সকল আমারদিগের ন্যায্য বিচারে থাকিতে পারিবে না

স্ত্রীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে কিন্তু ঐ নিষেধের তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারদের প্রথম স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহান্তর করিতে পারিবেক না স্ত্রীলোকেরদিগকে এমত সুখজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাবধি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে বঞ্চিত করা উচিত নহে অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করুন এবং চন্দ্রিকাসম্পাদক যে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি অগ্রসর হইব। জ্ঞানান্বেষণপাঠকস্য।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

...দেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার অতিপ্রাচুর্য্য হইয়া থাকে পরে ক্রমে লোপ হইয়া যায় তাহার প্রমাণ যখন প্রথম বারোএয়ারি পূজার প্রথা হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্জ কি বাজার ছিল না যে বারোএয়ারির ঢোলের গোল ঢাকের ঝাঁক পাঠার ডাক গোঁয়ারের হাঁক না হইয়াছিল তাহাতে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। এইক্ষণে ক্রমে তাহার ন্যূনতা হইয়া প্রধান২ অল্প স্থানেমাত্র আছে। এবং কিছু দিন গত হইল নামসংকীর্ত্তনের বায়ু কেমন এতদ্দেশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। মাঘ ও বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে কি শহরে কি গণ্ডগ্রামে প্রতিপল্লীতে হিরাবলী ও নামাবলী অগ্রে খুন্তী নিশান সঙ্গে গদগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল কাহারো কেবল করতাল গলে লম্বিত তুলসীমাল পঙ্গপালবৎ এক২ দল বাহির হইয়া প্রাতঃকালাবধি দেড়প্রহরপর্য্যন্ত নানা রাস্তা ও নানা গলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন ছলে পরিণাম কর্ত্তন করিয়া ফিরিত কিন্তু এখন সে নাম কীর্ত্তনের নামমাত্র আছে। এবং কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুল্য পূর্ব্বে ছিল এইক্ষণে তাহার অতিঅল্পতা হইয়াছে এবং ঝকমারি ও গুখুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যাদি ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যমান ছিল কিন্তু এইক্ষণে শহরের কোন্ কোণে আছে তাহার অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায় না ইত্যাদি অনেক২ বিষয় প্রথমতঃ কতক দিন প্রাচুর্য্যরূপে চলে শেষে কালের গ্রাসে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়।...ধর্ম্মদত্তস্য।

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—যাহারা অনেক দোষ করিয়া গোপনে রাখিতে চেষ্টা পায় অথচ তাহারদের অপেক্ষাকৃত অপরের অতিলঘু দোষ ব্যক্ত করিয়া ঠাট্টা করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চন্দ্রিকাসম্পাদক লিবরালেরদের প্রতি নিত্য বকাবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্ম্মসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে যে হিন্দু

বাবুরা হিন্দুশাস্ত্রের বিধ্যুল্লঙ্ঘন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহার্য্য না করেন হইতে পারে যে তাঁহারা সতীধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন ঐ ধনের দ্বারা তাঁহার চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে অতএব ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়েরা দুর্গোৎসবাদিতে মদ্য মাংসাদ্যাহরণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধ করেন তাহা হিন্দুর বিধ্যনুসারে কি না। গোমাংসের নামশ্রবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিত্ত তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন্ চপ ও বৎস মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরিইত্যাদি নানা প্রকার মদিরা আনয়ন করেন। অতএব হে প্রিয়ে চন্দ্রিকে আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে এমত কোন ব্যক্তি কি ধর্ম্মসভান্তঃপাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি কহুন গত দুর্গোৎসবসময়ে কাহার বাটীতে ইউরোপীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতি-সুস্বাদু মাংসসকল কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরহুপর সাহেবেরদের স্থানে ভূরি২ খাদ্য সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় লোকেরদের রুচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল। হরিবোল২ অতিধার্ম্মিক শিষ্টবিশিষ্ট ব্যক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে।

প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক ঐ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু কহেন না ইহাতে তাঁহার অপরাধ নাই যেহেতুক তৎসম্পর্কেরা পাথুরিয়া ঘাটাতে স্ব২ বাটীতে তদ্রূপ ভোজ নাচ করাইতেন তাহা অদ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ স্মরণ আছে অনুমান হয় যে তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মৌনাবলম্বী আছেন।

(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

প্রভাকর সম্পাদককর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।—··· শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি হিন্দুইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুয্য পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণহস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এপর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্ছা পত্র বন্দঃবা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই এ হায়াহীন ড্রজো ভায়ার কর্ম্ম কেননা ড্রজো ভায়া ইষ্টিণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইন্দুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা আহিরাবণ কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে: ভায়া সামাল২ তোমার

জাঁকজমকরূপ ফুর্ত্তি টুপি কেড়েনিয়ে ফুর্ত্তি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।…

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ১৮ ফাল্গুন ১২৪১)

…চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধর্ম্মিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। যদিও কএক মাস অন্যান্য কএকটা সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা সতীদ্বেষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎপ্রমাণ' কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল তাঁহারা কএক জন সতীদ্বেষী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ ঐক্য করাতে শ্রীশ্রীযুত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ। যদি হিন্দুদিগের আর কাগজ থাকিত অথবা ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন তবে শ্রীশ্রীযুত কি বিলাতবাসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকেরা যদি পক্ষপাতরহিত এমত অভিমান করেন তাহা করিতে পারেন না কেন না শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসমেন কাগজের প্রোপ্রাইটর হইয়াছেন এবং হিরাল্ডনামক কাগজ সর্জনকর্ত্তা তিনি এইক্ষণে তাহা বাঙ্গাল হরকরার মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইণ্ডিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন আমরা এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি ঐ কাগজ নির্ব্বাহকেরা অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় যে ঠাকুর পক্ষে আছেন তাঁহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণে ঐ নমক ব্যাপারিরা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমাচারের কাগজের কথা কিছু কহিবেন না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকাব্যতীত এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই।—চন্দ্রিকা।

(১ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৭ শ্রাবণ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে অনেকানেক আন্দোলনান্তেও কোন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল না। যেহেতুক তদ্বিষয়ে সমুদয় প্রধান হিন্দু মহাশয়দিগের সম্মতির ঐক্যাভাব। আমি এইক্ষণে এতদ্দেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রপ্রকাশক মহাশয়েরা সদ্বিবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের সম্ভ্রম সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়। যেহেতুক পুরাণ কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কদর্য্য নব্য ব্যবহার কেন গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়রা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যনুসারে নানাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিতা করিবার প্রযত্ন রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহুমূল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি সূক্ষ্ম সাটী হদ্দ পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সুশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর যদ্যপিও হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকাসম্পাদককৃত দূতীবিলাসে অনঙ্গমঞ্জরীর উত্তম বেশবর্ণনে। সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি বসনের সুদৃশ্যতা হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ সকলই বহুমূল্যের বস্ত্র স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়া দেউন ও শাটীবস্ত্রের ব্যবহার একদাই পরিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ যে ব্যক্তি যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন। এবং পূজা রন্ধন ভোজনকালীন সাটী পরিধান হিন্দু স্ত্রীগণের আবশ্যক বটে তাহা পরুন। তদ্রূপ হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্ভ্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহারা স্বং কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করাইলে কদাচ দুষ্য হইতে পারে না। বরং সুদৃশ্যা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পারে। যদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার সম্ভাবনা। উত্তর তাহার এক সদুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রূপই ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। তদ্বিস্তার এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আমার লিখনের বড় আবশ্যক নাই অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞধনি মানি রাজা বাবু মহাশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগের আবশ্যক। অপর কোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি। কস্যচিৎ বিদেশিনঃ।

১৮৫১ সনের ১৬ই জুন (৩ আষাঢ় ১২৫৮) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :--

"আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমারদিগের পত্রপ্রেরকেরা নানা প্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহা পরিত্যাগ করণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অদ্যাপিও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণা বোধ করেন নাই, সে বিষয় এই যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারে সবস্ত্র বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, যে বস্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় সে বস্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন না, হিন্দুদিগের মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সরু বস্ত্র পরেন না, কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরস্ত্রীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন তাঁহারদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষতঃ স্নান করিয়া উঠিলে শরীরের সর্ব্বাঙ্গের সূক্ষ্ম রোম পর্য্যন্ত অন্য লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্যবর মহাশয়গণ আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্ব্বাপর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজা তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার অধিকারে কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ড যোগ্য হইবেন, এবং অন্য দেশীয় মান্য লোকেরা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়া নিকট গেলে তাঁহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন না, শ্রীযুতের পত্তনীদার কোন জমীদার সরু ধুতি চাদর পরিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর তাহার নমস্কারী অর্থাৎ নজর গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ হিন্দুস্থানীয় বাদশাহদিগের ব্যবহারানুরূপ পরিচ্ছদ পরেন, মধ্যাহ্নে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন, ফলে বর্দ্ধমানাধীশ্বর ঐ ঘৃণিত ব্যবহার রহিত করণের আদি পুরুষ হইলেন অতএব আমরা তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিলাম, এবং এই সময়ে স্মরণ হইল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন, তাঁহার পরিধেয় ধুতি চাদর দেখিয়াছি, তিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন না, অতএব এতদ্দেশীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরদিগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ঘৃণাস্পদ হইয়াছে, ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

বর্দ্ধমানাধিপতি আর এক সুঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ বা আত্মীয়ান্তরঙ্গাদি কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না, মিথ্যা কথা কহিলে দণ্ড করিবেন ইহাতে আমরা শ্রীযুতকে শতং ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করুন শ্রীমন্মহারাজের এই উদ্যোগে পৃথিবীময় সত্য স্থাপন হউক।—ভাস্কর, ১ আষাঢ়।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯)

সামাজিকতার নূতন দল।—আমরা অবগত হইলাম শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সামাজিকতা ব্যবহারের এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রভৃতি সজাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ স্বজন সজ্জনসহিত নবশাক মিশ্রিত ভদ্রসমূহ একত্র ঐক্য হইয়া এক দল করিবাতে ঐক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাকে দলপতিত্ব মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন ফলতঃ তাঁহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর

অনভিমতে সামাজিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ যেমন দলের প্রথা আছে। এই নূতন দলহওয়াতে আমরা মহাহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে বহুলোকের বাস হইয়াছে দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম সর্ব্বদা হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্যক হয় পূর্ব্বে এই নগরমধ্যে দুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক দল আর বৈকুণ্ঠবাসি বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয়ের এক দল এই দুই দলে প্রায় তাবৎ লোক বদ্ধ ছিলেন তৎপরে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ হইতেছে। কিন্তু যত দল হইতেছে ঐ দলের শাখা প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতুক এক্ষণকার দলপতি মহাশয়েরা উক্ত দলদ্বয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা কোন দলপতি অস্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্তু যিনি যখন কোন দলহইতে নিঃসৃত হইয়া স্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ দলপতির মতের সহিত অনৈক্য হইলেই প্রায় সকলেই পৃথক্ হন নির্ধন ব্যক্তি অন্য দলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ধনবান্ স্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে তৎপ্রমাণ দেখ উক্ত বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজর দলহইতে পৃথক্ হইয়া নূতন দল করিলেন কিন্তু আশুতোষ বাবুরদিগের ব্যবহারে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতুক প্রায় নূতন দলপতিরা তাঁহারদিগের পূর্ব্বের দলপতির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইঁহার দত্ত বাবুর সহিত অনাত্মীয়তা বা অসুজনতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই ...।

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কেননা বহুলোক বহু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আঁটাআঁটি থাকিতে পারে তাহা হইলে লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্ম্মবিষয়ে সকল দল ঐক্য আছে এক দলপতি এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধর্ম্মসভার এই নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বহু দল হইলে কেহই অসন্তুষ্ট নহেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি যিনি যখন নূতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্ম্মসভার রীত্যনুসারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়া সুখে উচ্চ মর্য্যাদান্বিত হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন।—চন্দ্রিকা

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—ধর্ম্মসভাদলস্থ কস্যচিজ্জনস্য নিবেদনং। কলিকাতা মহানগরীতে কতকগুলি ভদ্রলোকে ধর্ম্মসভা ও ব্রহ্মসভা সংস্থাপন করিয়া দলাদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি মহাশয়দিগের প্রিয় এবং অনুগ্রাহ্য এ্কৈক জন অধ্যক্ষ আছেন। ইহারা দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দৈবাৎ কোন সংসর্গ করিলে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষকে এবং দলপতি মহাশয়দিগকে কহিয়া তাঁহারদিগের শাসন করেন কিম্বা রহিত করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়রা আপনারা যে কর্ম্ম করেন তাহাতে কোন

দোষ নাই তাহার সাক্ষ্য বাগবাজার সাকিমের শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ। বাচস্পতি পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে আগোরপাড়া সাকিমের শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন এই দুই জন শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ ইহারদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া সভা করেন এবং শ্রীযুত শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ শ্রীযুত নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযুত কালাচাঁদ বাবুর দলস্থ শ্রীযুত শ্যাম তর্কভূষণ ইহাদের নিমন্ত্রণ করেন। শ্যাম তর্কভূষণ বাচস্পতির বাটী গিয়াছেন এ কথা শুনিয়া শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ লোকের সহিত সভা করিয়াছেন বলিয়া নিজদলে তর্কভূষণকে রহিত করেন। আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রের প্রিয়পাত্র এনিমিত্তে এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ ও শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলাধ্যক্ষ শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইহারা দুই জনে অধ্যক্ষতা করিয়া সকল দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সভা করিয়াছেন এবং হাটখোলার শ্রীযুত গোকুল গাঙ্গুলি মহাভারত করেন তাহার ব্রতী শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ রামধন তর্কবাগীশ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে ঐ দলস্থ শ্রীযুত রাম তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহাঁরদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া সভা করেন তাঁহারদের বিদায় করিয়া এবং সিংহের দলস্থ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিদায়ের পর শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি শ্রবণাহৃত হইয়া বিদায় হন। ইহাতে তাঁহারদের কোন দোষ নাই। কারণ তাঁহারা দলাধ্যক্ষ এবং হাতিবাগানের শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার ছাত্রাভিমানী নীলকমল ন্যায়ালঙ্কার ইহাঁরা ব্রতী থাকিয়া সকল দলের বিদায় করাইয়া পশ্চাৎ বিদায় হন তাহাতে তাঁহারদের দোষ নাই। কারণ শ্রীযুত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেবের গুরুপুত্রের অধ্যাপক। কিন্তু এই ভারতে শ্রীযুত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি কতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতির আগমন শুনিয়া বিদায় হন নাই। সম্প্রতি ৺রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের শ্রাদ্ধে কালীনাথ মুনসীর দলস্থ নৈহাটী সাকিমের শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণকে শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়া সভাস্থ করেন এবং শ্রীযুত শম্ভু বাচস্পতি শ্রীযুত রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে ঐ বিদ্যাভূষণকে নিমন্ত্রণপত্র দেন ইহাতেও তাঁহারদের দোষ নাই। দর্পণকার মহাশয় অতিশয় দয়ালু এবং সর্ব্বজন হিতৈষী একারণ লিখিতেছি দর্পণে কএকটী পঙ্‌ক্তি অর্পণ করিয়া যদি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের গোচর করেন তবে তাবৎ দলপতিরদের গোচর হইতে পারে। চন্দ্রিকাকার মহাশয় চন্দ্রিকাতে ইহা দিবেন না তাহার কারণ তিনি সতীদ্বেষির সংস্রব করিবেন না এই নিয়ম আছে। কেবল বাচস্পতির খাতিরে ও বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রের খাতিরে শ্রীযুত কালীনাথ মুনসীর দলস্থ লোক লইয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—গত ২৬ আষাঢ় শনিবাসরীয় দর্পণে কস্যচিৎ দ ব ইতি স্বাক্ষরিত দল সংক্রান্ত এক পত্র উদিত হয়। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই মতিলাল বাবুর দলভূক্ত কতকগুলিন কায়স্থ দত্তদিগের আপত্তি করায় দোষী হইয়া রাজকর্ত্তৃক স্থগিত হন ইত্যাদি নানা ছলে কৌশলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ লিখিয়া পত্র আলোক করেন তাহার উত্তর এক বর্ণ আমরা দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্শী স্বল্প ভাগের কিঞ্চিদুত্তর ১ শ্রাবণে প্রদান করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির জ্ঞাত নহে এ বিষয়ে গত ১৫ শ্রাবণের দর্পণে আরবার দ ব কত গুলিন কটূক্তি লিখিয়াছেন এনিমিত্ত তাহার সদুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম ভৃত্যতুল্য যে কৈবর্ত্ত দত্ত তাহারদিগের প্রভূত্ব আর সহ্য হয় না।

সম্পাদক মহাশয় আমরা যাটি ঘর কায়স্থ মলঙ্গাগ্রামে বহুকালপর্য্যন্ত বাস করিতেছি আমারদিগের পল্লিমধ্যে ৺তিলকরাম পাকড়াশি ৺হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺কালীচরণ হালদার এই তিন জন দলপতি ছিলেন আমরাও ঐ তিন দলভূক্ত ছিলাম এইক্ষণেও কিয়দংশ ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ভূক্ত আছি। হালদার ও পাকড়াশির বংশ ধ্বংশ হলে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল যে দল করেন তন্মধ্যেও আমরা অনেকেই প্রবিষ্ট হইয়াছি। মলঙ্গা ডিঙ্গাভাঙ্গা জানবাজার বহুবাজার নেবুতলা শাঁখারি টোলার মধ্যে কায়স্থ দলপতি নাই আমরা ব্রাহ্মণের ভৃত্য চিরকাল ব্রাহ্মণের দলভূক্ত আছি। কায়স্থ দলপতি আমারদিগের পূর্ব্বে স্বীকার ছিল না। সংপ্রতি রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে সংকালীন সমুদায় দল ঐক্য হয় তৎকালীন আমরাও আমারদিগের স্ব২ দলপতির দলসহ রাজবাটীতে সভাস্থ হইয়াছিলাম এবং জলপানের দিবসে অক্রূর সারেঙ্গের সন্তানদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিয়াছি এই অপরাধে যদ্যপি লেখক আমারদিগের দোষী করিয়া থাকেন এমত হয় তবে রাধাকান্ত দেব ও কালাচাঁদ দত্ত এই দুই গোষ্ঠীপতিও দোষী হইয়াছেন। উচিত চরণ ভায়ার ইহারদিগের সমন্বয় করিয়া জাতি লিউন। আমারদিগের দোষে তাঁহারদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়াছে ধর্ম্ম সভাসম্পাদক মহাশয় পক্ষপাতশূন্য হইয়া ভায়াকে ব্যবস্থা দেউন তাঁহার পিতৃ লোককে ত্রাণ করুন আমারদিগের জাতি কুলের দায়ে ভূশূরপোকে দায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না।

লেখক যে দোষী অপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন একথা আমরা স্বীকার করিলাম যেহেতুক কএক ঘর কৈবর্ত্ত আপাতত নগরে আসিয়া কায়স্থ হওয়াতে সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্পর্শ দোষ স্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত নিম্ন ভাগে লিখিতেছি দলপতি মহাশয়েরা জাতি নির্ণয় করিয়া লইবেন।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি সোনা টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক ব্যক্তি

কৈবর্ত্ত ছিল তাহার পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ দুলাল সর্দ্দার ধুনাকিস্থির দোকানদার। মধ্যম সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত মাড় চতু। কন্দর্পদাস পঞ্চম কৃত্তিরাম খুস্কি। এই পঞ্চজনের অংশ বংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি দলপতি মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তৃতীয়। কান্তমাড় এই বংশে ৺প্রাণকৃষ্ণ মাড় ও ৺রাজচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ দাসপ্রভৃতি অতিধনবান ব্যক্তি সকল জন্মিয়াছেন ইহারা অতিধার্ম্মিক ও পুন্যশীল যেহেতু আপন জাতি কুল ত্যাগ করেন নাই মনে করিলে অনায়াসে চরণ বাবুর অপেক্ষা ভাল গোষ্ঠীপতি হইতে পারিতেন।

চতুর্থ। কন্দর্পদাস ইহার সন্তানেরা না কায়স্থ না কৈবর্ত্ত যথা ত্রিশঙ্কু রাজার স্বর্গ অর্থাৎ না স্বর্গ না ভূমি।

মধ্যম সদাশিব তৌলদার ইহার সন্তানেরা কায়স্থ হইয়াছিল এইক্ষণে হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু অর্থাৎ তাহারা মথুরানাথী হইয়াছে তদ্বিশেষ ১২৪০ সালের ১৮ বৈশাখের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে রামতনু তর্ককে লইয়া গাঙ্গুলি কৈবর্ত্তের যে দল বিচ্ছেদ সে ঐ পর্ব্বে জানিবেন।

পঞ্চম। কৃত্তিরাম খুস্কি ইহার সন্তান ঘোষ উপাধি ধারণপূর্ব্বক কুলীন হইতে চাহিয়াছিলেন সে অতি দুরূহ পরাহত কারণ কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গন্থে গথিত আছে সুতরাং সে আশা ত্যাগ করিয়া গোয়ালা হইয়া রহিলেন।

জ্যেষ্ঠ দুলাল সর্দ্দারের পুত্রকে অখল অথচ অক্রুর অতিধার্ম্মিক দেখিয়া রামকৃষ্ণ হাজরা আপন নিকটে চাকর রাখিয়াছিলেন এবং পৈতৃক ধুনাকিস্থির দোকান ছিল। কএক বৎসর পরে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলে আপন শ্রেণি পশ্চিম কুলের সদ্গোপের সমাজে ঐ ব্যক্তিকে হাজরা বাবুরা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাজরা বাবুরা অবসন্ন হইলে কালীচরণ হালদারের দলভুক্ত হন কিন্তু আমরা উহারদিগের বাটীতে কখন পদার্পণ করি নাই কেবল বাসাড়িয়া কাশাযোড়ার ব্রাহ্মণেরা যাইতেন। বংশ দোষপ্রযুক্ত আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে পর হালদার মহাশয় উক্ত ব্যক্তিকে দলহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। নিরুপায় দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ লইয়া দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থ কি কৈবর্ত্ত কি সদ্গোপ তাহার জাতি নির্দ্দিষ্ট কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সন ১২১৬ সালের ৩০ কার্ত্তিকে ঐ বৃদ্ধ দলিতাঞ্জন কালীয় কলুষ সারেঙ্গের মৃত্যু হয় ঐ প্রেত শ্রাদ্ধে টাণ্ডেল বাবুরা রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরকে সমন্বয়ের কারণ ছয় হাজার টাকা ঘুস দিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গণ্ডুষও করেন নাই ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। ধর্ম্মসভার বৈঠকে এই কথা উত্থাপন হইলে রাজাকে কহিতে হইবেক তাঁহার পিতার আমলে এটাকা জমা হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিনে ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তির তহবিল হইতে হাওলাৎ লইয়া বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও বাবু

রামচন্দ্র দত্ত এই দুই জনে একত্র ঐ সময়য়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাজার নিকট দাখিল করিয়াছেন রাজার ভাগিনেয় বাবু নরনারায়ণ মিত্র ঐ টাকা বুঝিয়া লন চরণ ভায়া একথা অন্যথা করিতে পারিবেন না। যেহেতু ভায়া ঐ সারেঙ্গের পুত্র ও পুত্রবধূদিগের টর্ণি হইয়াছেন সর্ব্বদা সদর মফঃসলের কাম আঞ্জাম করিতেছেন দ্বিতীয় মফঃসল তালুকের কাম যাই দেখিতেছেন অতএব দপ্তর খুলে দেখিলে সময়য়ের খরচ দেখিতে পাইবেন। এইক্ষণে ভায়াকে জিজ্ঞাসা করি আমরা তাঁহার ক্ষতিকারক নহি কি অপরাধে প্রায় দুই শত ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থকে এক ঘরে করে রাখিলেন অতএব বুদ্ধিমান ভায়াকে আর কি কহিব তিনি হরবাবুর বড় ভাই ইতি।

শ্রীপ্রেমচাঁদ ঘোষ শ্রীরামগোপাল ঘোষ শ্রীরামরত্ন বসু শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র। সর্ব্ব সাং মলঙ্গা।

(১১ নবেম্বর ১৮৩৭। ২৭ কার্ত্তিক ১২৪৪)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেটের সরহদ্দের মধ্যে খড়দহ গ্রামে হিন্দুবর্দিগের রাসযাত্রার সময়ে প্রতিবৎসর যে অন্যায় কর্ম্মসকল হয় তদ্বিষয়ক মল্লিখিত কএক পংক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বিনয়াবলম্বে যাঁহারা তাঁহারা এই রাসযাত্রাকে অতিশয় মানেন এবং যাঁহারা এই রাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাঁহারা যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহরহইতে সেই স্থলে রাস দর্শন করিতে যান। খড়দহ শ্যামসুন্দর বিগ্রহের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান তজ্জন্য কলিকাতাস্থ মান্য ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য দেশীয় ইতর লোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের রাসলীলা দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়া থাকেন। এবং দোকানদারেরা এই সময় লাভকরণার্থ নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়া যান যে কএক দিবস রাস হয় সেই কএক দিন এই স্থলে অনেক আহ্লাদ আমোদের বিষয় দৃষ্ট হয় পোলীসের আমলারা যাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল গোস্বামী ইঁহারা সকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান তজ্জন্য প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগের খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্ম্মকারিরা মহোৎসবের কএক দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত জুয়াখেলা করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল লোকের ঐ খেলায় এলাকা আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় যথার্থ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটীনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রাসবাটীতে এতদ্রূপ তামসিক ক্রীড়া মহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎপর্য্য এই যে বিচারপতিরা

এই সকল কুকর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ লিখিলে আরো ভাল হইতে পারে। গ্রামবাসিনঃ। চিৎপুরের রাস্তার কোন স্থানে।

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল।

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

খড়দহের জুয়াখেলা।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে গত রাসযাত্রা সময়ে জুয়াখেলা নিবারণার্থে চব্বিশ পরগনার শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানে এতদ্দেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ আমারদিগকে কহিয়াছেন যে ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া পোলীস আমলারদিগকে তদ্বিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে ও মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঢেঁড়রার দ্বারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ট্রেট সাহেব জুয়াখেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞা যে উল্লঙ্ঘন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে। পরে সরকারী আমলারা বরকন্দাজ লইয়া রাস্তার ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং ঐ হুকুমক্রমে যে গোস্বামিরা সামান্যতঃ ঐ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিৎ২ অংশ পাইয়া থাকেন তাহারাও তাহা বারণার্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন। যে চীনীয়েরা দলে২ ঐ স্থানে রীতিমত মেজ সমেত আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইয়া কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের বাক্স বন্ধ করিয়া রিক্ত হস্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি শুনা গেল যে বাটীর মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেলা হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত মাজিস্ট্রেট সাহেব এই কুকর্ম্মের সমূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বৎসরে আরো কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিষয় তাঁহাকে স্মরণার্থ আমরাও কিছু মাত্র ত্রুটি করিব না।

যদ্যপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উৎসবসময়ে দেশীয় নানা দিক্‌হইতে মহাজনতা উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুয়াখেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। ঐ মহাপাপ স্থানে প্রতি বৎসরে লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ্য একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। ঐ বার্ষিক উৎসবে এইপর্য্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ঐ উৎসব অতিপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরস্থ রাস দর্শনার্থ ইহার পূর্ব্বে কলিকাতারাজধানীহইতে বহুতর লোক আসিত কিন্তু যদবধি ৺ প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়া উঠাইয়া দিলেন তদবধিই এই রাসের জাঁক ভাঙ্গিয়াছে।

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—এই কয়েক পংক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্পণে স্থানে দিয়া আমারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রকাশ করুন।

সম্পাদক মহাশয় প্রতি বৎসরে খড়দহ গ্রামে শ্রীযুত মহাবংশ্য গোস্বামিদিগের ৺শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর ঠাকুরের রাস যাত্রা মহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাবধি তিন দিন ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি চতুর্দ্দিক ন্যূনাধিক ২০ ক্রোশ হইতে নানা স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ সাধারণ বহুতর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অতএব ঐ মহোৎসব এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে একপ্রকার আনন্দজনক বটে কিন্তু মহা খেদের বিষয় এই তাহাতে যে দুইটা মহানিষ্ট ব্যাপার অর্থাৎ অনেক লোকের ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হয় যেহেতুক ঐ মহোৎসবের জুয়াবের প্রধানাঙ্গই হড়গেরা। তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র সন্তানের সর্ব্বনাশ হইয়া যায় ইতোর লোকের বিষয় বক্তব্য নহে। প্রাণ হানির বিষয় ঐ উৎসবের সময়ে এবং তাহা সমাপনের পরদিবসে গোষ্ঠ বিহার যাত্রা দর্শনার্থ এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিশেষতঃ অধিকাংশই স্ত্রীলোক এক২ খান পারাপারের পানসিতে সমাবেশের অধিক দ্বিগুণ ত্রিগুণ নাবিকেরা লইয়া পার করে। তাহাতে প্রতিবৎসরেই দুই তিন খান পানসি মগ্ন হইয়া অনেকের প্রাণ হানি হয়। অতএব ইহার অধিক অনিষ্ট আর কি আছে পরন্তু এই মহানিষ্টের মধ্যে ধন ক্ষয়ের বিষয় শ্রীযুত সম্বাদ পত্র সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশয়েরদিগের সম্বাদ পত্রে বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারদের দৃক্‌পাত হইয়া এই বৎসরে প্রায় রহিত হইয়াছে। প্রাণহানির বিষয়ও আপনারদের সম্বাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে নিবৃত্ত হইবে এমত দৃঢ় তর ভরসা আছে। যেহেতুক আপনারা যখন যে বিষয় ধরেন তাহা তখনই হউক বা কিছু বিলম্বে হউক লিখিতে২ প্রায় শেষ করিয়াই থাকেন। অতএব আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক অগ্রে মহাশয়েরদিগকে পশ্চাৎ বিচারকর্ত্তাকে আমারদের মহোপকারের প্রতিদানস্বরূপ অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া শ্রীশ্রী৺ সন্নিধানে নিয়ত প্রার্থনা করি যে আপনারা চিরজীবী হইয়া এই সকল কুব্যবহার নিবারণে যত্ন করত শ্রীশ্রী৺ অনুগ্রহ পাত্র হউন। কেষাঞ্চিৎ জুয়ারি পুত্রাপহৃত সার্ব্বস্বনাং।

আমোদ-প্রমোদ

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮)

এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার।—কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

হিন্দু নাট্যশালা।—হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গত বুধবারে নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনার্থসমাজসংস্থাপক এক মহাশয়কর্ত্তৃক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল।

তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্ত্তৃক সংস্কৃত উত্তররামচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত স্থূলাংশ যাত্রানুষ্ঠায়ি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্যান্য বাক্যও তৎসময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। নিদৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এডওয়ার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্য বিবি ও সাহেবেরা ছিলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইলেন। আরো হরকরা পত্রে লেখে অবগত হওয়া গেল যে ইহা হইতেও এক বৃহন্নাট্যশালা প্রস্তুত হইবে। এবং এতৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থ যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—...গত ১৫ পৌষ বুধবার [২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১] রজনী যোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটর একুট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার অনেক আত্মীয় ঐ রামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবগত হইলাম...রামলীলা নাটকের মত যাহা২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা অভ্যাস করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ সীতা ইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে লিখিব।...এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থসকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনিলোকের সন্তান ইঁহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না.

সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।

ইহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন সাঙআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যেং সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।...২৫ পৌষ। কস্যচিৎ পাঠকস্য।

(১৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অস্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনবিষয়ক বার্ত্তা শ্রবণে এবং যাত্রা কি পর্য্যন্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যাহ্লাদিত হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রূপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্লাঘা করিয়া মানি। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা যাদৃশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত ভাবলোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল হাস্যাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় দূরদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। যদি ইহাতে ঐ শ্রেষ্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। অল্প কালের মধ্যে বুঝি হিন্দু ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরঙ্গীর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য হইবেন। যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্নাকর সম্পাদকেরা হিন্দু হইয়া হিন্দুরদের নাট্যশালা এবং ঐচ্ছিক যাত্রাকারেরদের বিশেষতঃ ঐ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিসহজ। প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাঁহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাঁহারদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তধর্ম্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত সম্পাদকেরা নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের উন্নতিবিষয়ে শত্রুতাচরণ করিয়া তাঁহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অতএব তাঁহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগযোগ্য নহে।

অপর ঐ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা জুলের সিজর অথবা অমর সেকস্পিয়রু কোন কাব্যহইতে নীত কথাদ্বারা যাত্রারম্ভ না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক কথা লইয়া নাট্যারম্ভ করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাঁহারা জুলের

সিজর বা সেকসপিয়রের কথা লইয়া আরম্ভ করিতেন তবে ঐ অযুক্তধর্ম্মি ও স্বমতমাত্রাসক্ত সম্পাদকেরদের তিরস্কারকরণের সম্ভাবনাই ছিল না যেহেতুক তাঁহারা উক্ত কাব্যসকলের কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে ইহা শ্রবণে তাঁহারা রামযাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন সে যাহউক অস্মদ্দেশীয়কর্ত্তৃক কৃত নাট্যশালাদর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম এবং তৎসংস্থাপক মহাশয়েরদের ও ঐচ্ছিক যাত্রাকারিমহাশয়েরদের কর্ম্ম যে সফল হইবে এমত আমারদের ভরসা। কস্যচিৎ বুলবুলস্য।

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের সাহায্যে আমি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস রচনা করিয়া 'মাসিক বসুমতী' পত্রে (১৩৩৯ সালের বৈশাখ -- শ্রাবণ, ও কার্ত্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য) প্রকাশ করিয়াছি।

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। শ্রীশ্রী ৺ শিবনগরাতে শ্রীশ্রী ৺ শারদীয় পূজাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শ্রীযুত তারিণীচরণ কবিরাজের বাটীতে সর্ব্ব মনোরঞ্জনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবালবৃদ্ধ ললনা কুলবধূপ্রভৃতি তদ্দর্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্ব্বশর্ব্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাপন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে শ্রীযুত রামরতন দ্বিজবিচক্ষণ মহাশয়ের বাটীতে যাত্রাহওয়াতে দলাধিপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার বাবুর কোন বিশেষ গুণাগুণ প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে ঐ বাবুজী ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া দ্বিজপক্ষে চন্দ্রকান্ত যাত্রার উপলক্ষে যাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন। ৭ পৌষ বুধবার শ্রীযুত সুধাকরসম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ বাবুর ৫০০০ পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে সে সকলি অলীক কারণ অদ্যাবধি তদ্বিষয়ে পাঁচ পয়সাও খরচ হয় নাই অনুভব হয় যে মুদ্রা অভাবে যাত্রা শীঘ্র অযাত্রা হইবেক কেননা যে সকল নববাবুরা নব অনুরাগে নির্ভর করিয়া স্ব২ অভিলাষ পূর্ণার্থে ঐ কাব্যে কাব্য করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন বাবুজীকে কাবু করিতে না পারিয়া আপন২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন। বাবুজী এক পয়সার মা বাপ কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এইমাত্র।...কস্যচিৎ তীর্থযাত্রিণঃ।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২২ পৌষ ১২৪৫)

যেমন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে সুখ ও আমোদ জন্মিয়াছে তেমনি আমারদিগের বন্ধু উড়িয়া দিগকে অপকার করিতেছে। বহুক্ষণে কলিকাতানগরে দেখা যাইতেছে যে কতক গুলিন নৃত্যকর উড়িষ্যা মুলুকহইতে উপস্থিত হইয়া রাম লীলা নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহা যথার্থ এক নূতন বিষয় বটে এবং কোন সন্দেহ নাই যে

তাঁহারদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল লোক সাহেব বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ্ত

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

আখড়া সংগ্রামবিষয়ক।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয় আমারদিগকে লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর রামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্রা করিয়াছিলেন সে সম্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে গত ৩ মাঘ রবিবার বুল্ বুল্ লড়াই হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সে যাহা হউক গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের বাটীতে বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহনচাঁদ বসু এবং যোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সঙ্গীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন কি না যদি প্রকাশ করেন তবে জয় পরাজয় লিখিয়া দিবেন।

আমরা ঠাকুর বাবুর কৃত যাত্রার সম্বাদ যে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ এ বিষয় এদেশে নূতন হইয়াছে বুল্‌বুল্ লড়াই যানিয়া লড়াই আখড়াগান এতন্নগরে বহুকালাবধি হইতেছে অতএব তাহার বৃত্তান্তশ্রবণে কাহার তুষ্টি আছে ঐ বিষয় যে ব্যক্তি চক্ষে দেখেন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করেন তাঁহারি সুখানুভব হয়। যাহা হউক চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের অনুরোধে আখড়ার বিষয়ে আমরা যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক আপন বাটীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিত ত্রিলোকজননী পতিতপাবনী শ্রীশ্রী৺ সিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান দিনে মহাঘটা করিয়াছিলেন অর্থাৎ দশশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন শুনিলাম নিমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাকা আর রবাহূতদিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি ঐ সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ সুরসিক গায়কদিগকে আহ্বান করিবাতে তাঁহারা উভয়দলে সসজ্জ হইয়া আসিয়াছিলেন আপন২ ক্ষমতানুসারে বিবিধ যন্ত্রেণ বাদ্যকরত অপূর্ব্ব সুস্বরে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্তু ইহা প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এজন্য অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল। যাহা হউক তাহারদিগের গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিরদিগের গানের ও সুস্বরের প্রশংসা অনেকে করিয়াছেন যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের সুরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের প্রশংসাও হইয়াছে ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনচাঁদ বসু প্রথমে গলায় ঢোল বান্ধিয়া নিশান তুলিয়া রাজপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়াসাঁকোনিবাসিরা আর এক গীত অতিউচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ঢোল বান্ধিয়া বড় এক ধ্বজা তুলিয়া বড় রাস্তায়২ বেড়াইয়া

স্বস্থানেগমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা লিখিলাম।—চন্দ্রিকা।

মোহনচাঁদ বসুর আর একটি গাহনার সংবাদ ১৮৪৬ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৫২, মঙ্গলবার) তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদভাস্কর' পত্রে পাওয়া যায় :—

সরস্বতী পূজা।—গত শনিবারে কলিকাতা নগরে সরস্বতীপূজা অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছে, বিশেষতঃ তিন জন সম্ভ্রান্ত লোকের অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব, শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ ধর এই তিন প্রধান ধনির বাটীতে উত্তম রূপ আমোদ হইয়াছিল, আশুতোষ বাবুর ভবনে অর্দ্ধ আখড়াই হয়, তাহাতে দুইদল ভদ্রলোক × × × ত বাদ দ্বারা সমাগত ভদ্রগণকে সন্তোষপ্রদান করিলেন, শুনা গেল ঐ সংগ্রামে যোড়াসাঁকো নিবাসি ভদ্রদল জয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি দশ ঘণ্টাকালে ফিরোজ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কের গানারম্ভ হইয়াছিল × × তৎপরে দুইদল বিশিষ্ট × × করেন তাহাতে একদল × × প্রশংসিত পাঁচালীকর পরাণ মিত্র × × × ব্রজনাথ ধর মহাশয়ের × × স্থানেও অর্দ্ধ আখড়াই হইয়াছিল, ব্রজনাথবাবু ও তৎকনিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে সকলকে বসাইয়া পরমামোদে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, শুনিলাম ধরবাবুর বাটীর আখড়াই গানে বাবু মোহনচাঁদ বসু জয়ী হইয়াছেন।

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

শ্রীশ্রী৺ শারদীয় পূজা সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্না।…এই পূজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্য-গীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমীপর্য্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়া-ছিলেন তদ্ভিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রতিপদবধি নবমীপর্য্যন্ত নাচ হয় তথায় নেক্কীপ্রভৃতি নর্ত্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর শ্রীশ্রী৺ পূজার সময়ে মুরশিদাবাদের বাটীতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অম্বিকার্চ্চন করিয়াছেন যদ্যপিও রাজা বাহাদুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্ম্মের কোন প্রকারেই ক্রটি হয় নাই কেননা তিনি অতিধার্ম্মিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি ইত্যবধানে অপূর্ব্বরূপে প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক এবং নানা শাস্ত্রবিশারদ সুব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্রব্যাদির আতিশয্যের সীমা কি। অপর এখানকার ধর্ম্মসভামতাবলম্বি প্রায় যাবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে বিশেষতঃ বিসর্জ্জনকালে ৺ গঙ্গার উপরে নৌকা শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার তামসা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা২ অসুখী হইয়াছিলেন তাহারদিগেরও সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺

পূজার সময়ে যেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে কেননা ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিকপ্রভৃতি ইঁহারা পূজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারদিগের বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া ভার ছিল যেহেতুক ইঙ্গরেজপ্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ ন্যূন হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার পালা আট অংশ হইল তাঁহারা বহুদিবস পরে এক জন পালা পান সেই বৎসরই পূর্ব্বরীতি মত কর্ম্ম করেন তথাচ রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা ও শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ আঢ্য অনেক দিবস পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমেং উক্ত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীতে এবং যোড়াসাঁকোর সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে প্রতিবৎসর নাচ হইয়া থাকে এবৎসর সিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি যাহা হউক ইদানী এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের বাহুল্য ছিল সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর এস্থানে পূজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না হইয়া চারিপাদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থনা রাজা বাহাদুর ঝটিতি অরোগী হইয়া এই মহানগরে বাসকরত দুর্গোৎসবাদি কর্ম্ম করিয়া এপ্রদেশীয়েরদিগের আনন্দজনক হউন।··· চন্দ্রিকা।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০)

দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং ভাগ্যবন্ত বা গরীব যাঁহারা তামাসা দেখিয়া সুখবোধ করেন তাঁহারা অতিপ্রফুল্লমনে নিরীক্ষণ করিতেছেন দুর্গোৎসবের সে দিন কবে আসিবে আর স্থানেং পূজার তাবৎ প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ যাঁহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সামগ্রীসহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদির ধুমেই কএক দিবস কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাঁহারদিগের জিনিস পত্র অধিক বিক্রয় করিয়া কএক দিবস সুখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পূজাদিকে আমরা ঘৃণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্ম্মেতে স্বদেশীয় লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমরা আহ্লাদিত আছি কেননা যাঁহার যেপ্রকার মত তদনুসারে তিনি কর্ম্ম করুন তাহাতে আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরন্তু যেমতে চলাতে যখন তাঁহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমরা অবশ্য বারণের চেষ্টা করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে

এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে ব্যয় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকর্ণের সুখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্যগ্র দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত এবং নাচপ্রভৃতি অন্যান্য বিষয় যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের অংশ নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা ঐক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে সকল ভারি২ বিষয়ে তাঁহারদিগের সাহায্য করা এবং তত্ত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যক সেসকল বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া নাচপ্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি সর্ব্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না যে ঐ সকল বিষয়ে তাহারদিগের সাহায্য করিতে হয় আর ভারতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতবর্ষস্থ তাবদ্দঃখি ভিক্ষুকেরাও কি সুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা স্বীকার করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জনকের শ্রাদ্ধে এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্ত্তন করিয়া যে ধন বাঁচিবে তাহা কি২ বিষয়ে খরচ করিতে হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা তাহা না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিম্বা ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নূতন২ অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেন না ঐ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সম্ভ্রম তদ্রূপ হইবেক না জ্ঞানান্বেষণে স্থান সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ করেন ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কার্ত্তিক ১২৪৬)

বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খ্রিষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যল্প মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি আর যখন সর্ব্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরো অধিক সন্তুষ্ট হইব কারণ তাঁহাতে তাঁহারদিগের জ্ঞান ও সুনীতি এবং অন্যান্য বিদ্যার আধিক্য হইবে। আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য যাঁহারা নৃত্য

লোকেরদিগের মহোপকার হইবে। উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোপকারক যে সকল কার্য্য করিয়াছেন এখনপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমরা বোধ করি যে তাঁহারা শ্রবণ মাত্রেই সাহায্য করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ এপ্রিল ১৮৩৫। ২৩ চৈত্র ১২৪১)

ফোর্ট উলিয়ম। জুদিসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেণ্ট। ৫ মার্চ্চ ১৮৩৫।—

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন২ লোকেরা নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্ব্বসাধাবণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে।

ভিন্ন২ লোকের দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্ম্মের বিবরণ পত্র।...

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বাঞ্ছা ছিল যে যাঁহারা এতদ্রূপে সর্ব্বসাধারণের হিতজনক কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিরাজমান হন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের সন্তোষজনক কোন বিশেষ চিহ্ন প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্ছিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের জানুআরি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলায় এক রিপোর্ট প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন২ লোকেরা নিজব্যয়েতে সর্ব্বসাধারণের উপকারক যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে।

ঐ রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়া অতিসন্তোষ জন্মিল যে সকল কার্য্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কার্য্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর কার্য্য আছে যে তাহার সংখ্যা বাহুল্যক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে হিতজনক ব্যাপার হইয়াছে বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বারা আরো বৃদ্ধি হইল।

উক্ত প্রধান২ কার্য্যের সংখ্যা বিবরণ এই।

প্রথম।—৪ লৌহময় সাঁকো।

দ্বিতীয়।—৮৬ ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো।

তৃতীয়। ৭০ নানা রাস্তা এবং তন্মধ্যে কোন২ রাস্তা
১২।১৪ ক্রোশ করিয়া দীর্ঘ।

চতুর্থ।—৪১২ পুষ্করিণী।

পঞ্চম।—১১৩ চৌবাচ্চা।

ষষ্ঠ।—১০৭ ঘাট।

সপ্তম।—পথিকেরদের উপকারার্থ ১৫ সরাই এতদ্ব্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ। এবং পথিকের উপকারক ও সর্ব্বসাধারণের হিতজনক অন্যান্য নানা ব্যাপার।

যে মহানুভব মহাশয়েরা স্বদেশের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াছেন উচিত হয় যে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুকুম করিয়াছেন যে পশ্চাল্লিখিত তফসীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত এই অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম না লেখেন তবে তাঁহার ত্রুটি হইতে পারে। নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের ৺প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর।

৺প্রাপ্ত মহারাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বালা বাই।

শ্রীমতী বেগম সমরু।

৺প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়।

রাজা পটনি মল।

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

রাজা নৃসিংহ রায়।

হাকিম মেন্দীআলী খাঁ।

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজা আনন্দকিশোর সিংহ।

রাজা জয়প্রকাশ সিংহ।

রাজা গোপালেন্দ্র।

পূরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা।

টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।

যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার [পোদ্দার]।

এতএব যে মহানুভব মহাশয়েরা আত্মসম্ভ্রমজনক অথচ স্বদেশের উপকারক কার্য্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রূপে অগ্রগণ্য হইয়াছেন তাঁহারদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন। ভরসা হয় যে তাঁহারা এতদ্রূপ সম্বন্ধে নিয়তই চলিবেন তাহাতে তাঁহারদের মনে সন্তোষ জন্মিবে এবং তাঁহারদের মহানুভবের এক চিহ্ন প্রকাশ এবং তাঁহারা ইদানীন্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষা উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর হইয়াছেন এমত প্রকাশমান হইবেন। শ্রীলশ্রীযুত এমত ভরসা করেন যে আদর্শস্বরূপ তাঁহারদিগকে দেখিয়া অন্যান্যেরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ মহামহোপকারক কর্ম্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও ভিন্ন২ লোকেরদের বদান্যতা ঐক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা তদ্রূপ অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই।

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫। ১৩ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত ডেবিড কারমাইকল স্মিথ সাহেব বরাবরেষু।—আমরা হুগলি জিলানিবাসি জমীদার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মোক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন করিতেছি। আপনি তের বৎসর পর্য্যন্ত এই জিলাতে থাকিয়া অতিসম্ভ্রান্ত ও বদান্ততাপূর্ব্বক যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আমরা বিশেষ বাধ্য হইয়াছি এবং মাজিস্ট্রেট জজপ্রভৃতি নানাপদোপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাসি ও সাধারণ লোকের যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরমকৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আপনকার অতিগুরুর কার্য্য অতিসতর্কতা ও নৈপুণ্যরূপে নির্ব্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্ব্বে যে সকল অনিষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া প্রজারদের প্রাণ ধন রক্ষা পাইয়াছে।

এবং নানাবিধ উপকারার্থ ইমারত ও রাস্তা ও পুল নির্ম্মাণকরণ দ্বারা গমনাগমনের সুগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধতার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুতর পুষ্করিণী খনন করাতে আমারদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কার্য্যেতে অস্মদাদির ও সাধারণ লোকের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনকার নিকটে অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করি। এবং আমারদের আরো এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইতেছে যে আপনি এই জিলাতে অনেক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে এই জিলার মহোন্নতি ও চিরকালীন সম্ভ্রম হইবে এবং যদ্যপি আমারদের বাধ্যতা স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থাকিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিষয়ক উপকারের দ্বারা চিরস্মরণ থাকিবে যে আমরা কিপর্য্যন্ত আপনকার নিকটে বাধ্য হইয়াছি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে সুপ্রিম কৌন্সেল আপনকার মহা২ গুণ বিষয় অবগত হইয়া আপনাকে যে মহোচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরমসন্তোষ জন্মিয়াছে। অতএব আমারদের সতত অভিলাষ এই যে আপনকার যেমন গুণ তেমনি নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থ্যপূর্ব্বক দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবাসি লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপর্য্যন্ত অতিসম্ভ্রান্তরূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি উপকারের দ্বারা অন্যান্যস্থানীয় লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন।

ব্রজনাথ বাবু। প্রাণচন্দ্র রায়। নবকিশোর বাঁড়ুয্যে। প্রতাপনারায়ণ রায়। শিবনারায়ণ রায়। গঙ্গানারায়ণ রায়। যুগলকিশোর বাঁড়ুয্যে। নরেন্দ্রনাথ বাবু। ছকুরাম সিংহ। নন্দকিশোর ঘোষাল। কালীনাথ চৌধুরী। বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী। দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রামধন বাঁড়ুয্যে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু। অন্নদাপ্রসাদ বাঁড়ুয্যে। নবকৃষ্ণ সিংহ। ইন্দ্রকুমারী দেবী। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর। নীলমাধব পালিত।

এবং হুগলি জিলানিবাসি প্রায় ২০০ জনের নিবেদন।

অস্যোত্তরং। হুগলি জিলা নিবাসি জমীদার ও অন্যান্য লোকের প্রতি আগে।—

আপনকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বারা পাইয়া আমি পরমসন্তুষ্ট হইলাম। এই সর্ব্বসাধারণ সন্তোষজনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহ্লাদ জন্মিয়াছে তাহাতে আমার মনে এই পরমাহ্লাদক অনুভব হইল যে বহুকালপর্য্যন্ত আমি ঐ জিলাতে যে সকল নিয়ম করিয়াছিলাম তাহা লোকের সন্তোষজনক হইয়াছে এবং ঐ সকল নিয়ম ঐ স্থানীয়েরদের কিঞ্চিৎ উপকারক হইয়াছে। কিন্তু আপনকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে প্রশংসা করিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার এইমাত্র প্রশংসা হইতে পারে যে আমার অবশ্য কর্ত্তব্য যে কার্য্য তাহা প্রাণপণে নির্ব্বাহ করা গিয়াছে। যদ্যপি আমার আমলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকি তবে জমীদার লোক এবং জিলাস্থ অন্যান্য মান্য মহানুভব অর্থাৎ প্রজালোকের স্বাভাবিক প্রভু মহাশয়েরদের নিয়ত সাহায্যক্রমেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ জিলার উন্নতি ও তন্নিবাসিরদের মঙ্গল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি নিয়তই ইচ্ছা করি।

আপনারদের পরম মিত্র। ডেবিড কারমাইকল স্মিথ।

(২৪ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪)

এতদ্দেশীয় লোকের বদান্যতা।—আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে ধনাঢ্য দুই মহাশয় শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দত্ত চিৎপুরস্থ নূতন রাস্তার নর্দ্দমা কলুটোলার রাস্তা দিয়া মাঝের রাস্তাপর্য্যন্ত প্রস্তুতকরণের ব্যয় নিজে করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

নূতন রাস্থা।—শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে হুগলিহইতে ধন্যাখালি পর্য্যন্ত নূতন এক রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে জিলাস্থ লোকেরদের মহোপকার হইবে। ঐ রাস্তা ছয় ক্রোশ দীর্ঘ হইবে তাহাতে প্রায় ১৫০ বন্দুয়ানেরা [কয়েদীরা] প্রত্যহ রাস্তাতে কর্ম্ম করিতেছে আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চুঁচুড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিঙ্কর পালিত] উক্ত রাস্তা নির্ম্মাণার্থ অন্যূন ৬০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সেই পাঠশালায়

হিন্দুকালেজের ন্যায় ১॥০ শত বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।...অতি প্রধান জিলা হুগলিতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্তু এইক্ষণে সাধারণ চাঁদার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

আমারদিগের পাঠকবর্গেরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে ভবানীপুর নিবাসি এক ব্যক্তি মান্য ধনি বিদ্বান নহেন তথাপি তিনি হাজার২ লোকের জল কষ্ট দেখিয়া এক দীর্ঘিকা প্রস্তুত করণার্থ মানস করিয়াছেন এবং ঐ দীর্ঘিকার চতুর্দ্দিগকে সোপান করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ঐ বাবু এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন সেই রাস্তায় সন্ন্যাসী ও জাপক পূজার্থি ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কালীঘাটে গমন করিতে পারিবেন তিনি উত্তম বিদ্বান নহেন তথাপি যে হটাৎ এমত সতকর্ম্ম করিয়াছেন ইহাতে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি এবং তাহার এই সততা সন্দর্শনে ঐ অঞ্চলস্থ ব্যক্তিদিগের ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবেক আর আমরা অনুমান করি যে এমত কার্য্যে গবরর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হইবেক।

(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৭ পৌষ ১২৪৬)

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বদান্যতা।—...রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাহ্মণী নাম্নী এতদ্দেশীয় একজন স্ত্রী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নানা স্থানে সাঁকো নির্ম্মাণার্থ অতি বদান্যতা পূর্ব্বক দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

নূতন ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট।—আমরা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩০ সালে শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম কেবেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দেশপ্রভুত্ব সময়ে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনব্যয়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিগ্বর্ত্তিনী অখিল জন পাবনি মোক্ষদায়িনী সুরধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিম্বতলার ঘাটে সকল জন মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকর্ত্তৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শোভা অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত সমস্থলী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাঙ্কিত হইয়াছে তদ্বিধায় ঐ শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ পাইতেছে ঐ ঘাটের এক পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের স্নানাদি ও অন্য পার্শ্বে পুরুষের স্নান পূজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে।

(১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১৯ পৌষ ১২৪০)

মুমূর্ষু ব্যক্তিরদের আশ্রয়স্থান।—ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে যে সকল মুমূর্ষুব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহারদের কোনপ্রকারে জীবনসম্ভাবনা নাই এমত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্য এক ব্যক্তি মনোযোগ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ মহাশয় গঙ্গাতীরে পাকা দুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্তেম্বর মাসে ঐ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিস্ত্রেটের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজখরচে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিকা নির্ম্মাপণে অনুমতি প্রাপ্ত হন যে আসন্নকালে গঙ্গাতীরে নীত ব্যক্তিরদের ঐ স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষাদিরূপ উপকার হয়। এবং এই অতিহিতজনক কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুনা গিয়াছে যে অত্যল্পকালের মধ্যেই ঐ অট্টালিকা প্রস্তুতার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহাতে ঐ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে। অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু ব্যক্তিরদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যেরূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

(১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯)

হুগলির কালেজ।—১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ মহাসিননামক একজন এতদ্দেশীয় অতিধনি মুসলমান উত্তরাধিকারিরহিত হইয়া জিলা যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে তালুকের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপস্বত্ব ধর্ম্মার্থে ও দানার্থে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। তিনি কএক এক্সিকিউটর অর্থাৎ তাঁহার দানপত্রানুসারে কার্য্যকরণার্থে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পরলোকানন্তর তাঁহারা কএক বৎসর তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহারা যেরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখা গেল বাস্তবিক তাঁহারা দানপত্রের বিপরীত অনেক কার্য্য করেন এবং জিলা হুগলির সাহেবেরাও তদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে এক্সিকিউটরের কৃত কর্ম্মের তজবীজহওয়াতে তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হইলেন তৎপরে তাহার সরবরাহ কর্ম্ম তৎস্থান-নিবাসি মুসলমানেরদের মধ্যে অতিমান্য নবাব আলি আকবর খাঁর হস্তে অর্পণ হয়।

এতদ্রূপ দানকরা সম্পত্তির উপস্বত্বের দ্বারা এই সকল কর্ম্ম হইয়াছে। বিশেষতঃ

১। এক ইমামবারা। ২। এক চিকিৎসালয়। ৩। অতিথিসেবার্থ এক শরাই। ৪। এক মদরসা। ৫। ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা। ৬। এবং এই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ এক সিরিশতা এতদ্ভিন্ন তাঁহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়া যাইতেছে।

কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ জমীদারী এক পত্তনিতে দেওয়া যায় তাহাতে অনেক টাকা প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং এইক্ষণে আসল ও উপস্বত্বসমেত সাড়ে সাত লক্ষপর্য্যন্ত টাকা জন্মিয়াছে এতদ্ব্যতিরেকে ঐ তালুকে ও তাহার সঙ্গে যে হাট আছে তাহাতে বার্ষিক উৎপন্ন ৫০,০০০ টাকার ন্যূন নহে।

হাজী আপন দানপত্রে এই সকল সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিয়া যান।

দুই অংশ সরবরাহকারকে তাঁহাব এতদ্বিষয়ক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে।

তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালাপ্রভৃতির ব্যয়ার্থ প্রদত্ত হইবে।

এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাঁহার চাকর ও মুসাহেরাভোগিদিগকে দেওয়া যাইবে।

এই সম্পত্তির এতদ্রূপ বিলিকরণ একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচরহওয়াতে তাঁহারদের এমত বোধ হইল যে মৃত হাজির যে অভিপ্রায় ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য হইতেছে না এবং ঐ টাকার উপস্বত্বহইতে যে পাঠশালা সরাইপ্রভৃতির খরচ চলিতেছে সেই পাঠশালাপ্রভৃতি তাদৃশ ফলজনক দৃষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্যস্তধনের বার্ষিক উপস্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনানুসারে ব্যয় হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওনের সম্ভাবনা। অপর পূর্ব্বের শরবরাহকারেরা এবং হাজির আত্মীয় কুটুম্বেরা এতদ্রূপ ডিক্রীকরণে অসম্মত হইয়া শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করিলেন। পরন্তু শ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত না পঁহুছিল সেইপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকেরা সুতরাং তদ্বিষয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। ঐ আপীল সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশে ডিসমিস হইয়াছে।

ঐ সকল ন্যস্ত টাকা এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনার্থ কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের হস্তে সমর্পণ হইয়াছে এবং ঐ জমীদারীর বার্ষিক উপস্বত্বের কিঞ্চিদংশ দেশের উপকারার্থ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে। শুনা যাইতেছে যে ঐ ন্যস্ত ধনের উপস্বত্ব এবং জমীদারীর কিঞ্চিৎ রাজস্ব এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ নিয়মিত হইবে যেহেতুক গঙ্গানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বৃহদেক বিদ্যালয় গ্রন্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্রূপ তদ্রূপ মুসমানেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ এক মদরসা এবং ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা নিযুক্তকরণেতে ঐ মৃত হাজির বদান্যতা যেমন চিরস্মরণীয় হইবে তন্মত অন্য কোন ব্যাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিশ্যনর সাহেব ও শ্রীযুত জজসাহেব ও শ্রীযুত কালেক্‌টরসাহেব ইহার তত্ত্বাবধারক কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত ডাক্তর উয়াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন। পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক চিকিৎসালয় ও এক শরাই পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়মক্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার মালিক যিনি কমিটীর মধ্যে গণিত আছেন তিনি ঐ চিকিৎসালয়ের সাধারণ তত্ত্বাবধারক হইবেন।

১৮১২ সালে মহসিনের মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালে সৈয়দ হাসেন তাঁহার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (*Bengal: Past & Present*, Jany.—July, 1908, pp 62-73).

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় বহুদিবসাবসান হইল ৺এমামবাটীর বিষয়সমুদায়ের কর্ত্তা ৺আগা মতহর বাহাদুর ছিলেন। পরে তিনি মন্নজান বেগমনামক এক কন্যা সন্ততি রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ৺হাজি মহম্মদ মহসন খাঁ উক্ত বেগমের একপ্রকার ভ্রাতা ছিলেন এবং মীর্জা সিলাহদ্দীন মহম্মদ খাঁ। তাঁহার স্বামী ছিলেন যাঁহার নামে ৺এমামবাটীর জমীদারী কাগজ পত্র ও হাটবাজারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহা এতন্নগরে বিশেষ বিখ্যাত আছে। পরে কিয়ৎকালাতীত হইলে উক্ত খাঁ বাহাদুর নিঃসন্তান লোকান্তর গমন করিলে হাজি বাহাদুর তৎসহ আন্তরিক প্রণয়প্রযুক্ত হাহাকার রবে শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত বেগম স্বামির মরণান্তর ৺বন্দালি খাঁকে পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে উক্ত বেগম ঐ ভ্রাতা ৺হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়া অন্তান্তঃ-করণে বহুযতনবিধানে আনাইয়া কহিলেন যে আমার পোষ্যপুত্র এই বন্দালির বয়ঃপ্রাপ্তপর্য্যন্ত তুমি ৺এমামবাটীর বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মজকুর ঐ মতে অভিমত হইয়া ৺এমামবাটীর কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানন্তরে বেগম মজকুরা ঐ বন্দালিনামক পোষ্যপুত্রটি রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলে বন্দালি খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ আপন মাতৃ বিষয় পাইবার ইচ্ছায় জিলা এবং সদর এবং বিলাতপর্য্যন্তও মোকদ্দমা করিয়া ঐ বেগমকৃত পোষ্যপুত্র ৺মহম্মদের শাস্ত্রানুসারে কোন স্থানেই গ্রাহ্য না হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাজি মজকুর জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া নিষ্কণ্টকে ৺এমামবাটীর সমুদায়ের পূর্ব্ববৎ কর্ত্তা থাকিয়া এমামবাটীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ৺রজব আলী খাঁ ও ৺শাকের আলী খাঁ দুই জন তাঁহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাঁহারদিগকে অতিপ্রত্যয়ান্বিত জানিয়া নানা মতে যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেন। আর ৺হাজি মহম্মদ খাঁ বাহাদুর অতিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসরপূর্ব্বে এই এক বিবেচনা স্থির করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার মৃত্যুর পর এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৺এমামবাটীর কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিয়া বিষয়সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহা ভাবিয়া ৺এমামবাটীর সমস্ত জমিদারী ৺এমামের নামে রাখিয়া এক ওলিএতনামা লিখিয়া উক্ত দুই জন প্রধান মোসাহেবকে ৺এমামবাটীর মতবল্লী নিযুক্ত করিলেন। ঐ তওলীএতনামায় ৺এমামবাটীর জমিদারী সমস্তের আয়

ব্যয় নির্দ্ধার্য্য করিয়া এই এক নিয়ম করিলেন যে জমিদারীর উৎপন্ন টাকা রাজস্ব বাদ নয় অংশ করিয়া তিন অংশে ৺এমামবাটীর মহরমপ্রভৃতির খরচ ও চারি অংশে আমলাগণ ও খেজমতগারান ও পাহারাদারানদিগের মাহিয়ানা এবং দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিরদিগকে প্রদান ও দুই অংশে দুই জনা মতবল্লীর মেহনতয়ানা নির্দ্ধারিত করিয়া উক্ত দুই জনা মতবল্লীর কর্ম্মকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া সন ১২১৯ সালে লোকান্তর গমন করিলেন। পরে ৺সাকের আলী খাঁ ও ৺রজবআলী খাঁ ইঁহারা ৺এমামবাটীর বিষয়সকল আপনারদেরি জ্ঞান করিয়া তহবিল তসরূপাতাদি অত্যাচার করাতে পরমেশ্বর ক্রোধিত হইয়া সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ ৺সাকেরালি খাঁকে প্রচণ্ড যমদণ্ডদ্বারা খণ্ড২ করিলেন। পরে শ্রীবাকের আলী খাঁ আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া ৺রজবআলী খাঁর সহিত এমামবাটীর কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ রজবআলী খাঁও বৃদ্ধতায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র শ্রীওআসেকআলী খাঁকে শ্রীযুক্ত গবর্নর কৌন্সেলের বিনা আজ্ঞা গ্রহণেই আপন পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে শ্রীওআসেকআলী খাঁ ও শ্রীবাকেরআলী খাঁ আপন২ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া ঐ বাটীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সুদূরে দূর করিয়া তওলীএতনামার নানা বরখেলাব বাইনাচ গীতবাদ্যপ্রভৃতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। উহারদের ঐরূপ অত্যাচার রাজদ্বারে গোচর হওয়াতে গবর্নর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশ্বিনে দুই জন পদচ্যুত হইলেন। পরে শ্রীযুক্ত সৈয়দ নওয়াব আলী আকবর খাঁ বাহাদুর আমীন হইয়া গবর্নর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে রেবিনিউ বোর্ডহইতে এমামবাটীতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআলী খাঁ ফৌত করেন ও বাকেরআলী খাঁ পাগল হন। কিন্তু আলী আকবর খাঁ বাহাদুর আমীন হইয়া ঐ এমামবাটীর কর্ম্মসকল সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবর্নর কৌন্সেল তুষ্ট হইয়া দুই মতবল্লীর কর্ম্মে উঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীযুক্ত মতবল্লী সাহেব অদ্যাবধি যথারীতি ঐ বাটীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন।...

সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ঐ ৺ বাটীতে পূর্ব্বে চিকিৎসালয় ছিল না সাহেবান লোকেল এজেন্ট অন্যান্য বিষয়ের খরচের অল্পতা করিয়া চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু এতন্নগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন যে পূর্ব্বাবধিই স্থাপিত আছে এবং আমলাগানাদি দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ যে চারি অংশ তাহারি দীনহীন দরিদ্র পোষণাথ অংশের কিয়দংশে ঐ দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ব্যাধি বিমোচন হেতুক নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অনুমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন জ্ঞাত হইলে অবশ্যই লিখিতেন যাহা হউক। উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত স্থানে অধুনাও একটী ইঙ্গরেজী স্কুল আছে তাহাও কিছুমাত্র লিখেন নাই। সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমরা আপন গরজের কথা লিখিয়াছি তাহাতে নিবেদন মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে এমত যে গরজের কথা তাহা কি

বিশিষ্টজনগণের অগণনীয় কর্ম্ম। আর লিখিয়াছেন যে হাজিবাহাদুরের উইলের মতানুসারে ঐ সঞ্চিত ধন নয় অংশেই কেবল পর্য্যাপ্ত হয় গবর্নর্ কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত হইয়াছে। অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রসক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন যে এবিষয় আমরা জ্ঞাত আছি কিন্তু সরকার সাহেবান লোকের এমত অভিমত হইয়াছে যে সংবর্দ্ধিতরূপে স্থাপিত করা যাউক···। কেষাঞ্চিৎ প্রতাপপুরনিবাসি ছাত্রাণাং। তারিখ ১৭ ভাদ্র।

•

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

হুগলির এমামবাটী—···হুগলির এমামবাটী মহম্মদ মহসীন স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি দিয়া যান। ঐ সম্পত্তি যশোহর জিলাতে সৈয়দপুর পরগণা ঐ অধিকারের রাজস্ব দিয়াও লক্ষ টাকা থাকে এতদ্ভিন্নও নিকটবর্ত্তি জিলাতে কতক ক্ষুদ্র২ জমিদারী প্রদান করেন। পরে তিনি স্বীয় দানপত্রে এমত নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান যে জমিদারীর বার্ষিক উৎপন্ন টাকার নয় আনার মধ্যে সাত আনা ধর্ম্মকর্ম্মার্থ এবং যে কএক ব্যক্তিরদিগকে মুশাহেরা দিতেন তাহারদিগকে দানার্থ এবং ঐ এমামবাটীর ব্যয়ার্থ খরচ হয় এবং অবশিষ্ট দুই অংশ দুই মতওল্লিকে দেওয়া হয়। তাহাতে এক মতওল্লির জিম্মায় এমামবাটী ও তন্নিকটবর্ত্তি বিদ্যালয় থাকে। অপর মতওল্লি ঐ সকল জমিদারীর তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতওল্লি ১০০০ টাকা করিয়া মেহনত আনা পাইতেন অর্থাৎ ঐ বেতন জাইন্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের তুল্য। কিন্তু ঐ বেতনেতেও ঐ মতওল্লি তৃপ্ত হন নাই। সৈয়দপুর পরগণা যে মতওল্লির জিম্মায় ছিল তাঁহার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস না হওয়াতে তাঁহাকে ঐ কর্ম্মহইতে বিদায় করিয়া ঐ জমিদারী ৬।৭ বিভাগে ৬।৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পত্তনিদারের নিকটে পত্তনিরূপে বিক্রয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই টাকা কোম্পানির কাগজে ন্যস্ত করিলেন এবং যশোহরের কালেক্টর সাহেবকে পত্তনিদারেরদের স্থানে ঐ জমিদারীর রাজস্ব আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন।···

•

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

সম্প্রতি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০)

কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার।—কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকারার্থ যে এক সব্ কমিটি নিযুক্ত হন গত ২৭ আপ্রিল তারিখে

পুরাতন গির্জাঘরে তাঁহারদের যে বৈঠক হয় তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া কমিটির মধ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয় বাবুসকল শ্রীযুত রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত গোপীনাথ সেন ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত রামচন্দ্র গাঙ্গুলি ও শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ। অপর গত ৩০ আপ্রিলের অন্য এক বৈঠকে পশ্চাল্লিখিতব্য বাবুরা উপস্থিত হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত রস্তমজি কওয়াসজী ও শ্রীযুত কাশীনাথ রায় ও শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুর ও শ্রীযুত হরলাল মিত্র ও শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি সর্ব্বসুদ্ধ ষোল জন মহাশয়।

পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাতা নগর দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদ্দেশীয় ষোল জন কমিটি মহাশয়েরদের আর চারি জন বৰ্দ্ধিত হইয়া প্রত্যেক পল্লীর তত্ত্বাবধারণার্থ দুই২ জন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং ঐ প্রস্তাব সফলহওনার্থ এইক্ষণে তাহার সকল নিয়ম হইতেছে।

অপর ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগমে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে বহুকালাবধি দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা ন্যূনাধিক এতদ্দেশীয় দুই শত দরিদ্র লোক জীবিকা পাইতেছে। ঐ সমাজে এতদ্দেশীয় অনেক ধনবান্ মহাশয়েরা চাঁদার দ্বারা ধন বিতরণ করিয়াছেন এবং আরো অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা ঐ সমাজের পৌষ্টিকতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।--কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ নিয়ম প্রস্তুত করিতে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের কার্য্যের বিষয় কএক দিবস হইল কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই কিন্তু ঐ সোসৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা সংপ্রতি চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্দ্বারা আরো অবগত হওয়া গেল যে গত আপ্রিল মাসে এতদ্দেশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় তাহারদের সংখ্যা ১৫৭।

বার্ষিক স্বাক্ষরকারি।		টাকা
বাবু রস্তমজি কওয়াসজি।	...	২০০
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	১০০
বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	১০০
বাবু রামকমল সেন।	...	৫০

দানকর্ত্তা।		টাকা
বাবু মথুরানাথ মল্লিক।	...	১০০
বাবু শ্যামলাল ঠাকুর।	...	১০০
বাবু গোপাললাল ঠাকুর।	...	১০০
বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি।	...	১০০
বাবু মতিলাল শীল।	...	১০০
বাবু কালীকিঙ্কর পালিত	...	১০০
বাবু রসময় দত্ত।	...	৫০
বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।	...	৫০

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

কিয়ৎকাল হইল কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি লোকেরদের দুঃখ নিবারণার্থ দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে ইণ্ডিয়া গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিশ্রাদ্ধে বহু সংখ্যক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা না করিয়া দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা ঐ মুদ্রাসকল প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আমরা আশয় করি। এইক্ষণে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সৎপরামর্শের অনুগামী হইয়াছেন। এবং সংপ্রতি তাঁহার জনকের [রামমণি ঠাকুরের] ৺পদ প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রাদ্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়া ২০০০ টাকা ঐ সোসৈটিতে উক্ত কার্য্যার্থ প্রদান করিয়াছেন।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০)

কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটবল সোসৈটি।—সর্ব্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ কএক বৎসরাবধি কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত হইয়াছে ইহা প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন।

ঐ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিত্ত সহকারি পল্লীয় এক২ কমিটি আছেন।

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবেরা নিযুক্ত কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত সাহেবেরা ও সুপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ সাহেবেরা ও নানাপল্লীয় কমিটির অন্তঃপাতি লোকেরা। এবং যে মহাশয়েরা বর্ষে২ ঐ সোসৈটিতে ১০০ টাকা করিয়া প্রদান করেন তাঁহারা।

যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এই২। ৺প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন

সাহেবের ও ৺প্রাপ্ত বারাটো সাহেবের ও ৺প্রাপ্ত চার্লস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার উপস্বত্ব এবং গবর্ণমেণ্টের দত্ত মাসিক আট শত টাকা এবং গির্জাঘরে গির্জা হওনোত্তর প্রাপ্ত মুদ্রা এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০০ টাকা ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব বার্ষিক ১০০০ টাকা প্রদান করেন।

গত বৎসরে অর্থাৎ ১২৩২ সালে ৩৯,৭৩৫ টাকা ঐ সোসৈটির দ্বারা বিলি হয় ঐ টাকা প্রায় তাবৎ অতিবৃদ্ধ ও জীর্ণ সর্ব্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাসিকরূপে বিতরণ হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্দু ও মুসলমান উপকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব সাধারণ কমিটির সভাপতি। গত আপ্রিল মাসে ঐ সাধারণ কমিটি এই নির্দ্ধার্য্য করিলেন যে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মুশাহেরা দেওয়া বা উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নানা পল্লীয় কমিটির অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। এবং পাচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা কমিটির অন্তঃপাতী হইলেন এবং শ্রীযুত থিব্‌স সাহেব সেক্রেটরী ও শ্রীযুত মরিসাহেব খাজাঞ্চী হইলেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ অতিবদান্যতা পূর্ব্বক ঐ চাঁদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে তাঁহারদের এই অতিপ্রশংস্য কার্য্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈষি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এই চাঁদার অভিপ্রায় এই যে অন্ধ ও নিরুপায় খঞ্জ ও অতিজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিরদের উপকার হয়।

লিখিতপ্রকার দরিদ্র ব্যক্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটরীসাহেব সততই প্রস্তুত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার না হয় এতদর্থ প্রত্যেক দরখাস্ত লইয়া অতিসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করা যাইতেছে এবং অতিযোগ্য ব্যক্তিব্যতিরেকে অন্য কাহারো উপকার করা যায় না। উপকারপ্রাপণার্থ যত দরখাস্ত পড়ে তাহার বিবেচনাকরণার্থ কমিটি বুধবারান্তরিত বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে সাড়ে পাচ ঘণ্টার সময়ে সমাগত হন। ঐ কমিটির দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদের মুশাহেরা নিযুক্ত হইয়াছে।

ঐ সবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুম্বক প্রকাশ করা যাইতেছে।

যোয়ান মর্দ্দব্যক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু বিশেষ২ গতিকে তাহারদের দরখাস্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে।

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপকৃত হইবে না এবং যদ্যপি কোন বৃত্তিভোগিব্যক্তি কমিটির স্থানে টাকা লইয়া অন্যত্র ভিক্ষা করে তবে তাহার নাম ফর্দ্দহইতে উঠান যাইবে যেহেতুক কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হইবে।

এতদ্দেশীয় কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে এতদ্দেশীয় কোন কুষ্ঠিব্যক্তি গমন করিতে অস্বীকৃত হইলে কোন উপকার পাইবে না। এই কমিটির কার্য্যের এলাকার যেং সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বহিস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবে না এবং যে ব্যক্তি মুশাহেরা পাইবে সে যদি ঐ সীমার বাহিরে বাস করে তবে ঐ এলাকার সীমার মধ্যে না আসাপর্য্যন্ত তাহার মুশাহেরা বন্ধ হইবে।

এই কমিটির অন্তঃপাতি ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কাহারো উপকার করিতে পারিবেন না কিন্তু দরখাস্ত পাওনের পর কমিটির বৈঠকে প্রত্যেক দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে তাহাতে ঐ অর্থিরদিগকে যাহা দেয় তাহা নির্ণয় করা যাইবে।

মুশাহেরা দেওনের এই রীতি স্থির হইল।

যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের মুহুরির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আয়ুর বিবরণাদি সংক্ষেপে লিখিয়া তৎপল্লীর তত্ত্বাবধারকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি ঐ ভিক্ষার্থির নিবাস নিশ্চয় করিয়া ঐ ফর্দ্দের উপরে আপন নাম সহী করিয়া ঐ পল্লীর অধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পাঠাইবেন এবং ঐ রিপোর্ট কমিটির বৈঠকের দুই দিন পূর্ব্বে সেক্রেটরীসাহেবের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং ঐ বৈঠকে ঐ ভিক্ষুক ব্যক্তির উপস্থিত হইতে হইবে।

সোসৈটির অন্তঃপাতি যেং মহাশয়েরা নানা পল্লীর অনুসন্ধান করেন তাঁহারদের নাম এই২।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্গুলি। শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু। শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু হরলাল মিত্র। শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস। শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন চন্দ্র। শ্রীযুত বাবু শ্যামচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুয্যে। শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বসু। শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ মুখুয্যে। শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বাঁড়ুয্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র।

কলিকাতা শহর আট পল্লীতে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক পল্লীনিবাসি সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের তিন জন করিয়া তত্তৎপল্লীর তত্ত্বাবধারণকার্য্যার্থে নিযুক্ত আছেন।

সরকুলর রোড অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্ব্বদিগে কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া শ্রীযুত জক্‌সন সাহেবের কর্তৃত্বাধীন আছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে। দয়াপাত্র কুষ্ঠরোগি সকল সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাস করিতেছে এবং তাহারদিগকে স্বাস্থ্যজনক যথোচিত আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়া যায় এবং যাহাতে তাহারা নিষ্কণ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ নিয়ত হইতেছে। নানা জাতীয়েরা ভিন্ন২ কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিযুক্ত ঔষধদায়ি ব্যক্তির অনুমতি পাইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। এবং তাহারদের পরিবারেরও ঐ চিকিৎসালয়ে থাকিতে অনুমতি আছে তাহারাও আহারাদিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্তু পোষণ এবং সুতা ও রজ্জুপ্রভৃতি প্রস্তুতকরণরূপ যে কোন ব্যবসায় করিতে পারে কিন্তু এই সকল সদুপায় থাকিতেও খেদের বিষয় এই যে ঐ অভাগা ব্যক্তিরদের কেবল অত্যল্প লোক ঐ চিকিৎসালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরন্তু কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল সোসৈটির কমিটির সাহেবেরা ঐ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎসালয়ে গমনাদির যে মানবিচ থাকে তাহা দূরকরণার্থ কোন উপায়ের ত্রুটি করেন নাই তাহারা রাস্তায়২ ভিক্ষা করিয়া বেড়ানও শ্রেয় জ্ঞান করে। এই অতিঘৃণ্য কুষ্ঠরোগিরা বাজারে২ ভ্রমণ করাতে যে অতিকুৎসিত দৃষ্ট হয় তাহা লিখন অনাবশ্যক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহারদের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ আশ্রয়ে তাহারদের আবশ্যকমত সকলই দেওয়া যায় ইহা সর্ব্বসাধারণ লোক অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়া করিবেন না।

আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক এইক্ষণে লিখিতেছি যে শ্রীমতী লেডী উলিয়ম বেন্টীঙ্ক দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটিতে যাহা প্রদান করেন তদতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানেরদিগকে মাসিক মুশাহেরা দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কুষ্ঠী আছে।

সদ্‌গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুশোভক পুষ্প অতএব দীন দুঃখি লোকেরদের বিষয় আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই।—পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।

(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।—এই বহুমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি২ দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এক্ষণে তৎসাহায্যার্থ সাধারণ লোকের প্রতি ঐ সমাজস্থেরদের পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বিলক্ষণরূপেই তাঁহারদের সাহায্য হইয়াছে। ৪৬০০ টাকা অদ্যপর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং বার্ষিক ৯১৬ টাকা এবং মাসিক ৪৪ টাকা করিয়া প্রদানার্থ সহী হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের নাম বিরাজমান তিনি এককালে

৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে নীচে লিখিত নামসকল দৃষ্ট হইল।

বাবু	বিশ্বম্ভর সেন	...	২০০
—	রামকৃষ্ণ মিত্র	...	৫০
—	দ্বারকানাথ ঠাকুর	...	১০০
—	মদনমোহন আঢ্য	...	১০০
—	রামকমল সেন	...	৫০
—	প্রসন্নকুমার ঠাকুর	...	৫০
—	রমানাথ ঠাকুর	...	৫০
—	গোবিন্দচন্দ্র ধর	...	৫০
—	মাধব দত্ত	...	৩২
—	কালীশঙ্কর পালিত	...	২৫
—	হরিশ্চন্দ্র বসু	...	২৫

(৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩)

দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটি।—শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীযুত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও আবেদন পত্র প্রস্তুতকরিতে উপযুক্ত খরচবাদে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা অধিকাংশ স্বাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান করা যাইবেক। কিন্তু কএক বৎসরাবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমরা জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবস তদ্বিষয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব হইতেছে ইহার প্রকৃত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় না।

(১৩ মে ১৮৩৭। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

কলিকাতার অগ্নি নিবারণ।—সংপ্রতিকার অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ উদ্যোগকরণ বিষয়ে দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ বিবেচনাকরণার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখ শনিবারে টৌনহালে ঐ সোসৈটির বিশেষ বৈঠক হইয়া যে কার্য্য হয় তদ্বিবরণ।...

অনন্তর ৪ তারিখের বৈঠকে সোসৈটির এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা নীচে লিখিত যে পরামর্শ স্থির করিলেন তাহা কমিটি বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা ৪ মে ১৮৩৭।

সংপ্রতিকার যে অগ্নিদাহেতে নগর ভস্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি নিকটে ছিলাম তৎপ্রযুক্ত যাহা দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি।

বাহির রাস্তার ধারে মহাগ্নি হওনসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থলে জলের অত্যন্তাভাব ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তদ্দ্বারা কোন ফল হইল না নিকটে প্রায় পুষ্করিণীমাত্র ছিল না তৎপ্রযুক্ত নির্ব্বাণার্থ কোন উপায় না হওয়াতে অগ্নি অবাধে চলিয়া অতিবেগে সম্মুখবর্ত্তি যে খড়ুয়াঘর বা অট্টালিকা পাইল সকলই ভস্ম করিল।

আমার বোধ হয় এই বিষয় অগৌণেই গবর্ণমেণ্টকে কমিটির জ্ঞাপন করা উচিত যেহেতুক এইক্ষণে যেমত অল্পমূল্যে ভূমি ক্রয়করণ ও পুষ্করিণী খননের উপায় হইয়াছে এমত উপায় পরে আর হইবে না এইক্ষণে বাহির রাস্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না অতএব আমার পরামর্শ ঐ রাস্তার ধারে স্থানে২ অবিলম্বেই কএক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা যায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে তত্তৎস্থানে নূতন খড়ুয়া ঘরকরণের পূর্ব্বে অল্পমূল্যে জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়া যাইতে পারে।

আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্তু এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙ্গীকার করিতেছি গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি নিজ খরচহইতে ভূমি খরীদ করিয়া দেন তবে আমি নিজব্যয়ে বৈঠকখানা মৃজাপুর মাণিকতলা এই সকল স্থানের মধ্যে২ চারিটা বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দিব এবং আমি নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্যান্য ধনাঢ্য মহাশয়েরাও তত্তুল্য ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই সুযোগে এইক্ষণে বৈঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্নিতে যাহারদের ঘরদ্বার পুড়িয়া গিয়াছে তাহারদের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে। এই বেচারারদের মধ্যে অনেকেরই সর্ব্বস্ব গিয়াছে ঘর প্রস্তুতকরণের কোন যোত্র নাই তাহারা অনাহারেই মরিতেছে যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্তও তাহারদের উপকারার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি তাহারদিগকে অবশ্যই কিছু২ দিবেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকেরই এই বিষয়ে উপকার করা উচিত। আমি জানি এতদ্বিষয়ে যদি পরিমিতরূপে বিতরণ করা যায় তবে অনেকেই প্রচুর দান করিতে সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি নিযুক্ত হন এবং তাঁহারদের নিকটে যাহারা দুরবস্থ হইয়া উপকার প্রার্থনা করে তাহারদের অবস্থার বিষয় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া প্রকৃত দায়গ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত দান করিতে ক্ষম হন এবং শহর ও শহরতলির তাবত্তাথ্য বিষয় যাঁহারা জ্ঞাত আছেন এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও ঐ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন।

গবর্ণমেণ্টকে অতিশক্তরূপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর কালে খাপরেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খড়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদি কেহ বোধ করেন যে খড়ুয়া ঘরঅপেক্ষা খাপরেলে অধিক খরচ হয় সে ভ্রমমাত্র বিশেষতঃ এইক্ষণে খাপরেল ঘর করা আরো অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতুক

তাবৎ খড়ুয়া ঘর পুড়িয়া যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্নিমূল্য হইয়াছে। গড়ে অনুমান করিলাম যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে হদ্দমুদ্দা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে। কেহ২ কহেন যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তৎপ্রযুক্ত পীড়া জন্মে কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দেশীয় তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন অগ্নিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই।

এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি বা অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকলেরই ঐক্য আছে যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিরদের উপকারার্থ অতিশীঘ্র কোন উপকার না করিলেই নয়।—রষ্টমজী কওয়াসজী।

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় মেম্বর আমরা এইক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহারা দরমার বেড়ার খড়ুয়া ঘরে বাস করে তাহারা তাহা খাপরেল ঘর অপেক্ষা অধিক ভাল বোধ করে না কিন্তু খড়ুয়া ঘর অল্প খরচে হয় অতএব তাহারদের যোত্রোপযুক্ত বলিয়াই তাহা করিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ লাগে বা অস্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই যদ্যপি তাহারা কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হয় তবে অবশ্যই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে যাহারদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে তাহারা প্রায়ই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিয়া থাকে।

শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক। শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু। শ্রীযুত রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরদের অর্থদানবিবরণ নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীযুত আনরবল সর এড্‌বার্ড রয়ন	...	৫০০
শ্রীযুত ভি মাকফার্লন	...	২০০
শ্রীযুত অনরবল এচ সিক্সপিয়র	...	১০০
শ্রীযুত অনরবল সর বি এচ মালকিন	...	৫০০
শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গলস	...	১০০
শ্রীযুত এচ উয়ান্টর্স	...	১০০
শ্রীযুত এফ জে হ্যালিডে	...	১০০
শ্রীযুত কাপ্তান জি বির্চ	...	১০০
শ্রীযুত সি টকর	...	১০০
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর	...	৫০০

শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজী	...	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজীর এক বন্ধু	...	১০০০
শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর	...	১০০
শ্রীযুত এ ডবস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র মুখুয্যে	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত মিত্র	...	২৫
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীকান্ত মুখুয্যে	...	৫০
	সর্ব্বসুদ্ধ	৫,০৭৫

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব্ব বদান্যতা।—গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন ব্যক্তিরদের আহার নির্ব্বাহ হয় এতদর্থ ঐ টাকা সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। এই টাকা স্বতন্ত্র জমা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ডনামে বিখ্যাত হইবে যেহেতুক এইরূপ যে মহানুভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাঁহার নাম ঐ মহাদানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে।

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কাঁঙ্গালির প্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেরিটিবেল সুসাইটিতে যে মুদ্রা তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিটা কমিটি করিয়া ঐ সভার অধ্যক্ষেরা এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন ঐ সভা শুভ করণ জন্য মেম্বরেরা কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবেন ঐ কমিটির এতাদৃশ শক্তি থাকিবেক যে স্বীয়২ অংশে তলব ঐ দীন ব্যক্তিদিগের বাঁটিয়া দিবেন পূর্ব্বে যাদৃশ. গরিবেরা দুঃখ প্রাপ্ত হইত তদপেক্ষা ইদানী কেবল ন্যূনতা হইবেক তাহারদিগের বাসস্থানে সন্নিধানে ঐ তলব প্রাপ্ত হইবেন ঐ অধ্যক্ষেরা সকলেই বিভাগরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য আমরা তাহারদিগকে প্রশংসা করি কিন্তু ইহাতে ঐ কমিটির পরিশ্রম লাঘব হইবেক এমত নহে অপর এতদ্দেশীয় লোকেরা এতৎ বিষয় আনুকূল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ

দিবেন তাহা তাহারা স্বকীয় হস্তে দিতে পারিবেন পরন্তু স্বহস্তে দানকরণে সুতরাং প্রবৃত্তি হইবেক আমরা এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কুষ্ঠী ব্যক্তিদিগের বাস নিমিত্ত মৃজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন এবং রোস্তমজি কায়াসজি ঐ নিমিত্ত খোলার ঘর নির্ম্মাণ করণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন ঐ সভা অর্থাভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তজ্জন্য সাহস করি যে দীন দরিদ্রকে অন্নদান করিলে ধর্ম্ম হয় এতৎ বিবেচনা পূর্ব্বক দেশস্থ লোকেরা অর্থদান করতঃ আনুকূল্য করিবেন। ঐ রোগী দীন ব্যক্তিরা অর্থাভাবে তাচ্ছল্যরূপে মৃতের ন্যায় রহিয়াছে এ অতি লজ্জাকর।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

কটকে দুঃখি লোকেরদের উপকার।—সংপ্রতিকার ঝড়ে কটক ও বালেশ্বরে যাঁহারদের অত্যন্তানিষ্ট হইয়াছে তাঁহারদের উপকারার্থ চাঁদার টাকা রাখিতে শ্রীযুত মাকিন্টস কোম্পানি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা অনুমান করি অদ্যপর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ষোল শত টাকার চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিরদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	৫০০
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।	...	৫০
শ্রীযুত জে সি ষ্টয়ার্ট সাহেব।	...	১০০
শ্রীযুত জন ষ্টর্ম সাহেব।	...	১০০
শ্রীযুত ডবলিউ আদাম সাহেব।	...	৫০
শ্রীযুত আর সি জিন্‌কিন্স সাহেব।	...	২০
শ্রীযুত এ টকর সাহেব।	...	১০০
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু।	...	১০
শ্রীযুত টর্টন সাহেব।	...	১০০

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

কটকের ঝটিকায় ক্ষতি।—...গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নূতন নাম দৃষ্ট হইতেছে বিশেষতঃ।

শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্য।	...	১০১
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।	...	১০
শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি।	...	১০০
শ্রীযুত কানাইলাল ঠাকুর।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু গোপীচন্দ্র শীল।	...	১০
শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ মুখ।	...	৫০

(৩ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

পশ্চিম দেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রতিকার।—সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্নে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষতঃ অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টা সময়ে ১৫০ জনেরো অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান২ সাহেব লোক ও এতদ্দেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত ধনি মহাশয়েরা সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ সাহেব সভাপতি হন।...শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর...কহিলেন যে আমার এক জন মিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমণি দেব ঐ কষ্টের সম্বাদ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ ৫০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা করিয়া যান যে ঐ ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার খরচেও ৫০০ টাকা দেওয়া যাইবে।...শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির দ্বারা যে চাঁদা হইয়াছিল তাহার এক ফর্দ্দ দেখাইলেন। ঐ ফর্দ্দে এই সকল ভারি টাকার সহী ছিল।

গয়কবরের উকীল শ্রীযুত বেণিরাম উদিতরাম হিম্মত বাহাদুর		...	২০০০
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি	...	...	১০০০
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির পুত্র	...	...	৫০০
কাণ্টনের দাদাভাই ও মাণিকজি রষ্টমজি	...	...	৫০০
শ্রীযুত ওয়ালজি রষ্টমজি ও কলনজি	...	...	৫০০
মির্জাপুরস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর মনোহর দাস	...	...	২৫০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর	...	...	১০০

(২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

...পরমকারুণিক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড বেণ্টীঙ্ক বাহাদুর যে এক "হিন্দু হাসপিতাল" পটলডাঙ্গায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা অতি উপকারক কেননা বিচক্ষণ ডাক্তর নিযুক্ত ও গুণকারি ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ হইবেক যাহাতে যাবল্লোকের অনায়াসে পীড়া ত্বরায় প্রতিকার হইলে প্রাণরক্ষা হইবেক।...

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুদ্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তর ওসাগ্নসী সাহেবের অধীনে গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে।

পাঠকবর্গ মনোযোগ করহ যে স্থূলাকায় এবং অতি মান্য জমীদারেরা পিত্রাদি শ্রাদ্ধে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের দুরবস্থার ন্যূনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাব্যক্তির দানের মাহাত্ম্য যাহা এইক্ষণে জন মণ্ডলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে। অনেক বিষয়ে জানা গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত বাবুজী বিধবাদিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনর্থক অভিমানদ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না। এই বাবুর এই প্রকার সৎকর্ম্ম অতিশয় প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাতে আমরা প্রত্যয় করি যে বিধবা গর্ভিণী স্ত্রীগণের মহোপকার এবং তদ্ভিন্ন স্ত্রীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে। বাবুজী বিলক্ষণ অবগত আছেন যে হিন্দু স্ত্রীগণেরা বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহার কুটুম্বাদির অতি অপমান হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষা বরং প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়।

(৫ মার্চ্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২)

শ্রীরামপুরের হাসপিটালের চাঁদা।—শ্রীরামপুরের চিকিৎসালয় স্থাপনেতে যে মহাশয়েরা অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত মতে আমরা অত্যাহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। এই নগরস্থ অনেক মহাশয়েরদের অত্যন্ত বদান্যতা দেখিয়া পরমসন্তোষ জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে চাঁদাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহারাও ঐ আদর্শদৃষ্টে স্বাক্ষর করিবেন।

স্বাক্ষরকারিরদের নাম	দাতা	বার্ষিক	মাসিক
শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট		৫০০	
ডাক্তর মার্স্যমেন	৫০		৫
... ...			
জে সি মার্স্যমেন		৫০	
...			
বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়	৫০	২৪	
বাবু পেয়ারিমোহন রায়	৫০	২৪	
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী	৫০	২৪	
বাবু গৌরমোহন গোস্বামী	১৫০	৫০	

স্বাক্ষরকারিরদের নাম	দাতা	বার্ষিক	মাসিক
বাবু গুরুপ্রসাদ বসু	৫০	২৪	
বাবু গুরুদাস দে		১২	
বাবু রঘুরাম গোস্বামী ১।২ বা ৩ বৎসরের নিমিত্ত বিনা ভাড়ায় এক বাটী দিয়াছেন			
বাবু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়		১২	
বাবু পীতাম্বর রায়		১২	
বাবু আনন্দচন্দ্র রায়		১২	
শ্রীমতী আনা মেসর্			
বাবু বিশ্বম্ভর দত্ত ও জগমোহন দত্ত		১২	
বাবু তারকনাথ চৌধুরী		১২	
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী	১৬	১২	
বাবু রাজকৃষ্ণ দে	২০০	৩৬	

(২০ জুন ১৮৩৫। ৭ আষাঢ় ১২৪২)

জ্বররোগের চিকিৎসালায়।—এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যবর্ত্তি কোন এক স্থানে জ্বররোগের চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য সাহায্য করিবেন। এতদ্দেশের মধ্যে যে সকল রোগে লোক মারা পড়ে তন্মধ্যে জ্বররোগেই অধিক।

২০ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা হইল। তৎসময়ে সদর বোর্ডের শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকের আধিক্যপ্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। কলিকাতার নক্শা অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার নেটিব হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে গরনহাটার ঔষধালয়ব্যতিরেকে রোগোপশমের অন্য কোন উপায় নাই এবং ঐ ঔষধালয়ও মধ্যবর্ত্তি স্থানে নহে যদ্যপিও তাহা মধ্যস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ পীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বারা ঔষধ যোগান কঠিন।

এই বিষয়ের নিমিত্ত যে টাকার আবশ্যক আছে তাহাতে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে

২২৯/৯ উদ্বৃত্ত থাকে। এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসালয় রহিত করিতে কল্প আছে তাহা হইলে আরো মাসে ৬১৬ টাকা সর্ব্বসুদ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। এবং এই প্রস্তাবিত জ্বররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ ঐ টাকা হইলে চলিতে পারে কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্যক। তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহস্র২ দুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও উপকারনিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধ্যর্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়েরা কদাচ শৈথিল্য করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই চিকিৎসালয়ে শ্রীযুত নওয়াব উজীর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়েরা অতিবদান্যতাপূর্ব্বক যে টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে মহোপকার সম্ভাবনা এবং মনুষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোক সকলই ঐক্য হইয়া সাহায্য করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না।

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষবিষয়ক প্রস্তাব হওনেতে উপকার জন্মিবে এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি।

প্রথম। নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচনা যে কলিকাতা শহরে দেশীয়লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যবর্ত্তিস্থানে জ্বরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত উচিত।

দ্বিতীয়। নেটিব হাসপাতাল যে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধ্য চিকিৎসার দ্বারা দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

তৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে চলিত ব্যাপারের খরচসকল যোগাইয়া কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় ও অট্টালিকা নির্ম্মাণোপযুক্ত টাকা হয় না।

চতুর্থ। অতএব এই অবস্থাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থনা করা উচিত।

পঞ্চম। এই কল্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা কলিকাতা শহরে ও মফঃসলে প্রত্যেক নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয়।

ষষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়েরা সবকমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল হয় তাহা হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ অধ্যক্ষেরা পরে বিহিত বিবেচনাপূর্ব্বক আজ্ঞা দিবেন বিশেষতঃ।

সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন।

সপ্তম। অদ্যকার কার্য্যসকল গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করা যায়।

শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। এবং তাহাতে ঐ নূতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিলেন।

(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২)

বৰ্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা।—বাঙ্গাল হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে সংপ্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জ্বররোগের যে নূতন চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বৰ্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজা দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

আমরা হরকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বৰ্দ্ধমানের শ্রীযুত যুবরাজ জ্বরপীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ দশসহস্র বিতরণ করিয়াছেন কিন্তু এইক্ষণে খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের চাঁদাতে কিছুই স্বাক্ষরিত করেন নাই পরন্তু আমরা তাঁহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন উপকারজনক বিষয়ে অবশ্য অধিক সহায়তা করিবেন।

উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম ঐ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহস্র [৭,০০০] টাকা প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ্ঞা করিয়াছেন।…

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভাদ্র ১২৪২)

জ্বররোগের চিকিৎসালয়।—টৌনহালে সংপ্রতি জ্বররোগের চিকিৎসালয়ে সবকমিটি সমাগত হইলে শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব ও শ্রীযুত সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্য কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত সি স্মিথ সাহেব চাঁদার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বৰ্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজ ৭০০০ টাকা এবং মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব ৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব সর্ব্বসুদ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত

চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রায় সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি থাকিতে পারে। অতএব কমিটির সাহেবেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীযুত ডাক্তর জাক্‌সন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মার্চণ্ড সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে ঐ ভ্রান্তি ভ্রান্তিই হইতে পারিবে যেহেতুক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎসালয়ের স্থানসঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত প্রত্যহ শত২ রুগ্নব্যক্তি তথা হইতে পরাঙ্‌মুখ হইয়া যাইতেছে। অতএব হুকুম হইল যে এতদ্বিষয় জ্ঞাপক এক২ পত্র এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরসা করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়েরা জানিতে পারিবেন যে জ্বররোগের নূতন চিকিৎসালয়েতে যাঁহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক তাঁহারদের কোন ধর্ম্মের কি আচারবিচারের ব্যাঘাত হইবে না। অতঃপরে তাঁহারা এই বিষয়ে মিথ্যা ওজর ও কার্পণ্যরূপ আঘাতে ঐ মুকুলরূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়া না ফেলেন।—ইঙ্গলিসমেন।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

কুষ্ঠির চিকিৎসালয়।—নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জ্বররোগির নূতন চিকিৎসালয়ের বিষয়ে পৌষ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া দেওনের প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাকা অত্যাবশ্যকবিষয়। অতএব গত সোমবারে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনুরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তজ কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত হইলেন। ঐ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় হইতেছে যে এত টাকা চাঁদার দ্বারা প্রতিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে। তথাপি ঐ মহাদুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতানগরে ইতস্ততঃ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ না করে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা।—ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপর্য্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবন্ত ধনি মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান

করিয়াছেন তাহাতে এডুকেসন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকট অতিবাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

কথিত আছে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি ঐ টাকাতে মুদ্রা বা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া না দিয়া নগদ পুরস্কার প্রদানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের অর্থাভাবে স্ব২ বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হওনের আবশ্যক হইত তাঁহারা ঐ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ থাকিতে পারিবেন।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

বাবু রামগোপাল ঘোষ।—অবগত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজের পূর্ব্বকার একজন ছাত্র শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে [মেডিক্যাল কলেজে] ৫০০ টাকা মূল্যের এক প্রস্থ অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা ঐ চিকিৎসালয়স্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রদত্ত হইবে তৎপ্রযুক্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপণাকাঙ্ক্ষি ছাত্রেরদের মধ্যে অতিশীঘ্র এক পরীক্ষা লওয়া যাইবে।—হরকরা, জানুয়ারি ২০।

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

বাবু আশুতোষ দেব।—কলিকাতার বাহির রাস্তার ধারে অনেক দরিদ্র লোকের গৃহদাহ হইয়াছে ঐ সকল স্থানের স্বামী শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব। আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বাবু ঐ সকল প্রজারদের ছয় মাসের খাজানা ক্ষমা করিয়া প্রত্যেক জনকে গৃহ প্রস্তুতকরণার্থ ৫ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫)

সংপ্রতি ঈশ্বর নীলমণি দের মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন হয় তেমন অন্য কোন বিষয়ে নয় তিনি তাঁহার সত্যতা ও দানশক্তি দ্বারা অতিখ্যাত্তাপন্ন ছিলেন তিনি অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মঙ্গলের জন্য গবর্ণরমেণ্টকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি প্রশংসা যোগ্য তাহার যে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহা আমারদের সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রযুক্ত লিখিতে পারি না অতএব আমরা এই কার্য্য মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট হই যখন আগ্রাতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি অর্থ দ্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন আরো বাঙ্গালির মধ্যে তিনি প্রথমে এ কথা উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই। তিনি প্রত্যাহ গঙ্গার ঘাটে ও কলিকাতার প্রধান রাস্তায় এই মনস্থ করিয়া যাইতেন

যদি কোন রুগিকে বা দরিদ্রকে দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে আনিয়া আহার দিতেন কিন্তু বৈদ্যও নিযুক্ত করিয়া দিতেন ঐ ব্যক্তির এই প্রকার প্রকাশিত গুণ ও কীর্ত্তি কি মনুষ্য সকলে স্মরণ না করিলে অমনি লুপ্ত হইবে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৯। ৮ বৈশাখ ১২৪৬)

সম্প্রতি যে নীলমণি দে লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সরকারী কর্ম্মকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোষণার্থ পেনসিয়নের চাঁদাতে ১০১২॥০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ মহাশয় নিজে আকৌণ্টাণ্ট জেনরল আপীসে কেরাণিগিরি কর্ম্ম করিতেন।

(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

অতি কাৰ্ত্তিমন্ত বাবু নীলমণি দেবের মৃত্যু হওয়াতে এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয়দিগের অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমরা এক প্রামাণ্য পত্রি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করি কিন্তু বোধ করি যে সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবেন এবং প্রার্থনা করি যে তাহারাও তদনুরূপ হউন।

উক্ত বাবু সিক্কা ১৬॥০ সাড়ে ষোল হাজার টাকার মূল্যের বাটী ঘর দীন হীন উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছেন যে ঐ বাটী ঘরের যে উপস্বত্ব তাহাকে থিটেরাল সোসাইটির অধ্যক্ষ [vestry of the Cathedral] দ্বারা দীন হীন দিগকে প্রদত্ত হইবে। আরো নিয়ম করেন যে ঐ বিষয় উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কিম্বা বিষয় করিয়া তাহারা কোম্পানির কাগজ করিয়া আপনারদিগের হস্তে রাখিবেন। এবং তাহার উপস্বত্ব পশ্চাদ্বর্ত্তি লিখিত প্রকারে ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে এই এক যে অনাথা দীন দিগকে প্রদানার্থ তৎ সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া যাইবে অপর দীন হীন সহায় হীন বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস করণার্থ কোং এক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইবে। আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবদ্বীপ গয়া প্রয়াগ কাশী শ্রীবৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই সকল স্থানে ছয় হাজার টাকা দিবেন এতদ্ভিন্ন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা স্বীয় ভার্য্যার ব্যয় উদ্দেশে রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের মঙ্গলার্থ শ্রীবৃন্দাবনবাসি দিগকে প্রদান করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

৺প্রাপ্ত বাবু নীলমণি দে।—বাবু নীলমণি দে জীবদ্দশাতে অতি বদান্যতাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তিনি

মুমূর্ষুকালে যে দান পত্র করিয়া যান তাহাতে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যূন ১৬ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২৭ মাঘ ১২৪৬)

এদেশের হিতকারি লোককে পদবী দেওন।—মনুষ্যে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাহার মন সত্ পথেই ধায় ইহা বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্ত্তব্য যে যাহাতে স্বদেশীয় লোকেরা বিদ্যাবান হয় তাহাই করেন একথা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বুঝিয়াও তদ্দ্বারানুসারে কর্ম্ম করিতে যে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবর্ত্ত হইতে সঙ্কোচ আছেন কিন্তু ইঙ্গরাজ মহানুভব যাঁহারা আমারদিগের দেশীয় লোকের বিদ্যার পূর্ণতার অভাব ভাল জানিয়াছেন তাঁহারা স্বজাতীয় বল ও বিত্ত আমারদিগের নিমিত্ত অনেক ব্যয় করিতেছেন তদ্দ্বারা দেশে বিদ্যা ব্যবসায় কতেক সচল হইয়াছে কিন্তু যাঁহারদের দেশে বিদ্যা চলিবেক তাঁহারা শিথিল হইলে কত দূরপর্য্যন্ত ইঙ্গরাজেরা করিয়া উঠিবেন। আমারদের দেশের যে সকল লোকের ধনের ক্ষমতা দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে তাঁহারদিগের ঐ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কত দিবসেও যে হইবেক তাহা আমারদিগের অনুমানে আইসে না যেহেতু যে সকল মহাশয়েরদিগের ধন আছে তাঁহারা কেবল আপন নাম ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্তেই সদত চেষ্টাতুর তাঁহারা বিদ্যার্থ টাকা দান করিলে সেরূপ সুখ্যাতি শুনেন না অতএব ইঙ্গরাজ জাতি যাঁহারদের হস্তে এমত যন্ত্র আছে যে এদেশের লোককে অতি মহৎ২ পদ প্রদান করিতে পারেন তাঁহারদের প্রতি আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্ম্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যে২ ধনি ব্যক্তিরা নিজ২ দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাঁহারদিগকে রাজা বা অন্যান্য সম্ভ্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের যে লোকেরা বড়নামাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঐ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিবেক। [পূর্ণচন্দ্রোদয়]

অর্থনৈতিক অবস্থা

(৮ মে ১৮৩০। ২৭ বৈশাখ ১২৩৭)

শ্রীযুত বঙ্গদূতসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।...আমি কোন কর্ম্মক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম কিন্তু গমনকালীন তমোবিশিষ্ট যামিনীজন্য ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাগমনকালীন দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিম তীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অট্টালিকা দূর-হইতে এমত বোধ হইল যে এ অট্টালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না

হইবেক যেহেতুক অত্যুত্তম উচ্চ অট্টালিকা উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক অনন্তর বিশেষাবগত হইবার জন্যে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়া অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে কোন ভাগ্যবান ইঙ্গরেজের কারখানা বাটী হইবেক তত্রস্থ লোকদ্বারা অনুসন্ধান লইবায় কহিলেক যে এস্থানের নাম ফোর্ট গ্লাষ্টর কেহ বা চড়া মাদারিয়া কহে অথবা বাউড়্যা কহিয়া থাকে এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছ ইহা মিং জেমস স্কাট কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল। এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডহইতে সূতা ও নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তদ্রূপ এক নূতন যন্ত্র যাহা এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি বস্ত্রঅপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া কল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্তু কলিকাতায় আসিয়া সেই কথা সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও ঐরূপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে ঐ যন্ত্রদ্বয় প্রস্তুত হইলে আমারদিগের এপ্রদেশে বস্ত্রাদি অতি সুলভ হইবেক অপরঞ্চ অন্যান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবাতে কেহ২ কহিলেন যে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাপ্রকার কল স্থাপিতহওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং সুখজনক হইবেক সুতরাং দ্রব্যাদি সুলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্তু অধিকাংশ লোক যাঁহারা সকল জ্ঞাত আছেন তাহারা বিপরীত কহিতে লাগিলেন যে এইরূপ কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত যে দেশে হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং দুঃখদায়ক হয় যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাল জানেন এবং ইংগ্লণ্ডীয় লোকের দ্বারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন তাঁহারা কহেন যে মেঞ্চেষ্টর গ্লাসগো এবং অন্যান্য অনেক দেশ যেং স্থানে কলের দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেই২ দেশ পশ্চাৎ অবশ্যই অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া থাকে উভয়ের বাদানুবাদে আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া আপনকার নিকট প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস আছেন তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকা পাঠকস্য। বং দূং [বঙ্গদূত]

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা।—ঢাকা শহরের শেষ জজ শ্রীযুত ওয়ার্ণ্টর্স সাহেব··· লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাক্স-নিযুক্তহওনকালে ঐ টাক্স ২১,৩৬১ ঘরের উপর লওয়া গেল এবং ঘরপ্রতি ৵ করিয়া লওয়াতে

আট শত জন চৌকীদারের খরচ চলিত কিন্তু ১৮৩০ সালে কেবল ১০,৭০৮ ঘরের উপর টাক্স নির্দ্ধার্য্য হয় এবং তাহাতে কেবল দুই শত ছত্রিশ জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ষোল বৎসরের মধ্যে লোকের অর্দ্ধেক ন্যূন হইয়াছে। ইহার কারণ এই অনুভব হয় যে ঢাকায় অনুপম অতিসুন্দর তুলাসূত্রের যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা ক্রমশঃ ন্যূন হইতেছে। ১৮০১ সালের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুর এবং ভিন্ন২ বণিকেরা ঢাকার মকমলের নিমিত্ত যে টাকা দাদনি দিতেন সে পঁচিশ লক্ষেরো উর্দ্ধ কিন্তু ১৮০৭ সালে তাহার অর্দ্ধেকো ছিল না। ১৮১৩ সালে ভিন্ন মহাজনেরা ঐ বস্ত্রের ব্যবসায়ি লোকেরদিগকে ২,০৫,৯৫০ টাকা দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরো তত্তুল্যমাত্র। পরে ১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠী একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা রকমের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র সুমূল্যে নির্ম্মিত হয় তাহাতে অনুমান হয় যে এতদ্দেশে বস্ত্র প্রস্তুতকরণের আবশ্যক থাকিবে না।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

ঢাকার বিবরণ।—...উক্ত শহরের...তুলার উত্তম শিল্পকর্ম্ম যাহাতে ঢাকা শহর জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুষ্প্রাপ্য ঢাকার কারবারের প্রথম পত্তন ১৮০১ সাল ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত কোম্পানির বার্ষিক দাদন এবং সাধারণ মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্পানির কাপড়ের দাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্য২ মহাজনদিগের প্রায় ৫৬০২০০। ১৮১৩ সালে বাজে মহাজনদিগের কারবার ২০৫৯৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঅপেক্ষা কদাচিৎ অধিক ১৮১৭ সালে ইঙ্গলণ্ডীয় কারবারসম্বন্ধীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং ওলেন্দাজদিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্ব বন্ধ হয় মলমল কাপড় প্রস্তুতকরণে ইহারদিগের পরিশ্রম বিশেষরূপ আছে বিশেষতঃ সূতাকাটন অতিআশ্চর্য্য অঙ্গুলির দ্বারা অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকসকল পোলাতনির্ম্মিত টেকুয়ার দ্বারা সূতা কাটে তাহার সময় কেবল প্রাতে শিশির যাবৎ ভূমিতে থাকে। এরূপ সে সূতা সূক্ষ্ম যে সূর্য্যোদয়ে কাটা যায় না।

এক রতি তুলাতে এরূপ কাটা যায় যে তাহাতে আশী হাত লম্বা সূতা হয় যাহা কাটুনীরা এক টাকা আট আনা করিয়া ভরি বিক্রয় করিত রিফুকরসকল শিল্প বিদ্যায় এমত পারদর্শী যে এক থান উত্তম মলমলহইতে এক খেই সূতা বাহির করিয়া পুনর্ব্বার সেই সূতাখেই থানে লাগাইত। এই উত্তম সূতা জন্মিবার স্থান ঢাকার অন্তঃপাতি বিশেষতঃ সোণার গাঁ এমত আশ্চর্য্য বস্ত্র প্রস্তুতকরণের কল কেবল হস্তমাত্র হায় কি খেদের বিষয় অতিউত্তম মলমলকরণের বিদ্যালোপ হইল এবং ঐ সকল সূত্র নির্ম্মাণকারি স্ত্রীগণের এবং উক্ত শিল্পশীলেরদিগের গতি বা কি হইবে। কস্যচিৎ নগরবাসিনঃ।—সং চং

(২৩ জুলাই ১৮৩১ । ৮ শ্রাবণ ১২৩৮)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ক্রস ও শ্রীযুত কলন্ ও শ্রীযুত হরি ও শ্রীযুত সটন্ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ পদ ধারণের মিয়াদ গত হইয়াছে অতএব তাঁহারদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর ব্রৌণ ও শ্রীযুত আর এচ ব্রৌণ ও শ্রীযুত সাণ্ড ও শ্রীযুত স্মিথসন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৮ সনের গোড়াতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হয়। এই বৎসরের ২০এ জানুয়ারি তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে দেখিতেছি :—

"The Union Bank Meeting.—Half yearly meeting of proprietors held on Saturday the 15th instant.······Resolved 1. That a Committee be appointed to recommend a plan for the immediate winding up of the Bank,······that all business of the Bank be suspended,······"

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী'তে (৩য় সং. পৃ. ১১৬) ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের তারিখ ভ্রমক্রমে "১৮৪৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর" লিখিয়াছেন।

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী।—আমরা বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী কর্ম্মে এতন্নগরের জোড়াবাগান নিবাসি বাবু মদনমোহন সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংপ্রতি গত ৪ নবেম্বরে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য মান্য হিন্দু ১৭ জন ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরখাস্ত দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০ জনের দরখাস্ত গ্রহণোপযুক্ত তাহা হইতে কর্ম্মোপযুক্ত পাত্র ৮ জন জানিয়া কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদত্ত হয় ঐ আটজনের মধ্যে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এক। ঐ সকল দরখাস্ত কমিটিতে বিবেচনা হইয়াছিল ঐ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হইল যে বাবু রামকমল সেন এতৎ কর্ম্মোপযুক্ত পাত্র তাঁহার অন্যত্রীয় কর্ম্মের সুখ্যাতিপত্রাদি দৃষ্টে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে অতএব মৃত মদনমোহন সেন যে নিয়মে অর্থাৎ দুই শত টাকা মাসিক বেতন আর শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন এবং এক লক্ষ টাকা ডিপাজিট রাখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন। অপর সেন বাবু কমিটির অনুমত্যনুসারে সেক্রেটরী সাহেবকর্তৃক কর্ম্মে নিযুক্তিবোধক লিপি প্রাপ্ত হইয়া যথা কর্ত্তব্য করণানন্তর গত ১৪ নবেম্বর তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের কর্ম্ম অর্থাৎ টাকশালের দেওয়ানী রেজাইন দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।—চন্দ্রিকা।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

এতন্মহানগরস্থ ব্যঙ্ক [অফ বেঙ্গল] শাখা ব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন বাবুকে মৃজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানজী মৃজাপুরহইতে এতন্নগরে আগমন করিতেছেন দিন দ্বয় বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। সংপ্রতি সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত ব্যাঙ্ক বিষয়ে ৮ সহস্র মুদ্রা লভ্য থাকে।

(২৩ জান্ুয়ারি ১৮৩৩। ১২ মাঘ ১২৩৯)

কমরস্তল বাঙ্ক।—শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে কমরসল বাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং ঐ বাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন এবং ঐ বাঙ্কের যত পাওনা আছে তাহা তিনি লইবেন। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ ৫ জানুআরি।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

মাকিণ্টস কোম্পানির কুঠী বন্দ।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতা রাজধানীর অন্য এক মহাকুঠী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে। শ্রীযুত মাকিণ্টস কোম্পানি শনিবার পূর্ব্বাহ্নে [৫ই জানুয়ারি] টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন…।

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪। ৩ মাঘ ১২৪০)

ক্রুটিণ্ডন কোং।—অতিখেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ প্রধান২ কুঠীর যে শেষ এক কুঠী ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে। গত শুক্রবারে ক্রুটেণ্ডন মেকিলপের ইনসালবেণ্ট আদালতে যাইতে হইল।

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

কার ঠাকুর কোং।—কার ঠাকুর কোম্পানির নূতন বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল। ঐ কুঠীর দ্বিতীয় অংশী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্ব্বে সাল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকার্য্য ও এজেন্টী কার্য্যে প্রবর্ত্তহওনার্থ ন্যূনাধিক ছয় সপ্তাহ হইল ঐ দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোযোগকরণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টী ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বোম্বাইনগরে পারসীয়েরা এতদ্রূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য অনেককালাবধি করিতেছেন। সাল্ট বোর্ডের দেওয়ানী কার্য্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের এজেন্টের দেওয়ানী কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন।

কয়েক বৎসর পরে কার ঠাকুর কোম্পানীর কুঠীও বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিস্তুয়ার্স কার ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরকুলর পত্র দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুআরি মাসে তাঁহারা চলিত কার্য্য রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজন-দিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত ১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুরা হৌসের ঋণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর কোম্পানিরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা অতি সুনিয়মে বাণিজ্য কার্য্য করিতেন, অধুনা ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।"

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

বাজার অনেক কমিয়াছে। শিবনারায়ণ পাল ও কাশীনাথ পাল যাঁহারা কলিকাতায় ৭০ বৎসরাবধি সুখ্যাতিপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেছিলেন তাঁহারদের বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হইয়াছে। কথিত আছে যে তাঁহারা ২৫ লক্ষ টাকার কারবার করিতেছিল কিন্তু আমরা শুনিয়াছি তাঁহারদিগের দুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে এই ক্ষতি এবৎসর আফীন বিক্রয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটান অংশি কাশীনাথের উপর তাঁহার ভ্রাতা বিবাদ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে। —জ্ঞানান্বেষণ।

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

টগ সমাজের মুনাফা।—আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিতেছে। ঐ জাহাজ মাকিণ্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি ৩০ এপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে যে দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২০ ভাদ্র ১২৪০)

বাষ্পীয় সভার নিয়মপত্র।—ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে টৌনহালে নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের বাষ্পের জাহাজবিষয়ক ধন

ব্যায়কারণ চাঁদায় স্বাক্ষর কারিদিগের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে যে কথোপকথন হয় তাহার তাৎপর্য্যের বাঙ্গলা তরজমা।

এই সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুক্ত রাইট রিবেরেণ্ড লার্ড বিসোপ অর্থাৎ কলিকাতার লার্ড পাদরি সাহেব সকলের ঐক্যতাতে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নির্দ্ধার্য্য করেন।

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাষ্পের জাহাজদ্বারা ইঙ্গলণ্ডে গমনাগমনের নিরূপণজন্য এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহেব লোকের নিকট নিবেদনকরণার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদিগের এক সমাজ হয় ঐ সমাজে যে২ নিয়ম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে এই বর্ত্তমান সমাজ সে সকলের পোষকতা করিবেক এবং অন্য২ উপায় যাহা ঐ বিষয়ের সফলজন্য আবশ্যক হইবেক তাহাও এই সমাজে স্থির হইবেক।

২। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্পূর্ণকরণার্থে চাঁদা করিতে হইবেক এবং পশ্চাৎ লিখিত ভদ্রলোকেরা কমিটীতে নিযুক্ত হইবেক এই কমিটীর নাম নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ড কমিটী রাখা যাইবেক।

মেং ডি মেকফার্লন। কাপ্তান ফার্বস। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। মেং ডবলিউ এচ মাকনাটন। শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। মেং জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ। মেং সি বি গ্রীনলা। মেং বি হেরডিং। মেং জে উইলিস। মেং সি জে মিদণ্টন। মেং টি ই এম টার্টন। মেং জেম্‌স কিড। কাপ্তান ষ্টিল। মেং কাক্রেল। মেং আর এস তামসন।

৩। চাঁদার টাকা প্রাপ্তি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা হইবেক। এবং পনরশত মুদ্রা হস্তগত হইলে তাহার এক সহস্র মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক ঐ ব্যাঙ্কেতে কখনও পাঁচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক না।...

৫। হিউলিণ্ডসেনামক জাহাজের স্থগিত প্রযুক্ত বাষ্পের জাহাজে ইঙ্গলণ্ড গমনাগমন রুদ্ধ হইয়াছে ঐ গমনাগমন যে উপায়ের দ্বারা পুনর্ব্বার হইতে পারে তাহার চেষ্টা কমিটীর অন্তঃপাতি লোকেরা অতি শীঘ্র করিবেন। এবং তাঁহারা একারণ শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল কৌন্সেলের এবং ইঙ্গলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কমিটীর আনুকূল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং যখন এ বিষয়ের কোন পরিশেষ হইবেক তখন তাঁহারা স্বাক্ষরকারী অথাৎ চাঁদাকারেরদিগের সাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন।......

এতদ্দেশীয় এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গাল ষ্টিম ফণ্ডের চাঁদায় প্রদত্ত মুদ্রার ফর্দ্দ।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।	১০০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	২০০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর সেন।	৫০০

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল।	৫০০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর মিত্র	২০০
শ্রীযুত বাবু রোস্তম্‌জী কাওস্‌জী।	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।	১০০
শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।	৫০
শ্রীযুত বাবু আর জি জি [রামগোপাল ঘোষ ?]	১০
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক।	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী।	২৫০
শ্রীযুত বাবু হরিহর দত্ত।	২৫
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী।	৩০০
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ।	৫০
শ্রীযুত রাজা অযোধ্যালাল খাঁ।	১৬
শ্রীযুত রাজা রামচাঁদ খাঁ।	১৬
শ্রীযুত কাজি গুল মহম্মদ।	১৬
শ্রীযুত কালীপ্রসাদ বসু।	১৬
শ্রীযুত মহবুব খাঁ।	১০
শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন।	১৬
শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন চৌধুরী।	১৬
শ্রীযুত মহম্মদ আসকরী।	১০
শ্রীযুত জগন্নাথ ভঞ্জ।	১২
শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।	৫০০
শ্রীযুত আগাকরবলাই মহম্মদ।	৫০০
বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক।	৪
শ্রীযুত ক্লিমিশা সাহেবের চাকরেরা।	১২
শ্রীযুত বাবু এস সি জি।	১০০

... ...

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০)

নূতন লাইফ অস্থরেন্স সমাজ।—গত সপ্তাহের কলিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতায় এক লাইফ আস্থরেন্স সোসৈটি স্থাপনের উপযুক্তানুপযুক্ততার বিবেচনাপূর্ব্বক রিপোর্টকরণার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত মহাশয়গণ ঐ কমিটির অন্তঃপাতি হইয়াছেন শ্রীযুত ডরিন সাহেব ও ডিকিন্স সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ডব্স সাহেব ও বেগসা সাহেব ও ডবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণল কেনডি সাহেব ও কাপ্তান হেণ্ডর্স্ন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।

বহুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইয়াছে এবং লাডবল সোসৈটির অতিঘৃণার্হবিবাদ হওনঅবধি অন্যেরদেরও এমত মানস হইয়াছে যে এতদ্রূপ কোন সমাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এমত দৃঢ়নির্ব্বন্ধে স্থাপিত হয় যে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রত্যয় জন্মে। এতৎসময়ে লাডবল সোসৈটির বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবাদ আরম্ভহওয়াতে ঐ মানস আরো দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এবং আমারদের ভরসা হয় যে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ অত্যুৎসাহপূর্ব্বক মনোযোগ করেন তদ্রূপ এতদ্বিষয়কও করিবেন। অপর ঐ কমিটির অন্তঃপাতিমধ্যে শ্রীযুত বেগসা সাহেবের নাম দেখিয়া আমারদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী আছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় উত্থাপনকরণের পূর্ব্বে তিনি এক জাইণ্ট ষ্টক সোসৈটির পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন অতএব তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে সকল সম্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কমিটিতে জ্ঞাপন করিয়া কমিটির কার্য্যের অনেক সুগম করিতে পারিবেন।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২)

গবর্ণমেণ্টেব লাইফ ইনস্থরন্স আপীস।—হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্থরন্স আপীস আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ হইবে।

(৭ মার্চ্চ ১৮৪০ । ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

আমরা অবগত হইলাম যে কএক ব্যক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয়রা হিন্দুদিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্থরেন্স নামক সভা স্থাপন করণের মানস করিয়াছেন এবং অত্যল্পদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তদ্দৃষ্টে উক্ত সভাদ্বারা অস্মদাদির যে লভ্য হইবে তাহা প্রকাশ করিব।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

চুঁচুড়ায় বরফ।—স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে জানুআরি মাসের প্রথম ২০ দিবসপর্য্যন্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বরফ মোন করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকাপর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪)

পয়সা।—বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপর্য্যন্ত যাইতেছে। পোদ্দারেরা টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়সা কোন কর্ম্মের নহে। কল্য আমারদের এক জন বেহারাকে ৷৷০ আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল তাহাতে ঐ প্রকার ঘসা পয়সা দেওয়াতে সে কহিল যে ঘসা পয়সা কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা লুড়ি তুল্য মূল্যই। কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল তখন কহিল যে বরং নূতন পয়সার অর্দ্ধেক আমাকে দেউন।

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোদ্দারেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বাজারের পোদ্দারেরা যে প্রকার পয়সা দিতে চাহে তাহারাও তদ্রূপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে অতএব ঐ বেটারদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪)

বাবু প্রসন্নকুমার।—…মেদিনীপুর জিলায় ভুয়ামুতা পরগনে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হুদ্দা পশ্চিম মশারানামক যে তালুক তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়া যায়।…

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

…বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত নীচাবস্থায় আছেন যে তদ্দ্বারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্য্য করিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয়েরা চিত্তেও স্থান দান করেন না এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তদ্ভাব এতদ্দেশীয়-দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না। এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল

সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্নিমিত্ত তাঁহারদিগকে প্রশংসা করি। ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্ব্বসাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্নিমিত্ত আমরা বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সদুপায় সদা আচরণ করেন।

আমাদিগের এই বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্য দেশীয়দিগের যাহাতে ভাল হইয়াছে এতদ্দেশীয়রা তাহার অনুশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় যাঁহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে অতিক্ষুদ্র কার্য্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না আর ক্রমে২ নানা কার্য্যে মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দিন পরে আমরা দেখি যে ঐ ব্যক্তি হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন আমাদিগের এতদ্দেশীয় কত জনকে এতদ্রূপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ২ বলেন যে কি কুরীতি ছিল।

এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাঁহারা বলেন যে ধন নাই আমরা কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ নির্বোধের বাক্যের আমরা উত্তর দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা ঘৃণাই ভাল। তাঁহারা সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়েন সে সাহেবকে কি টাকা দেন না আর ঐ সাহেব আপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া কি সেই কুঠীর মান রাখেন না এবং ঐ মুচ্ছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ গ্রাহি তাঁহারা জানে না যে আমার টাকায় সাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহা জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এতদ্রূপ কৃতকার্য্যতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদিদ্বারা ধনাঢ্য হউন আর যে কেরাণির প্রভৃতি কার্য্য পরিত্যাগ করুন যে সেইসকল কার্য্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক। অতএব আমরা বলি যে

ইহাতে তাঁহারা সৌভাগ্যযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্ব্বসাধারণের সুখ সৌভাগ্য হইবে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬)

আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার একজন জমীদার বারাণস হইতে স্বগৃহে আগমন কালীন ভগলপুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০।২৫ জন বিক্রয় হইয়াছিল। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৮ মার্চ্চ ১৮৪০। ১৬ চৈত্র ১২৪৬)

আমরা শ্রুত হইয়াছি চিকিৎসা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত এতদ্দেশীয় এক ঔষধালয় স্থাপন করাতে এবং ঐ উদ্যোগেতে যে ধন ব্যয় হইয়াছে তদ্দ্বারা অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা দেখিয়া অন্য দুই জন ছাত্র তদ্রূপ বাহুল্যমতে অপর এক স্বতন্ত্র ঔষধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। এই নূতন ব্যাপার শ্রীযুত বাবু রামকুমার দত্ত ও শ্রীযুত নবীনচন্দ্র কর্তৃক নির্ব্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত কলিকাতায় চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনাবধি তথাকার চিকিৎসালয়ে ঔষধ প্রস্তুত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা ঐ কর্ম্মে অতি নৈপুণ্য ও যে ব্যবসায় তিনি এইক্ষণে আরম্ভ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন। তাঁহারদের ঐ ঔষধালয়ে নানা প্রকার ঔষধ থাকিবে এবং তদতিরিক্ত তাঁহারা সোদাওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় পানীয়ের কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইউরোপীয় দ্রব্যের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ জননে ঐ পানীয় ব্যবহারে অধিক চেষ্টা হইয়াছে। আমরা ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ঔষধালয়ের প্রস্তাব লিখন সময়ে কহিয়াছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনেরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্তিরদের মধ্যে উৎসাহ বর্দ্ধনের এমত যে নানা চিহ্ন দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের দ্বারা প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগে আরম্ভ হওনের সোপান হইতেছে। কলিকাতার মধ্যে দুই ঔষধালয়ের কার্য্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত মহাশয়েরা কলিকাতাস্থ তাবৎ ঔষধালয় অপেক্ষা নির্ভাঁজ ও প্রকৃতৌষধ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারদের উদ্যোগ দেশীয় লোকের দ্বারা সফল হইবেক যেহেতুক তাঁহারা এতদ্দেশীয় অতি দরিদ্র ব্যক্তিরদের মধ্যেও ইউরোপীয় ঔষধ ব্যবহার করাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা এইক্ষণে বারম্বার বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় ঔষধ দেশীয় ঔষধাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্বান হইয়াছেন

তাঁহারা দেশীয় যমোপম চিকিৎসকেরদের অপেক্ষা ঐ চিকিৎসকেরদিগকে উত্তম জ্ঞান করিবেন। ['ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা]

শাসন

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৫ মাঘ ১২৩৯)

আমরা শুনিয়া অত্যান্তাহ্লাদিত হইলাম যে ইণ্ডিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে শ্রীল শ্রীযুত বাদশাহ অনুমতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরা গ্রান্দ জুরীর কার্য্য এবং জুষ্টিস অফ দি পিস কার্য্য এবং যে মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টীয়ানেরা লিপ্ত এমত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে পার্লিমেণ্টের এই ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকর্তৃক সংপ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে যত পরাক্রম অর্পিত হইয়াছে তত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য হইয়াঅবধি হয় নাই। এইক্ষণে আমারদের এই প্রার্থনা আছে যে এই সকল পরাক্রম উচ্চ২ পদাভিষিক্ত ঐ সকল মহাশয়েরা কেবল স্বার্থবিষয়ে না খাটাইয়া দেশ হিতার্থে খাটান।

(২ মার্চ্চ ১৮৩৩। ২০ ফাল্গুন ১২৩৯)

গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের কর্ম্মে নিয়োগ।—পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত হইয়া থাকিবেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তিন রাজধানীতে মাজিস্ত্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ এবং গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে নিযুক্তহওন এবং যে সকল মোকদ্দমায় খ্রীষ্টীয়ান লোক পক্ষ এমত মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পার্লিমেণ্টে যে ব্যবস্থা হয় ঐ ব্যবস্থার প্রস্তাবান্দোলনসময়ে শ্রীযুত অনারবিল কোর্ট অব ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা যথাসাধ্য তদ্বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থাতে তাঁহারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও বোর্ড কন্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত চার্লস গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগপ্রযুক্ত ঐ ব্যবস্থা পার্লিমেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্প্রতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফপ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত হইলেন সেই নিয়মে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা স্বীকৃত হইয়াও কিনিমিত্ত এই নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করিলেন ইহা আমারদের বোধগম্য হয় না। যে২ মোকদ্দমা ইহার পূর্ব্বে মফঃসলে কেবল ইউরোপীয় জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্ষম তবে তাঁহারা অবশ্য গ্রান্দজুরীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্। অতএব আমারদের এই উপলব্ধি হয় যে নূতন ব্যবস্থাতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন

সম্ভ্রম বা বিশ্বাসের কর্ম্মে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে আপনারদের পূর্ব্বকার অবিবেচনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই ঈদৃশ ব্যক্তির দ্বারাই তাহা হইয়া থাকিবে।

১৭৬৫ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্দেশীয় দেওয়ানী কার্য্যগ্রহণাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিয়ম চালয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান নিয়ম তৃতীয়। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যদ্রূপ পরাক্রম ও বেতন প্রদত্ত হয় তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। তৎকালীন ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ত্তা মহাশয়েরদের এমত বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক দেশের মঙ্গল ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের স্থৈর্য্যসম্ভাবনা। দেশীয় মুখ্য শাসনকর্ম্ম কৌন্সেলি সাহেবেরদের হস্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিরদের চক্ষুর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকেরদের হস্তেই অর্পণ হইল। তিন সুবাসম্পর্কীয় তাবৎ আদালতের কার্য্য বিনাপ্রতিবন্ধকতায় ও বিনাশাসনরূপে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে দেওয়া গেল এবং এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক সাম্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক।

কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে ঐ নিয়মের সমূল পরিবর্ত্তন হইল এবং গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে তাবৎ পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বাস্য ও ঝুঁকির সমুদায় কার্য্যহইতে হঠাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন। তৎসময়ে কর্ত্তা মহাশয়েরদের মনে এমত জ্ঞানোদয় হইল যে সরকারীকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরা নিযুক্ত হন তদনুসারে প্রজাগণের দুঃখবৃদ্ধিহওনের সম্ভাবনা অতএব অসীম দানশৌণ্ডতার পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা অতিসঙ্কুচিত কার্পণ্যবর্ত্মাবলম্বী হইয়া সম্ভ্রম ও লাভজনক সমগ্র কর্ম্মহইতে দেশীয় লোকেরদিগকে চ্যুত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় যে কর্ম্মকারক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ তাঁহাকে ৫০০ টাকার ন্যূন বেতন নির্দ্ধার্য্য করিলেন। এতদ্রূপে দেশীয় লোকেরদিগকে বহিষ্করণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্পর্কীয় সাহেবেরদের অপূর্ব্বরূপ বেতন বৃদ্ধি হইল ঐ বৃদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত কোর্টনি স্মিথ সাহেব পার্লিমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকরত কহিলেন যে অন্যায়রূপে টাকা লওনের কোন ওজোর না থাকে এইনিমিত্ত বেতন বৃদ্ধি হয়।

এইক্ষণে সরকারীকার্য্যের নিয়মের পুনর্ব্বার রূপান্তর হইয়াছে প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য স্পর্শ করিতেও না দিয়া এইক্ষণে দৃষ্ট হইল যে তাঁহারদের কি জ্ঞান কি সভ্যতা প্রায় বৃদ্ধি হয় নাই এবং এইক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে যে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই

(৩১ জুলাই ১৮৩৩। ১৭ শ্রাবণ ১২৪০)

সুপ্রিম কোর্ট।—এই বৎসরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবারে আরম্ভ হয় এবং গ্রান্দজুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু বীরনরসিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের এই প্রথমবার গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্তহওনোপলক্ষে গ্রান্দজুরীর বিশেষ কার্য্যসকল অতিস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ ইউরোপীয় প্রজাবর্গের সহযোগে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগকে কার্য্য করিতে দেখিয়া যাঁহারা অতিসন্তুষ্ট হইয়াছেন তন্মধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কার্য্যে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে এবং খ্রীষ্টীয়ানেরদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্রজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন…।

বর্ত্তমান গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নাম দেখিয়া আমারদের বোধ হইল যে অতি গৌরবান্বিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন এইক্ষণে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত সাত জনের মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে পারে। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার মধ্যে যেমন পরাক্রান্ত তাদৃশ অপর দুর্লভ। এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা ধনিশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তদল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরদের দলের প্রধান ফলতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় ইঁহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা প্রথম গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তাঁহারদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন ইহা দর্পণে টুকিয়া রাখিতে অস্মদাদির মহাসন্তোষ আছে।

১৮৫৬ সনের ২৯এ জানুয়ারি আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।...আহা! কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,...। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন।...আহা! বাবু আশুতোষ দেব

মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্ত বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল স্বরূপ হইয়া তাঁহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক।..আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যাহনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস, সুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।...মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়,...।

রসময় দত্ত সম্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন :—

"গত ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবা ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকাতার রাম বাগান নিবাসি প্রসিদ্ধ ধনি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুরা রোগে বহু বিধ চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তির লক্ষণাপ্রাপ্তে সুরতরঙ্গিণী তীর সমীপে মায়াময় কায় পরিত্যাগে পরম ধামে বিশ্রাম লাভ বা অমূল্য অতুল্য কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবুর গুণ গৌরব এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মনিষ্ঠতার বিস্তার কি কহিব। তিনি বর্ত্তমান যুগের যোগ্য পাত্র নহেন, অস্মদাদির দেশাচার যত প্রাচীন ধর্ম্ম কর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রসাধনে সদা উদ্যুক্ত থাকিতেন, তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, ঐ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনে একখানি অসামান্য গ্রন্থ উদিতের সম্ভাবনা তথাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ কহি। তিনি নগর কলিকাতার মান্য ধনাঢ্য মৃত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র বঙ্গ ২১৮৬ [?] সালে জন্মগ্রহণ করেন পরে ক্রমশ বঙ্গসংস্কৃত এবং আরবি পারসি তথা ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া প্রথমত তত্‌কালের পরিগণনীয় বিগিমেস': হক্ ডেবিস কোম্পানির হৌসে সিক্কা ১৬ যোল টাকা বেতনের এক কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করণাভ্যাসের কালে উক্ত হৌসে এক হিসাব গোলযোগ হইলে কোন অঙ্ক ব্যবসায়ী তাহার নিরাকরণ করিতে না পারায় ঐ হৌসের লণ্ডনীয় কার্য্যালয়ের কর্ম্ম কর্ত্তারা শিষ্টতা রূপে জানান যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিষ্কার প্রকারে পরিশেষ করিতে পারিবেন তাঁহাকে অযুত সংখ্যক মুদ্রা পারিতোষিক ও মাসিক সিক্কা ৫০০ শত টাকা বেতন প্রদত্ত হইবেক। তদনুসারে রসময় বাবু হিসাব পরিষ্কার করিয়া দিয়া পারিতোষিক

মুদ্রা প্রাপ্ত হন্ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাল নিযুক্ত থাকিয়া ধন সঞ্চয় করেন, পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩০ সালে! ঐ হক্ ডেবিসন কোম্পানির হৌস যোত্র হীন হইলে মিশিয়েস´ক্‌টেওণ্ট মেকিনব কোম্পানি অনায়াস লভ্য বহু মূল্য রত্ন প্রায় যত্ন করিয়া রসময় বাবুকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনাদিগের কার্য্যালয়ে নিবিষ্ট করেন তদনন্তর কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিভ্রমণে তৎকালের সংকারে মেকিলর কোম্পানি যোত্র হীন হইলে রসময় বাবুর উপযুক্ত কার্য্য অন্যান্য স্থানে অসম্ভব বিধায় তিনি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগে তৎকালের বাইস্ প্রেসিডেণ্ট সের চাল´সঃ মেটকাপঃ, এবং চিপঃ জষ্টিসঃ সেরঃ এড্‌ওয়ার্ড রেইন্ সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধীয় নানা বিধ কর্ম্মের আনুকূল্য করায় উক্ত মহাশয় দ্বয় সানুকূল ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরতা ক্রমে ছোট আদালতের বিচারপতিত্ব পদে রসময় বাবুকে বিনিয়োগ করিলে স্বাতীবারি করীন্দ্র কুম্ভে পতিতের ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পদার্পিত হওয়ায় তদবধি শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আস্যে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক বাবু যে রূপ বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন এরূপ কোন বিচারপতি কস্মিনকালেও করিয়াছেন কি না সন্দেহ, যাহা হউক নানা গুণের গুণমণি উক্ত বাবু মানব লীলা সম্বরণ করায় যদিও তাঁহার বিরহ জন্য সন্তাপ রাখিবার স্থান নাই বটে কিন্তু বৈকুণ্ঠবাসি বাবুর অপূর্ব্ব সৌভাগ্য তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির তদ্রূপ গুণ গৌরব আছে তাহাতে সকলে শোক বিস্মরণ হইয়া পূর্ব্ববৎ আনন্দনীরে মগ্ন হইতে পারিবেন,... ।" (সম্বাদ ভাস্কর, ১৮ মে ১৮৫৪)।

রাধাকৃষ্ণ মিত্র ছাতুবাবুর ভগ্নীপতি ছিলেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় কিছু লিখিয়াছি। ১৮৪৯ সনের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে তাঁহার সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সর' পত্র সম্বন্ধে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

"আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের পরযন্ত্র যন্ত্রণা ভোগ পরিত্যাগ হইল, সম্পাদক মহাশয় স্বকীয় ব্যয়ে এক লোহ যন্ত্র এবং অক্ষরাদি ক্রয় করিয়াছেন, গত সোমবাসরাবধি সেই যন্ত্র হইতে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, এইক্ষণে দেশস্থ লোক সকলকে অনুরোধ করি যদি কেহ ইংরেজি ভাষায় পুস্তকাদি করেন তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিতে পাঠাইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় সমাচার পত্র জন্য আইরিণ প্রেস আর হয় নাই, শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই প্রথম পথ দেখাইলেন অতএব দেশস্থ লোকেরা যথাবিহিত সহায়তা করিবেন।"

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতলা নিবাসি মহাধনসম্পন্ন ৺রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পরশ্ব আকস্মিক পক্ষাঘাতে পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সম্ভ্রান্ত জনগণ মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, অতএব তাঁহার আকস্মিক পরলোক গমনে সকলেই দুঃখিত হইবেন। উক্ত মহাশয় প্রত্যহ সায়ং প্রাতঃ শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেন গত পরশ্ব প্রাতঃকালে নিয়মানুসারে ভ্রমণ করিতে যান্ বেলা নবম

ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিয়া বাটী প্রবেশ মাত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।"

(২০ জুন ১৮৩৫। ৭ আষাঢ় ১২৪২)

শুনা গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাজিস্ত্রেট সম্প্রমার্থ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ শ্রীযুত কিড সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহারদিগকে এতদ্রূপে নিযুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পালিমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পীসী কর্ম্মে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন ঐ আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্ত্রেটেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

কলিকাতার মাজিস্ত্রেট।—এতদ্দেশীয় ও ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়েরদিগকে মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পার্লিমেণ্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা প্রতিপালনার্থ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কলিকাতার মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে স্বকৃতিকরণপূর্ব্বক নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত জেম্‌স স্কিড সাহেব।

(৩ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

কটকের ডেপুটি কালেকটর।—গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ডেপুটি কালেকটর কটক জিলায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ কর্ম্মে ১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনা গেল সংপ্রতি যে সকল ব্যক্তি তৎকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় সুশিক্ষিত যুবজন এবং তাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

(৮ মার্চ্চ ১৮৩৪। ২৬ ফাল্গুন ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনকার দর্পণপার্শ্বে পাঠক মহাশয়েরদিগের সুগোচরার্থ নীচের লিখিত কএক পংক্তি স্থানদানে উপকৃত করিবেন।

পূর্ব্বে এ প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে লোক সকলের গমনাগমনবিষয়ে দুষ্ট লোকদিগের ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় ছিল তাহাতে মনুষ্যসকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে পারিত না পরে যদবধি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজ্যাধিপতি অর্থাৎ ইঙ্গরেজ বাহাদুর রাজ্য প্রাপ্ত

হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও শাসনকরাতে অনেক নিবারণ হইয়া যদ্যপিস্থাং গমনাগমনের বিষয়ে আশঙ্কা প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিলা মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তি পলাসিনামক প্রচরদ্রূপ বিখ্যাত এক স্থান আছে তৎস্থানস্থ দস্যুভয় ব্যাপককাল পর্য্যন্ত সম্যক্‌প্রকারে নিবারণ হয় নাই তদনুরূপ জিলা কৃষ্ণনগরের শামিল বাগের খালনামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কলিকাতার সান্নিধ্য কোন্নগর আঁড়িয়াদহ টিটেগড় এবং চাঁপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যে২ শঙ্কা ছিল কিন্তু বিশেষরূপ ব্যাপককালপর্য্যন্ত জিলা হুগলির শামিল ডুমুরদহনামক এক প্রচরদ্রূপ স্থান ঐ স্থান অবধি গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত ইহার অন্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খালপ্রভৃতি মধ্যে২ যে সমস্ত স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি স্থলপথে নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে২ ঐ দুরাত্মা নির্দ্দয়দিগের নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশহওয়াতে বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীয় মহোৎসব শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজার প্রাক্‌কালে দুরাত্মাদিগের কুকর্ম্ম ক্রমিক প্রকাশ হইয়াছে এই স্থূল লিখিলাম। যদি সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাষান্তর অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দুষ্টদিগের দমনপ্রযুক্ত রাজার সুগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমস্ত বিষয় শাসনের নিমিত্তে কএক নিয়ম প্রস্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার গ্রাহ্যোপযুক্ত হয় তবে গ্রাহ্য করিলেও করিতে পারেন।

তদ্বিশেষ ঐ দুরাত্মাসকলে শূন্যোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমত নহে বিশেষরূপ রাজশাসনের দ্বারা অবশ্য নিবারণ হওয়া কোন্ বিচিত্রকথা পূর্ব্বে যেমত অত্যন্ত অত্যাচার ছিল তাহাও রাজশাসনের দ্বারা ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতদ্বর্ষে উভয় পার্শ্বে রাজধানীঅবধি স্থানে২ ঐ সকল কুকর্ম্মশালি দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্নিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ ঘাটে পরমিট ও নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি সমস্ত আছে সেই সকল স্থানে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে আর এক২ খান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদুরূহ স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরথীর মধ্যে চর আছে উভয় পার্শ্বে পথ এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর দুই পান্সি নিযুক্ত দুই২ চৌকীর পান্সি নিযুক্ত থাকিলে উভয় পার্শ্বের চৌকীর পান্সি আপন২ সরহদ্দপর্য্যন্ত দস্যুভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন ঐ কুকর্ম্মশালিদিগের স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে ভরসা হয় না এবং ঐ সকল স্থানে লোকসকলের চৈতন্যজন্য নাগরাদ্বারা বাদ্যোদ্যম করিলে সকল লোকেই চেতন থাকিবেক পরে যে গ্রামে দুষ্ট লোকসকল বাস করে অবশ্য তদ্‌গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে অবগত আছেন অতএব রাজসম্পর্কীয় অথবা জমীদার সম্পর্কীয় লোকদ্বারা ঐ সমস্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোক লইয়া

সুরতহাল করিয়া দুষ্ট লোক যে গ্রামের মধ্যে বাস করে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অস্ত্র তলবার ছড় বল্লম এবং তির ধনুকপ্রভৃতি যাহা পাওয়া যাইবেক এবং তাহার বাটীর নিকটস্থ পুষ্করিণী অথবা ডোবা কিম্বা কোন জঙ্গল থাকে তাহা অনুসন্ধানের দ্বারা যদি কোন অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদায় রাজসম্পর্কীয় লোকের নিকট কিম্বা জমীদারের তরফ লোকের নিকট প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লেখাইয়া লওয়া উচিত যে সেই সকল ব্যক্তি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে স্থানান্তরে গমন করিতে না পারে যদ্যপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের কারণ রাত্রে তাহার যাওনের প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার দিয়া সেস্থানে এবং যাহার নিকট যাইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া লেখাইয়া দিয়া যাইবেক এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিরূপিত থাকে যদ্যপি সেই সমস্ত দুষ্ট লোক গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া ঐ কুকর্ম্মে পুনরায় প্রবর্ত্ত হয় তবে মণ্ডল ও পাইকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে গমাগমনের পথে জলে কিম্বা স্থলে কোন মনুষ্যাদির দুষ্ট লোকের দ্বারা হিংসা হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রাপ্য হইতে হইবেক আর চৌকীর পাল্সি বেশী রাখণের যে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে যদ্যপি ইহাতে রাজার কিছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষতি বোধ হয় তবে তাবৎ লোকের প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার আছে এবং লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আঘাত হইতে পারে না এবং লোকসকল নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারেরা অস্বীকৃত হইবেন এমত বোধ হয় না যদি হন তবে রাজশাসনের নিমিত্তে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক আর ঐ চৌকির পাল্সির লোকেরদিগের স্থানেও উপরের লিখনানুসারে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে যদ্যপি কোন মনুষ্যাদি হিংসা অথবা আঘাত কিম্বা কাহার ক্ষতি ইত্যাদি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রতি অর্পিত হইবেক এবং ঐ গমনাগমনের কোনস্থানে যদ্যপি কোন লোকের প্রতি আঘাত হয় তবে তাহাতে ঐ জলপথের চৌকীর পাল্সির নিযুক্তকরা লোকসমস্ত এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণ্ডল ও পাইকপ্রভৃতি এমত কুকর্ম্মহওয়ার বিষয় অস্বীকৃত হইয়া এজহার দেয় এবং যদি তাহা প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই দণ্ডী হইবেক আর আপন২ সীমা সরহদ্দের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিষয়ের নিবারণার্থে শহর কলিকাতার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুক্ত বেলাকিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তমরূপ নিয়মসকল তাঁহার মন্ত্রণাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারিবেক কারণ পূর্ব্বে এতদ্রূপ

দৌরাত্ম্য ঐ সাহেবের উত্তমরূপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকপ্রকার শাসিত হইয়াছিল আর পূর্ব্বে এই রাজধানীস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু এবং বুদ্ধিমান লোকসকল ছিলেন তাঁহারা অনেকেই প্রায় গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক ব্যক্তি উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচনা এবং জিজ্ঞাস্য প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান আছেন ইঁহারদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও নিয়ম অবধারিতের বিষয় সুন্দররূপ ধার্য্য হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকাব্দা ১৭৫৫। কস্যচিৎ কলিকাতানিবাসি পথিকস্য।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

জিলা হুগলি। সরদার ডাকাইত গ্রেফ্তার। শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। সকলে জ্ঞাত আছেন যে রাধা চণ্ডনামক এক জন প্রধান ডাকাইত থানা বেণীপুরের মোতালক একতারপুর মুশরিয়া গ্রামে পূর্ব্বে বসবাস করিত তৎকালে তিন চারি ডাকাইতিঅপরাধে গ্রেফ্তার আসিয়া শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হেনরি উকলি সাহেবের আমলে সন ১৮১৬ সালে কাছারিহইতে পলাইয়া ছিল একালপর্য্যন্ত যে সকল মাজিস্ত্রেটসাহেব এ জিলাতে শুভাগমন করিয়াছেন ঐ রাধার গ্রেফ্তারির বিধিমত সুচেষ্টাকরাতেও সফল না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর রাধা আপন পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়া এ জিলা ও জিলা নদীয়া ও বর্দ্ধমানে ভারি২ ডাকাইতিসকল ও অনেকানেক প্রাণি হিংসা করিয়া ইতস্ততো দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল এই জিলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল ডাকাইতিঅপরাধে রাধার সঙ্গি অন্যান্য ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফ্তার হইয়া সমুচিত সাজা পাইয়াছে ঐ সকল ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধা সরদারের নাম স্পষ্ট সাব্যস্ত হইয়াছে এবং জিলা বর্দ্ধমানে অনেকানেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ হইয়া তাহাকে গ্রেফ্তার করিলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশ্তেহার আছে তদ্ভিন্ন শ্রীযুত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট-সাহেবের পোলীসের হুকুম রাধার গ্রেফ্তারিবিষয়ে বারম্বার ছাদের হইয়াছে কোনমতেই দুষ্কর তস্কর গ্রেফ্তার হয় নাই সম্প্রতি ১৮৩৩ সালের দিসেম্বর মাসে থানা বাঁশবেড়িয়ার সরহদ্দে কবিরহাটীর গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতি করিয়া রূপচাঁদ চৌকিদারকে বল্লমের খোঁচা মারিয়া খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেঞ্জিমন বেরাওনলূ মাজিস্ত্রেটসাহেব স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া নানানুসন্ধানে নিশ্চিত এই ডাকাইতী রাধাকৃত জানিয়া অশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষম নাজির শ্রী সেখ গোলামহোসেনকে নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ নাজির মাসাবধি থাকিয়া বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের মধ্যে দুইজনকে আনাইয়া অশেষ আশ্বাস ও ব্যয়ব্যসনের দ্বারা বশীভূত করাতে তাহারা বিভীষণের ন্যায় ঘরভেদী

হইয়া রাধা সরদারকে থানা পাণ্ডুয়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে এক জন ধনি মোসলমানের বাটীতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্যা মাহমুদপুর গ্রামে রূপচাঁদ চঙ্গ মণ্ডলের বাটীতে প্রধান চেলা মধু মালাসহিত আনাইয়া নাজিরকে সম্বাদ করিবাতে ১৮৩৪ সালের ৯ জানুআরি দিবসে সাহসি নাজির সহসা স্বল্প চাপরাসী সমভিব্যাহারে পঁহুছিয়া রূপচাঁদ চঙ্গের ঘর বেষ্টন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার ধরিয়া ইয়া আলী বলিয়া বিক্রম করিয়া নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়া পড়িতেই জীবন সামাগুজ্ঞানি হিন্দুস্থানি মল্ল খানামক মহাবল-পরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়া লুফিয়া রাধাকে ধরিয়া মাটিতে পড়িতেই অন্যান্য চাপরাসিরা বিক্রম বিস্তরণ করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক হুগলির কাছারীতে আনিয়া উপস্থিত করিলে সকলে ধন্য২ শব্দপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের শুভাগমনে দুষ্কর তস্করদমনে দেশ রক্ষা হইল কহত উচ্চৈঃস্বরে কোলাহলে মাজিস্ত্রেটসাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এইক্ষণে এ দেশস্থ তাবল্লোকে রাত্রিকালে কুতূহলে নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। যে রাধাকে পূর্ব্বে ১৮২২ সালে থানা বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগা প্রায় চারি শত লোক সমৃদ্ধিতে চিতারমার পুষ্করিণীর নিকট দিবসে ঘেরিবাতে রাধা সরদার কাতান ধরিয়া পরাক্রম করিয়া স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ঐ ব্যূহমধ্যহইতে নির্গত হইয়া নদী সন্তরণ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল সেই রাধাকে বলবান নাজির কেবল ১১ জন চাপরাসী লইয়া পক্ষির ন্যায় ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া পরে ঐ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি জিলা গাজিপুরনিবাসি সেখ জুম্মুন ও সেবক চামার ও সংসার সিংহ ইহারা পূর্ব্বকার সঙ্কেতানুসারে ঐ মোসলমানের বাটীতে ডাকাইতি করিবার মানসে সঙ্কেতস্থল সেই মাহমুদপুরে আসিয়া ধৃত হইয়া ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে রাধা সরদারের পূর্ব্বকৃত তাবৎ দুশ্চরিত্র বিবরিয়া অর্থাৎ একরার করিয়া কহিবাতে জানা গেল যে অদ্য দশ বার বৎসরহইতে রাধা চঙ্গ আপনাকে রাধানাথ বাবু বলাইয়া জিলা গাজিপুরে ফিলথানা ঠিকানাতে বাস করিয়া এক বিবাহিতা স্ত্রী দ্বিতীয়া পরস্ত্রী লইয়া থাকিয়া প্রতিবৎসর বর্ষাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়া দলবদ্ধ করিয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা বহুধনাপহরণপূর্ব্বক পুনরায় গ্রীষ্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত কালযাপন করিত পরে তদারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দমনের কারণ ৩০ মে তারিখে এই জিলার সেসন আদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেসন জজসাহেব সুবিচারক প্রজাপালক দুষ্টনাশক ধর্ম্মাবতারের বিচারে দুষ্টের দমন ও প্রজার রক্ষণজন্য যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিতি তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য। মোকাম হুগলি।

(১৪ জুন ১৮৩৪। ১ আষাঢ় ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

জিলা চব্বিশপরগনার মাজিস্ত্রেট সাহেব চুরি ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও

রোঁদগস্তি এবং প্রতি গ্রামে সকল পাড়াতে নাগরা তৈয়ার করিয়া রাখিতে এবং সকল চৌকীদারদিগকে এক২ নাগরা ও তির ধনুক ও বল্লম তৈয়ার করিয়া দিতে এবং জমীদারের আমলা ও মণ্ডল প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোঁদগস্তি করিতে এবং সকল ঘাটীতে এক২ ঘর করিতে দফা২ পরওয়ানা জারী করিতেছেন পরওয়ানার হুকুম মাফিক জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা ঘাটী ও রোঁদগস্তি করিয়া রাত্রিজাগরণে প্রাণান্ত এবং অশেষমতে খরচান্ত হইতেছে তাহাতে দস্যুভয়নিবারণ ও প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না কারণ দস্যুরা সঙ্গোপনে ডাকাইতি করে না অকুতোভয়ে মশাল জ্বালাইয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ডাকাইতি করে তাহারদিগের ভয়ানকদর্শনে ও চীৎকারশব্দে গ্রামস্থ লোক হৃৎকম্পে মরে গ্রামের লোক নাগরার শব্দে একত্র হইয়া কি করিতে পারে তৎকালে দস্যুরদিগের নিকটে যাওয়া যমালয় গমনকরা সমান সহস্র ছাগল এক ব্যাঘ্রকে কি দমন করিতে পারে। দস্যুরা দায়মল্‌হবস হইয়া লৌহযুক্ত কারাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের প্রাণ নষ্ট করে বিশেসতঃ তাহারা যে সময় অস্ত্রধারী হইয়া ডাকাইতি করে তৎসময়ে সহস্রগুণ অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী অস্ত্রধারণে অপারগ বৃথা রাত্রি জাগরণ করে কেবল আবাদ তরুদ্দুদের খলল সপরিবারে অন্নাভাবে মরে তাহাতে সরকারের মালগুজারির হরকত এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শিশিরে জলে আর্দ্র ও পীড়িত হইয়া হত্যা হইতেছে চৌকী পহরার কর্ম্মে থানার আমলা ও চৌকীদার নিযুক্ত জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা মালের কর্ম্মে- নিযুক্ত পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক্ ব্যক্তি উপযুক্ত দুই কর্ম্ম এক ব্যক্তিহইতে সুশৃংখলরূপে হইতে পারে না তাহাতে উভয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় থানার আমলারা অসিজীবী অর্থাৎ অস্ত্রধারী তাহারা অস্ত্রবিদ্যায় পারগ চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি করে দরমাহা পায় তাহারা ডাকাইতি-হওনকালে নিকটে থাকিলে দূরে পলায়ন করে তৎপরদিনে থানার আমলা তদারকের নিমিত্তে তথায় যাইয়া গৃহস্থ প্রতিবাসির প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বন্ধন করিয়া ধন হরণ করে থানার আমলারা প্রজার সর্ব্বনাশ করে দস্যু রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্তু স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। দারোগা অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফ্‌তার না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন

জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার থানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফ্তার করিয়া আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজি না করিতে পারে তাহাকে হজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং নাজিরের উৎপাতে জমিদারানের জেরবারী নানা প্রকারে হইতেছে তাহার এক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান বৎসরে বৈশাখ মাহাতে চৌকি পহরার তদারকের নিমিত্তে প্রত্যেক জমিদারের নামে ক্রমিক তিন পরওয়ানা সাদের হয় ইহাতে কমবেশ ১২০০ জমিদারের নামে ৩৬০০ কেতা পরওয়ানার কাত প্রত্যেক পরওয়ানায় নাজীরের পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ হিসাবে দিনপ্রতি তিন আনার হারে ৩০০০ টাকার অধিক এক মাসে নাজীরের লাভ ইহাতে নাজীরের ধনবৃদ্ধি জমীদারের জেরবারী না হইবার বিষয় কি। জিলার কাছারি-হইতে শহর কলিকাতায় পরওয়ানা পঁহুছাইতে দুই দণ্ডের অধিক কাল বিলম্বের বিষয় নহে ইহাতে পরওয়ানার পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ পাওয়া অতিঅসঙ্গত কাছারিতে জমীদারের মোফ্তার হাজির থাকে তাহাকে পরওয়ানা দিয়া রসিদ লইলে নাহক জেরবারী হয় না ডাকাইতদিগকে দমন করা এদেশের জমিদারের আমলা ও প্রজার সাধ্য নহে জমিদারি কাছারিতে ডাকাইতী করিয়া খুনখারাব করে থানার আমলা অপাত্রপ্রযুক্ত তৎকালে ভয়ে পলায়ন করে দস্যুরা তাহারদিগকে মশক পিপীলিকা জ্ঞান করে পল্টনের সারজন সিপাই রোঁদগস্তি করিলে দস্যুরদিগের ভয় প্রদর্শন হইতে পারে অথবা হিন্দুস্থানি বলবান্ সাহসি জোয়ান জমাদার ও বরকন্দাজ থানায় নিযুক্ত হইয়া চৌকি পহরার ও রোঁদগস্তির বিহিত তদারক করিলে প্রতুল হইতে পারে কিমধিকং বিজ্ঞেষিতি।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—...জিলা নদীয়ায় ইহার পূর্ব্বে ১৮৩৪ সালে সাবেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের আমলে এক বৎসরের মধ্যে ২২ স্থানে ডাকাইতি হইয়া আমরা নদীয়া জিলাস্থ তাবল্লোক বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাহারা দস্যুভয়ে এমত ভীত ছিলেন যে কেহ রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। বরঞ্চ কেহ২ সপরিবারে রাত্রিযোগে আপন২ ধন কড়ি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আত্ম গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দরিদ্র লোকের কুটীরঘরে জাগৃতরূপে কালযাপন করিত ও সর্ব্বদা পথে ঘাটে বিশেষতঃ রাত্রিযোগে গ্রামান্তর যাইতে হইলেই প্রাণসংশয় হইত ইহাতে উক্ত সাহেবের কিছু দোষ ছিল না বরঞ্চ হুজুরের প্রধান২ আমলারা এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ট থাকিয়া দুষ্ট লোকেরদিগের সহায়তাবলে কলে কৌশলে সাহেবকে একে আর শুনাইয়া এমত চেষ্টা পাইতেন না যে সম্যক্প্রকারে দুষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। এবং আমারদিগের মন্দপ্রালব্ধজন্যই এমত ঘটনা হইয়াছিল। এইক্ষণে নদীয়া জিলাস্থ তাবৎ লোকের অত্যন্ত সৌভাগ্যজন্য অতিসুপণ্ডিত

পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযুত রাবর্ট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উক্ত জিলায় শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দস্যুভয় এককালে রহিত হইয়াছে। দস্যুভয় কি ক্ষুদ্র২ চৌর্য্যভয় যাহা কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বল্পতা হইয়াছে যে আর কিয়দ্দিন উক্ত পক্ষপাতরহিত হাকিমের অবস্থিতি ঐ জিলায় হইলে এককালে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌসুফের এক প্রধান গুণ এই যে কোন আমলার কথা শুনিয়া কর্ম্ম করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার হুকুম দেন ইহাতেই এমত সুশৃঙ্খলরূপে দস্যুভয় নিরারণ হইতেছে। পরন্তু উক্ত বিচারকর্ত্তার কৃপায় ও উত্তম আয়োজনে উলা ও গোবরডাঙ্গাপ্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকলে এমত রাস্তা ও পন্থা ও পুলসকল বান্ধাইয়া দিতেছেন যে তদ্দ্বারা পরস্পর গ্রামসকলে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লোকেরদিগের গমনাগমনের অত্যন্ত সুযোগ হইয়া দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতার দিন২ লাঘবতা ও হাট বাজার গোলা গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। সাহেবের গুণ এ ক্ষুদ্র কত লিখিবেক আমরা বোধ করি যে নদীয়া জিলার পর২ উন্নতিজন্যই এমত হাকিমের আগমন হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্রলেখকের প্রার্থনাপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করাইবার তাৎপর্য্য এই যে দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপাতরহিত দর্পণ কাগজের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ও তস্য কৌন্সেলি মহাশয়েরদিগের কর্ণগোচর হইয়া শ্রীযুত রাবর্ট হালকেট সাহেবের অধিক দিবস উক্ত মাজিস্ত্রেটী ও কালেক্‌টরীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে দুষ্টদমন শিষ্টপালন হইয়া আমরা উক্ত জিলাস্থ তাবৎ লোক নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়া দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি।

নিবেনদপত্র শ্রীশিবচন্দ্র সিংহ ওলদে ৺ গোবিন্দদাস সিংহ সাকিম ভালুকা চাকলে কৃষ্ণনগর জিলা নদীয়া ইদানীং কলিকাতা চোরবাগানে। কলিকাতা ১১ নবেম্বর।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।—বেহালা নিবাসি মান্য বংশ্য সাবর্ণ মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতে ছিলেন তাঁহারদিগের দৌরাত্ম্যে বেহালার নিকট দিয়া ডুলি পাল্কীতে গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাল্কী দৃষ্টিমাত্রেই বারোএয়ারি দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া বেহালা নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত অন্যায় দেখিয়া পত্র প্রেরকেরা সমাচার পত্রে উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং

চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছিলেন অনন্তর ঐ সাহেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া ডুলি আরোহণপূর্ব্বক বেহালায় চলিলেন এবং ডুলিবাহক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন তাহারা বলে ঐ ডুলিতে কোন স্ত্রী লোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের বারোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইবামাত্র বারোএয়ারি পাণ্ডারা পূর্ব্বাবধি যে রূপ করিয়া আসিতেছেন সেই রূপ অগ্রসর হইয়া ডুলি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্ত্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূকে লইয়া যাইতেছে তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাঁহার সঙ্গে টাকা পয়সাও নাই তবে তাহারা টাকা কোথায় পাইবে কিন্তু পাণ্ডারা বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না আমরা দেখিব তাহাতে বেহারা কহিল তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া বধূর মুখ দেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া দেখেন শ্রীযুত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃতকম্প হইল এবং কে কোন দিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না তৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন না আমরা জানি ঐ মাজিস্ত্রেট সাহেব যে বিষয় ধরেন উত্তমরূপে তাহা বিবেচনা করেন অতএব প্রার্থনা করি তাঁহার অধিকারের মধ্যে যেং স্থলে দস্যু চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা আছে সেই সকল স্থানেও স্বয়ং পথিক হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধর্ম্মানুসারে চলা হইবে এবং সর্ব্বসাধারণ লোকেরাও তাঁহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়া সম্বাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন।—ভাস্কর।

(২৫ নবেম্বর ১৮৩৭। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের কার্য্য শোধনার্থ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলাম। বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজারা যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি মফঃসলের পোলীসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকর্ম্মই নাই বিশেষতঃ বর্দ্ধমানে আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী

সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বর্দ্ধমানে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাঁহার পরিবারেরা আমার বিপক্ষ সুতরাং তাঁহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে তদুপযুক্ত সম্ভ্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্দ্ধমানের পোলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল "আমি এক দিবস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব" কিন্তু পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে। অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ দুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক পরবানা পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি ঐ পরবানানুরূপ কার্য্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।

ঐ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং ঐ বাবু কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে। যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে। আমি তাহার এইরূপ অসম্ভ্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্খ আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জল গ্রহণ করিব না। কারণ আমি ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীমতী মহারাণী বিকটোরীয়ার প্রজা তাঁহার অধিকারের মধ্যে যথা ইচ্ছা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাস করিতে পারি তাহাতে পার্লিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে ঐ আমলা আমাকে এপ্রকার অসম্ভ্রমের শব্দ কি কারণ লেখে। পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিস্ত্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এপ্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে ঐ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই।

কোন২ আমলা অত্যন্ত দুরাচার বর্দ্ধমান শহরের মধ্যে চুরী ডাকাইতির গন্ধ পাইলে গরীব প্রজারদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা বলে শ্রাবণ মাসে এক ঘরে তিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে ঐ রাক্ষস দরিদ্র লোকের স্থানে ১৪০০ শত টাকা ঘুস নিয়াছে এবং ঐ সময়ে এক গৃহস্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে যাহাকে পায় তাহাকেই চোর বলিয়া কয়েদ রাখিয়া টাকা নিয়া ছাড়িয়াছে। যাহা হউক আমি তাহার

কর্ম্মের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবকে এবং মহাশয়কে অবশ্য জ্ঞাত করিব।—শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—অদ্যকার দর্পণের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রে বর্দ্ধমানের দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি আমি উভয় পক্ষের কোন পক্ষীয়ই নহি তথাপি দেখিতেছি উক্ত দারোগার প্রতি স্বচ্ছ অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে। যেহেতুক ঐ দারোগা বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ ব্যবহারকরণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্তু দুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২০ আইনে আছে অতএব তাঁহার প্রতি অন্যায় দোষ উদ্ধার করা আমার উচিত। এবং ঐ দারোগা বাবুর নামে যে পরবানা দেন তাহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেব যে তাঁহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে ঐ সাহেব যে আইনমত কর্ম্ম করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না। যেহেতুক বাবু ঐ নগরের মধ্যে আগন্তুক লোক বটেন এবং দারোগা তাঁহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা উক্ত আইন অনুসারে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই অকিঞ্চনের বোধে আরো তাঁহার এইরূপ জিজ্ঞাসা করা বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারীর মহালে তিনি কি নিমিত্ত প্রবেশ করেন তাহা আমি যেমন অবগত তেমন ঐ দারোগাও অবশ্য জ্ঞাত আছেন। কিন্তু ইউরোপীয় মাজিস্ত্রেট সাহেব দারোগার প্রতি যেরূপ হুকুম দিয়াছেন তাহা বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত না হইয়াই করিয়া থাকিবেন। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে দারোগা আমলা বলপূর্ব্বক টাকা ঘুস লইতেছেন তাহা এতদ্রূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই বিষয়ের সঙ্গেও ঐ উৎকোচের সম্পর্ক ছিল কিন্তু তবে কেন তিনি বিশেষরূপে লেখেন নাই যে আমার স্থানহইতেও টাকা লইয়াছে। আমি জানি যে তাঁহার স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই অতএব তাঁহার উৎকোচ গ্রহণের বিষয় প্রস্তাবের কোন আবশ্যক ছিল না।

কথিত আছে যে বাবু ঐ রাণীর দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বাবু বিপক্ষ হইয়াছেন। যদ্যপি ঐ পত্রলেখক ঐ সকল গুপ্ত ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে আমি করিব তিনি তাহা অপহ্নব করিতে পারেন করুন। সে যা হউক লেখক আপনাকে তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন আমি অতিদূরস্থ হইয়াও দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে পারি যে তিনি কলিকাতায় একটা সংবাদপত্রমাত্র শোধন করিতেন। অতএব কোন প্রকারেই তাঁহার বাবুর পক্ষ হওয়া উচিত ছিল না। যদি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিতেন তবে তাঁহার মঙ্গল হইত ও সম্ভ্রম বজায় থাকিত। এবং আমারো এই বিষয়ে এপর্য্যন্ত লিখন আবশ্যক হইত না।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের জীবনী সম্বন্ধে খুব কম উপাদান পাওয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায়ের দলভুক্ত হন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তিনি বীটন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন,... ।"

সাংবাদিক হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের যথেষ্ট সুনাম ছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তিনি অনেকদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের কণ্ঠদেশে যে কবিতা শোভা পাইত, তাহা তাঁহারই রচিত।—

"...সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণাং অজ্ঞান তিমিরংহর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর' গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি 'বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥ এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে... ।" ('সম্বাদ ভাস্কর'—২৬ মে ১৮৪৯)

খুব সম্ভব তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়াই সমসাময়িক 'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র ঐ কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।" (২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

এখানে যে গৌরীশঙ্করকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা মনে করিবার কারণ আছে। ১৮৩৯ সনের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে গৌরীশঙ্কর কলিকাতা হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্র প্রকাশ করিলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :—

"পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে...।" (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

কিন্তু আমাদের জানা আছে যে গৌরীশঙ্করের জন্ম হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের ইটা পরগণার পাঁচগাঁও গ্রামে।

গৌরীশঙ্কর আরও একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন; কাগজখানি—'সম্বাদ রসরাজ'।

১৮৫৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫ মাঘ ১২৬৫) গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের সম্পাদক হন। তিনি তর্কবাগীশের পালিতপুত্র ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। গৌরীশঙ্কর অপুত্রক ছিলেন। 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রে (২৬ অক্টোবর, ১৮৪৭, পৃ. ৫৪) পাইতেছি,—"বোধ করি অপুত্রক ভাস্কর সম্পাদক...।"

গৌরীশঙ্কর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ-পর্য্যন্ত যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল-সমেত তাহাদের উল্লেখ করিতেছি :—

(১) ভগবদ্গীতা—নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত। প্রকাশকাল ১২৪২ সাল (১৮৩৫ ?)।

(২) ভগবদ্গীতা—সমগ্র অংশের অনুবাদ। প্রকাশকাল ১৮৫২ সন। ১৮৫২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল টীকা সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশিত হইয়াছে।...সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া মূল টীকা শুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রে নিরন্তর নিরতিশয় সুখানুভব করত প্রার্থনা করিতেন অপরার্দ্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্তু মধ্যে কিয়ৎকাল সম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ে পরিশ্রম স্বীকারে বিরতি অবলম্বন করাতে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই একণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অপরার্দ্ধ অনুবাদ করিয়া সমুদায় একত্র মুদ্রিতানন্তর প্রকাশ করাতে সকলের মনোভিলাস পূর্ণ করিতে পারিবেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থের অনুবাদ ভাষাপদ্যে সংকলিত হইয়া যাহা প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশাস্ত্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসু-দিগের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না কেন না ঐ গ্রন্থের অর্থ তাৎপর্য্য অতিশয় কঠিন, অপর ছন্দোবন্ধে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ হয় না সুতরাং তাহাতে কাহারও বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল না।...

(৩) জ্ঞানপ্রদীপ, ১ম খণ্ড। বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল। প্রকাশকাল ২০ আষাঢ় ১২৪৭ সাল=২ জুলাই ১৮৪০।

(৪) জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় খণ্ড। প্রকাশকাল ১৬ মাঘ, ১২৫৯=২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩।

(৫) ভূগোলসার—পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরূপক নানা গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কৃত। প্রকাশকাল ২৫শে কার্ত্তিক ১২৬০=৯ নবেম্বর ১৮৫৩।

(৬) নীতিরত্ন। প্রকাশকাল ১১ই জুন, ১৮৫৪ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১)। ১৮৫৪, ৮ই জুন তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে পাইতেছি :—

"আমরা নীতিরত্ন নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি আদ্যন্ত সমুদায় পাঠ করিয়া দেখিলাম নীতিরত্ন নীতিরত্নই হইয়াছে, রামায়ণ পুরাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি নানা গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল

শ্লোক দৃষ্ট হইয়াছিল গ্রন্থ কর্ত্তা তাহার মধ্য হইতে বাছনী করিয়া সার২ শ্লোক সকল লিখিয়াছেন এবং আপনি ভাষা কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছেন, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শব্দে লিখিত হইয়াছে, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকাদি সকলের পাঠ যোগ্য হইবে...। আমার দিগের প্রধান সহযোগী শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্র রত্নাকর হইতে নীতিরত্নকে উদ্ধার করিয়াছেন...মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।"

(৭) মহাভারত, ১ম খণ্ড। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত।

(৮) মহাভারত, ২য় খণ্ড। "উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত। বঙ্গ ভাষা পদ্য কাশীদাস রচিত। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংশোধিত।...সন ১২৬২ সাল পৌষ।" (? জানুয়ারি ১৮৫৬)।

(৯) চণ্ডী। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি টীকাকারগণসম্মতা টীকা সহিত। প্রকাশকাল ১ বৈশাখ ১২৬৫=১৩ এপ্রিল ১৮৫৮।

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার একটি প্রবন্ধে (*Ind. Hist. Quarterly,* 1927, pp. 21-24) গৌরীশঙ্করের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনি উপরের তালিকার ২, ৬-৮ সংখ্যক পুস্তকগুলির সন্ধান পান নাই। তিনি 'পাকরাজেশ্বর'র পুস্তকখানিকে (সম্ভবতঃ পাদরি লঙের তালিকা অবলম্বনে) গৌরীশঙ্করের রচনা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের রচিত।

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সংবাদসার" পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১২ই জানুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছিলেন :—

"...সংবাদসার গ্রন্থে বঙ্গ ভাষার সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্ম্মের বিপক্ষ নহে অতএব সর্ব্বজাতীয় বালকেরাই ইহা পাঠ করিতে পারেন এবং যে দেশ হিন্দু পরিপূর্ণ সেই দেশীয় লোকেরা সংবাদসার গ্রন্থ মধ্যে ইহাও প্রাপ্ত হইবেন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বি রাজারাও হিন্দুধর্ম্মের পোষকতা করিয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ আমরা সংবাদসার গ্রন্থ হইতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি..., যদিও ১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ সুধাকর ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বহুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক সুখী হইব ১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণে গবর্ণমেণ্টের হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহা এই।... "

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

(১) "পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ"—শ্রীকৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১৩১৯ সালের "বিজয়া" পত্রের ৮১, ১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি। ৪র্থ ভাগ (১৩২৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৪-৬৭।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পঞ্চদশ অধিবেশন রাধানগর (১৩৩১)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ। পৃ. ২৬।

(৪) "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস"—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৯ সালের ১ম সংখ্যা। এই প্রবন্ধে আমি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্র সম্পাদনের প্রামাণিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

(০ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪).

...আমি শুনিতেছি শ্রীযুত উডকাক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক আমলারদের কর্ম্মেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহারদিগের ইচ্ছা যথার্থ বিচার করেন অতএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্ত্তারা এইরূপ মনোযোগ করুন।—কস্যচিৎ বর্দ্ধমানবাসিন।

(১১ জুন ১৮৩১। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

রাজদণ্ড।—আমরা অবগত হইয়া সমাচার পাঠকেরদিগের কর্ণগোচর করিতেছি যে গত বুধবার দুই জন খিদিরপুর নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীঠাকুরদাস সরকার ইহারা ইষ্টাম্প কাগজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তদপরাধজন্য শ্রীযুত দায়েরসায়েরীর সাহেব তজবিজ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে অপরাধিত্বে নিশ্চয় করিয়া এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে ইহারা সপ্ত বৎসরপর্য্যন্ত কারাগারে কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [গর্দ্দভের] পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাবৎকে অবলোকন করান পরে তদাজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা ঐ দুই জনকে খরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হাওয়ালি কাছারীর ও ভবানীপুর খিদিরপুরপ্রভৃতি গ্রামে২ বেষ্টন করাইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে।

(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪)

দণ্ড।—গত সপ্তাহে দুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতব্যমতে দণ্ড দেওয়া গেল।

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গোঁপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্ত্তে নানা ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণ্ঠদেশে মাল্যস্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দ্দভে চড়াইয়া তাহারদের মুখ গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল। পরে ঢেঁড়রাওয়ালা এক জন তাহারদের সম্মুখে২ জয়বাদ্যের ন্যায় ঢেঁড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ লোক ঐ তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে ঐ দস্যুরদের কুকর্ম্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল তাহাতে কোন২ লোক আচ্ছা হইয়াছে বলিতে লাগিল কেহবা নানা কটুকাটব্য বলিয়া গালি দিল। স্ত্রী লোকেরা মুখ ফিরাইয়া হাঁসিতে লাগিল। এই মহাযাত্রা আলিপুরের জেহলখানা অবধি আরম্ভ হইয়া আলিপুরের সাঁকো পারে খিদিরপুরপর্য্যন্ত গেল পরে খিদিরপুরের সাঁকো পার হইয়া খিদিরপুর দিয়া আলিপুরের আদালতের নিকট পঁহুছিল পরিশেষে জেহেলে গিয়া বিশ্রাম করিল।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—সম্প্রতি হুগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক সভাস্থাপন হইয়াছে ঐ সভাধ্যক্ষ মর্য্যাদাবন্ত পাচ জন ভদ্র সন্তান তাঁহারদিগকে ঐ গ্রামবাসী প্রায় সকল প্রজাবর্গেই মান্ত করে যদি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক লোকদিগের কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উভয়পক্ষ এ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রার্থনা করে তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়রা ঐ বিবাদিদিগকে স্বস্থানে আনিয়া প্রমাণ ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করত নিরপরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি ব্যক্ত হইয়া সর্ব্বজন সাক্ষাতে সাপরাধী অপমানিত হয় অর্থাৎ সকলে নিন্দা ইত্যাদি করে এবং ঐ অপরাধি ব্যক্তি বিচারপতিদিগের গোচরে আপন দোষ হেতুক ক্ষমাপ্রার্থনা করে যদিস্যাৎ সামান্ত অপরাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তি ক্ষমা পায় কিন্তু গুরুতর হইলে পঞ্চাএত মহাশয়গণ তাহার এই শাস্তি দেন যে অপরাধি ব্যক্তি যেন কোন স্থানে হুকা খাইতে না পারে ও তাহার সহিত কেহ আলাপ না করে। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে অতিশয় শাস্তি বোধ করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত পঞ্চ জনের নিকটে অনেক মিনতি করে এবং উপর উক্ত নিরপরাধি ব্যক্তির হস্তধারণ ইত্যাদি করে তাহাতেই মীমাংসা হয় কিন্তু যদি কেহ ঐ পঞ্চাএত গ্রাহ্য করে তবে যে প্রকারে তাহার বিবাদ বিচারকর্ত্তার কর্ণগোচর হয় তাহা ঐ পঞ্চজন করেন তাহা হইলে অবজ্ঞাকারি ব্যক্তি শাস্তি পায় ও নানা প্রকার ব্যয় ব্যসন হয় আর পঞ্চাএত মহাশয়গণ কোন২ সাংসারিক বিবাদও ভঞ্জন করেন তাহাতে ভদ্র কর্ত্তারা উক্ত মহাশয়দিগকে অতিশয় মান্ত করেন যাহা হউক যদি এই প্রকার পঞ্চজনের পঞ্চাএত পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রীলশ্রীযুত বিচারকর্ত্তা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এতাদৃশ ক্লেশ কদাচ হইত না ও প্রজাগণের এতাদৃশ অর্থব্যয়ও হইত না কেন না তাহাতে যাহা হবার তাহাই হয় মধ্যে আমলাদিগের পেট ভরে এক্ষণে ঐ পঞ্চাএতের নাম হইয়াছে পঞ্চ ঠাকুরের বিচার স্বাভাবিক লোকে পাচ ঠাকুরের বিচারও বলিয়া থাকে নিবেদন মিতি। কস্যচিৎ ভাটপাড়ানিবাসিনঃ।

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতে কলিকাতানিবাসি লোকেরদের নিবেদনপত্রের বিষয়ে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের উত্তর।—টৌনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের প্রতি আবেদন। হে মহাশয়েরা আমারদের কার্য্যবিষয়ে আপনারদের সন্তোষের চিহ্নরূপ যে পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে আপনারা যে সকল মিষ্ট কথা লিখিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমি ও আমার সহযোগি কৌন্সেলি সাহেবেরদের বাধ্যতা স্বীকার করি কিন্তু আমি যদ্যপি আপনারদের স্নেহ ও সম্ভ্রম অতিবড় জ্ঞান করি তথাপি

আপনারদের ঐ আবেদনপত্র যে কেবল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান করি না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের ফলতঃ তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণ ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা ঐ পত্রে সর্ব্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্গে লিখনপঠনকরণেতে আমার অত্যন্তাহ্লাদ জন্মিয়াছে এবং উক্তবিষয়ের আইন অত্যল্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদের যেমন অনুরাগ তেমন আমারও আছে।

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের নিকটে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি খণ্ডনের আবশ্যক বোধ হয় না কিন্তু হইতে পারে যে কেহ২ এই আইন অনাবশ্যক বোধ করেন অথবা ইহাতে বিঘ্ন সম্ভাবনা আছে এমত বিবেচনা করিতে পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরামৃশ্য বোধ হয় সেই কারণ অতিসংক্ষেপে এই সুসময়ে ব্যক্ত করি।

যাঁহারা অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমতা অনুচিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে আমি কহি যে তাঁহারদের ইহা দর্শান উচিত যে তাহাতে রাজ্যের মঙ্গলের এমত বিঘ্ন হইবে যে এইরূপ ক্ষমতা না দিলে তাহা হইত না এবং সেই বিঘ্ন উপযুক্ত আইনের দ্বারাও দূরীকৃত হইতে পারে না যেহেতুক সকল বিষয়ে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা করা এবং স্বীয়াভিপ্রায় সকলকে কহা প্রায় সমান কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোককে কহা একপ্রকার লোকের স্বত্বাধিকারের মধ্যে এবং ঐ স্বত্বাধিকার লোপকরণে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নাই।

যদ্যপি তাঁহারদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া উপকারক না হইয়া অপকারক হয় এবং উত্তম রাজশাসনের উচিত কার্য্য এই যে লোকের মন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করা যদি ইহা সত্য না হয় তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অমূল্য বিদ্যারত্ন প্রজারদিগকে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অতিউচিত কর্ম্ম এবং লোকেরদিগকে অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাপানের অনুমতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্যা প্রদানকরণের আর কোন্ বলবৎ উপায় আছে ঐ অনুমতি দ্বারাই লোকের তাবৎ মানসিক শক্তি সতেজ হয়।

যদ্যপি তাঁহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তদ্বিষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক কিন্তু বিদ্যারত্ন লোকেরদিগকে দান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কর্ম্মই। যদি লোকেরদিগকে অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য থাকনের সম্ভাবনা না থাকে তবে আমারদের রাজশাসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যতশীঘ্র লুপ্ত হয় ততই ভাল।

কিন্তু আমি বোধ করি যে প্রজারদের মন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই আমারদের

রাজ্যের অধিক বিঘ্ন এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতদ্দেশে যদনুসারে বিদ্যার প্রাচুর্য্য হয় তদনুসারে রাজশাসনেরও দৃঢ়তা হইবে। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিন্য স্বভাবও কোমল হইবে এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে উপকার আছে ইহা লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং ঐক্যের দ্বারা রাজা ও প্রজারদের সম্বন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর যে বিচ্ছেদ আছে তাহা ক্রমে২ হ্রাস হইয়া পরিশেষে লুপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের উত্তরকালীন রাজশাসনের বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত নাই কিন্তু আমারদের অতিস্পষ্ট উচিত কার্য্য এই যে এতদ্দেশীয় রাজশাসন যতকাল আমারদের অধীন থাকে ততকাল যথাসাধ্য লোকের মঙ্গলার্থ ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অবাধে মুদ্রাকরণের অনুমতি দেওয়া বিদ্যা বৃদ্ধিকরণের এক মহোপায় অতএব তাহার অনুমতি দেওয়া আমারদের নিতান্ত উচিত কর্ম্মের মধ্যে। কি নিমিত্ত পরমেশ্বর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন কি কেবল তাঁহারা দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া রাজ্যরক্ষার্থ যেসকল কর্ম্মকারকের আবশ্যক তাঁহারদিগকে বেতন দিয়া যাহা বাকি পড়ে তদর্থ কর্জকরণ কখন নহে ইহাহইতে এই গুরুতর অভিপ্রায়েতে ঈশ্বর আমারদিগকে এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন যে ইউরোপের নানা প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও সভ্যতা এতদ্দেশের মধ্যে আমরা ব্যক্ত করি এবং তদ্দারা দেশীয় লোকের অবস্থার ভদ্রতা করি এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ অবাধে মুদ্রাকরণ ক্ষমতা দেওয়াই এক প্রধানোপায়।

যাহারা এই বিষয়ে আপত্তি করেন তাঁহারদিগকে ইহাও দর্শাইতে হইবে যে অবাধে মুদ্রাকরণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এবং সরকারী কর্ম্মকারকেরদের অপকর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা করা উচিত নহে এবং মুদ্রাকরণ ব্যাপার মুক্ত রাখিয়া কেবল আইনের শাসনাধীন রাখণাপেক্ষা বিনা আইনে স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণের প্রতিবন্ধকতা করা ভাল কিন্তু এই যুক্তিতে কেহই সম্মত হইবেন না।

ইহার পূর্ব্বে লোকেরা বোধ করিত যে মুদ্রাযন্ত্রে যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে অনুমতি থাকিলে ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না কিন্তু সেই অনুভব দূরীকৃত হইয়াছে এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সেই সকল অনুমতি দিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই বরং মঙ্গল সম্ভাবনা তথাপি তাঁহারা বোধ করেন যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে তত্তুল্য অনুমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি ইহা নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আইন করিলে অথবা স্বত্বাধিকার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় লোকেরদের পক্ষে প্রকারান্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অযথার্থ কর্ম্ম করা হয়। মুদ্রাযন্ত্র নিত্যই আইনের অধীন থাকিবে তাহাতে যদ্যপি নূতন আইনের আবশ্যক হয় তবে করা যাইবে। এইক্ষণে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল এতদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে যদি রাজ্যের

কোন বিঘ্ন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উপায় করিতে পারিবেন। অতএব মুদ্রাকরণ-বিষয়ে স্বচ্ছন্দতা থাকাতে পূর্ব্বে যে সকল আপত্তি ছিল তাহা এইক্ষণে দূরীকৃত হইল।

সাধারণ যুক্তিক্রমে সম্পূর্ণরূপে ছাপাকরণবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুমতি থাকাতে যে সকল কারণ দৃষ্ট হইল তদ্ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে ছাপার কার্য্য যদ্রূপ অবস্থায় ছিল তদ্দৃষ্টে এই প্রস্তাবিত আইন একপ্রকারে সিদ্ধ না করিলে নয় এমত হইয়াছিল। বহুকালাবধি মুদ্রা-করণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি ছিল ফলতঃ সংপ্রতিকার গবর্ণর্ জেনরল লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের আমলসময় ব্যাপিয়া এইরূপ ছিল এবং যদিও ছাপাকর্ম্মের প্রতিবন্ধক আইন বঙ্গদেশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং যদ্যপি তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অতিবড় পরাক্রম অর্পিত হইয়াছিল তথাপি সে সকল প্রবল ছিল না এবং তাহা সকলের ঘৃণার্হই ছিল ঐ আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মকরণের অনুমতি ছিল এবং গবর্ণমেণ্টের এমত পরাক্রম থাকা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সর্ব্বস্থানেই ঘৃণ্যবিষয়। যদ্যপি কোন গবর্ণমেণ্ট ঐ আইন জারী করিতেন তবে সর্ব্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায়ের বিপরীত কর্ম্ম করাই হইত। শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক কার্য্যবশতঃ ছাপার কর্ম্মে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি দেওনের পর কোন গবর্ণমেণ্ট ঐ আইন জারী করিতে পারিতেন না তবে যদি হাস্যাস্পদ ও অপমান হওনের বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা না থাকিত তবেই তাহা জারী করিতে পারিতেন। অতএব যদ্যপি ঐ আইন উত্তম হইত তথাপি তাহা অকর্ম্মণ্য এবং ঐ আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কেবল ঘৃণাপাত্র হইতেন এইপ্রযুক্ত ঐ আইন বজায়রাখণ কেবল উন্মত্ততা।

এইক্ষণে ঐ আইনের বিষয় উত্থাপন করাতে যে সাহেব ঐ আইন নির্দ্ধার্য্যকরণ সময়ে গবর্নর্ জেনরল ছিলেন অর্থাৎ আদম সাহেব তাঁহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য ঐ আইনের মূলই তিনি ইহা বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি দোষার্পণ করেন কিন্তু তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সরলান্তঃকরণ ও হিতৈষিরদের মধ্যে এক জন গণ্য ছিলেন এবং তাঁহার আয়ুর মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মবিষয়ে যেমন অতিসরলাভিপ্রায় এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয়েও তেমন সরল নির্ম্মল ছিল যদি তিনি এইক্ষণে জীবদ্দশায় থাকিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ থাকিতেন তবে ঐ আইন রহিতকরণের বিষয়ে তিনি অগ্রেই প্রস্তাব করিতেন ঐ আইন তৎসময়ে অত্যাবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বর্ত্তমান থাকিলে দেখিতেন যে তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। ঐ আইনের বিষয়ে কিপর্য্যন্ত লোকের ঘৃণা আছে তাহা ইহাতে অতিস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে তদ্দ্বারা ৺ প্রাপ্ত ঐ আদম সাহেব অত্যন্তাপমানিত হইয়াছিলেন। ঐ সাহেব সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য অত্যন্ত গুণশালী এবং সরকারী কার্য্যেতেও অতিসম্ভ্রান্ত হওয়াতে তিনি সম্ভ্রম ও সদ্গুণের আধার ছিলেন যত লোক তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন সকলই স্নেহ ও প্রশংসা ও সমাদার করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাঁহার বিশেষ পরিচয় না জানিয়া কেবল

এইরূপে জানিল যে তিনি এই আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব ঐ আইনের বিষয়ে যত ঘৃণা সে সকলই তাঁহার উপরে পড়িল।

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য হইল যে ঐ আইন রাখি কি রদ করি ঐ আইন সকলের এমত ঘৃণার্হ যে তাহা জারী করা অসাধ্য। ফলতঃ ঐ আইন অব্যবহার্য্যই ছিল। বোম্বাইর অন্তঃপাতি প্রদেশেও ঐ রূপ আইন ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে তদ্রূপ ছিল না অতএব আমারদের এই জিজ্ঞাসার বিষয় যে ঐ আইন যে২ প্রদেশে চলন নাই সেই সকল প্রদেশে চলন করা যাইবে কি না। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমতি আছে সেই স্থানে তাহার প্রতিবন্ধকতা কর্ত্তব্য কি না। এবং আইনের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের অবাধ্য পরাক্রম সংস্থাপন করিতে হইবে কি না অথবা ছাপাকরণবিষয়ে এমত অনুমতি দেওয়া উচিত যে তাহার উপরে কোন আইনের শাসন না থাকে। দেখুন মান্দ্রাজে ছাপার কর্ম্ম বিষয়ে কোন আইন নাই এবং সেই স্থানে যে কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা ছাপাইলে তদ্বিষয়ে তাহাকে কোন দায়ীকরণের উপায় নাই। বোম্বাইতে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তুল্য অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি না দিয়া যদি কোন আইন নির্দ্ধার্য্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক স্থাপন করাই হইত অতএব সেইস্থানে এতদ্রূপ নিয়ম করা অনুচিত ও অনাবশ্যক হইত। মান্দ্রাজে ছাপাকরণের অনুমতি ছিল বটে কিন্তু তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না অতএব সেইস্থানে কোন ব্যবস্থা করণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন করা অনুচিত বোধ হইল অতএব আমারদের বিবেচনাতে এই সিদ্ধ হইল যে আমরা তাবৎ ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছি সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তদ্দ্বারা ছাপা কর্ম্মের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে এবং ঐ ব্যবস্থার তাবৎ নিয়মের এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে যিনি যাহা ছাপাইবেন তিনি তাহার দায়ী হইবেন। এইক্ষণে এই বিষয় যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকা অনুচিত এবং যদ্যপি মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ের প্রতিবন্ধক কোন আইন আমরা নির্দ্ধার্য্য করিতাম তবে সকলই কহিত যে উত্তম ব্যবস্থা করণবিষয়ে কর্ত্তারা পরাঙ্মুখ হইয়া বর্ত্তমানসময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন।

ছাপা কর্ম্মের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তাহা নিবারণার্থ আইন করা যে সুকঠিন ইহা আপনারা স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমারও বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার। যদ্যপি মুদ্রাকরণ বিষয়ের স্বচ্ছন্দতার দ্বারা যে উপকার জন্মে তাহা যদি আমরা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তবে তাহার সহগামি যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি ছাপাকরণ বিষয়ক

স্বচ্ছন্দতার অনুমতি এবং মুদ্রাকরণেতে যে অনিষ্ট ব্যাপার হয় তাহা আমরা কার্য্যদৃষ্টে পৃথক্ বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বারা তদ্গত ভদ্রাভদ্রের বিশেষ সীমা নির্দ্দিষ্টকরণের উদ্যোগ করিলে ছাপার কার্য্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মে। ছাপাকরণের দ্বারা যে অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে আইনের দ্বারাও অদ্যপর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে নাই অথচ ইঙ্গলণ্ড দেশে যদি আইন কিছু কঠিন করা যায় তবে ছাপা কার্য্যের স্বচ্ছন্দতা একেবারে নিবৃত্ত :হয় অতএব ছাপা কার্য্যের মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে ঐ পরাক্রম যাঁহারদের হস্তে থাকে কেবল তাঁহারদের সদ্বিবেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। যাঁহারা মুদ্রা যন্ত্রের দ্বারা আপনারদের মন্দাভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করেন তাঁহারাই ঐ ছাপা কর্ম্মের পরম শত্রু। যখন গবর্ণমেন্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও যাথার্থরূপে আন্দোলন হয় তখন মুদ্রাঙ্কিত পত্রাদির দ্বারা মহোপকার হইতে পারে কিন্তু যখন লোকেরা ইহা দেখে যে সরকারী কার্য্যে লিপ্ত না থাকিলেও তাঁহারদের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্বাদপত্রে তিরস্কার করা যায় তখন তাঁহারদের বেদনা জন্মে যেহেতুক পরহিতৈষিতা কর্ম্ম করা যাঁহারদের অভিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা যখন দেখেন যে তাঁহারদের অতিবড় শত্রু আছে ঐ শত্রু গোপনে থাকিয়া তাঁহারদের অনিষ্ট করিতেছে অথচ তাহারদের শত্রুতাচরণের কারণ তাঁহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শান্তিকরণের কোন উপায় দেখেন না তখন সুতরাং তাঁহারা খেদিত হন কিন্তু যে যন্ত্রে অর্থাৎ ছাপার দ্বারা তাঁহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তাঁহারা সুতরাং হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। তাঁহারা অবশ্য বোধ করিবেন যে এই সকল কটুকাটব্য কেবল শত্রুতা ও অকারণ ঈর্ষাপ্রযুক্ত এবং তাঁহারদের কর্ম্ম ও আচার ব্যবহার অত্যুত্তম হইলেও গ্লানি নিবারিত হইতে পারে না। এইরূপে ছাপা কর্ম্মের যে প্রকৃত পরাক্রম তাহা বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত ঘটনা ঘটে যে যে দূষণ যথার্থরূপে হইলে লোকের মান্য হইত এবং যদ্দ্বারা লোকের ভয় জন্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হয় এবং অযথার্থ দূষণও তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়াতে তাহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়। আপনারা লিখিয়াছেন যে রাজ্যের উপস্থিত বিঘ্ন দৃষ্টে যদ্যপি কখন মুদ্রাকরণের স্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তও নিবৃত্তকরণের আবশ্যক হয় তবে কেবল আবশ্যকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল তাহা রহিত করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত মুদ্রাঙ্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তদ্রূপ চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন। আপনারদের এই অভিপ্রায়ে আমার সম্পূর্ণরূপ মতের ঐক্য আছে এবং আমার ভরসা আছে যে লোকের উপরে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা কর্ত্তব্য তাহা সদ্ভাবানুসারেই করা যায়।

আপনারদের এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিদ্ধহওনপর্য্যন্ত আমি গবর্ণর্ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তদ্রূপ বাঞ্ছা আছে তাহার দুই

কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষের ও মনুষ্যবর্গের মঙ্গলসম্ভাবনা তাহা সিদ্ধকরণের অংশী হইতে সুতরাং আমার ইচ্ছা আছেই। এবং ভারতবর্ষে অনেককালাবধি থাকিয়া এই আইন যে আমি নির্ভয়ে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই থাকে নূতন গবর্নর্ জেনরলের উপর না থাকে এমত আমার ইচ্ছা। পক্ষান্তরে আরো এক বিবেচনা আছে তাহাতে যে মহানুভব সাহেব গবর্নর্ জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহার উপরে এই আইন সম্পন্নকরণের ভার দেওয়া আমারও মানস। ইঙ্গলণ্ডদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকর্ম্মকারকেরা সকলই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ে যে নিয়ত সপক্ষ এমত আমার বিশ্বাস আছে এবং যিনি আসিতেছেন তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন যে মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে যে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্যের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে মুদ্রাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুৎকৃষ্ট ইহা জানিয়া তিনি এই বিষয়ে অধিক সপক্ষই হইবেন। অতএব এতদ্দেশে পঁহুছিয়া যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে সকল লোকের উপরে তিনি রাজশাসন করিবেন ইহার দ্বারা এককালীনই তাহারদের সঙ্গে ঐক্য হইবে। সি টি মেটকাপ। ২০ জুন ১৮৩৫।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত সোমবার ৩ আগস্ত তারিখে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক নূতন আইন কৌন্সেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অনুগ্রহেতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়েরা এই অতিশুভাবহ ব্যাপার সম্পাদনোপলক্ষে তাঁহাকে অতিপ্রশংসাসূচক এক পত্র প্রদান করিবেন। এই আইন ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। এই বিষয়ে কেহ২ আপনারদের ভয়ও জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রীল শ্রীযুত লার্ড হেসবরি সাহেব সমাগত হইয়া ঐ নূতন আইনের প্রতিবন্ধকতা বা করেন কিন্তু তদ্বিষয়ে আমারদের কিছু আশঙ্কা বোধ হয় না।

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভাদ্র ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওনের উপকার স্মরণার্থ বৈঠক।—শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব ও তাঁহার কৌন্সেলী সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওন উপকার যেরূপে চিরস্মরণীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া পরিশেষে প্রধান বিবেচিতবিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের ঐক্য হইল। শ্রীযুত পার্কর সাহেব

এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির নামে এক চাঁদা হয় এবং ঐ চাঁদায় সংগৃহীত অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায় এবং ঐ পুস্তাকালয়ের মেটকাপ পুস্তকালয় এই নাম থাকে। এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সজ্জনসমূহের সন্তোষ জন্মিল ইহাতে আমারদেরও আহ্লাদ আছে যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণদ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধির যে মহোপায় হইল ইহা চিরস্মরণার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন উচিত তেমন অন্য কোন কার্য্য বোধ হয় না যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা করা এবং আকরস্থানে বিদ্যার স্রোত বন্ধ করা একই কথা।

ঐ বৈঠকে আরো এই স্থির করা গেল শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের নিকটে মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ করা গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রস্তরে খোদিত করিয়া টৌনহালের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। ইহাতেও আমারদের পরম সন্তোষ আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ঐ মুদ্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থা জারী হইবে অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোনো সাহেবেরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি করিবেন এবং ঐ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধ্যে উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

নূতন মুদ্রা।—নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। ঐ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা চলন হইবে। এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণ হইতে পারে যে এতদ্দেশে পূর্ব্বে জবনেরা রাজা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন ঐ মুদ্রাতে থাকিবে না।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহ্নসকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফৌজদারী নূতন আইন করণবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানেরা শরা ৭০ বৎসরঅবধি ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড করিতে হইবে কিন্তু অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে সমুদায় ঐ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে।

এই সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিলাম যে অল্পকালের মধ্যে নূতন মুদ্রা চলিত হইবে এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না যে ইহা দিল্লীর জবন বাদশাহের মুদ্রা।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ৬ ফাল্গুন ১২৩৯)

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্লেশমোচন।—এতন্মহানগরস্থ হিন্দুবর্গের শবসংস্কারক ব্রাহ্মণ ও মর্দ্দারফরাশ প্রভৃতিকর্ত্তৃক অধিক মূল্য গ্রহণজন্য অত্যন্ত ক্লেশ ছিল তাহা সর্ব্বজনহিতৈষি পরমদয়ালু শ্রীযুক্ত ডেবিড মেকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাপ্তান জে ষ্টিল সাহেবের দ্বারা উক্ত ক্লেশনিবারণহেতুক হিন্দুবর্গ মহাশয়েরা আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রুআরি তারিখে বেলা তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএব পাঠকগণকে সুগোচর করা গেল ইহাতে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরপ্রভৃতি প্রায় তিন শত মনুষ্যের সহী আছে।—চন্দ্রিকা।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২২ পৌষ ১২৪৫)

প্রয়াগে যাত্রিকের কর বারণ।—আমরা অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিলাম যে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কর্ম্মকারকেরদের প্রতি এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে প্রয়াগ স্নানার্থ বৎসরে২ যে সকল যাত্রিরা যাত্রা করেন তাঁহারদের স্থানে এই বৎসরাবধি কোন কর লইবেন না। আমরা নিশ্চয় জানি যে এই সম্বাদ শ্রবণে দেশীং তাবৎলোক অতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা লোকেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্নেহের এই এক মুখ্য চিহ্ন হইল।

(৭ মার্চ্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

যাত্রিরদের কর।—সম্প্রতি এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কর লওয়া যাইত তাহা একেবারে উঠিয়া গেল। পুরীর মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব ভার খোর্দার রাজার প্রতি অর্পণ হইল এবং তাঁহার প্রতি এই আইনের দ্বারা যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপূর্ব্বক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন তদ্ব্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই যে নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদ্দেশীয় লোকের পরম সন্তোষ জন্মিবে।

(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

বন্দুয়ানেরদের আহার।—কিয়ৎকাল হইল নানা কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচনা করণার্থ ও তাহার সুনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এক কমিটি স্থাপন হইল। তাহাতে কমিটির সাহেবেরা নানা সাক্ষ্য শুনিয়া এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন ঐ রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয়া গিয়াছিল তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ করেন নাই কিন্তু শুনাগেল যে গবর্ণমেণ্ট উত্তরকালে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্দুয়ানকে

একসের তণ্ডুল এক কাঁচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং তাহারদিগকে এক পয়সা বা কোন প্রকারে জেহেলখানার মধ্যে কপর্দ্দক মাত্র যাইতে দিবেন না। তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এই হুকুম অতিশীঘ্র জারি হইবে।

(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭)

লাটরীর কমিটী।—হরকরা পত্রে লেখেন যে লাটরী কমিটী রহিতকরণের আজ্ঞা শ্রীযুত কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাব ১২৩৮)

হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা।—সম্বাদপত্রের দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে স্থপ্রিম কোর্টের সম্প্রতিকার এক মোকদ্দমায় সর চার্লস গ্রে সাহেব এমত এক বচন দিলেন যে পিতা আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুত্রেরদিগকে অসমানরূপ বিভাগ করিয়া দিতে পারেন না। বোধ হয় যে শ্রীযুত চীফ্ জুষ্টিস সাহেব নীচে লিখিতব্য ডিক্রীর উপর নির্ভর রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকদ্দমায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী ও তাঁহার পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী সেই মোকদ্দমায় বঙ্গদেশীয় আপীলবিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতে ফম্বেল সাহেব ও হারিংটিন সাহেব ডিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার প্রস্তাবে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে ঐ ডিক্রীক্রমে এই আজ্ঞা হয় যে পিতা আপন পুত্রেরদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী ও বাতিল। উক্ত আছে যে শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্দমায় পণ্ডিতরা যে ব্যবস্থা দিলেন তদৃষ্টে কহিয়াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুরদের কেবল জীবনপর্য্যন্ত সম্পর্ক আছে এবং তাহা লইয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরা উইল করিলে তাহা বেআইনী হয়।

এতদ্রূপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতুক পিতা পুত্রেরদিগকে এতদ্রূপে পৈতৃকবিষয় অসমানাংশরূপে বিভক্ত করিয়া দিতে অবশ্য পারেন ইহার উপর নির্ভর রাখিয়া ভূম্যাদির বিক্রয় ও হস্তান্তর চিরকাল হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রূপ বিভাগকরণ বহুকাল স্থাপিত ব্যবহার এবং অতিবিজ্ঞ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও আদালতের ডিক্রীদ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে।

যে দুই পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী করেন তাঁহারদের নাম চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায় বিশেষতঃ যে মোকদ্দমায় রামকুমার ন্যায়বাচস্পতি ফরিয়াদী ও কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণ আসামী সেই মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতেরা দিয়া কহিয়াছিলেন যে

পিতা আপনার পৈতৃকবিষয় পুত্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে দান করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতে২ চুতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের লোকান্তর গমন হইল। পরে স্বব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি প্রথম যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম সেই প্রকৃত শেষ অপ্রকৃত।

শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর।

হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলবোরক সাহেব অতিপ্রামাণিক। ১৮১২ সালে মান্দ্রাজের চীফ জুষ্টিস শ্রীযুত সর তামস স্ট্রেঞ্জ সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে শ্রীযুত কোলবোরক সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বঙ্গদেশে হিন্দুব্যক্তিরা স্বোপার্জিত ধন যাদৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুত্র থাকিলে ইচ্ছামত পৈতৃকবিষয় দান করিতে পারেন না। তৎপরে ঐ সাহেবের নিকটে অপর এক পত্রে লেখেন যে আমার চুক হইয়াছিল পৈতৃকবিষয় অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুত্রকে অধিক অপর২ পুত্রকে অল্প দেওয়া এমত দানপত্র পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং শুনা যায় যে স্বোপার্জিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগকারি ব্যক্তির স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগকরণসূচক অনেক উইল স্থপ্রিম কোর্টে গ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ পরে ঐ পত্রে লেখেন যে বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা স্বোপার্জিত বিষয় উইল অথবা দানপত্রের দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং যদ্যপি তাঁহার সম্পত্তির এতদ্রূপ স্বীয় পুত্র অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দান করা শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তবে তাহা আদালতে গ্রাহ্য।

অতএব পূর্ব্বোক্ত উক্তিদ্বারা অনুমান হয় যে স্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিষয় কোন ব্যক্তির বিভাগকরা যদ্যপি বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি চিরন্তর ব্যবহারক্রমে তাহা সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রূপ সম্পত্তির হস্তান্তর করা সদর দেওয়ানী আদালত ও স্থপ্রিম কোর্টে মঞ্জুর হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিজ্ঞতম শ্রীযুত কোলবোরক সাহেব ও শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব উভয়েই এই ব্যবহারের সপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে এবং ঐ ডিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তিনি কহিলেন যে আমার ঐ ব্যবস্থা প্রকৃত নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন যে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্ ব্যক্তির কর্জ পরিশোধের নিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্তু যদি তাঁহার যাবজ্জীবনমাত্র ঐ বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত তবে এতদ্রূপ হইতে পারিত না। অতএব যদি ভোগবান ব্যক্তি পৈতৃকবিষয় বন্ধক রাখিতে পারেন এবং তৎপরে আপনার কর্জের পরিশোধের কারণ তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতে পারেন তবে তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রেরদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন না এ বড় অসম্ভব।

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

জিলা চব্বিশপরগণা।—শ্রীযুত আনরবিল বৈসপ্রসীডেণ্ট হজুর কৌন্সেলে গত ২০ নবেম্বরে এক আইন প্রকাশ করিয়া তাহাতে এই আজ্ঞা করেন যে কলিকাতার শহরতলী অর্থাৎ হাওয়ালি জিলা এবং চব্বিশপরগনা জিলা এই দুই জিলা স্বতন্ত্রের ন্যায় গণ্য হইবে না কিন্তু চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাল্লীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার থানা চব্বিশপরগনার শামিল হইবে এবং এইরূপে যে জিলা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা উত্তর কালে চব্বিশপরগনা জিলা নামে খ্যাত হইবে।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

ঢাকা জালালপুর জিলা ঢাকা জিলার শামিল হইল।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয়েষু।—নিবেদনমিদং আসামদেশান্তর্গত বড়নগর, বড়পেটা, বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাঁচ পরগনা যাহা পূর্ব্বে লোঅর আসামান্তঃপাতি ছিল সংপ্রতি বর্ত্তমান কমিস্তনরসাহেবের আজ্ঞানুসারে জিলা রঙ্গপুরের মোকাম গোয়ালপাড়ার কালেক্টরসাহেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছে...ইতি ২২ দিসেম্বর সন ১৮৩২। J. S. গুয়াহাটী আসাম।

সভা-সমিতি

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

বৈদ্য সমাজবিষয়।—গত ১৭ শ্রাবণের চন্দ্রিকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার প্রচার হইয়াছে ঐ সুসম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে অত্রপত্রে অনুবাদ করা গিয়াছে মাত্র এক্ষণে তদ্বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা অদ্য প্রকাশ করিলাম।

গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকর্তৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সমাজের চিরস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম্ম সর্ব্বদা সুসম্পন্নজন্য নিয়মপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিষয়ে যাঁহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন কিন্তু তাঁহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে একজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম। সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন্ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত

যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশান্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগহইতে মুক্তহইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। সমাজের নিয়মাদির বিশেষ আমরা যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না।

এই সমাজ বিষয়ে আমারদিগের কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করিবেন। চিকিৎসাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্ম্ম জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদিগের শাস্ত্রে এমত নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের ঔষধ কদাচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে আর সেই রোগে মুক্ত হইতে না পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহা অন্য জাতীয়েরা ঔষধসহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বারা ধর্ম্ম হানি হয় ইত্যাদি অনেক দোষ দর্শান যাইতে পারে। যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা। ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ ইত্যাদি কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এমত নহে যে পীড়া হইলে ব্রাণ্ডি কেলারট আদি মদ্য আনিয়া পান করিবেক ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় ঔষধার্থে নিষিদ্ধ দ্রব্যও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরাই ব্যবস্থা দিবেন তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ব্যতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত ব্যবসায়ি বৈদ্যভিন্ন অন্যের ঔষধ কোন মতেই গ্রাহ্য নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্য ধার্ম্মিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ বিচক্ষণাগ্রগণ্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট সুগন্ধা গঠুর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজা তাঁহার গুণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদান করেন্ কিন্তু তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজা তাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত ঔষধ সেবন করিতেন না বৈদ্যদিগের সহিত ঔষধের ব্যবস্থা বিবেচনা করাইতেন।

যদি কেহ এমত নহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে সুপণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া যায় হাতুড়্যা বা পেতের বৈদ্যই অনেক তাঁহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্যজাতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইতেছে সুতরাং লোকেরদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহা সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুসলমান হাকিম ও ইঙ্গরাজ ডাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের

মহামান কিন্তু দীন দুঃখি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের চিকিৎসা ঐ হাতুড়িয়া বা পেতের বৈদ্যদ্বারাই হইতেছে বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম মাত্রেই ডাক্তর সাহেবদিগের গমন হয় না অতএব তাঁহারদিগের চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকার করা যায় না এ জন্য বিজ্ঞ বৈদ্যসকল ঐক্য হইয়া যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হউক। অপর প্রধান হিন্দু ধনবান্ মহাশয়দিগকে প্রকাশ্য পত্রে অনুরোধ করিতেছি এতদ্বিষয়ে যদ্যপি বৈদ্য মহাশয়েরা কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে ঐ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করেন।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদকমহাশয়েষু।—এই রাজধানীর মধ্যে যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বঙ্গভাষা প্রকাশিকানামক সভা হইয়া থাকে আমার বোধ হয় তাহা অবিদিত নাই পূর্ব্বে এই সভার লোক সংখ্যা যেরূপ ছিল আমি গত বৃহস্পতিবারে দেখিলাম তদপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় সভ্যের আগমনান্তর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক ও প্রভাকর সম্পাদক প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক আসিলে পর সভার কার্য্যারম্ভ হইল অনন্তর সভাপতি শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বিবিধ বক্তৃতাপূর্ব্বক পূর্ব্ব সপ্তাহে স্থিরীকৃত প্রস্তাব সকলকে জ্ঞাপন করিলেন সে প্রস্তাব এই যে দুঃখহইতে সুখ জন্মে কি সুখহইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ অদৃষ্ট পর্য্যন্ত মানিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাতে ধর্ম্মবিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব ঘটিত বিচার না করিয়া নীতি এবং রাজকার্য্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ পোষকতাবিষয় নানা দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা শ্রবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল তৎপরে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্বারা স্থিরীকৃত হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন অতএব এমত নিয়ম স্থির করা যায় যে রাজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা করিবেন ইহাতে সকল সভ্য ঐ বাবুকে ধন্যবাদপূর্ব্বক স্ব২ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন অনন্তর সভা সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পূর্ব্বস্থিরীকৃত নিয়মাদি পাঠ করিয়া ঐ নিয়ম পুস্তকে লিখিলেন।

পরে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন ইঙ্গলণ্ডীয় লোকেরদের সভাতে সভ্যেরা চৌকীতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যেরা

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি কহিলেন এই সভার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিরদিগের মধ্যে অনেকে নির্দ্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ কিরূপে হইবেক তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বসু ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ অতি সম্বক্তৃতাপূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কার্য্যের ভার ধনি লোকেরাই গ্রহণ করিবেন ইহার পরে অনেক বিষয়ে বহুসভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্ত্তারা নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামি সভার বিবেচনার্থ এই প্রশ্ন স্থির করা যায় যে রাজকর্তৃক নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ উচিত কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতানুসারে সকল সভ্যই সম্মত হইলেন এবং সভার নিয়মানুসারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারার্পণ হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর সভা ভঙ্গ করিলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩)

গত রবিবারে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অন্তঃপাতি সভাতে সভ্যেরা যাহা করিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমরা পাইয়াছি ঐ সভার প্রতিজ্ঞাসকল অত্যুত্তম ও অবশ্য প্রকাশ্য এবং এতদ্দেশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মেতে লিপ্ত আছেন অথবা নিষ্করভূমির করগ্রহণে যাঁহারা ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান করেন তাঁহারাই বলেন গবর্ণমেণ্ট নিষ্করভূমির করগ্রহণকরত উচিত কার্য্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরাই কহেন রাজারা এ বিষয়ে অন্যায় করিতেছেন কিন্তু দেশস্থ লোকেরদের উচিত হয় না গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিতেছেন জানিয়া মৌনাবলম্বনে থাকেন অতএব বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা এই বিষয়ের কোন সদুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়েরা তাহাতে অনুৎসাহ প্রকাশ না করেন।

গত রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমাজের এক অন্তঃপাতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন শ্রীযুত কালীনাথ রায় শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ শ্রীযুত পেয়ারীমোহন বসু শ্রীযুত মহেশচন্দ্র সিংহ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ বসুইত্যাদি বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজারা নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ আরম্ভ করিলেন অতএব এতদ্দেশীয় চারি পাঁচ সহস্র লোকের নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক রাজদ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ

অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিগস্থ এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকসকলকে জ্ঞাত করা যায় যে তাঁহারা এক দিবস কোন স্বতন্ত্র স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক অনুষ্ঠানপত্রও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন।

অনুষ্ঠানপত্র।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকর্তৃক নিষ্কর ভূমির করগ্রহণের যে মহান্ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টসম্ভাবনা অতএব তন্নিবারণার্থ কোন বিশেষ সদুপায় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্থ শিষ্ট বিশিষ্ট মান্যাগ্রগণ্য মহাশয়দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া পরামর্শ করা উচিত।

এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উৎসাহি মহাশয়েরা এই স্বাক্ষর পুস্তকে স্ব২ নাম স্বাক্ষর করিলে পশ্চাৎ একত্রহওনের দিন ও স্থানের নিরূপণপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ সনের ২রা মার্চ্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনার পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

ঐক্যমতে সভা স্থাপনা পূর্ব্বক স্বদেশের সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, সতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা ঐক্যমতে যে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন তাহাতে একতা বন্ধন হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে, ঐ সভার কল্যাণেই দলাদলির ঢলাঢলি কাণ্ড এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতাপুত্রের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিষ্ণুস্মরণ, গোময় ভক্ষণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের সূচনা হইয়াছে, ধর্ম্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভার মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সিআমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্ত্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, ঐ সভার পরে মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্নে ভূম্যধিকারি সভা নামে অপর এক সভা স্থাপিত হয়, যেস্থর মহাশয়েরা যদি অনেক প্রকার সৎকর্ম্ম সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত

গবর্ণমেণ্টের পত্রাদি লেখা চলিয়াছিল, দশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র ছাড় দিবার নিয়ম ঐ সভার উদ্যোগেই হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, দ্বারকানাথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়া দেশ হিতৈষিণী সভা নামে এক সভা করিয়াছিলেন ঐ সভায় সমুদয় বাঙ্গালা পত্র সম্পাদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়াসাঁকের ৬কমল বসুর বাটীতে যে কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা হয়, সেই সকল বারেই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি আক্ষেপ ঐ সভার দ্বারা এমত কোন কার্য্য হয় নাই যদ্দারা তাহা আমারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে, তদনন্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাবলম্বিদিগের দ্বারা বাঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভা স্থাপিত হয়, মান্যবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়া ঐ সভায় কয়েকদিবস বক্তৃতা করিয়া মহা ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে ঐ সভার মত পোষক একখানা পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহায্য ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্ব্বে বাগবাজার নিবাসি মৃত বাবু কাশীনাথ বসু ভূম্যধিকারী সভার পুনর্জ্জীবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্নের মধ্যে বসু বাবু রাজদত্ত আশাসোঁটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অন্য উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য যে কয়েকটা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্নের অভাবে তত্তাবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় বিষয়ের চিন্তা করা যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন এবং তাহার প্রতি তাঁহারদিগের মনোযোগ থাকিত তবে ঐ সকল সভার পতন না হইয়া বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া সম্ভব হইত।..."

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪)

নূতন সমাজ।—কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমল সেন এক নূতন সমাজ স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে এবং রাজকীয় কর্ম্মে বঙ্গভাষা চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রেরণ করেন।

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

জমিদারেরদের সমাজ।—রিফর্ম্মর পত্রে লেখে যে আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টাসময়ে ভূম্যধিকারি ব্যক্তিরদের সমাজ স্থাপনের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিতস্থানীয় প্রধান২ জমিদারেরদের হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিপ্রায় এই যে চেম্বর অফ কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে তদ্রূপ এই সমাজের দ্বারা দেশীয় ভূমি সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে ঐ বৈঠকে অনেক কথোপকথন হইয়া এই প্রকরণের নানা বিষয় উত্থাপিত হইল এবং নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্তের যে ব্যাপার হইতেছে তদ্বিষয়েও বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এই স্থির হইল যে ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সমুদায়ে ঐক্যবাক্য হইয়া যথাসাধ্য উপায়ের দ্বারা উচিতমতে আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক

পাণ্ডুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ব্বন্ধকরণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করেন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এবং শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল যে সমাজের বিধান প্রস্তুতকরণসময়ে ইহা স্মরণ করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহির্ভূত কেহই থাকিবেন না। এই সমাজের এমত সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ সমাজের অন্তঃপাতী হইতে পারেন। এই কমিটির কার্য্য সমাপন হইলে পর ঐ সকল বিধির বিবেচনার্থ ও সমাজ স্থাপনার্থ সাধারণ এক বৈঠক হইবে।

(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫)

আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রপ্রভৃতি কর্তৃক সর্ব্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নূতন সভা সংস্থাপিত হইবে ইহাতে প্রভাকর লেখেন যে সম্ভাবিত নূতন সভার অধ্যক্ষ মহাশয়রা মহাজাত্যভিমানী ইঁহারা যে দলাদলি ব্যতিরেকে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সভা স্থাপন করিবেন ইহা জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক কদাচ মনেও স্থান দান দেন না ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি যে উক্ত বাবুরা নূতন সভা সংস্থাপনার্থ যখন যত্ন পাইতেছেন তখন এই সভা উত্তমতা ও সর্ব্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে আর এইক্ষণে পূর্ব্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর সর্ব্বসাধারণের মহোপকারার্থ উত্তম২ সভাপ্রভৃতি হইতেছে আর মনুষ্যগণও উত্তরোত্তর উত্তম২ সভ্য ও জ্ঞানি ও পর হিতে রত হইতেছেন অতএব যে এই নূতন সভায় দলাদলি ও জাতি প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইবে এমত বোধ আমারদিগের কদাচ হয় না বরং অনুমান করি যে কেবল সাধারণের উপকার জনিকা হইবে কিন্তু ভাবি বিষয়ে প্রভাকর নিশ্চয় করিয়া বলেন যে কেবল দলাদলির নিমিত্তই সভা হইবে ইহা অন্যায় অতএব তাঁহার কথা আমরা গ্রাহ্য করি না। এই সভায় এমত উপদেশ দেওয়া যাইবে যে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অধ্যক্ষগণ অতি সুসভ্য আর দৃষ্টও হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে।

স্বাস্থ্য

(২১ নবেম্বর ১৮৩৫। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২)

ভগবানগোলায় মহামারী। [হরকরার পত্রপ্রেরক হইতে] সংপ্রতি এপ্রদেশে অতিশয় মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত অন্য শব্দ কোন স্থলে কদাচিৎ শুনা যায় এইক্ষণে সময় ভাল হইতেছে বটে কিন্তু মরকের কিছু ন্যূনতা হয় নাই

বঙ্গপ্রদেশে এই অত্যন্ত পীড়ার সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জ্বরপীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বিশেষতঃ ভগবানগোলার সর্ব্বস্থানে ঐ পীড়া এমত সাঙ্ঘাতিক ভয়ানক যে তাহা হইলে রোগী পাঁচ দিনের অধিক রক্ষা পায় না এ বৎসরের জ্বরের ধারাই এইরূপ হইয়াছে বাঙ্গালি কবিরাজেরা তাহার কিছুই করিতে পারে না প্রথমে অপাক হইয়া পরে জ্বর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হয় না বাঙ্গালি কবিরাজেরা জোলাপ না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হরিতালঘটিত বটিকা দেয় তাহাতে জ্বরের দমন হয় বটে কিন্তু শারীরিক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল করে এবং তাহাতে জ্বর ত্যাগ হয় না রোগিরা বাহিরে জ্বরের উপশম দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে সুতরাং পুনরায় পীড়িত হইয়া মারা পড়ে অতএব বাঙ্গালিরা ইঙ্গরেজী বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে চিকিৎসায় সুশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্গুন ১২৪৪)

কলিকাতায় বসন্তরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শুনিয়া টীকা দেওনের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব কোন২ সম্বাদপত্র সম্পাদকের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমরা প্রকাশ করিলাম। এবং তদ্দৃষ্টে আহ্লাদিত হইলাম যে গত ১২ মাসের মধ্যে এতদ্দেশীয় ৩১৯০ জনকে টীকা দেওয়া গিয়াছে এই সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ আধক। ডাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব লেখেন অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে আপনকার সম্বাদপত্রে পাঠ করিলাম যে কলিকাতায় বসন্তরোগের অতি প্রাদুভাব হইয়াছে অতএব বক্তব্য যে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করাতে শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেবের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে অন্যান্য বৎসরে এই রোগ যত হয় এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। এক দিনের রিপোর্টে লেখে ঐ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মারা যায় নাই এবং বড় বাজারে কিম্বা কোন প্রধান থানার এলাকায় ঐ রোগ দৃষ্ট হয় নাই কেবল শহরতলিতে দেখা যায় এবং যদ্যপি আমরা অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বারা টীকা দেওনব্যবহার দেশীয় টীকা দেওনব্যবহারাপেক্ষা স্বাস্থ্যজনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর টীকাদায়কেরা বসন্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায়।

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

ওলাউঠা।— ১৪।১৫।১৬ আপ্রেল তারিখে কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে যৎ লোক মারা পড়ে তাহার এক ফর্দ্দ পাইয়া নীচে প্রকাশ করিতেছি বিশেষত ১৪ তারিখে ২৬ জন তন্মধ্যে ১৬ হিন্দু ১০ মোসলমান। ১৫ তারিখে ৪৬ জন তন্মধ্যে ৩৫ হিন্দু ১১ মোসলমান। ১৬ তারিখে ৫২ জন তন্মধ্যে ৩৭ হিন্দু ১৫ মোসলমান।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩)

ইঙ্গরেজী টিকা।—শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব কহিয়াছেন যে কলিকাতা ব্যাপিয়া ইঙ্গরেজী টিকা ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক সীমাতে এক২ নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রস্তুতকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও স্বীয় বাটীতে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক সপ্তাহের মধ্যে দুই২ দিন ঐ ব্যাপারের তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

বর্দ্ধমান।—অসহ্য গ্রীষ্মপ্রযুক্ত সংপ্রতি বর্দ্ধমানে ওলাউঠা রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় হইতেছে। প্রতিদিন ৩০।৪০ জন করিয়া মরিতেছে। যেহেতুক ১৮ তারিখপর্য্যন্ত বৃষ্টিমাত্র না হওয়াতে নানা স্থানীয় লোকেরদের দিবাভাগে অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে না পারাতে রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

ওলাউঠা।—প্রায় দুই মাসাবধি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি প্রদেশে ওলাউঠা রোগেতে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। রাজধানীস্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ঐ রোগোপলক্ষে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা পোলীসের রিপোর্ট হইতে নিম্নভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে। বিশেষতঃ

সন ১৮৩৮

মাস	হিন্দু	মুসলমান
জানুআরি	৬১	১৫
ফেব্রুআরি	৭৪	৩৬
মার্চ	৬৫৭	২২৬
আপ্রেল	১২৬৭	১৩০
মে	৬৬০	৫৮
জুন	১২২	১৩
জুলাই	৪৩	১১
আগষ্ট	৬৭	৮
সেপ্তেম্বর	১৫০	১১
অক্তোবর	৩৯	১৬
নবেম্বর	৫৬	২০
দিসেম্বর	১২৬	২৪
	৩৩২২	৫৬৮

সম্ভ্রান্ত লোক

(১৯ জুন ১৮৩০। ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

[কালীনাথ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরো অধিক মান্য বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাঁহারদের মধ্যে দুই জন জমীদার আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্ত্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন কিন্তু ঐ উপরে উক্ত দুই জন রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা কি উৎকোচ প্রদানেতে ঐ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই। বিশেষতঃ ঐ রায় চৌধুরীর পূর্ব্ব পুরুষ প্রতাপাদিত্যনামক এক জন বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকস্থপ্রদেশে স্বাধীনস্বরূপে রাজত্ব করেন। এবং আকবরশাহা তাঁহাকে দমনকরণার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদিগকে বহুকালপর্য্যন্ত যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন…।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

খেদজনক মৃত্যু।—এতন্নগরের বহুবাজার নিবাসি ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বাবু পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ কার্ত্তিক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইঁহার মৃত্যু সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতু তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ বৎসরের অধিক নহে অতি সুশীল সুপুরুষ ধার্ম্মিক বিচক্ষণ সাধ্যানুসারে সদাচারে ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে দৈব পিত্রাদি কর্ম্মে ত্রুটি ছিল না অপর বিষয়-কর্ম্মেও তৎপর ছিলেন তৎপ্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষয় জমীদারীপ্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা বিলক্ষণরূপে সুশাসনপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আফীনের কর্ম্মের দেওয়ান ছিলেন তাহাতে যশস্বী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তৎপদ পরিত্যাগ করেন পরন্তু গত বৎসর সুপ্রিম কোর্টে সরিফ দপ্তরের মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া মৃত দিবসের পূর্ব্বদিবসপর্য্যন্ত তৎকর্ম্ম ধারামত সুসম্পন্ন করিয়াছেন হায় হায় কি খেদের বিষয় বৃহস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত দপ্তরখানায় কর্ম্ম করিয়া গৃহে গমন করিলেন সন্ধ্যার পর মহাবল পরাক্রম দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা উলাউঠার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না অপর শুনিয়াছি এই ওলাউঠা পূর্ব্বে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর দুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের বিষয় অধিক কি লিখিব পার্ব্বতী বাবুকে যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খেদিত হইবেন যাহা হউক শুনিয়াছি অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জ্জলি-পর্য্যন্ত দিব্য জ্ঞান ছিল ইতি।

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মৃত্যু।—গত ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে।

(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

গত মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তৎপত্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সংবাদ সুধাকরনামক এক অধর্ম্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন যেহেতু তিনি শ্রীশ্রী ৺ জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থাপত্র উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অস্মদাদির বক্তব্য যাহা তাহা প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুণ যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত গতি হইয়াছে। তিমিরনাশক পত্র দৃষ্টে কিছু আমরা বিশ্বাস করি নাই যে রাজনারায়ণ মুখো বিধর্ম্মপত্রের এক জন প্রধান অংশী এ বিষয়ে আমরা বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে তিনি উক্ত পত্রের সাহায্যকারী এতৎপ্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যহইতে হইল যেহেতু মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিধার্ম্মিক ও বড় বৈষ্ণব এবং মৎস্যাইত্যাদি আহার করেন না ও স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করেন এবং মদককৃত ও ভৃত্যআনীত মিষ্টান্নসকল গ্রহণ করেন না এবং সতত হরিনামের মালা ধারণ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করেন এবং ঐ মহাশয় তুলসী মাহাত্ম্যবিষয়ক এক গ্রন্থ নানাপুরাণের প্রমাণ সংগ্রহদ্বারা রচনা করিয়াছেন এবং অতিশয় ধর্ম্মতৎপর ও ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্মী হইয়া যে কুপথাবলম্বি সম্পাদকের সহকারী হইবেন ইহা স্বপ্নের অগোচর কিন্তু এইক্ষণে চমৎকার বোধ হইল যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিরূপ গতি মতি প্রদান করেন কেননা যিনি অধর্ম্মের নাম শ্রবণে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন তিনি এককালে কালের গুণে অধর্ম্মে অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন হায় কাল মাহাত্ম্য দেখ দেখি ঐ সুধাকরপত্রে আদ্যাবধি অদ্যপর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মের দ্বেষ কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদিত হইতেছে ইহা দেশ বিদেশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে সুগোচর আছে। ইহা দেখে শুনে ও লোক নিন্দা শ্রবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জ্যে বাবু প্রেম বাবুর প্রেম সাগরে গড়াগড়ি যাইতেছেন।· ··· ··· সং প্রং।

(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

অতি বিলপনীয় ঘটনা।—হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথচ এক বাণিজ্য কুঠীর মহাজন অতি সম্রান্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের যোড়শবর্ষ বয়স্ক ভগবান নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহ্নে যোড়াবাগানে গরাদি রহিত দোতালা বাটীর ছাদোপরি ঘুড়ী উড়াইতে২ পতত অত্যন্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

কাজীওলকোজ্জাতের মৃত্যু।—কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজীওলকোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান মহম্মদীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে বর্দ্ধমান জিলার চৌঘরিয়া

গ্রামনিবাসি কাজী সএদ হামেদওল্লা সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংপ্রতি আমরা অত্যন্ত দুঃখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কাজী হামেদল্লা সাহেব আপন দেশে গিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন অনেক দিবসহইতে ইনি পীড়িত ছিলেন এবং সংপ্রতি বায়ু সেবনার্থে দেশে গমন করিয়াছিলেন ইঁহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাজকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার জন্য অধিক ক্লেশও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কর্ম্মসমাধা-বিষয়ে কোন ক্রটি হইত না ইনি সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফ্‌তী ছিলেন এবং মৌলবী বাশেদের মৃত্যুর পর কাজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন।

(১৯ মে ১৮৩২। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

…লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ তেঁহ নবাব সেরাজদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী সুবাজাতের বন্দোবস্তের কর্ত্তা তাঁহার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের যে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে তেঁহ যেপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়া সরফরাজ হইয়াছিলেন সে সুখ্যাতি সর্ব্ব দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি আছে। গবর্নর্ বেন্সীতর [Vansittart] সাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায়। গবর্নর্ বেরল্স [Verelst] সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল গবর্নর্ হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান কান্ত বাবু রায়রায়া রাজা গুরুদাস পরে মহারাজ রাজবল্লভ। এবং খালিসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইঁহারা সকলে বিশ্বস্তরূপে সরকারের কর্ম্ম সুশৃংখলে করিয়া সুখ্যাতাপন্ন হইয়াছেন কোনপ্রকারে কাহার অপযশ হয় নাই।—সং চং।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—কলিকাতা রাজধানীর দক্ষিণ খিদিরপুর-নামক গ্রাম যথায় ৺ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান যাঁহার পুণ্য কীর্ত্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদি যাহা অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে। তাঁহার নানাস্থানে ৺ দেব দেবী স্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ কীর্ত্তি আছে তাহার সেবার সংস্থান তত্তৎস্থানেই নিরূপণ আছে। এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্তু তাঁহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ খিদিরপুরের বাটীতে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তাঁহার সেবার বাহুল্যতা এবং দেবোত্তর ভূম্যাদি উপযুক্তমত রাখিয়া দেওয়ানজির পরলোক হয় তদবধি তদ্রূপ সেবা চলিতেছিল। পরে তাঁহার পত্নী ৺ রাজেশ্বরী দেবী ও তাঁহার পুত্রের জামাতা ৺ তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি ৺দেওয়ানজি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কর্তৃত্ব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হওয়াতে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর সেবা অতিসামান্যরূপ রাখিয়া দেবোত্তর বিষয়ের সমুদায় উপস্বত্ব আপনারা গ্রহণপূর্ব্বক আত্ম পরিবারের সেবায় রত হইয়া চিরকালের অতিথি সেবা এবং দীনদুঃখি ও অনাহূত ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যাঁহারা ঐ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাঁহারদিগের

প্রত্যাশা এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যদ্যপিও এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্যের প্রয়োজন রাখে না তথাচ ঐ প্রত্যাশাপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণুতা না করিতে পারাতে সুতরাং এ বিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। অতএব সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপুরঃসর এতদ্বিষয়ে আপনকার সম্বক্তৃতা যাহা থাকে তৎসম্বলিত প্রকাশ করিলে বোধ করি চব্বিশ পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবের কর্ণগোচর অবশ্য হইতে পারিবেক এবং তাঁহার মনোযোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধারণদ্বারা শ্রীশ্রী৺ জিউর সেবার পারিপাট্য হইয়া উপরিউক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়া শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে। এই সম্বাদ যদ্যপি অন্যান্য সম্পাদক মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় প্রকাশ্য পত্রে অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার রহিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সেবা চলিতে পারিবেক। কেষাঞ্চিৎ খিদিরপুরনিবাসি জনানাং।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৯। ৮ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জিলে ভুলুয়া পরগনে অম্বরাবাদ সাকিম রসিদপুর বঙ্গদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শর্ম্মণো বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ পরগনে সন্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণা মজকুরের ন্যায়বতি কর্ম্মে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন পরে সন ১২৩৩ সন বাঙ্গলায় ঐ জমিদারির মধ্যে মৌজে চরনিলক্ষীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে জমিদারের মপশ্বলি লোকের সঙ্গে এক দাঙ্গা হইয়া একজন লোক মৃত হইয়াছিলো তাহাতে জিলা মজুকুরের জজ সাহেব আমার পিতা শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দওরার তজবিজে অন্য দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সফর্দ করিয়াছিলো…।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩২। ৪ ভাদ্র ১২৩৯)

…বারাসতনিবাসি পাটনা অঞ্চলের প্রধান জমীদার ৺ দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রজ মহাশয় অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিয়াছেন এবং শ্রীযুত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয় যিনি বহুকাল পাটনার জজের আপীসে সিরিশ্‌তাদারি কর্ম্মে ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবিনিউর সিরিশ্‌তাদারি কর্ম্মে আছেন তথা নদীয়া চাকলানিবাসি ৺ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু গোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দিন পাটনার আফীন এজেন্টী মোতালকে প্রধান২ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন এই তিন ব্যক্তি কলিকাতা নগরে উপস্থিত আছেন …।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৮ ভাদ্র ১২৩৯)

বর্দ্ধমানের নৃপতির লোকান্তর।—বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর প্রায় সত্তরি বৎসরবয়স্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর

চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া পরিবারসহিত অম্বিকার রাজবাটীতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবস গঙ্গাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাঁহার উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বল্প জরও হইত আর আমাশয়ের ব্যামোহও ছিল মহারাজ আপন চিকিৎসা করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই কলিকাতাহইতে চিকিৎসাজন্য শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেকসন সাহেব বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা কাহার দ্বারা হয় নাই মহারাজের ঔরসজাত সন্তান সন্ততি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অম্বিকার রাজবাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তৎকালে তাঁহার উনত্রিশ বৎসর কএক মাস বয়ঃক্রম হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্তু তাঁহার পুত্রাদি কেহ থাকেন নাই তাঁহার কেবল দুই রাণী আছেন এবং তাঁহারা এপর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের রাজবাটীমধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ করিতেছেন যদিও মহারাজ আপন প্রধান পুত্রের দেহত্যাগপরে মহারাণী উজ্জলকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই কি তিন সন্তান জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলে অত্যল্প দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তাঁহারদের জননীও লোকন্তর প্রাপ্তা হইয়াছেন। অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্তকপুত্রের শ্রীযুত কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নামকরণ হইল কিন্তু মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভেও সন্তান সন্ততি হইলেন না।

এক্ষণে তাঁহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন মহারাজ তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল এক লাট প্রাপ্ত হইবেন নচেৎ ইঁহারই সমুদয় হইবেক।

আমরা সামান্ততঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহ হওয়াপর্য্যন্ত কোন উইল করেন নাই অথচ তাহা কর্ত্তব্য ছিল এইনিমিত্ত তথাকার শ্রীযুত জজসাহেব ইহার বৃত্তান্ত কৌন্সেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেম্বরেরদের অনুমতি হইবাতে উইল-দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাঁহার ওসী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরাহকার অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অপর২ রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহবিষয়ে আমরা অন্য কোন সম্বাদ এপর্য্যন্ত পাই নাই। মহারাজ দীর্ঘকালপর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইঁহার তুল্য ধনশালিজন এ রাজ্যে দৃশ্য হয় নাই

মহারাজের অন্য২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে সুতরাং তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা অম্লানমুখে কহিতেছি যে স্ত্রীদাহের রীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতাদৃক প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আনুকূল্যতা করিতে কলিকাতার অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহা অকর্ত্তব্য জানিয়া অত্যন্ত হেয় করিয়াছিলেন।—কৌমুদী।

(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ৮ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—শ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমনপর্য্যন্ত বার্ত্তা আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের গোচর করি প্রতিবৎসর বারুণীর সময়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত স্বরূপ কহিতেছি শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরকে দর্শনার্থ কলিকাতাবাসি ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাক মহাশয়ের বাটীতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরম্ভ হইয়াছে।···

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া বিস্তর খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ লস্কর যিনি পাঁচালি গান দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বিখ্যাত ঐ ব্যক্তি আসিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাজ কহিলেন কহ লস্কর তুমি যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থূলকায় হইয়াছ তাহাতে লস্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর জানিয়া পূর্ব্বরীত্যনুসারে উত্তর করিলেন।···জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ মার্চ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গই সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে···। ত্রিবেণী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীযুত হরদেব তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা শ্রীযুতের নিকট পূর্ব্বে দান-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কে পাঠকবর্গের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমরা মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু গত তাবৎকাগজে সন্দিগ্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে ঐ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন

শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ছিল এই সকল জিজ্ঞাসা করিবাতে মহারাজ উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর সওদাগর বিচর সাহেব তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে স্বামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার নামও কহিলেন।···জ্ঞানান্বেষণ।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে প্রামাণ্য কথা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত (পৃ. ৩৬০-৬৫) আমার "পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব বরাবরেষু।— আমারদের নিবেদন যে আপনারা নিতান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন।

আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বর্দ্ধমানের মহারাজ ৺তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গালা ১২২২ সালের ২৭ পৌষে ৺প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ দুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল তাহা কতক তাঁহার পিতামহীর দত্ত কতক তাঁহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং ক্রয় করেন। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বারা প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়া দেন কিন্তু যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাবধি তাদৃশ মনোযোগ না করণেতে ঐ জমীদারী বৃদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্যে ঐ পিতাই তাঁহার মিত্র ও নিকট কুটুম্ব তথাপি প্রতাপচন্দ্র ঐ সকল ভূম্যধিকারের স্বামিত্বপ্রযুক্ত তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাইতেন।

পরন্তু তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী পূর্ব্ববৎ ঐ সকল জমীদারীর খরচ বাদে উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর তাবদ্ব্যাপার তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন এবং ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ দেওয়ানী ও কালেকটরীর কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার ঐ অধিকারের মধ্যে যে কোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজস্ব সম্পর্কীয় ও দেওয়ানী সম্পর্কীয় কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দস্তাবেজ ও প্রচুর সাক্ষী আছে তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৺ প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর পূর্ব্ব অনেক কাল ঐ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন।

বর্দ্ধমানের জজ ও মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেব এবং ঐ জিলার তৎকালীন রেজিষ্টর শ্রীযুত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং ঐ জিলার কালেকটর শ্রীযুত আনরবল এলিয়ট সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর কৌটর সাহেব ও বর্দ্ধমানস্থ যুদ্ধ সম্পর্কীয় তাবদ্ব্যক্তি ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতদ্ভিন্ন সকলই অবগত আছেন যে শ্রীযুত সেক্রেটরী গ্রিন্লেপ সাহেব মার্ক্ইস হেষ্টিংস সাহেবের আমলে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে শ্রীলশ্রীযুক্তের সঙ্গে বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া সাক্ষাৎ করাণ এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত যে সম্ভ্রম ও খেলাৎ বর্দ্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুত্রের নহে এমত সম্ভ্রমপূর্ব্বক খেলাৎ প্রদান করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ শ্রীযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে তদ্রূপ সম্ভ্রম করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্বিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে ঐ প্রতাপচন্দ্র বর্দ্ধমানের সম্পূর্ণ রাজার ন্যায় সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন।

তাঁহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে আইনমত আমারদিগকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান করিয়া তাবৎ ভূম্যধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা আমারদের নামে রেজিষ্টরী করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক রুবকারীর দ্বারা আমারদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওনার্থ রাইয়তেরদের প্রতি হুকুম করিলেন কিন্তু হুগলি জিলার মধ্যে ঐ জমীদারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ঐ জিলার জজ শ্রীযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার মধ্যে আমারদের যে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্তু ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতান্ত বিপরীত।

শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন ব্যক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী কেবল নাম মাত্র অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাঁহার দখল ছিল না যদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না কেন না তাঁহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং ঐ মুনীবের অধীনে লক্ষ২ টাকা আছে এবং যাঁহারা তাঁহার ইষ্ট সাধনার্থ সাহায্য করেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা দিতে স্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করাগেল অথচ তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্ম কারকেরদের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাহা স্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন।

পরে হুগলির সরাসরী ডিক্রী কোর্ট আপীলে আপীল করিলে আমারদের দুর্ভাগ্যক্রমে

ঐ সাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ না করিয়া ওকলি সাহেবের নিষ্পত্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্ত্তৃক নিষ্কলঙ্করূপে স্বীকৃত এমত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার যখন বিবেচনা করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ডিক্রী করিলেন যে আমরা মৃত ব্যক্তির বিধবা তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইয়া ঐ রাজার তাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি ঐ জমীদারীর প্রকৃতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু কোর্ট আপীলের সাহেবেরা হুগলির জজ সাহেবের অর্পিত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তদনুসারে ঐ শ্রীযুত হচিনসন সাহেবের ডিক্রীও অন্যথা করিলেন এতদ্রূপে এই মোকদ্দমার প্রায় কিছুমাত্র বিবেচনা না করণেতে যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক বিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়া যায় এমত জমীদারী হইতে আমরা বেদখল হইলাম বিশেষতঃ আমারদের নিজ জমীদারী গঙ্গামনোহরপুর আমরা নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পর তাহা ঐ সরাসরী ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল। জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা না হইয়াও স্বদ্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সরকারী বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়া আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও আশ্চর্য্য বোধ হইল।

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্ব্বাহ্নে আমরা যখন শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত দুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমারদের যাবৎ আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়িয়া লইলেন এবং আমারদের স্বামী যে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিমা ও নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তৎ সমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু তাঁহার সঙ্গে যোগ করিয়া বাটীর অন্যান্য স্থানে যে সকল জহরাৎ ও প্রকারান্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অসম্মতিতেই বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির ইউরোপীয় কর্ম্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেণ্ড সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্ম্য হইলে পরে আমরা মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে নালিস করিলাম কিন্তু তিনি তাহা

আমারদের শ্বশুর এতদ্রূপে আমারদিগকে তাবৎ স্থাবরাস্থাবর বিষয়হইতে বেদখল করাতে আমরা যে কেবল যথার্থ বিচারপ্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের এমত নিস্ব করিলেন যে আত্মীয় কুটুম্বের দানদ্বারা আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল আমরা এতদ্রূপে দুর্দশাপন্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা শ্রীযুত পামর কোং ও শ্রীযুত কালবিন কোং ও শ্রীযুত প্রোভন কোম্পানিকে কর্জ্জ দিয়াছিলেন তাহা আমারদের প্রাণ ধারণার্থ দাওয়া করিলাম কিন্তু আমারদের শ্বশুর মহারাজা তেজশ্চন্দ্র আমারদের অন্যান্য তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদিগকে দুঃখ শোকার্ণবে মগ্ন করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া ঐ সকল টাকাই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহা হইলে আমরা একেবারে সম্পূর্ণরূপে উপায়হীনা হই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ তিনি কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে ঐ স্থান হইতে বিলাতে আপীল করিতে পারিবেন তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে আমারদের ন্যায় দীন ব্যক্তিরা এতদ্রূপ মোকদ্দমার খরচ যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের যে মিত্রেরা কেবল দয়া করিয়া আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ লেঠা পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষয়ে আমরা অশেষ খরচের ভার সহিষ্ণুতা করিতে পারিব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইলেন অতএব এতদ্রূপে আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের যে ভরসা ছিল তাহা দূরগত হইল আনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্দ্ধমান ২১ জুন ১৮২৪।

(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৫ আশ্বিন ১২৩৯)

৺ চন্দ্রকুমার ঠাকুর।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর গত ৫ আশ্বিন বুধবার জ্বরবিকাররোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪৫।৪৬ বৎসরের মধ্যে অধিক নহে ইনি বৈকুণ্ঠবাসি ৺বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মর্য্যাদক ছিলেন ইঁহার জ্যেষ্ঠ ৺ বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের পরলোক হইলে ইনি সংসারের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া অপূর্ব্বরূপে পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও ব্যবহৃত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিষয় রক্ষণাবেক্ষণকরত অনেক দিবস উত্তমরূপে সংসারের সুখভোগ করিয়াছেন শেষ ইঁহার কনিষ্ঠ বাবুরা বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রায় সকলেই আপন২ বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন তাহাতেও চন্দ্রকুমার বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসম্বাদাদি হয় নাই এজন্য তিনি এতন্নগরমধ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলি প্রায় এক্ষণে আপন২ মতে ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিতেছেন বিশেষতঃ সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যিনি

এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকর্ম্ম পিতৃ কর্ম্মকে সুপরষ্টেসিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বুদ্ধির কর্ম্ম কহিয়া থাকেন তিনিও চন্দ্রকুমার বাবুর মতের অন্যথা করিতে পারেন নাই শ্রীশ্রী দুর্গোৎসবাদি দৈবকর্ম্ম করিয়াছেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন বিশেষতঃ ঐ বাবুর মরণাবধারণ হইলে অর্থাৎ ডাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইঁহার জীবনের আর প্রত্যাশা নাই তখন ঐ কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি বিশেষোদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীসুরধুনাতীরে লইয়া গিয়াছিলেন অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন যাহারা গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন তাঁহারদিগের কাহার সাধ্য হইল না যে চন্দ্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গঙ্গাযাত্রা করিবার আবশ্যক কি পরে পতিতপাবনার তীরে দুই দিবস বাস করণানন্তর যথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন বাবুও অপূর্ব্বজ্ঞানপূর্ব্বক স্বীয়েষ্টদেবতা স্মরণকরণ পুরঃসর সুরপুরী গমন করিয়াছিলেন। যদ্যপিও তাদৃশ মৃত্যুতে লোকের লোভই জন্মে খেদের বিষয় নহে তথাচ চন্দ্রকুমার বাবুর সৌজন্য স্মরণে অবশ্যই খেদ হয় ইতি।

(৯ মার্চ্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

(পত্রপ্রেরক হইতে) আমরা অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিয়াঘাটা-নিবাসী ঈশ্বর গোপীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদরী রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে যদিও ঘণ্টায়২ তাঁহার মৃত্যু নিতান্ত সম্ভাবিত ছিল তথাপি ঐ রোগকুল হইয়া শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহেম সাহেব ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর ব্রাউন সাহেবের যথোচিত চিকিৎসার দ্বারা কিছু কাল সজীব থাকিয়া ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গত রবিবার রাত্রি দুই প্রহর তিন ঘণ্টা সময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার পরিবারেরা গঙ্গাতীরে লইয়া পৌত্তলিক ব্যবহারানুসারে উত্তমরূপে গঙ্গা দিয়াছেন ঐ বাবু যে প্রথমতঃ হিন্দু কালেজের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন আমরা হিন্দু কালেজে শিক্ষিত হইয়াও যদ্যপি ইহা প্রকাশ না করি তবে আমারদের অকৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়েরও সাহায্য করিয়াছেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে সকল ধনি মহাশয়েরা মৃত্যুর পরে চিরস্মরণীয় থাকিতে প্রার্থনা রাখেন তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মদ্বারা তাঁহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন কিন্তু প্রার্থনা করি যে সৎলোকেরা বহুকাল জীবদ্দশায় থাকেন যেহেতুক তাঁহারদিগের সত্তাতে দুঃখি দরিদ্র লোকের মহান্‌ উপকার সম্ভব।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

গৃহদাহ।—৺গোপীমোহন ঠাকুরের যে অট্টালিকাতে তাঁহার পরিজন থাকেন ঐ অতিবৃহৎ সুদৃশ্য অট্টালিকায় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া তাহার প্রায় সমুদায় দগ্ধ হইয়াছে।

ঐ অট্টালিকা পাতরিয়াঘাটার অতি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যস্থপ্রযুক্ত অগ্নিনির্ব্বাণার্থ পোলীস যে জলযন্ত্র প্রেরিত করিয়াছিলেন তাহা প্রায় কার্য্যোপযোগী হইতে পারিল না। একটা কাষ্ঠের সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিত্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমতঃ অগ্নি লাগে পরে সেইস্থানহইতে অতিবিস্তারিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ বারাণ্ডায় লাগিল। অনেক কাগজ-পত্র ও বহুমূল্য দ্রব্য ও ন্যূনাধিক তিন হাজার পুস্তক দগ্ধ হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকস্থ প্রকোষ্ঠ রক্ষা পাইয়াছে।

(২০ অক্টোবর ১৮৩২। ৫ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুয্যা (late Editor of the Gyanunweshun)।—কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়নামক হিন্দু কালেজের এক ছাত্র বিদ্যাভ্যাসকরাতে দেবদেবীর পূজাতে ও হিন্দুর তাবদ্ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ভ্রংশন হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তাঁহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহা এবং জাতীয় তাবদ্বন্ধন খণ্ডন করিয়া নূতন গ্রাহ্যোপদেশানুসারে আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যথাসম্ভবানুসারে তাঁহার পিতা মাতা বান্ধবাদি উক্ত তৎ কৃত আচারাদিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন কিন্তু বোধ করা যায় যে তাঁহার কেবল শ্বশুর তাঁহার প্রতি স্নেহদয়াপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছিলেন। গত শীতকালে তাঁহার কএক বান্ধবাদি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজাতীয় আচারবিষয়ে নূতন২ গ্রাহ্যোপদিষ্ট ব্যক্তিরদের পরামর্শ না শুনিয়া উক্ত বান্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার প্রতি বিরক্ত তাঁহারদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বারাণসীতে পঁহুছিলে পর কলিকাতাস্থ উক্ত মিত্রগণের নিকটে দুঃখসূচক পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার মনের আশ্চর্য্যপ্রকার বিকার জন্মিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিঞ্চিৎ স্বস্থ ছিলেন। তথাপি বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যূনতা ছিল এবং তাঁহার চক্ষুস্মত্তা এমত ন্যূন হইয়াছিল যে কিছুকাল পর্য্যন্ত কোন বস্তুর প্রতিই দৃষ্টির স্থৈর্য্য রাখিতে পারিতেন না। এতদ্দেশীয় লোকেরা রাগপ্রযুক্ত কাহারো চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়নেচ্ছুক হইয়া তাহাকে কোন একপ্রকার বিশেষ ঔষধ সেবন করায় এবং আমরা শুনিয়াছি যে স্বীয় অস্বাস্থ্যের লক্ষণ যেপ্রকার উক্ত বাবু লিখিয়াছিলেন সেইপ্রকার ঐ ঔষধ সেবনের লক্ষণ বটে। কিছুকাল হইল ঐ ধামহইতে উক্ত বাবুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ সময়ে তাঁহাকে ঐ রোগে বিলক্ষণ পীড়িত দেখা গেল। পরে তিনি শ্বশুরবাটীতে আসিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে কখন২ দেখিতে আসিতেন কিন্তু তাঁহার অস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং কখন২ তাঁহার মনের বিকারের আতিশয্যের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়াছিল। এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার আরোগ্যকরণার্থ আহূত ছিলেন কিন্তু তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহা আমরা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত নহি কেবল শুনা গিয়াছে যে ঐ বাবুর নিকটে চিকিৎসার্থ ঐ

ডাক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাবু শ্বশুর বাটীহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে পিত্রালয়ে আছেন এবং তিনি তথায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে তাঁহার মিত্রগণগোচর নহেন। ঐ যুববাবু যে রোগগ্রস্ত হইয়াছেন ঐ রোগের লক্ষণপ্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন বাক্য-প্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন যে তাঁহার প্রতি কোন অনুপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে। আমারদের বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাহুল্য না থাকিলে তাহা অপ্রকাশ্য থাকাই উচিত। কিন্তু যদি তাবদ্বিষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে ঐ বাবুর প্রতি অন্যায় দৌরাত্মাচরণ থাকে তবে তদ্বিষয় আদালতে তজবীজহওনের যোগ্য। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু সময়ে তিনি অশীতিসহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কাগজপত্র ইত্যাদি তাঁহার পিতার হস্তেই আছে।—ফিলানথ্ পিষ্ট।

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

নূতন চিনাবাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে।—তোমারদিগকে পূর্ব্বক্ষণে সাবধান করা যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছো তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কপ্পরিয়াকে দিবা না যেহেতুক তেঁহ যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহা হইতে ঐ বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব দিয়াছেন কিন্তু মোং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দপ্তর খানায় নীচের লিখিত নামক ব্যক্তিকে ঐ ভাড়ার টাকা দিবা ইতি। উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ডবলিউ এন হজর। মোক্তার জানব। শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারী। কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল।

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

মদনমোহন সেন।—বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকান্তরগত হওয়াতে বেঙ্ক বাঙ্গালের দেওয়ানী পদশূন্য হইয়াছে যেহেতুক ঐ মান্য সেন মহাশয় কতক কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন।...

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সম্বাদ :—আমরা মহাখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি জনাইনিবাসী বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসন্তরোগোপলক্ষে গত ৩১ বৈশাখ রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন।...আমরা নিশ্চয় বোধ করি এ দুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকলেই কাতর হইবেন যেহেতুক মুখোপাধ্যায় বাবু সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ আদৌ মহাবংশোদ্ভব কুলীন দ্বিতীয় মহাধনী সুপুরুষ বয়ঃক্রম ৩৮ বৎসরমাত্র হইয়াছিল...।—চন্দ্রিকা।

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪০)

যশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশ্‌তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্ত…। বাবু হরিহর দত্তের…পিতামহ ৺রামনিধি দত্ত অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসরপর্য্যন্ত কষ্টম হৌসে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরগত হন এতদতিরিক্ত উক্ত বাবুর পিতা দেওয়ান তারাচাঁদ দত্তের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর বিষয় আছে এবং আরো জানা আছে যে এইক্ষণকার মাস্তর ইন একুটি শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব কএক বৎসরপর্য্যন্ত কোন জামিন না লইয়া ঐ ডিপার্টমেণ্টের দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাকে হুকুম দিলেন তৎসময়ে তাঁহার হাতে নগদ অনেক লক্ষ টাকা ও বিল থাকিত কিন্তু তৎপূর্ব্বে ও পরে ঐ দেওয়ানী কর্ম্মনিমিত্ত তাবদ্ব্যক্তিরদেরই জামিনস্বরূপ কোম্পানির কাগজ আমানৎ করিতে হইয়াছিল। পুনশ্চ গত বিংশতি বৎসরাবধি ঐ দত্তজ মহাশয় ২বাধে গবর্ণমেণ্টের নানা দপ্তরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাতে অনেক সম্ভ্রম ও যশোলাভ করিয়াছেন…।

চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কর্ম্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে মাষ্টরি জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে ঐ বাবুর কোন অমর্য্যাদা হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংশীয় যুব ব্যক্তিরা কি ইঙ্গলণ্ডে কি এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রথমতঃ সরকারী ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন…। বরং গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে তাঁহার সহযোগে আর২ মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যেও কেহ২ এতদ্রূপ সরকারী ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।—কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।

(১৫ই মার্চ্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। …চন্দ্রিকাকারের [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের] পূর্ব্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল চন্দ্রিকাকারের পিতা ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রামনিবাসি যবনেরদিগের বলাৎকারে উত্ত্যক্ত হইয়া ৺বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করেন। তদবধি চন্দ্রিকাকার কলিকাতা নিবাসী।…

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৭ মাঘ ১২৪০)

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট কর সাহেবের সুপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [কাষ্টম হাউসে] চাকর হন।… —চন্দ্রিকা।

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশ্‌তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ

দত্তের আনুকূল্যে সভ্রাতৃক [কৃষ্ণজীবন] চন্দ্রিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎকৃত হওয়া গেল।

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্ম্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত লাকিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর-চার্লস্ ডাইলি সাহেব ঐ অতি প্রধান কর্ম্মে শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি তৎকর্ম্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা মুহুরিপ্রভৃতির বিংশতি কর্ম্ম শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহার খাতিজমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে সাহেব তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন তাঁহারদের কর্ম্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রেরদিগকে কর্ম্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন। এবং ঐ পরমহিতৈসি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন।···কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২৬ ভাদ্র ১২৪১)

চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে তদ্বিষক নানা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। তাঁহার জীবনী লিখিবার যথোপযুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই কারণে সম্প্রতি শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্প উপাদানই পাওয়া গিয়াছে।"

এই গ্রন্থের দুই খণ্ডেই ভবানীচরণ সম্বন্ধে অনেক কথা স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ভবানীচরণ সম্বন্ধে আমি আরও অনেক নূতন তথ্য পাইয়াছি।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ' নামে ৪০ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা* দেখিবার সুবিধা

* ১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে ধর্ম্মসভা তাঁহার একখানি জীবনচরিত প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই-সম্পর্কে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ১৮৪৮, ৮ই জুন তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

"Friday, June 2...The Hurkaru informs us, that the Dhurma Sabha is about to print, and circulate among its friends, a memoir of its late able Secretary, Baboo Bhobany Churn Banerjee...We take great shame to ourselves for having neglected distinctly to notice the death of this Native gentleman, one of the ablest men of the age; and we hope to supply this omission when the Memoir is presented to the world."

পুস্তকখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয় তাহা ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে বুঝা যায় :—

"গত বৃহস্পতিবাসরীয়া চন্দ্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,...তাহাতে ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে....।"

হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্র নাই। পুস্তিকাখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় মুদ্রিত তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগতা হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন।

উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার উক্তগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাটী ক্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিল না সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত সুকৃতি বশত স্বল্পকাল মধ্যে সুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল,...। তিনি উৎসাহ সত্ত্বে উপায়রাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার [মৃত্যু ১২১০ সালে] সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় কর্ম্মাভিষিক্ত হন।

* * * *

"মান্য মহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৺কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশবর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন..., জনকের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্নী গর্ভে শ্রীযুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়।"

পুস্তিকাখানি হইতে ভবানীচরণের "বিষয় কর্ম্মের বিবরণ" ও "কীর্ত্তি বিবরণ" উদ্ধৃত করিবার মত। কিন্তু স্থানাভাবে শুধু 'কীর্ত্তি বিবরণ'টুকুই এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"কথিত পুণ্যাত্মা ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রা যন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গ ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোনং ব্যক্তির সংসৃষ্টতায় প্রকাশমানা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাচার চন্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরঃসর নিজালয়ে এক ছাপাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ন্যস্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধর্ম্মপক্ষিকা চন্দ্রিকা মনোরঞ্জিকালিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীয়া হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে অন্যূন আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গ রাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিতা হইয়া ছিল পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিন্যস্ত হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্ত্তনের মূলসূত্র বলিতে হয়, ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কিপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান্ লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত রায় এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম্ম সহগমন নিবারণোদ্যোগে স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদীপত্রে ব্যক্ত

করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জন্মিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যেকোন কথা কটুতারূপে লিখিতা হইলেও মাধুর্য্য রস রহিতা হইত না, একং সময়ে তাঁহার বাদ জল্প বিতণ্ডার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিরোভূত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন। তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান্ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন। তদনন্তর ১২৩০ সালে কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে নগরস্থ কুবর্ত্মগামি ধনিগণের কুরীতি দুর্নীতি দোষ দর্শিত হয়। ১২৩৬ সালে অত্যুত্তম কাব্যরসযুক্ত পদ্যচ্ছন্দে দূতীবিলাসাখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, পরে গয়া গমন সময়ে তথায় যেং স্থানে যেসকল তীর্থাদি আছে তত্তাবদ্বিবরণযুক্ত গয়াপদ্ধতি নামক পুস্তক ১২৫০ [ইহা ২য় সংস্করণের প্রকাশকাল] সালে রচনা করেন. ঐরূপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করত বহুযত্নে তৎক্ষেত্রের বিবরণ... পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পুস্তক গদ্য পদ্যে রচনা করেন,...এই পুস্তক ১২৫১ সালে রচনা হইয়াছে। তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও সটীক মনুসংহিতার দুষ্প্রাপ্যতা নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করেন। এতদ্দেশে অত্রিসংহিতা প্রভৃতি মূলস্মৃতির প্রচলন ছিল না একারণ ঐ মহাত্মা দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে তাহার আদর্শ আনাইয়া ভাষ্যদ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক উনবিংশতি সংহিতা মুদ্রাঙ্কিতা করিয়া দেশের পরমোপকার করেন. তদনন্তর সটীক শ্রীভগবদ্গীতা ও সটীক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও হাস্যার্ণব নাটক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন। ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্ম্মরক্ষার্থে উক্ত মহাত্মার প্রযত্নে এই ধর্ম্মসভা স্থাপিতা হইয়া ইহার দ্বারা স্বদেশের যেং হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই,...।"

১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক এবং ধর্ম্মসভার সম্পাদক হন। ১৮৫২ সনের ১৬ই আগষ্ট (সোমবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল :—

"(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)...অশেষ গুণরাশি বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ভয়ঙ্কর জ্বর বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়া গত শনিবারে এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ সম্বরণ পুরঃসর যথাযোগ্য ধামে যাত্রা করিয়াছেন।...এই বংশ অতি প্রসিদ্ধ। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কে না জানেন? তিনি সমাচার চন্দ্রিকা পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যে রূপ খ্যাতি ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তিনি এই পত্রের সূত্রে বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশ মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম ক্রমশঃ ন্যূন হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইচরণ বাবু সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া শেষে নিবাস স্থান পর্য্যন্ত চ্যুত হওত কাশীবাসী হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রও সমস্ত পৈতৃক বিভব বঞ্চিত হইয়া * বনবাসের ন্যায়

* ১৮৫১ সনের ২৩এ আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত নীলামী ইশ্‌তেহার হইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূসম্পত্তির বিষয় কিছু জানা যাইবে :—

"সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত

সিঁতির উদ্যানে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ধন যাউক, প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইলেও ত ভাল। তাহাতেও বিড়ম্বনা দেখ। প্রায় দুই তিন মাস গত হইল রাজকৃষ্ণ বাবুর দুই পুত্র ও তদনুজ মৃত রাজেশ্বর বাবুর এক পুত্র অকস্মাৎ জলমগ্ন হয়। এই রূপ বিপদগ্রস্ত ও মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়া কি তাঁহার দুঃখের শেষ আছে? আবার এক প্রবল শত্রু তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন চন্দ্রিকার উপর আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঠক বর্গের স্মরণ আছে এই মহাশয় আর একটি চন্দ্রিকা অবিকল পুরাতন চন্দ্রিকার অবয়বানুরূপে প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনীয় হইয়াছিল। এই চন্দ্রিকাই বাবুর প্রাণ স্বরূপ, ইহার আয়েই তাঁহার পরিবারের জীবন রক্ষা হইতেছে। অতএব এ বিষয়ের উপর এরূপ নিদারুণ অত্যাচার হইলে কি প্রকারে তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হয়। এইরূপে সন্তান শোকে ধন শোকে অবিভূত হইয়া তিনি প্রায় কিয়ন্মাসাবধি জীবন্মৃত হইয়াছিলেন এবং নিরন্তর জীবন রক্ষার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! নিষ্ঠুর কৃতান্ত আপন করাল হস্ত প্রসারণ করিয়া গত পরশ্ব তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়স্থ করিয়াছে।...”

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অনেক শাস্ত্রগ্রন্থও চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার তালিকা দিলাম :—

(১) নববাবু বিলাস। পাদরি লঙের মতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ সন (*Descriptive Catalogue of Bengali Books*, p. 82). ১৮২৫ সনের অক্টোবর মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে (পৃ. ২৮৯-৩০৮) এই পুস্তকের ১৮২৫ সনে প্রকাশিত একটি সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচনা আছে। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'নববাবু বিলাসে'র একটি সংস্করণে গ্রন্থকাররূপে 'প্রমথনাথ শর্ম্মণ' নাম পাইতেছি। ইহা যে ছদ্মনাম তাহা বুঝা যাইতেছে।

নববাবু বিলাস ১৮৫৭ সনে গদ্য পদ্যে নাটকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১১ই জুলাই তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' এই 'বিজ্ঞাপন'টি মুদ্রিত হইয়াছে :—

'বিদ্যাভূনীকৃত বাবুনাটক'।—কলিকাতা মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দররূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা,...।”

(২) কলিকাতাকমলালয়। প্রকাশকাল সন ১২৩০=১৮২৩ (?)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের লিখিত একজিকিউটর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার উত্তরপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা এক পাকশালা ও এক আস্তাবল চারিটা পুষ্করিণী এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৩২/ বত্রিশ বিঘা...।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার সুমতির বাগানে রামমোহন ঘোষের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারদিগের বসতি বাটী নং ২০ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ তেরো কাঠা...।”

(৩) হিতোপদেশ। "পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ শকাব্দাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০।" পুস্তকখানির "ভূমিকা"য় আছে :—

"...এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্রীযুত কুমার শিবচন্দ্র রায় তথা শ্রীমৎ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরদিগের অনুমত্যানুসারে সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল...।"

এই পুস্তকের একখণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

(৪) দূতীবিলাস সুরসিক রসদায়ক পুস্তক। প্রকাশকাল ১৭৪৭ শক=১৮২৫ সন। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (চৈত্র ১৭৮০ শক, পৃ. ২৮০) রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

"সুবিখ্যাত শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ্য কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলতা আছে, অধিকন্তু তাহার কবিত্ব যৎসামান্য মাত্র।"

(৫) শ্রীমদ্ভাগবত। পুষ্পিকায় প্রকাশ, ইহার মুদ্রাঙ্কন শেষ হয়—৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক=১২ মে ১৮৩০ তারিখে। এই পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ১৮৪৯ সনের ৩১এ মে তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর'-পাঠে আমরা জানিতে পারি :—

"...রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।"

(৬) শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার। ইহার প্রকাশকাল ১২৩৮ সাল=১৮৩১ সন। ১৮৩১ সনের ২২এ এপ্রিল (১০ বৈশাখ ১২৩৮) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে "কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠকস্য" লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীশ্রী৺গয়াতীর্থ বিস্তার গ্রন্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জক হইয়াছে যেহেতু পুরাণাদিতে সকলি আছে বটে কিন্তু শূদ্রাদির সকল পাঠ্য নহে —...৩ বৈশাখ।"

এই পুস্তকখানি ১৮৪৩ সনে পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৮৪৩, ৭ই ডিসেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় পাইতেছি :—

"শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার।—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক একখানি ক্ষুদ্র বহি রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রিকা গ্রাহকগণের পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই গ্রন্থ এযন্ত্রালয়ে আর না থাকাতে কোন২ ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা গেল...চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে...বিনা মূল্যে সেই বহি প্রাপ্ত হইবেন।...বায়ুপুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ারচ্ছন্দে রচনা করা গিয়াছে তাহা তদ্ধাম গামি দিগের উপকার জনক বটে।"

(৭) মনুসংহিতা। পুষ্পিকায় প্রকাশ, ইহা ১৮৫৪ শকের ২০এ ফাল্গুন=২ মার্চ্চ ১৮৩৩ তারিখে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

(৮) আশ্চর্য্য উপাখ্যান "অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ। ক্ষমতাদিকীর্ত্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন॥ কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ চৈত্র ১২৪১ সাল [=১৩ মার্চ্চ ১৮৩৫]।"

২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, পয়ার ছন্দে লিখিত এই পুস্তিকাখানিতে যশোহর, নড়াইলের জমীদার কালীশঙ্কর রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তিকার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও শেষ পৃষ্ঠায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ আছে ; যথা—

"শ্রীভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুকৃতির পুণ্য কীর্ত্তি রচিলা ভাষায়॥"

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'আশ্চর্য্য উপাখ্যান' আছে। পাদরি লঙের তালিকায় (*Cat.* p. 78) ভ্রমক্রমে ইহার প্রকাশকাল ১৮৩৪ সন বলা হইয়াছে।

(৯) **পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা।** ইহার প্রকাশকাল ১৭৬৬ শক, ১২৫১ সাল=১৮৪৪ সন। ১৮৪৪ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্ব্বে পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত হইয়াছে...। গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙ্খক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমূর্ত্তি আছেন এবং তথায় গমন করিয়া যেং প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীমূর্ত্তির দ্বাদশ যাত্রা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ঐ ধামে প্রতিদিন যেং কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা উড়িয়া ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহার নাম মাদলা পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তে যত রাজা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা যুধিষ্ঠিরাবধি বর্ত্তমান রাজা রামচন্দ্র দেবের অধিকারপর্য্যন্ত যতং নূতন কীর্ত্তি হইয়াছে ও তাঁহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া এতাবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান বা ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় চক্রক্ষেত্র যাহা ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াসুরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ পদ্মক্ষেত্র যাহা কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় সূর্য্য ও চন্দ্র মূর্ত্তি ছিলেন তাহা পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুস্প মূল্য ১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি।"

কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে।

ইহা ছাড়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত আরও কোন কোন গ্রন্থের নাম তাঁহার জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইবে।

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ৪ ফাল্গুন ১২৪১)

শ্রীশ্রীকাশী প্রাপ্তি।—আমরা কাশীর পত্রে অবগত হইলাম জিলা যশোহর নড়াল গ্রাম নিবাসী পরে কাশীবাসী বাবু কালীশঙ্কর রায় জমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে দিবা আড়াই প্রহরের সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে জলেস্থলে দেহ স্থাপন পুরঃসর অপূর্ব্ব জ্ঞানপূর্ব্বক ইষ্ট দেবতা নামোচ্চারণ করত শ্রীশ্রীকাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যদিও মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বদাই অশুভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলে শুভ সম্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ সুখী হইতে পারেন তৎপ্রমাণ মরণং যত্র মঙ্গলং। আমরা শুনিয়াছি ঐ রায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল অর্থাৎ বিদ্যোপার্জ্জনের পর ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজকীয় ব্যাপারে পুরুষতা প্রকাশকরত বহুধনোপার্জন

করিয়াছিলেন তৎচিহ্ন তালুক মুলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং ঐ কাল পর্য্যন্ত যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহা এতদ্দেশ বিখ্যাত দৈব পিতৃ কর্ম্ম এবং বিষয় কর্ম্মে অবসন্ন হইয়া অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণাবধারণ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ধন জন পরিবার সুখৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ত ইষ্ট দেবতা প্রীত্যর্থে নাম জপ যাগযজ্ঞ করত কালযাপন করিয়াছেন মায়া মোহ শোক সন্তাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবৎ মৃত্যুকালে সপ্রমাণ হইল।...চন্দ্রিকা।

'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আশ্চর্য্য উপাখ্যান' নামক পুস্তকে কালীশঙ্কর রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন,—সে-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

এতদ্দেশীয় মাজিস্ত্রেট।—হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্ত্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাঁড়ুয্যে রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কাওয়াসজি।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—সমুদ্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা সংপ্রতি পঁহুছিয়াছে। ঐ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীলশ্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ত্রুটি স্বীকারকরণ। এবং ঐ বাবু ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে ঐ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহার প্রশংসা করণ।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা।—গত সোমবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যূনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন করাইয়া পরমসন্তোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষতঃ নৃত্যগীত বাদ্য এবং বহ্ন্যুৎসবজনক ও অত্যুৎকৃষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার পরেই নিমন্ত্রিত মহাশয়েরদের সমাগম হইতে লাগিল। অনন্তর বাদ্য বাদ্যারম্ভ হইয়া বাজিতে অগ্নি

দেওয়া গেল ঐ ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপর্য্যন্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই অতিপ্রশংসা করিলেন। তৎপরে আরো গীত বাদ্য হইয়া যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যাসাদন করা গিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ২ সকলই ভোজন পান করিলেন অনন্তর মহানাচ আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে সমাগত মহাশয়েরদের অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্টের তিন জন শ্রীযুত জজ ও শ্রীযুত মাকালি সাহেব ও অনেক দুই জন সেনাপতি সাহেব এবং কলিকাতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়েরা তত্র সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ সদাশয় নিমন্ত্রক বাবু নিমন্ত্রিতেরদের সন্তোষার্থ যাহা২ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলই পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রমণার্থ অদ্য উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু যাত্রা করিলেন।

অনেক মাস নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমরা এক চিত্তে প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়া ছিল তাহা এই ভ্রমণদ্বারা বিনাশ পাইবে শ্রীযুক্ত বাবুর এই স্থানে না থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে যদ্যপি তিনি আমারদিগের উত্তম না হউন তথাচ আমারদিগের সর্ব্বগুণান্বিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম নিজগুণ ও ধন দ্বারা ব্যবসায়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংপ্রতি বরেসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাবু প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিবে এবং সরলতাপূর্ব্বক দানহেতু অনেকের প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন আর তাহার সংজ্ঞান দ্বারা অনেককে কার্য্যোপযুক্ত করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অত্যুত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার অট্টালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্যধর্ম্মে রত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ এইহেতু অনেক সহায়হীন মনুষ্যকে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত দানশীলতা দ্বারা পতিত অনেক২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কার্য্য দ্বারা বোধ হইতেছে যে অতি ধনাঢ্যের উপযুক্ত যে কর্ম্ম তাহা করিয়াছেন আমরা শ্লাঘ্যপূর্ব্বক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা দ্বারা ৫ বর্ষ বয়স্ক অবধি সকলেই প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে হিন্দুগণ মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ পরহিতৈষী মনুষ্য তদ্ভিন্ন আর দৃষ্ট হয় নাই।

আমরা এক চিত্তে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করি যে ত্বরায় বাবু সুস্থ হউন তিনি মফঃসলে প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু পাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহার দৃষ্টে মফঃস্বলস্থ তাবৎ বিষয় তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অজ্ঞাত বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন কিন্তু আগমন হইলে তাহারা পরমাহ্লাদ করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৭ মার্চ্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার ৺প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাষ্পীয় জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতায় ঐ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে।

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কার্ত্তিক ১২৪৫)

গ্লানি বিষয়ক মোকদ্দমা।—শ্রীযুত কাপ্তান মেকনাটন সাহেব গ্লানি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে চারি মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমা গত বুধবারে নিষ্পত্তি হইল।...

দ্বিতীয় মোকদ্দমা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। বোধ হয় যে থাকারি সাহেব হরকরা সম্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাশ করেন কারণ এই যে মেকনাটন সাহেব থাকারি সাহেবের নামে পূর্ব্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত বাবুর হরকরা সম্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিতা আছে তৎপ্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব ঐ গ্লানি বিষয়ে তাঁহার নামে নালিস করেন। তৎ পরে ফরিয়াদি এই প্রস্তাব করিলেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর যদি এই গ্লানি প্রকাশ করণ জন্য ত্রুটি স্বীকার করেন তবে আমি মোকদ্দমাকরণে ক্ষান্ত হই ইহাতে ঠাকুর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি ঐ পত্র লিখি নাই তাহা ছাপাইবার পূর্ব্বে দেখি নাই এবং ছাপা হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্তু এমত কহিতে পারি হরকরা সম্বাদ পত্রে কোন বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদি কাহার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমি খেদিত হই পরে বাবু এই মোকদ্দমা সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে হরকরা সম্বাদ পত্রে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল তাহা গ্লানি আমারদের বোধ হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাকা গুনাহগারি স্থির করিলেন।...

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—ভ্রান্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমরা অতি খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৯ জানুআরি শনিবারে উক্তবাবুর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক অতিগুণান্বিত এক পুত্রের লোকান্তর হইল এবং তাহার দুই দিবস পরেই তাঁহার ভার্য্যার পরলোক হইল।

'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারকানাথের পত্নীবিয়োগের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তিনি পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"দ্বারকানাথের পত্নী-বিয়োগের তারিখ এখন আর জানিতে পারা যাইতেছে না।"

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

নাট্যশালা।—সম্প্রতি যে ভূমিতে [চৌরঙ্গীস্থ] নাট্য শালা ছিল তাহা বিক্রয় হইয়াছে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা ১৫০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কথিত আছে যে তিনি ঐ ভূমিতে বৃহৎ দুই বাটী নির্ম্মাণার্থ স্থির করিয়াছেন। নাট্যশালার সেক্রেটরি শ্রীযুত চেষ্টর সাহেবের ও তাঁহার পরিবারের সর্ব্বস্ব ঐ নাট্যশালার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে…।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—গত বুধবারে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজ করাইলেন তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল। ঐ রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি মনোরঞ্জক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল।

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু ঐ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়া মহাভোজ আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তদুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্ত্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইয়াছিল।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

…কৃষ্ণনগর নিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুজের কন্যার সহিত সুগন্ধ্যা [illegible] সাকিন কলিকাতা শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ হইয়াছে। উক্ত বসুজ ৺ প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিষ্য।…কস্যচিৎ হোগলকুড়িয়ানিবাসিনঃ। ১২৪২ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ।

(৫ মার্চ্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২)

আমরা অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাসি ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বাবুজী মহাশয় ন্যূনাধিক ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে জাহ্নবীতীরনীরে জ্ঞান পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্বাদ শ্রবণে পাঠকগণে বিষাদিত হইবেন যেহেতু ইদানীন্তন এতাদৃশ ধনি ধার্ম্মিক বিচক্ষণ মনুষ্য অত্যল্প সম্ভব। যদিও তাঁহার গুণগ্রাম দিগদিগন্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যনুসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম।

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাব্রত পরোপকারব্রত ধার্ম্মিকতাব্রত এই ব্রতচতুষ্টয়ে বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এ যে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী। দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহাসম্মান পুরঃসর সুচারু বচন রচন সেবার

পরিপাটী আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা কি লিখিব বহুতর ধনব্যয়পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃতগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ "প্রাণতোষণী" "প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বধি" শব্দাম্বুধিইত্যাদি। যাহাতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের সুরীতি সুনিয়ম দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া যায়। অপর বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থও অপূর্ব্ব সংগ্রহ প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ঐ ঔষধাবলি গ্রন্থের দ্বারা অনেক লোক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আরোগ্য হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেতের বৈদ্য রূপ খ্যাত তাহারা সেই গ্রন্থ দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপা হইয়া প্রকাশের সূচনা শুনা গিয়াছে। পরন্তু বহুতর দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠা বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠার সীমা কি নিজাধিকারে নানানগরে অনুগত আশ্রিত আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা ও ধার্ম্মিকতা বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।—চন্দ্রিকা।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৬। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩)

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।—অত্র প্রমাণ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান দুই লক্ষ টাকা পণ যাহাতে খরিদ করেন তাহার খরিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহা যথাকর্ত্তব্য করিয়া লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেষ্টরীও হয় ঐ দুই লক্ষ টাকা শোধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ খান পুরাতন মোহর দর ১৭৸৵৹ টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৸৵৹ টাকা আর সিক্কা ৯৵৹ সর্ব্বসুদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু ঐ টাকা দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ খান মোহর ও ৯৵৹ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুনা যায় তাঁহার পিতার মহাজনেরদিগের সহিত কোন বন্দোবস্তের পর লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ কারণ হরলালের পিতৃঋণদাতা শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিকপ্রভৃতি কএক জন দেব বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাঁহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হরলাল দেব বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া কহিলেন আমার তালুক যদি আপনারা আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয়া যাই মহাশয়েরা

তালুক ও বাগান দুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি দুই লক্ষ টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুরা অতিদয়ালু দয়াদ্রচিত্ত হইয়া ঐ তালুক হরলালের নিকট দুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হরলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বাগান খান লইবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল করেন যে আমি তালুক ও বাগান তাঁহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাতেও দেব বাবুরা জওয়াব দাখিল করেন যে আমরা খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা দাখিল করিয়াছেন বলিয়া হরলাল ঠাকুর গ্রাণ্ডজুরিরদিগের নিকট দুই বাবুর নামে দুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিলফৌণ্ড অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ্য করেন তৎপরে দেব বাবুদিগের নামে গত সেসিয়ানে ইণ্ডাইট হয় সে সময় আশুতোষ বাবু পুত্রের বিবাহ জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে মোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গত ১৮ আপ্রিল সোমবার ঐ মোকদ্দমার বিচারারম্ভ হয় এমোকদ্দমা পিটীজুরির দ্বারা তজবীজ না হইয়া স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল ফৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল পিয়র্সন সাহেব ও শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও শ্রীযুত ক্লাক সাহেব ও শ্রীযুত লিথ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন তৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন করেন তৎপরে ফৈরাদীর সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায় বুধবারপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় জুরির সাহেবেরা হরলাল ঠাকুর স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাঁহার মানিত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক করে না আমরা বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্টী এণ্ড একুইট অর্থাৎ নির্দোষী হইয়া পরিষ্কৃত হইলেন। তৎপরে ফৈরাদীর পক্ষীয় আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে যে নালিশ হয় তাহার বিচার ঐ দিবস স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বারা বিচার হইল তাহাতেও প্রমথনাথ বাবু ঐ প্রকারে নির্দোষী হন।··· —চন্দ্রিকা।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—···জিলা যশোহরনিবাসি ৺ মহারাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয় স্বীয় জমীদারীর কিয়দংশ মলুই পরগনানামক এক পরগনা

কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি ৺ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ লইয়াছিলেন। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের নিয়মাতীত না হইতেই ঐ পরগনা কলিকাতার সরিফের দ্বারা বিক্রয় করিয়া বিনামীতে ঐ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন। এমতে ঐ মহারাজা মহাশয় অতিপুণ্যবান এবং দেবদ্বিজানুগত হেতুক ব্রাহ্মণেপর ধর্ম্ম ভাবিয়া হাকিম সংক্রান্তে হস্তক্ষেপ না করিয়া কিয়দ্দিবস পরেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। পরে ঐ মহারাজার পৌত্র শ্রীযুত মহারাজা বরদাকণ্ঠ রায় মহাশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধিপতির নিকট আবেদন করাতে ঐ বিচারাধিপতি মহাশয়েরা ঐ বিষয়ের সাক্ষির দ্বারা বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চনা ও শঠতা জানিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসরের গত বিষয় রাজার যথার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন ঐ জমীদারীতে প্রতি বৎসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াসিলাৎ মায় খরচা বন্ধক দিবার দিবস ইস্তক ডিক্রীর দিনপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরে অনুমান ষোল লক্ষ টাকা ও জমীদারীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকার অধিক।... কস্যচিৎ মোক্তারস্য।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

জেলা যশহরান্তঃপাতি চাঁচড়া বাসি ৺ রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয় বর্ত্তমানে দুরবস্থা প্রযুক্ত স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণা নামক এক পরগণা কলিকাতার দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫২০০০ সহস্র মুদ্রা কর্জ লইয়াছিলেন পরে কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ বন্ধকি সম্পত্তি কলিকাতার সরিফের দ্বারা তঞ্চক করিয়া বিক্রয় করাইয়া ঐ মুখোপাধ্যায় আপন সন্তান শিবচন্দ্র মুখুয্যের নামে ক্রয় করিয়া কতক দিবস ভোগী হইয়া নদীয়া জেলা সংক্রান্ত সাতঘরিয়া নিবাসী রাধামোহন চৌধুরি ও প্রাণনাথ চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন এক্ষণে ঐ চৌধুরী ঐ সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারী আছেন পরে ঐ বৈকুণ্ঠবাসী ৺ রাজা শ্রীকণ্ঠের পৌত্র রাজা বরদাকণ্ঠ রায় মহাশয় ঐ সম্পত্তি প্রাপ্তি কারণ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিলে কোর্টের সুবিচারাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত শের এডওয়ার্ড রায়েন শ্রীলশ্রীযুক্ত শের পিটর গ্রেণ্ট সাহেবের অসিদ্ধক্রয় ও মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকতা বোধে প্রায় ঐ সম্পত্তির চল্লিশ বৎসরের উপস্বত্ব ও আদালতের খরচা সর্ব্বসুদ্ধ আটত্রিশ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাকা সম্পত্তির ডিকিরি হইলে ঐ ৺ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি ৺ শম্ভুচন্দ্র মুখো ও ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত না হইয়া বেলাতে আপিল করাতে সুপ্রেমকোর্টে ধর্ম্মাবতার বিচারাধিপতিদিগের যথাধর্ম্ম নিষ্পত্তি পত্র ধর্ম্মসাপক্ষ হইয়া বজায় রাখিয়া বিপক্ষ মুখোপাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে প্রিবি কৌনসলে অগ্রাহ্য হইয়াছে...। কস্যচিৎ মোক্তারস্য।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১৪ মার্চ্চ (২ চৈত্র ১২৬০) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে এইরূপ লিখিত হয় :—

"এক সময়ে ৺প্রাপ্ত বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দম্ভভাবে কলিকাতা নগর গুম্ভ প্রায় হইয়াছিল, তিনি ধনাহঙ্কারে কলিকাতা নগরীয় ধনিদিগকে তিরস্কার না করিয়াছেন তাঁহার সময়ে এমত ধনিলোক প্রায় ছিলেন না, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নামেতেই সকলে ভয়াতুর হইতেন, তাঁহার পুত্র ৺বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সেই কালে পিতৃবলে ঘোর বাবু হইয়া উঠিলেন, সে সময়ে কলিকাতার পরমিটঘর পুটঘর ছিল, শিবচন্দ্রবাবু ঐ ঘরের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যত পারিয়াছেন লুঠিয়াছেন, সে ধনের অধিকাংশই লাম্পট্যে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন আর উন্মত্ত ভাবে মধ্যে২ সংকল্পেতেও লোক বিবেচনায় দান করিতেন, দুর্গাচরণান্তর্দ্ধান পরে শিবচন্দ্রও সেইপথের পথিক হইলেন তাঁহার দুইস্ত্রী আর কন্যা মাত্র রহিলে, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাবু সম্পত্তি রক্ষক হইয়া কিছুকাল সকল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার অধ্যক্ষতা কালেই অল্পে২ সকল বিষয় গেল কেবল হাবিলি শহর পরগণা আর বাগবাজারের প্রকাণ্ড বাটী ইত্যাদি রহিল, গঙ্গোপাধ্যায় বাবুর মৃত্যুপরে খরাও বিবাদে অনেক বিষয় অগ্রেই যায়, গত বৃহস্পতিবারে সরিফ নীলামে বাস্তু ভিটা পর্য্যন্তও গিয়াছে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল ১১২০ টাকায় দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাণ্ড বাড়ীক্রয় করিয়াছেন, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী থাকিতেও ভিটা মাটী উচ্ছন্ন গেল, বিন্দুসুন্দরী দেবী নাকে তেল মর্দ্দন করিয়া এই ভরসায় শয়নাবস্থায় ছিলেন ব্রাহ্মণের বাড়ী বলিয়া কেহ সরিফ সেলে ক্রয় করিবেন না, বাবু মতিলাল শীল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একালে ব্রাহ্মণের বাড়ী লয়ে দোষ নাই এই কারণ সাহস পূর্ব্বক ক্রয় করিয়াছেন, অল্প মূল্যে বহু মূল্য সম্পত্তি পাইয়াছেন তিনি ছাড়িয়া দিবেন কি না সন্দেহ,... ।"

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু।—স্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতিখ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র দাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরাপত্রহইতে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। তাহার অনুবাদ জ্ঞানান্বেষণপত্রহইতে নীত হইল চন্দ্রিকাতেও তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক বার্ত্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এতদ্রূপে লিখিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ৺ প্রাপ্তব্যক্তির পরিজনের মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাতা মহানগরের শোভা ও ধর্ম্মার্থ যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

রাজচন্দ্র দাস স্বনামধন্য রাণী রাসমণির স্বামী।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

স্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইঙ্গরেজ বাঙ্গালির মধ্যে অতিসুবিদিত ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্টা পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ঐ বাবুর মরণে কেবল তাহার আত্মীয়বর্গের

মহাশোক হইয়াছে এমত নহে তাঁহার মরণে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে দুইটা পাকা ঘাট বন্ধন এবং এক রাস্তা ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তুল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিবেন তাঁহার আরো ইচ্ছা ছিল হিন্দুকালেজে কতক বিদ্যার্থির বেতন নিয়মিত করেন কিন্তু হায়২ এমত সময়ে কাল মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল আশাই শেষ করিল যৎকালীন তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে তৎকালঅবধি জীবন শেষপর্য্যন্তই একেবারে বাক্‌রোধ হইয়াছিলেন।—জ্ঞাং।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

রাজা বাবুর মৃত্যু।—রাজা বাবুর মৃত্যুবিষয়কবার্ত্তা চন্দ্রিকাপত্রে অতিপ্রশংস্যরূপে লিখিত হইয়াছে। ঐ বাবু হেষ্টিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺ প্রাপ্ত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রপৌত্র ঐ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যল্প বৈতনিক হইয়াও সাহেবের আনুকূল্যে নানা উপায়ে ভারতবর্ষস্থ অতিধনাঢ্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত [রাজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

জিলা মুরশিদাবাদে পরগনে ফতেসিংহ জমুয়াকান্দীনিবাসি ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের প্রপৌত্র ৺ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌত্র ৺ দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালা বাবুজী মহাশয়ের পুত্র মহারাজ রাজা বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসর ৭ মাস ২৬ দিন বয়ঃক্রমে পারসী বাঙ্গালাদি বিদ্যাতে ও নানা শিল্পকর্ম্মে ও সংগীত শাস্ত্রাদিতে নিপুণ ভগবৎপরায়ণ সদাচার সত্ত্বগুণাবলম্বী শিষ্টপ্রতিপালক জিতেন্দ্রিয় পৈতৃকধর্ম্ম স্থানে২ দেশ বিদেশে শ্রীশ্রী ৺ সেবা ও অতিথিসেবা পরিপাটীরূপে নির্ব্বন্ধ রাখিয়া জমীদারী কর্ম্মে তৎপর হইয়া শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর বিশেষ অনুকম্পান্বিত থাকিয়া ইদানীং কলিকাতার সন্নিকট কাশীপুর মোকামে অবস্থিতি করিয়া ১২৪২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী গমনান্তে জরাদি রোগে পীড়িত হইয়া দিনে২ ক্লিষ্ট হওয়ায় আপন মাতার নামে সুবে হিন্দুস্থান ও সুবে উড়িষ্যা ও সুবে বেহারের অন্তঃপাতি জিলা হায়ের মধ্যে জমীদারী স্থাবর অস্থাবর আদি তাবৎ বিষয় এলাকা লিখিয়া দিয়া এবং তাঁহার দুই রাণীর প্রতি পোষ্যপুত্রের অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়া কিছু দিন পরে ১৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে শ্রীশ্রী ৺ গঙ্গার তীরে দানাদি ও শ্রীশ্রী ৺ নাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রী ৺ নাম স্মরণপূর্ব্বক পরম ধামে গমন করিয়াছেন এই খেদে তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাগ্যবান শ্রীমান গুণি

গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রীশ্রী ৺ দৈব ইচ্ছার বলবত্ব। জমীদারীর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈতৃক ধর্ম্ম শ্রীশ্রী ৺ সেবা ও অতিথি সেবাদির জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নহি কেন না ঐ কর্ম্ম ঐ কুলে চিরদিন শ্রীশ্রী ৺ গঙ্গাস্রোতের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নহে বিশেষ রাজা বাবু মহাশয়ের মাতা বড় বুদ্ধিমতী ৺ দেওয়ান লালা বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল শ্রীশ্রী ৺ বৃন্দাবন ধামে বাস করিয়াছিলেন তৎকালীন ঐ জমীদারী ও শ্রীশ্রী ৺ সেবা ও অতিথি সেবাপ্রভৃতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পুত্র রাজা বাবুর যোগাতায় নিশ্চিন্তা হইয়া শ্রীশ্রী৺ আরাধনা করিতেছিলেন এও এক খেদ অধিক যে আরবার তাঁহার ঐ বিষয় যন্ত্রণাতে আবৃতা হইতে হইল ইতি ১০ জুন।—চন্দ্রিকা।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—জমুয়ানিবাসি শ্রীনারায়ণ সিংহ বাবুর মৃত্যুতে তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া তাঁহার ভূরি২ মিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ আত্মীয় স্বজনেরা বিলাপ করিতেছেন এবং তাঁহার অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পত্তিবিষয়ক বিবেচনা উত্তরকালে কিপ্রকার হইবে ইহা জ্ঞাতহওনার্থ লোকের অত্যন্তানুরাগ হইয়াছে অতএব আপনার অতিব্যাপক দর্পণের দ্বারা বহুতর লোককে জ্ঞাপন করিতেছি।

৺প্রাপ্ত শ্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জমুয়াকান্দীর বাটীতে বহুকালাবধি পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন চিকিৎসকের দ্বারা স্বস্থ হওনার্থ ঐ বাটীহইতে আগমনোদ্যত ছিলেন ইতিমধ্যে পীড়ার আতিশয্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহইতে শ্রীযুত ডাক্তর মাকফারসন সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল। ঐ সাহেব সময়মতে পঁহুছিয়া যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্তু ৺ ইচ্ছায় তিনি রক্ষা পাইলেন না পরে শ্রীনারায়ণ বাবু অষ্টাবিংশ বর্ষবয়সে ১৯ জ্যৈষ্ঠ লোকান্তরগত হইলেন। তাঁহার পুত্র নাই কেবল দুই কন্যা এবং রীতিমত দুই পত্নীকে দত্তকপুত্র লইতে অনুমতি করিলেন। ঐ পুত্রেরা প্রাপ্তব্যবহার হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাঁহারদের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাপর্য্যন্ত স্বীয় মাতার অধীনে তাবৎসম্পত্তি অর্পণ করিয়া যান ঐ মাতা অত্যন্ত কার্য্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী বাঙ্গালা লেখা পড়াতে অতিনিপুণা জমিদারী ব্যাপারও উত্তম বুঝেন ফলতঃ শ্রীনারায়ণ সিংহেরও নাবালগিসময়ে তাবৎ কার্য্যই ঐ রাণী নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

জমুয়াকান্দীর সিংহ রাজারদের মান্যতা ও উচ্চপদস্থতার বিষয় লিখনের আবশ্যক নাই শ্রীনারায়ণ সিংহ রাজাই ঐ মহাবংশের এক তিলক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভূরি২ কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমানা আছে ঐ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পিতা গৌরাঙ্গ সিংহ কানুনগোয়ী পদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হন তৎপরে গঙ্গাগোবিন্দ

সিংহ অতিভারি২ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া নানাকীর্ত্তি সংস্থাপন এবং স্বীয় বংশের ধারাবাহিক যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি ছিল তাহা আরো বর্দ্ধিত করিলেন।

পরে তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহও তদনুগামী হইলেন। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হতভাগ্য শ্রীনারায়ণ সিংহের পিতা যৌবনবস্থাতেই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাণত্যাগ করিলেন এমত বিষয় ভোগানুরঞ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদৃশ কঠোর তপস্যার ব্যাপার সম্পাদন করেন এতদ্রূপ অপর দর্শন দুর্লভ।

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রূপে এতন্মহাবংশ্য পাঁচ পুরুষ সৌজন্য বদান্যাদিগুণেতে অতিপ্রসিদ্ধ। শ্রীনারায়ণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। প্রাপ্তব্যবহার হইয়া কেবল দশ বৎসর ছিলেন কিন্তু এই ধন্যবাদ করিতে হয় যে যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ অতুলৈশ্বর্য্য প্রভু হইয়াও কোন অনিষ্টকার্য্য করেন নাই কেবল পরিমিত ব্যয়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার করিয়াছেন।...কস্যচিৎ তত্ত্বাবধারকস্য। ১০ জুন ১৮৩৬।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩)

বাবু রামকমল সেন।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী হওয়াতে শ্রীযুত হেরম্বনাথ ঠাকুর তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত আসিয়াটিক সোসৈটির কালেকটরী কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শুভজন্ম।—সোমবাসরে ৩০ জানুআরি তারিখে কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের দ্বিতীয়া রাণী এক নবকুমারী প্রসূতা হইয়াছেন এতদুপলক্ষে যথা হিন্দু রাজধর্ম্মক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মৎস্য দানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা হইল। আমরা অবগত হইলাম যে এই নৃপকন্যা মহারাজার প্রথমা অপত্যা।

(২৫ মার্চ্চ ১৮৩৭। ১৩ চৈত্র ১২৪৩)

মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি।—আমরা মহাখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরনিবাসি অতিমিষ্টভাষী বহুদর্শী বাঙ্গলা পার্সি আদি নানা বিদ্যার পারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃতির মান্য অতিবদান্য বিজ্ঞতম ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষৈক ধার্ম্মিকবর মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুর ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইয়া ঊর্দ্ধগতি পীড়োপলক্ষে গত ৫ চৈত্র শুক্রবারে উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষীয় একাদশী নন্দা তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে দিবা ৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞানপূর্ব্বক গুরুপুরোহিত পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি স্বজনগণ সাক্ষাতে মায়া মোহ পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীমন্নারায়ণ স্মরণকরণক শরীরার্দ্ধ নারায়ণক্ষেত্রে অপরার্দ্ধ

কারণবারিতে বিন্যাস করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎকালে জাহ্নবীকূলে ধনিগুণি মানি আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইয়াছিল মহারাজার মৃত্যুদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়াও ধন্য পুণ্যবান্ কহিয়াছিলেন যেহেতু সামান্য মৃত্যু নহে।

যথা।

শুক্লপক্ষে দিবা ভূমৌ গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে ধন্যা দেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদয়স্থে জনার্দ্দনে।

এতাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু সম্বাদে কাহার না খেদ জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাজা বাহাদুর বৈকুণ্ঠবাসি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত এবং তন্নিয়মানুগামী হইয়া এতাবৎ কাল দৈবপিত্র্যাদি কর্ম্ম যথা কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব এবং বাসন্তীপ্রভৃতি পূজার ব্যয় ব্যসনে পূর্ব্বরীতির অন্যথামাত্র করেন নাই তদ্বিশেষ লিখনে প্রয়োজনাভাব যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদিত আছেন। অপর স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বিশেষ মর্য্যাদা ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরন্তু অনুগত আশ্রিত আত্মীয় আলাপিত পরিচিত ব্যক্তিদিগের কায়িক মানসিক বাচনিক এবং অর্থ ব্যয় দ্বারা সর্ব্বদা উপকারে যত্নবান হইতেন অধিকন্তু বিপক্ষপক্ষ লোকও পরামর্শ নিমিত্ত নিকট উপস্থিত হইলে সৎপরামর্শ দ্বারা তাহার হিত চেষ্টা করিতেন ইহাতেই সুমন্ত্রিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত্ত রাজপুরুষেরাও সর্ব্বসাধারণের উপকার বা অপকার নিবারণ কারণ উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে শত শত বার সৎপরামর্শ প্রদানজন্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা লিপি বাহুল্য মাত্র। অপরঞ্চ ধর্ম্মপরায়ণ যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায় তদুপায়ে চির চিন্তিত ছিলেন গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবকর্ত্তৃক সতী নিবারণের আইন হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলিত ব্যবহৃত ধর্ম্ম চিরস্থায়ি জন্য যে ধর্ম্মসভা স্থাপন হয় তদুদ্যোগে অগ্রগণ্য অর্থাৎ সভার রীতিবর্ত্ম ধারা নিয়মাদি ঐ মহাপুরুষকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহা সমাজে পাঠ হইবামাত্র তাবদধ্যক্ষের গ্রাহ্য হইয়া প্রচলিত হয় ইহাতে এতদ্দেশীয় ধার্ম্মিক মাত্রের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন এবং মরণপর্য্যন্ত ঐ নিয়ম বিলক্ষণরূপে রক্ষা করিয়াছেন নিয়ম বহির্ভূত অতি নিকট কুটুম্বও তাঁহার নিকট ত্যাজ্য হইয়াছে। তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে আমারদের লেখনী শক্তা নহেন স্থূলং কিঞ্চিৎ লিখিলাম বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাচীন কোন কোন পাঠক যদ্যপি গুণবর্ণনপূর্ব্বক আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহা আমরা সমাদরপূর্ব্বক চন্দ্রিকায় উজ্জ্বল করিব। যাহা হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন কেন না যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারো অধীন হয় না এবং লজ্জা ভয় শূন্য অনেক লোক হইয়াছে এমত সময়ে সেই সকল লোকের নিকটেও তাঁহার বিশেষ মান্যতা ছিল তৎপ্রমাণ কাহারো কোন সৎকর্ম্ম রাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে কর্ম্মকর্ত্তা জানিতে পারিলে মহাসুখী হইতেন এবং কাহারো কুকর্ম্ম অন্যত্রে রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র লজ্জিত হইত না কিন্তু

রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকর্ম্মকারী লজ্জিত ও ভীত হইত অতএব এমত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়া গিয়াছে তাহা কি লিখিয়া জানাইব।—চন্দ্রিকা।

(৪ মার্চ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

ডেপুটি কালেকটরী পদ।—কিয়ৎকাল হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাঁহারা নূতন ডেপুটি কালেকটরী পদে স্বেচ্ছামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ পদাভিলাষিরদের মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাঁহাকেই তৎপদ দিবেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবেরা শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিককে ডেপুটি কালেকটরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে অতিবিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জানি যে তাঁহার দ্বারা ডেপুটি কালেকটরী পদের অবশ্যই সম্ভ্রম হইবে।

(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪)

রূপলাল মল্লিক।—১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যূন কোটি মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং স্ত্রী কন্যা গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে অবশিষ্ট টাকা বিতরণ হইবে এবং গঙ্গাতীরে ধর্ম্মার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কথিত হইয়াছে শ্রাদ্ধার্থও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি আছে।

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪)

বৈকুণ্ঠ গমন।—আমরা অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগর নিবাসি যশোরাশি বৈকুণ্ঠবাসি কীর্ত্তিশশি পবিত্র চরিত্র ভগবদ্ভক্তাগ্রগণ্য ভুবনমান্য পুণ্যশীল সুশীল বিবিধবিদ্যাবিশারদ দান্ত শান্ত নরবর ৺ বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন সজ্জনাদি পুত্র পৌত্র সমীপে শ্রীশ্রী৺ পতিতপাবনী ত্রৈলোক্যতারিণী তপনতনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে সজ্ঞানে পরম প্রেমানন্দান্তঃকরণে সরস রসনে মুক্তাননে অতিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন ইতি।

(১৩ জানুয়ারি ১৮৩৮। ১ মাঘ ১২৪৪)

বাবু রসময় দত্ত।—শ্রীযুত বৃজিগ সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে যে শ্রীযুত রসময় দত্ত ছোট আদালতের একটিং কমিশ্যনররূপে

নিযুক্ত আছেন তিনি সংপ্রতি শ্রীযুত মেকলৌড সাহেবের বিলাত গমন করাতে তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—হরকরা সম্বাদ পত্র পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে ইস্তফা দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত চূড়ান্তরূপে ঐ তৃতীয় কমিশ্যনরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয় যে অল্পকালের মধ্যে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অতি সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাস্য পদে নিযুক্ত হইবেন।…

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।—প্রণামা নিবেদনং বিশেষঃ জেলা পুরণিয়ার ধরমপুর পরগণার মধ্যে ৺ রাজা মাধব সিংহের স্থানে সরকার বাহাদুরের বাকী খাজানা আদায় জন্য প্রথমত তস্য জমীদারি বিক্রয় হইয়া সরকারের পাওনা সকল সঙ্কলন না হওয়াতে পরে তস্য লাখেরাজ অর্থাৎ এলামাত মহাল নামক মৌজে জীবন গঞ্জ ও রায়ীসরি ও চরণা ও মহারাজগঞ্জ তৎপট্টী সম্মিলিত শ্রীযুত গবরনর কৌনসলের ও সাহেবান সদর বোর্ডের হুকুমানুসারে খালিসাসরিফার সন ১৭৮৯ সাল ইঙ্গরাজী ১৪ আকটোবর তারিখে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় বড়ডান সাকিনের নবকান্ত দাস নামক একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়া বয় নামা ও আমল নামা পাইয়া মফঃসল দখলীকার থাকিয়া পরে ঐ দাস মজকুর বাঙ্গালা সন ১২১১ সালের ২৭ বৈশাখে ঐ নীলাম খরিদাবস্তু আমার শ্বশুর ৺ বাবু প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট মবলগে ১৩৫০০ টাকা পণ বাহাতে খোস কবালায় বিক্রয় করে তদবধি আমার শ্বশুর ও স্বামী ও পুত্র ঐ বিষয়ে দখলীকার থাকিয়া ঐ এলামাত মহালের সালিয়ানা উপস্বত্ব কমবেস চারি হাজার টাকা সনং পাইয়া শ্রীশ্রী ৺ সেবা করিয়া আসিতেছিলেন উক্ত ব্যক্তিদিগের লোকান্তর পরে বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেলা মজকুরের ডেপুটি কালেকটর সাহেব ও স্পেসিয়ল কমিশ্যনরির হাকীমান ঐ লাখেরাজ এলামাত মহাল রেজষ্টরি না হওয়া ওজরে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রকার দৌরাত্ম্যেতে ঐ খরিদাবস্তু যাহা সরকার বাহাদুর বিক্রয় করিয়া বয়নামাতে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলের অনুমতি ও কোন প্রকারে কোন হেতুবাদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক না লিখিয়া দিয়া ঐ বস্তু আরবার অন্যায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এ বিধায় নিবেদন আপনি অনুমোদনপূর্ব্বক আমার এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে পর্য্যাপ্ত করিয়া সোসাইটির দ্বারা বিলাতে আপীল করিয়া উক্ত বিষয়ের সুসিদ্ধ করিয়া দেন

তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি তাহা স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার এখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়জীউ নিবেদন করিবেন নিবেদন মিতি। ১২৪৫ সাল ২৪ আষাঢ়। শ্রীরাণী কাত্যায়নী।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৫)

অতিখেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু রামধন সেন সম্প্রতি লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান অথচ এতদ্দেশীয় ভাষায় অনেক গ্রন্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক ছিলেন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবদ্বীপের ডেপুটি কালেকটরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্দি পদ প্রাপ্ত্যর্থ আর সি জ্যানকিন কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত নহে কেবল দস্তুরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎসিতাচরণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তা ভাবে ও নূতন লাভের উপায় অজ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাজাধিকারে কোন কার্য্যে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল জড়ের ন্যায় সর্ব্বদা অন্তঃকরণ আদ্র৺ থাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেরে জানিবা আমরা এতৎ বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে সুবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম২ দ্রব্য বিষয়ের বাণিজ্য দ্বারা যাহা উতপন্ন করিতেন তাহার অর্দ্ধ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় দ্বারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমরা প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেন না তাদৃশ লভ্য হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে। এমত সকল বৃহত২ ধনী কিন্তু বাণিজ্যদ্বারা কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল অর্থ প্রদান পূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন। যেমন ইংলণ্ডীয়েরা স্বীয় ধনদ্বারা সুখ উৎপন্ন করেন সেইরূপ এতদ্দেশীয়দিগের উচিৎ যে বহুদর্শী ঐ কর্ম্মচার ব্যক্তিদিগেরা রীতি সন্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইয়া দেশস্থ লোক-দিগের আশীর্ব্বাদ জনক সুখ উৎপন্ন করাইয়া আপনারা সুখী হয়েন। অতএব এতদ্দেশীয়-দিগের উচিত যে ব্যয় ও বাণিজ্য এবং দানদ্বারা সকলে সুখী হয়েন আর অতি তুচ্ছ নিন্দনীয় কিঞ্চিদ্দস্তুরি প্রাপ্ত্যর্থ আপনার টাকা লইয়া মণিব ইংলণ্ডীয়ের অনুমতি পাইবা-মাত্র তাহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য এই যে তুচ্ছ পদ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া উক্ত উত্তম২ পদ প্রাপ্ত্যর্থ যত্ন করেন এবং কেবল অত্যন্ন

পরিবার ও কুটুম্ব লইয়া আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে আমোদিত করেন সকল মনুষ্যের কর্ম্মেই দোষ আছে ইহা সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগকে অর্থপ্রদান করিতেছেন তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দেষান্তর আছে দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন করে কিন্তু সেই ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার ন্যায় ইহাতে ও আপাতত ভয়দায়ক চরমে ইষ্টদায়ক। এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধুগণ বিলক্ষণ বিবেচনা করিবেন যে এই রূপ অর্থ ব্যয় কেবল নিন্দনীয় অতি কুৎসিত এবং অত্যন্ত কার্য্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে। অতএব এইক্ষণে যেমত কাল ও যেমন দেশ এবং ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া সাবধানে আচরণ করিবে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

রায় পরশুনাথ বসু।—জিলা বৰ্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বসু স্বীয় কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছেন রায়জী গবর্ণমেণ্টকর্তৃক অতি সম্মান্ত ব্যক্তি। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তিনি মুরশিদাবাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওয়াবের তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ঐ নওয়াব সরকারে অতি বিশ্বাস্য এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নূতন পদের বেতন মাসে ১৫০০ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(৯ মার্চ্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৭৫)

…জেলা নদীয়ার শান্তিপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অতিমান্য ও ধাৰ্ম্মিক শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বয়ক্রম ৭ সাত বৎসর ও তস্য মামাত ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হস্ত্যারোহণে জমিদারির পূর্ণসরঞ্জামের সহিত আপন বাটীর ৺কার্ত্তিকবিসর্জনান্তে আইসন কালীন বিনাদোষে উপরি লিখিত চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তস্যজন সমূহ দাঙ্গা করিয়া উক্ত বালকেরদিগের অলঙ্কার হীরা মুক্তা স্বর্ণাদি নির্ম্মিতাভরণ ও সমভিব্যাহারি রজত নির্ম্মিত আসাসোটা বরশি চামর ছেনাইয়া লন ও ইষ্টক লাঠী দ্বারা আঘাত করেন ও অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মানসে তলআরের চোট মারেন ৺ইচ্ছা আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে না লাগিয়া অশ্বের পশ্চাৎ ভাগে লাগিয়া আঘাতি হয় সে আঘাত জেলা নদীয়ার ডাক্তর শ্রীযুত কে বি ফোলের সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করেন…।

উক্ত মোকদ্দমা মোকাম কলিকাতায় সদর নেজামতে খাসআপিল হইলে আমরা যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাতবর হেতু তথাকার হাকিম শ্রীযুত কে রিড সাহেবের

হুজুরে সুপ্রকাশ হইয়া ৺ইচ্ছা রায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধর্ম্মাবতারের সূক্ষ্ম বিচারে নির্দ্দোষী হইয়া রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয় গো এখন জানাগেলো যে অদ্যাপি ধর্ম্ম আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্পণৈক পার্শ্বে স্থানদিলে অবশ্যই দেশের উপকার সম্ভাবনা কিমধিক মিতি।...শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য। শ্রীরামনৃসিংহ শিরোমণি। শ্রীহরপ্রসাদ তর্কবাগীশ। শ্রীকালিদাস বিদ্যাবাগীশ। শ্রীশ্যামাচরণ তর্কপঞ্চানন। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীরামরত্ন বিদ্যালঙ্কার। শ্রীকালাচাঁদ নপাড়ি ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশিভূষণ নপাড়ি ভট্টাচার্য্য। শ্রীঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

বাবু মথুরানাথ মল্লিকের মৃত্যু।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতুক দুঃখবার্ত্তা প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার বর্দ্ধমানের রাজবাটীর কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহে অতি বিশ্বস্ততা প্রযুক্ত তিনি সর্ব্বত্র অতিখ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ যদ্দ্বারা তাঁহার শিরোপরি এরূপ গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহা কহি অর্থাৎ তাঁহার আন্তরিক জ্ঞানযোগ ও যথার্থ পদার্থ জ্ঞান ও শুদ্ধধারা সকল আর সৎপথসদনুষ্ঠান করাইবার কারণ তাঁহার নিশ্চয় মানস ও এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে বহু দানাদি পুরঃসর অশ্রান্ত যত্ন অধিকন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢরূপে এই পথে চলিয়াছেন অথচ জাতীয় বাধা ও অপরাধ তাবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন।

আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন যে তিনি দৃষ্টিতে অতি সুদৃশ্য ছিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য দেখিবার ও গাম্ভীর্য্য ছিল ও বয়েস চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ ছিলেন না।

প্রায় এক মাসাবধি অতিশয় গ্রহণীরোগে পীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন ও ইহাতে তাঁহার শরীর ক্রমেতে দুর্ব্বল করাতে তাঁহাকে সকল শোভা ও কর্ম্মাদি হইতে স্থগিত রাখিয়াছিল যথার্থ তাঁহার স্কন্ধ দেশে এক সাংঘাতিক স্ফোটক হইল ও ইহাতে তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষণার্থে যদ্যপিও তাঁহার পরিবারের ডাক্তরেরা যথা ষ্টিউয়ার্ট ওসানসি ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতিও অনেকানেক বাঙালি বৈদ্যেরা নানা প্রকার করাতে ও বহুবিধ চেষ্টা পাওয়াতেও সকলে উপায় নিরুপায় হইল।—জ্ঞাং নাং।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। আশ্বিন ১২৪৬)

...জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলামূটা ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৺রাজা নরনারায়ণ রায় ধনী এবং মানী ছিলেন। তাঁহার দুই পক্ষের তিন সন্তান জ্যেষ্ঠ রুদ্রনারায়ণ রায় বাকী দুইজনা নাবালগ। রাজা জীবদ্দশাতে ঐ জমিদারী যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও অংশ হইবার বিষয়ে ওসিয়ৎ নামা কিম্বা অন্য নিদর্শন পত্র প্রস্তুত অথবা

বাচনিক ধার্য্য না করিয়া ২৫ চৈত্র ৫ আপ্রেল শুক্রবার রাত্রে পরলোকগামি হইবাতে ঐ জমিদারি ১৭৯৩ শালের ১১ আইনের ২।৩ ধারার লিখিত মতে পাছে বিভাগ হয় ইহাতেই জ্যেষ্ঠ সন্তান ঐ রুদ্রনারায়ণের তরফ মোক্তার ব্রজমোহন বসু এককেতা আর্জি মৃতরাজার নামাঙ্কিত মেদিনীপুরের কালেকটরিতে এই মজমুনে দাখিল করিয়াছে যে মৃতরাজা বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে রাজটীকা দিয়া নাবালগ দুই সন্তানের খোরপোষ ধার্য্য করিয়া নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিয়াছেন এ সকলি অমূলক আদৌ মৃতরাজা এমত আরজী কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়া দেন নাই ঐ আরজীর দস্তখত তদারক হইলেই কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক।...শ্রীহরিহর দাস।

(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬)

যে ব্যক্তিরা এক জাতির মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইয়া নিস্পৃহরূপে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমুদায় লোকবর্গের কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান পাইবার উপযুক্ত এবং যৎকালীন এতাদৃশ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা লোকান্তর গমন করেন তখন সাধারণ লোকের কর্ত্তব্যই যে সেই ব্যক্তির চিরস্মরণের নিমিত্তে এক কীর্ত্তি স্থাপন করেন অতএব এতাদৃশ বিষয়োপযুক্ত কর্ণেল জেমস ইয়ং সাহেব যিনি বিলায়ত গমনোদ্যত হইয়াছেন তিনি ভারতবর্ষের এক জন মহোপকারী কারণ তিনি এতদ্দেশীয় লোক সমূহকে পশ্চিম দেশীয় লোকের অত্যন্ত ঘৃণা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যৎকালীন এতদ্দেশীয়েরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুপযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ভৃত্য বর্গের দ্বারা পরাজিত প্রায় হইয়াছিল তখন উক্ত সাহেব এতদ্দেশীয়েরদিগের সম্যক শক্তি রক্ষার্থে সচেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন এই মহানুভব সাহেব দ্বারা মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক সূচনা প্রথমতঃ হয় ইনিই সুশীল বিদ্বান অপর ব্যক্তিরদিগকে সম্মান পুরঃসর শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন যিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের সাহায্যার্থে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সের বিরোধী হইয়া সহ্য করিয়াছেন যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাঁহার স্মরণার্থে কোন প্রকাশ্য চিহ্ন না রাখি তবে জান কোম্পানি যে শৃঙ্খল দ্বারা আমারদিগকে প্রথমতঃ রুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই অদৃষ্ট বলে পূর্ণলাভ বিষয়ের উপযুক্ত হইতে হয় এতন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সমুদায় বন্ধুবর্গের প্রতি অস্মদাদির প্রার্থনা এই যে তাঁহারা ত্বরায় এক সভা করিয়া এতাদৃশ মহানুভব পরোপকারি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ করুন। [জ্ঞানান্বেষণ]

রামমোহন রায়

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬)

দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির

উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়াব শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন···।

(২০ নবেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের যাত্রা।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক বিলায়তে গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রেতে বাবুর এই কর্ম্মেতে অতিশয় প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে এমত নানা সুদৃশ্য বস্তু আছে যে তাহাতে ঐ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদ্যা তদ্দারা বোধ হয় যে তাঁহার তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিবে ইহা অবগত হইয়া আমরাও ইত্যবসরে তাঁহার এই কীর্ত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন যে ঐ বাবু আপন পরিচারকদ্বারা যাত্রা কালে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যনুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যাত্রা করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই জন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের হুজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোম্বেহইতে বিলায়তে গমন করিয়াছিলেন অনন্তর তাঁহারা এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহারদের প্রতি কোন দোষ অর্পিত হয় নাই।

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩১। ৩ মাঘ ১২৩৭)

১৮৩০, ২২ নভেম্বর।—আলবিয়ননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যায় সেই জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্লণ্ডদেশে গমন করেন এবং তাঁহার কএক জন মিত্র তাঁহার সহিত গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত যান।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে২ চাকর গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার নাম কি বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের সম্বাদ আমরা কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রে পাইলাম এবং তাহা আমরা দর্পণের দ্বারা প্রকাশ করিলাম। পরের চাকরের বিষয়ের অনুসন্ধান করা শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কর্ম্ম নয় অতএব তৎপত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমরা পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরথালকরা মৌকুপ করেন।

গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চন্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় জাহাজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। জাতির বিষয়ে যাঁহারা অতিবিজ্ঞ তাঁহারা এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন কিন্তু যে যাত্রায় গমন করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত যে তাঁহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা আমরা স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কোন এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিনা কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অনুমান হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে যে পৈতৃকাধিকাবে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি।

(২৭ নভেম্বর ১৮৩০। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

বাবু রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতীবিষয়ক এক দরখাস্ত পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত বাবু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগব ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

১৮৩১, ১৮ জানুয়ারি।—আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় কেপে পঁহুছেন।

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—কিয়ৎকাল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্বেগে কেপে পঁহুছিয়া তথাহইতে ইঙ্গলণ্ডদেশে যাত্রা করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলেন এবং অন্যঃ জাহাজারোহিরদের ন্যায় তিনি কাপ্তানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না কিন্তু নিয়মমত আপনার কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা লইয়া তাঁহার ভৃত্যেরা অহরহর্ভক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নির্ব্বিঘ্নে ইঙ্গলণ্ডের তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা করি এবং হৌস অফ কমন্সের কমিটীর সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে সুতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যত্ন করিবেন তৎপ্রযুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপর হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রেরক লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত আছে যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডদেশে গমনকরাতে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন… ।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—সংপ্রতি প্রকাশিত কস্যচিদ্বিশ্বাসস্য ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে লেখক জিজ্ঞাসা করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে এই প্রশ্নে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমরা প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমরা ক্ষম নহি যেহেতুক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব ঐ পত্র প্রকাশ করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বে আমরা অনেকবার চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের গৃহকথাঘটিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা নিত্যই প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমরা সুজ্ঞাত হইয়া তদ্রূপ নিয়মও এইস্থলে আমারদিগের কর্ত্তব্য হয়। অতএব ঐ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথা-ঘটিতাংশ ত্যাগ করিয়া যদি কেবল তাঁহার সাধারণ কর্ম্মঘটিতাংশ প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন তবে প্রস্তুত আছি।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিনের সমাচার দর্পণে (শ্রীপ্রশ্নকার বিশ্বাসস্য) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি অনিষ্ট দর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্বাদ প্রকাশকাদি অনেকের স্থানে উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনানুসারে উত্তর প্রদান করা উচিত অতএব কিঞ্চিল্লিখি।

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমাত্র নাই যেহেতু তিনি এতদ্দেশের সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী ইহা এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বি দশ পাচ জনের এবং তাঁহার পুত্রাদির আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না অপর তাঁহা হইতে এদেশের সাধারণ উপকার হইবে ইহা কদাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্ ইষ্ট যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবায় তাবতেই উত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তৎপ্রমাণ রামমোহন রায়ের বিদ্যা প্রকাশের পূর্ব্বে এতন্নগরে লোক সকলে সুখে বাস করিতেছিলেন অথাৎ দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মাদিকরণে আচণ্ডালপ্রভৃতির বিশেষ যত্ন ছিল এবং তিনিও স্বয়ং স্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বর্ত্মে চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিখি সাহেবের অনুগ্রহেতে অনেক কালাবধি কোম্পানির কাযকর্ম্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়া-ছিলেন তৎপরে নগরে আসিয়া কএক জন ভাগ্যবন্ত্যক্তির নিকটে যাতায়াতকরত এবং

বাক্কৌশলাদির দ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করিলে তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ বাধ্য হইয়াছিলেন এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীয় সভানামক এক সভা সংস্থাপন করেন কিঞ্চিৎকাল ঐ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতুক তাঁহারদের অনুমান হইয়াছিল যে এই সমাজদ্বারা বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন যে সর্ব্বনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ ঐ সভায় কেবল দেবদ্বিজাদির দ্বেষমাত্র প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতো ভদ্রলোকসকল ঐ সভায় পুনর্গমনাগমন করিলেন না তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল। এবং তাঁহার আহার আচার ব্যবহার হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের ত্যাজ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি।

অনেকের স্মরণে থাকিবেক যে পূর্ব্বের চিফজষ্টিস সর এড্‌বার্ড হাইডইষ্ট সাহেব যখন হিন্দু কালেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইডইষ্ট সাহেব তুষ্ট হইয়া কালেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালায় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে।

দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় হিন্দুরদের সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে এক জন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী দুরবস্থা লোকের ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বলা যায় না এ কথা বিলাতে ইষ্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সপ্রমাণ হইবেক।

রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রন্থ ছাপা করিয়া লোককে প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহাকষ্টপূর্ব্বক মিসনরি সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম দেবদেবীপূজা অপকৃষ্ট কর্ম্ম এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকেও বিশ্বাস করে না।

রামমোহন রায় আপন গ্রন্থে ঐ বিষয় বারম্বার প্রকাশ করাতে কএক জন অবোধ এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাঁহার অধীন ঐ মতাবলম্বী হইল।

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না একারণ মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়া অপমান বোধে তদ্দুঃখ মোচনার্থ

ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের এক পাঠশালা স্থাপিতা করিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অধিক-বয়স্ক ব্যক্তি সকল তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্য হইবে। ক্রমে২ ঐ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্মতাবলম্বী হইল ভদ্র লোকের সন্তান যে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে স্থতরাং তাঁহারদের ধর্ম্মের সংসারে অধর্ম্ম স্পর্শ হওয়াতে ধর্ম্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহা কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা একেবারে সর্ব্বনাশ না হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথা (স্থপরিষ্টেসিয়ান) বলিয়া যদি কেহ মান্য না করেন তাহাতে হানিবিরহ।

অপর রামমোহন রায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে তাঁহার বাঞ্ছা কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হয় তন্নিমিত্ত তন্মতাবলম্বি শ্রীকালীনাথ রায়-প্রভৃতি সতীদ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া চাসবাস করে এবং তালুকদার হয়। তাহাতে যে দোষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিয়াছে। অতএব তিনি কোন প্রকারেই এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্। কস্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকস্য।

রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যে পত্র দর্পণোপরি প্রকাশ করিলাম তদ্বিষয়ক আমারদিগের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট লেখা উচিত। ঐ পত্র ডাকের দ্বারা আমারদের নিকটে পহুছে তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে এমত নহে কিন্তু ঐ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসদ্বারা বোধ হইয়াছিল যে তাহা শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক বিজ্ঞ মহাশয়কর্তৃক রচিত হইয়াছে কিন্তু শেষে ঐ পত্র তিমিরনাশক পত্রে অর্পিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্বিষয়ে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারিলাম না।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

...ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ

ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ও ৺ শ্যামাপূজা ও ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। কিন্তু বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।—চন্দ্রিকা।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের পত্রে লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আপ্রিলে নির্ব্বিঘ্নে ঐ নগরে পহুছেন এবং উপনীত হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাক্ষেপ হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কমিটীর কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমনজন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমারদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলাদ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। আদালতসম্পর্কীয় কোন২ সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণাদির এক চেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমাব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশ-বহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডহইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় লিবরপুল নগরহইতে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্রত্যকর্ত্তৃক গৃহীত হন এবং রাজধানীর অতিমান্য অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—বাবু রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপুলনগরে অবস্থিত তৎসময়ে তন্নগরস্থ তাবন্মান্য লোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন। পরে ঐ নগর ও তৎসন্নিহিত যে সকল সুদৃশ্য বিষয় ছিল তাহা তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মাঞ্চিষ্টর নগরের লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাস্তার উপরি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাষ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন২ সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ। পরে মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলে তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন। যখন তাঁহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক নিষ্কর্ম্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং কর্ম্মি অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনার্থ তাঁহাকে আসিয়া ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ নগরে তিনি আরো নয় দিন অবস্থিতি করেন।

অনন্তর রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে যে২ স্থানে গাড়ি দুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুর্দ্দিগে ইঙ্গলণ্ডদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন তেমনি কোনস্থানে পর্ব্বত কোনস্থানে উপত্যকা ভূমি ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও সাঁকো ও জমীদারেরদের বসতবাটি ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহৃষ্টচিত্ত হইলেন। মধ্যে২ তিনি ব্রাহ্মণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডদেশের এতাবদোৎকর্ষের চিহ্নসকল তৎসহচর যুব রাজচন্দ্রকে [রাজারামকে] দর্শাইতে লাগিলেন। পরে রামমোহন রায় লণ্ডননগরে পঁহুছিলে দুই শত অতিশিষ্ট মান্য জন তাঁহার নিকটাগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন কিন্তু কেপে তাঁহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে তাঁহারদের প্রতিসাক্ষাদর্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন না। সর এড্‌বার্ড হৈড ইষ্ট সাহেব কোন এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঐ সাহেব যে পার্লিমেণ্টের সুধারার বিপক্ষ তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। ঐ সাহেব তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ন করিলেন। পরিশেষে তাঁহার গৃহে যে মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন।

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরতঃ শ্রীমতী রাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক কথোপকথনানন্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষপ্রভৃতিবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।

অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাঁহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা তাহার কারণ এই২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন রায় এতদ্দেশের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহার২ আবশ্যক তাহা ও তৎপ্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল্ তাহা অবগত আছেন। এবং সংপ্রতিকার রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাঁহার বিজ্ঞতা আছে এবং যে২ রূপ মতান্তর করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের সর্ব্বপ্রকারে হিতৈষী এবং যাহাতে তাঁহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না এমত কোন প্রস্তাব করিবেন না এইপ্রযুক্ত তাঁহার পরামর্শ অনেকেরি অতিগ্রাহ্য হইবে। এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডদেশে গমন করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের অতিশুভসূচক অনুমান করিলাম।

সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্তিদ্বারা যে নিষ্পন্ন হইবে এমত আমারদের বোধ নয় তদ্বিষয় শ্রীযুত রাজমন্ত্রিরা আপনারদের ভদ্রাভদ্র জ্ঞানানুসারেই সম্পন্ন করিবেন···।

(১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত আনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের কর্তৃক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহা ভোজ প্রস্তুত হইয়া তাহাতে আশী জন সাহেব নিমন্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি বাহাদুরের সভাপতি ঐ ভোজে অধ্যক্ষস্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি রাজাপ্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি হইলে ঐ সভাপতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে আহূত করিলেন পরে তিনি ঐ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানা গুণোৎকীর্ত্তনানন্তর ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার যে সকল উদ্যোগ তৎপ্রস্তাব করিলেন। তৎপরে কহিলেন যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া অন্য২ অতিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়েরা যে ইঙ্গলণ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

অতএব রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ড দেশে কিপর্য্যন্ত মান্য হইয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্দ্বারা সুগোচর হইবে···।

(২৯ অক্টোবর ১৮৩১। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের

কর্ত্তৃক অতি সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাঁহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্‌সনামক সম্বাদপত্রসম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে আপনারা কিঞ্চিৎকাল ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অল্পকালের মধ্যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়—বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের ১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া গেল যে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন। উক্ত বাবু শ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীযুত ডুক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস ব্যাপিয়া আলাপ করেন তাহাতে ঐ ডুক অত্যন্তানুরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র শ্রীযুত অর্ল মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয়াদি ছিল ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক হইয়াছে তদ্দ্বারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত হইয়াছেন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন তদ্দৃষ্টে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ যে এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে ঐ বাদশাহের সৌভাগ্য সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশা মিথ্যা জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডদেশে পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এইক্ষণে প্রমাণ হইল।

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

১৮৩১ সালের বর্ষফল।

জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা বাবু রামমোহন রায়কে সম্ভ্রমার্থে একদিন ভোজন করান।

সেপ্তেম্বর, ৭। বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীযুত রাইট আনরবিল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং শ্রীযুত তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

...ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাহ্মণের বেশ অর্থাৎ উষ্ণীষ ও কাবা পরিধান করিয়া আগত হইলেন ঐ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্বুবর্ণমণ্ডিত।

(১৪ মার্চ্চ ১৮৩২। ৩ চৈত্র ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যুক অফ কম্বর্লেণ্ট শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভায় সভ্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের ব্যাপারের বিষয়ে তাঁহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌখিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তুত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পঁহুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিব।

(২৪ মার্চ্চ ১৮৩২। ১৩ চৈত্র ১২৩৮)

রাজা রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালতসম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। রাজস্বের নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পর্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর সেপ্তেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদারপ্রভৃতির তাবন্নিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পন্নকরা ও আদালতসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের সহকারি এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্তকরা ও তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবসূচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন।

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের স্থানে শ্রীযুত রামমোহন রায় যে রাজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন তাহাতে শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের মন্ত্রিগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংশধরের উকীল স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত বাদশাহের মুকুট ধারণ মহোৎসবসময়ে ইউরোপের নানা রাজার প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত যে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়া গেল।

অতএব উক্ত রাজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সুফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েরদের ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে। এবং রামমোহন রায়ের ধর্ম্মাবলম্বনবিষয়ে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সম্মতির অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি নাই।…

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২, জুন।—ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পর্কীয় হৌস অফ কমন্সের প্রতি শ্রীযুত রামমোহন রায় যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন তাহা কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশহওয়াতে এতদ্দেশীয় অনেক সম্বাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাঁহার উক্তিবিষয়ক অনেক বাদানুবাদ হয়।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়।—ভারতবর্ষীয় লোককর্তৃক খ্রীষ্টীয়ান লোকের মোকদ্দমার বিচারকরা এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টিস অফ পীসের কর্ম্ম করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্তহওনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হয় তদ্বিষয়ক রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারে রিফার্ম্মরপত্রে [২৭ জানুয়ারি] প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রের উপকারকতা এই যে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারতবর্ষের কি পর্য্যন্ত মঙ্গল। ঐপত্র অতি বাহুল্যপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না। এবং ঐ ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছেপ্রযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।

বিলাতে অবস্থানকালে রাজা রামমোহন রায় ১৮২৭ সনে প্রবর্ত্তিত ইণ্ডিয়ান জুরী য়্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে (জুন ১৯৩২, পৃ. ৬১৯-২১) প্রকাশিত আমার "Rammohun Roy on the Disabilities of Hindu and Muhammadan Jurors' প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—বোম্বাই দর্পণসম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনশ্রুতি শ্রুত হইয়াছেন যে সংপ্রত্যাগত ইঙ্গলণ্ডহইতে এক লিপির দ্বারা বোধ হইতেছে যে রামমোহন রায়ের এতদ্দেশের গবর্নর্ জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কার্য্যার্থ নিযুক্ত হওনের সম্ভাবনা আছে। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রমে ঐ কৌন্সেলের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পাচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহাদুরের চাকর তদ্ভিন্ন সাধারণ এক জন।

(৩ নবেম্বর ১৮৩২। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত রামমোহন রায়।—আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা

বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন।

(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডদেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন।

(৯ মার্চ্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে উক্ত রাজা এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিবেন।

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৩। ৪ চৈত্র ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়ের নূতন গ্রন্থ।—রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে বেদের প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জমা পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্বার্ত্তাবিষয়ক তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরদের শুশ্রূষা বোধে লণ্ডননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের প্রতি সোসৈটির বাধ্যতা স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব করিলেন তাহা আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি। লণ্ডননগরস্থ ভারতবর্ষীয় বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহারা বিজ্ঞবর এবং যাঁহারা ভারতবর্ষে বহুকাল বাস করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষার দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা সকলই ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী।

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় উক্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন যে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রস্থ জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে অবশ্য প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে ঐ পরম মান্য শ্রীযুত সাহেব তাবল্লোককর্ত্তৃক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই। রাজা আরো কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়েরা কখন

সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপন্ন হইতে পারেন না কিন্তু হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্ব্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা তাহা শ্রীযুত সাহেব অনুবাদ করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের ঐ জ্ঞান মিথ্যা এবং ভারতবর্ষীয় লোক যেমন সংস্কৃত বিদ্যায় সংস্কারাপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন। অপর শ্রীযুত রাজা শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের অস্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক বিলাপোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে আমি ইঙ্গলণ্ড দেশে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরসা ছিল যে মুক্ত হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা না হইয়া এইক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে। পরে শ্রীযুত রাজা কহিলেন যে যদ্যপিও কোলব্রুক সাহেব অজরামর নহেন এবং তিনি যে চিরকাল বাঁচিবেন এমন ভরসা নাই তথাপি তিনি অবর্ত্তমান হইলেও তাঁহার গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাঁহার কীর্ত্তি ও সম্ভ্রম শত২ বর্ষ বিরাজমান থাকিবে। তথাপি ভরসা হয় যে এই যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন এবং পূর্ব্বে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন পুনর্ব্বার তদ্রূপ উপকার করিবেন।

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহার নিয়ত আত্যন্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন।

অনন্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতাসূচক কহিলেন যে উক্ত শ্রীযুত সাহেবের বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদৃত কোন ব্যক্তিকে আমি জ্ঞাত নহি।

পরে সকলেই ঐ প্রস্তাবে সুসম্মত হইলেন।

যাঁহারা রামমোহনের সমগ্র বক্তৃতাটি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে *Asiatic Journal*, May-August 1833, p. 224 পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সতীধর্ম্ম-নিবারণে বিলাতে রামমোহনের প্রচেষ্টা

(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

সতীবিষয়ক।—১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধর্ম্ম অশাস্ত্র ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডার্হ বলিয়া শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবর্নর্ জেনরল যে আইন নির্দ্ধারিত করেন তদ্বিরুদ্ধে সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার হিন্দু লোকেরা শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের নিকট যে আপীল করেন তাহা শনিবারে শ্রীশ্রীযুতের প্রিবি কৌন্সেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের সতীধর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্ হন কি না এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতণ্ডিত হইল।

আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর লসিণ্টন মেং ড্রিঙ্কওয়াটর ও মেং মাক্‌ডোগলসাহেবেরা বিতণ্ডাকারী হইয়া প্রথমে লসিণ্টন সাহেব কহিলেন যে সতীরীতি যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশাস্ত্রে লিখিত আছে… ।

আগামি শনিবারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর চার্ল্‌স উইদেরল সর এডওয়ার্ড সগ্‌ডন ও সরজেণ্ট স্পেঙ্কিপ্রভৃতি দ্বারা শুনানী হইবেক ।

অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় ঐ কালীন উপস্থিত ছিলেন । ২৫ জুন ।

২ জুলাই ।

কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীযুতের হিন্দু প্রজারদিগের আপীল শুনিবার কারণ শ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্সেলের সভাপতি শ্রীযুক্ত লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্‌স বোর্ড অফ কাম্ট্রোলের সভাপতি ফার্ষ্ট লর্ড আফ দি এডমাএরেল্‌টি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মারকুইস ওএলেস্‌লি সর এল সেডওএল সর এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন । অনারবিল উলিয়ম বেথরষ্ট প্রিবি কৌন্সেলের ক্লার্ক হইলেন এবং শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বের ন্যায় লার্ডদিগের নিকট বসিলেন… ।

৯ জুলাই ।

সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুপ্রজাদিগের আপীল শুনিবার কারণ শনিবারে এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেম্বরে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেলের বৈঠক হইল…। রাজা রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন ।…চন্দ্রিকা ।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২—জুলাই, ১১ ।—শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে এই হুকুমক্রমে সতীধর্ম্মপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিসমিস হয় ।

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা ।—গত শনিবার [১০ নবেম্বর] সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিটি করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম এই প্রশ্ন হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম নিবারণপ্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ

ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয়ে আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাষিত হইয়া অত্যাবশ্যক রূপে সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব্ ডিরেক্টর্সকে ধন্যবাদ দেওনের প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিএম বেন্টীঙ্ক গবর্নর্ বাহাদুর অতএব তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া আমারদের উচিত কি না ইহাতে সভ্যগণেরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাঁহার ধন্যবাদ দেওয়া অতিকর্ত্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে। শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিতহওনের বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ সভ্যগণেরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রীবধিরদের কটূক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভার দলে ভঙ্গদশা।—শ্রবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধর্ম্মসভার দল ভঙ্গদশা প্রাপ্ত হইতেছে কেননা শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহমরণ সংস্থাপনার্থ অশেষ যত্ন করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বারণের কথা শুনিলে তিনি মহাখেদিত হন কিন্তু এইক্ষণে শুনিতেছি আঁন্দুল নিবাসি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে অতিঘৃণিত কহেন ইহা অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে জন্যে স্ত্রীদাহিরা তাঁহাকে সতী দ্বেষী কহিয়া থাকেন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান রামতনু রায় বরযাত্র হইয়া ঐ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন ঐ সকল সতীদ্বেষী ও ব্রহ্মসভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া মিত্র বাবু সতীদ্বেষিদলস্থ বরেতে কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি ব্রহ্মসভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত হইয়া চন্দ্রিকাকার ঐ বাবুর নামাঙ্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত পত্র চন্দ্রিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন না যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইহা ঢাক ঢোল বাজাইয়া হইয়াছে এবং মিত্র বাবু রাগ করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাচ ঘটিতে পারে লাহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের বিষয় বলিয়া তুচ্ছ করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাবু কদাপি চুপ করিয়া থাকিবেন না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯)

·· শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন ঐ বিবাহে তাঁহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাপনানন্তর যথা কর্ত্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন।···চন্দ্রিকা।

ভগবতীচরণ মিত্র—বাগবাজারের গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র।

কেহ কেহ বলেন, রামতনু রায় রামমোহনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং সচরাচর 'রামলোচন রায়' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮০৩ সালে লেখা বর্দ্ধমানের কালেক্টরের একখানি পত্রে রামমোহন রায়ের ভ্রাতা রূপে রামলোচন রায়ের উল্লেখ পাইয়াছি।

বর্দ্ধমান-রাজের সহিত মোকদ্দমায় রামমোহনের জয়লাভ

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২ পৌষ ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়ের নামে বর্দ্ধমানের মহারাজের মোকদ্দমা।—রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অনুবাদ দর্পণের এক স্থানে অর্পণ করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদের স্পৃহা হইতে পারে।—

সদর দেওয়ানী আদালত।

কলিকাতার প্রবিন্স্যল আপীল আদালত।

শ্রীযুত রাটরি সাহেবের সমক্ষে।

১৮৩১ সাল ১০ নবেম্বর।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপেলান্ট ফরিয়াদী রামমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় রিস্পণ্ডেণ্ট আসামী।

দাওয়া। মহালের রাজস্বের বাকি বলিয়া কিস্তিবন্দি খত সুদসমেত ১৫০০২ টাকা।

রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আসামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিসয়ে ১৮২৩ সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতার প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে নালিশ করেন। নালিশের কারণ এই।

আসামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক জমীদারীর ইজারা লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জমা বাকি পড়াতে তাঁহার ৭৫০১ টাকা দেনা হইল ঐ টাকা বাঙ্গালা ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিস্তিবন্দি করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া এক কিস্তিবন্দি খত লিখিয়া দেন এবং তাহাতে জিলা বর্দ্ধমানের জজ ও

ও রেজিষ্টর সাহেব এবং হুগলির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্তু রামকান্ত রায় ঐ টাকা না দিয়া বাঙ্গালা ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে ঐ দেনা আসল ও সুদসমেত ১৫০০২ টাকা হইয়াছে। আসামীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কিন্তু ঐ টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদী তাঁহারদের নামে নালিশ করেন।

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্ সময়ে ও কিনিমিত্তে কিস্তিবন্দির খতে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না। আমার ৺পিতাঠাকুর রামকান্ত রায় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যদ্যপি রাজস্বের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাওয়া থাকিত তবে আমার স্থানে না করিয়া তিনি বর্ত্তমানেই তাঁহার স্থানে ঐ দাওয়া করিতেন। আমার ৺পিতাঠাকুরের উত্তরাধিকারিত্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিষয়ক বিবেচনাপ্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্যহইতে নির্লিপ্ত হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতেও তাঁহার সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পৃথক্ অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না। ফরিয়াদী কিস্তিবন্দির খতের বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সালে তাহা দেওনের করার ছিল ঐ তারিখের পর সাত বৎসরপর্য্যন্ত আমার পিতা বর্ত্তমান থাকেন তাঁহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কিনিমিত্তে এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্থানে দাওয়া করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন প্রকৃত নহে যদ্যপি যথার্থের ন্যায় স্বীকার করা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত বৎসরপর্য্যন্ত ঐ টাকার দাওয়া করেন নাই ইহার কারণ অবশ্য ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে। এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত। এই সুস্পষ্ট ত্রুটির বিষয়ে ফরিয়াদী যে ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহার প্রথম ওজোর এই কেবল মৈত্রতাপ্রযুক্ত এত কালপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তাঁহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তৃতীয়তঃ আসামী স্বয়ংকে জিলার মধ্যে দেখা পাওয়া যায় নাই। যে মৈত্রতাপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে তিনি আপনার দাওয়ার টাকা চাহেন নাই তদ্বিষয়ে উত্তর দেওনের আবশ্যকই নাই। দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্যক যে জগমোহন রায় বাঙ্গালা ১২১৮ সালে লোকান্তরগত হন তাহাও তের বৎসর হইল যদ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর নিকটে উমেদোয়ার থাকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্যায্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকানা পান নাই ইহার বিচারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতুক আসামী কখন কোম্পানি বাহাদুরের এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিনি অনেককাল রামগড় ও ভাগলপুর ও রঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং গত নয় বৎসরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস

করিতেছেন হুগলিতেও তাঁহার বাটী আছে এবং বৰ্দ্ধমানের কালেক্‌টরী এলাকার মধ্যেও তাঁহার অনেক বিষয় আছে অধিকন্তু ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাঁহার ভারি জমার অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাঁহার এই সকল বিষয় সম্পত্তি সুজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী একবারো কখন উক্ত দাওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই। এমত অন্যায় দাওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ দুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না। এই অনুভব আরো ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আসামীর ভাগিনেয় [দৌহিত্র ?] গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ফরিয়াদীর পুত্র মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের বাটীর দেওয়ান ছিলেন এবং যুব মহারাজের পরলোকগমনোত্তর রাণীরদের স্বত্ব স্থিররাখনার্থ আদালতে তিনি ঐ রাণীরদের উকীল হইয়া ফরিয়াদীর বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আসামীর সঙ্গে ঐ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাতে ফরিয়াদী বোধ করিলেন যে ঐ উকীল আসামীর পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাব করিয়া থাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী একেবারে তাঁহার ক্রোধপাত্র হইলেন অতএব ফরিয়াদী আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন এবং ফরিয়াদী ভরসা করেন যে তাঁহার সম্ভ্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাঁহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাঁহার এমত অসংখ্যক ধন আছে যে ঐ ক্রোধানুরূপ ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হইতে পারে না।

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুবাদ সকল যে সেপ্রকারে স্থির রাখিয়া অধিক কথার মধ্যে এই লিখিলেন যে আসামীর পিতা তাঁহার অতিসম্ভ্রান্ত মোস্তাজের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। যখন২ তাঁহার স্থানে কিস্তিবন্দির টাকা কহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এইক্ষণে আমার দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাঁহার মরণোত্তর ঐ টাকার দাওয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী জগমোহন রায়ের নিকটে করা যায় এবং তাঁহার মরণোত্তর তাঁহার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের স্থানে করা গেল কিন্তু তাঁহারা উভয়েই নানা ওজোর ও টালমাটাল করিয়া টাকা দিলেন না ফরিয়াদী আসামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেসকল বিস্মৃত হইয়া এইক্ষণে ফরিয়াদীর দাওয়া লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্তু ১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওনবিষয়ের দাওয়াকরণার্থ ষাইট বৎসরপর্য্যন্ত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে অতএব ঐ আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে।

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই জওয়াবলজওয়াবে পুনর্ব্বার লিখিতেছেন অধিকন্তু এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কর্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ থাকিতে যদি পুত্র পিতার সঙ্গে পৃথক হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল স্বীয় উদ্যোগেই টাকা উপার্জ্জন করেন এবং যদি পিতার মরণোত্তর পিতার সম্পত্তির

কিয়দংশও উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাপ্ত না হন তবে শাস্ত্র ও ব্যবহারানুসারে কোন প্রকারেই এমত পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না বটে।

আসামী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ যদ্যপি ইয়ালামনামা তাঁহার নামে বাহির হয় তথাপি তিনি স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা হাজির হন নাই।

প্রবিন্স্যল আদালতের জজ শ্রীযুত ব্রাডন সাহেব অতিমনোযোগপূর্ব্বক তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এই স্থির করিলেন যে খত সহীকরণের পর রামকান্ত রায় ছয় বৎসরপর্য্যন্ত জীবদ্দশায় থাকিতে ফরিয়াদী তাঁহার উপর যে কখন দাওয়া করিয়াছিলেন এমত প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর ফরিয়াদী যে দাওয়া করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন তাহারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন যে সাতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন রায় পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাঁহার উপর কখন কোন দাওয়া হয় নাই। কিস্তিবন্দী খতে সুদের প্রসঙ্গও নাই অতএব সুদ দেওয়া কখন হইতে পারে না। দুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধ্যে ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু ১২১৬ অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হয় তৎপর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর গত হয়। আইনঅনুসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইল।

তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন।

ঐ আদালত এই মোকদ্দমার তাবদ্বিবরণ অতিসূক্ষ্মরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক এই হুকুম করিলেন। অদ্যকার তারিখের রুবকারীতে নং ৩০০৪ মোকদ্দমায় প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিয়াছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্দমার উপরেও খাটে অতএব ঐ২ হেতুতে প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় আদালতের খরচাসমেত আপেলাণ্টের মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।

বিষয়-সম্পত্তি লইয়া রামমোহন রায়কে অনেকগুলি মোকদ্দমা-মামলায় জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এ-সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে (১৯৩১ আগষ্ট, পৃ. ১৫৬-৭৯) প্রকাশিত আমার "A Chapter in the Personal History of Raja Rammohun Roy" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্যে রামমোহন

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেন্টীঙ্ক ও দিল্লীর বাদশাহ।—শ্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত দ্বিতীয় আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিল্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না। কিন্তু

ঐ সকল কারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অতিঅবিশ্বসনীয় তাহা এই যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় এক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক ডিক্রীর আপীলের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপর্য্যন্ত বোধ তাহাতে দৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দ্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিল্লীর রাজ-পরিজনেরদের ভরণপোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট ঐ জায়গীরের সরবরাহ কর্ম্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজবংশ্যেরদিগকে বার্ষিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়া দিলেন। এইক্ষণে ঐ ভূমিতে অধিক টাকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিয়াছেন। বোধ হয় যে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযুত বাদশাহ ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজ-মন্ত্রিরদের অভিযোগ করিয়াছেন।

(৫ জুন ১৮৩৩। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

দিল্লীর বাদশাহের দরবার। রাজা রামমোহন রায়।—কিঞ্চিৎকাল হইল শ্রীযুত বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং ঐ দরবারের এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খাঁর পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষ পৈশুন্য আছে সংপ্রতি এক দিবস তাঁহারা বাদশাহের সমক্ষেই পরস্পর অনেক কটুকাটব্য করিলেন। ঐ বিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক বাদশাহ এক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্তু রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইঙ্গলণ্ড দেশ গমন সময়ে ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন এই কথা ঐ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব কেবল এতদর্থই আমরা ঐ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। ঐ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে কথা প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে। রাজা সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছল্যরূপেই ঐ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্য এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি কেবল আপনার কার্য্য দেখ অন্য বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজা অত্যন্ত রাগজ্বালিত হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অতিক্ষুদ্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ সেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল কালিকার এক ব্যক্তি আধুনিক তুমি নবাব নওয়াযিস খাঁর এক জন চাকর ছিলা পরে ঐ মুনীবকে অপদস্থ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম পাইয়াছ তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াছ তুমি ৭০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইয়াছে।

(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়।—গত সপ্তাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে

কেবল শ্রীযুত প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আমারদের বিরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিতান্ত কহিতেছি যে তন্নামাদ্যে রাজা পদ না লেখা কেবল অনবধানতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া যে লিখিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তদুপাধিক নামে গৃহীত হন।

রাজা রামমোহন রায় উকীলস্বরূপে বাদশাহের দরবার হইতে যে ৭০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগরা আকবর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদ্যপি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় ঐ প্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত যে দিল্লীর দরবারের খোজা ঐ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি রাজা রামমোহন রায়কে উক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছ। যদ্যপি ঐ টাকা রাজাজী লইয়াও থাকেন তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করাতে তাঁহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল তদুপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে রাজাজীকর্তৃক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই আমারদের এই উক্তিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাঁহার ইহাও স্মর্ত্তব্য যে ঐ উক্তিও খোজার। অস্মদাদির বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলণ্ডদেশগত হইয়া উক্ত বাদশাহের ও স্বদেশীয়েরদের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন।

(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌষ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশে রাজা রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং দিল্লীর রাজবাটীর ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য পাঠক মহাশয়েরদের শুশ্রূষা হইবে। তাহাতে বোধ হইল যে দিল্লীর দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত সিলিম ও শ্রীমতী রাণীর প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইঁহারাই মোজলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কার্য্য চালাইতেছেন কথিত আছে যে তাঁহারা আপনারদের নিজ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন অথচ সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ ঐ বংশের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত সংখ্যক টাকার অর্দ্ধেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাদুর তাঁহার প্রতি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্ত্তমান বাদশাহের পৌত্রেরদের মধ্যে কেহ২ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এবং মাতৃষস্রীয় ও পিতৃষস্রীয় ও অন্যান্য বহিরঙ্গ কুটুম্বেরা তৈমুর বংশ্য হইয়াও এক জন মস'ল্‌চির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুর্চিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২

পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন। আরো কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ দুর্বিধ ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া হইতেছে। এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচা বাদশাহের মাসে অন্যূন ২০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই ঐ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা শ্রীযুত বাদশাহেরই থাকিবে। তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইঙ্গলণ্ড দেশে থাকনের তাৎপর্য্য এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া ঐ উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম যে হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই প্রবর্ত্তন নহেন তদ্বিষয় তাঁহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক উপাধি প্রদান।—কএক সপ্তাহ হইল সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে শ্রীযুত দিল্লীশ্বর উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিদ্বিরক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে মফঃসল আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল।…

অপর ঐ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের অনেক নির্ভর আছে। তদ্বিষয় ঐ পত্রে লেখে যে ঐ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এইক্ষণে লণ্ডন নগরে বর্ত্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ কহিলেন যে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পূর্ব্বে হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন রায়ের দ্বারা তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪০)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—মফঃসল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর শ্রীযুত রেসিডেণ্টসাহেব শ্রীশ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের নিকটে উপস্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে ঐ সম্বাদসূচক যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন।

অতএব শ্রীযুত বাদশাহের উকীলস্বরূপ শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে গমন করিয়াছেন তাঁহার যাত্রা নিষ্ফল কহা যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের উপকার দর্শিয়াছে।

(১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১৯ পৌষ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—২০ আগস্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে লেখে যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ লক্ষ টাকা দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাকা শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজা রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে যে তাঁহার বিলাতে গমনের খরচা কোম্পানি দেন।

(৫ মার্চ্চ ১৮৩৪। ২৩ ফাল্গুন ১২৪০)

দিল্লী।—অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত যুবরাজ মির্জ্জা সিলিং ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইহার উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই যদ্যপি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহ্নব করিবেন না।

(২৫ জুন ১৮৩৪। ১২ আষাঢ় ১২৪১)

দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি।—...আমরা কোন ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বর্ত্তন বর্দ্ধন করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে ঐ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহা কদাচ লইবেন না।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধি।—উক্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়া ৺প্রাপ্ত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তিনি ঐ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে ২৫০০০ অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধিকরণের এই নিয়ম হইবে যে উত্তরকালে ঐ বাদশাহ বা তদীয় কোন পরিজন ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের প্রতি আর কোন দাওয়া না করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ৪ বৎসরঅবধি উক্ত প্রকার মুশাহেরা বৃদ্ধি স্থির করিয়াছেন কিন্তু অবগত হওয়া গেল যে কেবল বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমেই তাহার

দান আরম্ভ হইবে। দিল্লীর শ্রীযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে রাজবংশ্যের নিমিত্ত যত টাকা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়া যাইবে। এইক্ষণে রামমোহন রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙ্গীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরসা হয় যে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবেন।

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

রাধাপ্রসাদ রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র যে কোম্পানি বাহাদুরের কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে ঐ বাবুর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় কহেন পোষ্যপুত্রের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ এই দুই বিষয় বিবেচনা করিতে অত্যন্ত অসদৃশ জ্ঞান হয় দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার পেনসিয়নেতে যাহা বৃদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও তদর্থে অনেক দিবস পর্য্যন্ত দিল্লীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে বোধ হয় তাঁহার আশা সফল হইবেক না ঐ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন এবং বোধ হয় এইক্ষণে সম্ভ্রমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা কেবল বাদশাহের সম্ভ্রমের প্রতি নির্ভর করিয়াই টাকা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন কিন্তু বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজা রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন। শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় প্রতি মাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি মরিলে রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা একেবারেই নিরকাঙ্ক্ষ হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

এ সম্বন্ধে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত আমার "Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রামমোহনের মৃত্যু

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে গত শনিবারে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসম্বাদ কলিকাতায় পঁহুছে। তিনি কিয়ৎকালাবধি পীড়িত হইয়া ইঙ্গলণ্ড দেশের বৃস্টলনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে অতিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবেরা চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার লোকান্তর হয়।

(১ মার্চ্চ ১৮৩৪ । ১৯ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ।

কুমারিকা খণ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল।
কালরূপ ভাস্করের করে সুখাইল॥
বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দ শাস্ত্র করে হাহাকার॥
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত।
দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত॥
বেদ উপনিষদের ঘুচিল সুচনা।
যন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নানা॥
ইঙ্গলণ্ডীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি।
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি॥
ব্রহ্ম উপাসকগণ আচার্য্যবিহীন।
হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন॥
পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্ব্বশাস্ত্রে অতি।
রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি॥
যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি।
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি॥
বার শত চল্লিশ সনে ইঙ্গলণ্ডীয় দেশে।
রবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে॥
মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রাঙ্কিত।
তদ্দৃষ্টে প্রকাশ করি হইয়া খেদিত॥

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ১৬ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের ষ্টেপল্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাঁহার পোষ্যপুত্র ও ভৃত্যবর্গ ও ইঙ্গলণ্ডীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন।

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈত্র ১২৪০)

বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।—কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্ত্রানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকরা হেরেল্ড ফিলান্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়েরা তাহা অমূলক

বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধ হয় ঐ সকল ইঙ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা যাহার নিকট শুনিয়াছেন সে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদকের অভিপ্রায় যাহাই থাকুক কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়া এ বিষয়ে প্রকাশ করিলাম,… ।—জ্ঞানান্বেষণ ।

(১২ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১ বৈশাখ ১২৪১)

রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবিষয়ক।—রাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর্ণ নর দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্ব্বক অর্থাৎ যথাকর্ত্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন ধারণ কুশাসনে শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর স্থায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীপ্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত প্রধান শিষ্য বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি হরকরাসম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে দুই এক জনকে পত্র লেখেন তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সপ্রমাণ হইবেক… এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য এখানে বর্ত্তমান আছেন তিনি ঐ শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত এবং যথাকর্ত্তব্য তাবৎ কর্ম্মের ব্যবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিয় শিষ্য অবশ্য পোষ্য বন্ধু এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন।…রাধাপ্রসাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিয়া বাটীহইতে কলিকাতার বাসায় আসিয়াছেন তাঁহাকে হরকরাসম্পাদক মহাশয় এক চিঠি লিখুন যে তুমি হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কিনা তিনি এই পত্রের যে উত্তর লিখিবেন হরকরা মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্ব্বসাধারণের নিকট কে মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক ।… —চন্দ্রিকা।

(২৬ মার্চ্চ ১৮৩৪ । ১৪ চৈত্র ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই উৎসুক হইবেন।

পশ্চাৎ স্বাক্ষরিত আমরা ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে চিরস্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামী ৫ আপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টা-সময়ে টৌনহালে ৺প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি।

জেমস্ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লৌডন। রসময় দত্ত। ডবলিউ এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখো। লজইবিল

প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড	...	...	৪
রামগোপাল ঘোষ	...	...	১৬
ভোলানাথ সেন	...	...	১০
বেণীমাধব ঘোষ	...	...	৫
পূর্ণানন্দ চৌধুরী	...	...	৫
কৃষ্ণানন্দ বসু	...	...	৫
মধুসূদন রায়	...	...	৫
গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	...	...	২
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ		...	৫
বলরাম সমাদ্দার	...	...	১০
আনন্দচন্দ্র বসু	...	...	৫
গোমানসিংহ রায়	...	...	৫
কালীপ্রসাদ চাটুয্যে	...	...	৫
নন্দকুমার ঘোষ	...	...	২
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র	...	...	২
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র লালা	...	...	৫
রামকৃষ্ণ সমাদ্দার	...	...	৫
নিমাইচরণ দত্ত	...	...	২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৫০০
পূর্ণানন্দ সেন	...	...	৫০
মদনমোহন চাটুয্যে	...	...	২৫
রামপ্রসাদ মিত্র	...	...	৫
রামচন্দ্র গাঙ্গুলি	...	...	২৫
কালীপ্রসাদ রায়	...	...	৫
কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	...	...	৫
অক্ষয়চাঁদ বসু	...	...	১০
রামরতন হালদার	...	...	৫
বংশীধর মজুমদার	...	...	৫
অভয়াচরণ চাটুয্যে	...	...	২
কৃষ্ণমোহন মিত্র	...	...	৫
বলরাম হড়	...	...	১৬
রামকুমার ঘোষ	...	...	৪

গোকুলচাঁদ বসু	...	...	৪
নবীনচাঁদ কুণ্ড	...	...	১০
গঙ্গানারায়ণ দাস	...	...	৫
ব্রজমোহন খাঁ	...	...	২৫
গঙ্গাচরণ সেন	...		৫
নবকুমার চক্রবর্ত্তী	...	...	৩
ঈশ্বরচন্দ্র শাহা	...	...	২
রামচন্দ্র মিত্র	...	...	২
রামতনু লাহুং	...	...	২
তারাকান্ত দাস	...	...	২
বিশ্বনাথ মতিলাল	...	...	১০০

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

রাজা রামমোহন রায়।—অবগত হওয়া গেল যে ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নিৰ্দ্ধার্য্যকরণার্থ যে চাঁদা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব ৫০০ টাকা সহী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি চিরস্মরণার্থ যদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকতা পদ নিৰ্দ্ধার্য্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল হইলে তাঁহার চাঁদায় শ্রীলশ্রীযুত ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন।—কুরিয়র।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৪। ২৩ আশ্বিন ১২৪১)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ অনেককালের পর যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট ইহার পূর্ব্বে তাঁহার জীবিকা বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা লইতে এবং অতিরিক্ত দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। নূন্যাধিক বার মাস হইল তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকান্তর-হওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরসা নাই সুতরাং ঐ টাকাই লইতে হইল।

রাজারাম রায়

(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২)

রামমোহন রায়ের পুত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে বোর্ডকন্ট্রোলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর জন হবহৌস সাহেব ৺ রামমোহন রায়ের পুত্রকে ঐ আপীসে ক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২১ মে ১৮৩৬। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

৺রামমোহন রায়ের পুত্রের উচ্চপদ।—কিয়ৎকাল হইল ৺ রামমোহন রায়ের যে পুত্র বোর্ড কন্ট্রোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযুত সর জন হবহৌস

সাহেবকর্তৃক কোম্পানির কেরাণিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারত বর্ষের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ২ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ব্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের তুল্যরূপে গণ্যতা হয় এমত যে মহাপদ তাহা এতদ্দেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল। এই যুব ব্যক্তি যখন বোর্ড কন্ট্রোলে কর্ম্ম করিতেছিলেন তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রকাশ ও স্বাভাবিক গুণ ও উদ্যোগের দ্বারা স্বীয় কার্য্য এমত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান ব্যক্তিকর্তৃক অতিপ্রশংস্য হইয়াছেন। দি ওয়াচম্যান জানুয়ারি, ১৪।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

রামমোহন রায়ের পুত্র।—শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবকর্তৃক সংপ্রতি যে হিন্দু যুব ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডদেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার নাম রাজা তিনি ৺রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতু তিনি ঐ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। প্রথমে ঐ বেচারা পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত ডিক্‌ সাহেবকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ঐ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের অতি প্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাঁহাকে রায়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। —আগ্রা আকবর।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

৺রামমোহন রায়ের পুত্র।—গত ১০ আগস্ত তারিখের ইঙ্গলণ্ডীয় এক সম্বাদপত্রে লেখে রামমোহন রায়ের যে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে স্কটলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগস্ত তারিখে শ্রীযুত লার্ড লিনডাক [Lord Lyndock] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাতে শ্রীযুত সাহেব তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাটীর নিকটবর্ত্তি আশ্চর্য্য বিষয়সকল দেখাইলেন। ঐ সম্বাদপত্রে লেখে রায়জীর পুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ কএক বৎসরাবধি ইঙ্গলণ্ডে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছেন।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ।...৺প্রাপ্ত রামমোহন রায়ের পুত্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন এমত কল্প আছে। পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্ম দেওনার্থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কাণ্ট্রোলের আফীসে তাঁহাকে কেরাণিগিরি কর্ম্ম দেওনার্থ প্রস্তাব হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র।—এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশ

হইতে পঁহুছিয়াছে রাজা রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন তিনি এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই যুব ব্যক্তিকে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা নিতান্ত অসম্মত হইলেন।

(১৩ অক্টোবর ১৮৩৮। ২৮ আশ্বিন ১২৪৫)

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত।—অসাধারণ নাচ। গত ৬ তারিখে বর্ত্তমান মাসে শ্রীলশ্রীমান মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে নৃত্যগীতাদির আমোদ করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্ন জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান বংশ্যদিগকে আহ্বান করেন ইঁহারা শ্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকর্ত্তৃক আদৃত হইলেন এবং প্রত্যাগমন কালে রাজদ্বারা আতর গুলাপ তোর্রা প্রাপ্তানন্তর সকলে কুতূহলে স্বস্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমরা যাঁহার দিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপলক্ষে আগমন করেন তাঁহার দিগের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল।

...কাপ্তান মার্সাল সাহেব হের সাহেব রিচার্ডসন্ সাহেব...শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও লক্ষীনারায়ণ দত্ত ও রাজা রাম রায় ও বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বলরাম দাস এবং তদ্ভ্রাতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গলী ও বাবু রামধন সেন এবঙ্গ বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি।

রাজারাম রায় সম্বন্ধে সমসাময়িক আরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Rammohun Roy's Adopted Son.—Not Radhapersaud Roy, the son, but the adopted son, of the late Rajah Ram Mohun Roy, whose name we cannot at present call to memory, but whom Sir John Cam Hobhouse nearly succeeded in getting appointed to the Civil Service, has been appointed, by Mr. Henry Torrens, to fill the office of an Examiner in the Secret and Political Department, on a salary of two hundred rupees a month.—*Bengal Herald*, May 31. (Cited in the *Calcutta Courier*, June 1, 1840).

The Week—...It was Rajaram and not Romapersad who went England and was provided a covenanted office by Sir John Hobhouse. But Civilian feeling then ran high and Rajaram was obliged to eke out his existence with the small emolument of a keranee in the Foreign Secretariat. Rajaram was the foster-son of Ram Mohun Roy and embraced Christianity.—The *Hindoo Patriot* for February 3, 1862.

রাজারাম রায় যে রামমোহন রায়ের মুসলমান-প্রণয়িণীর গর্ভজাত সন্তান, সে-সম্বন্ধে বলবৎ প্রমাণ আছে। যাঁহারা এবিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ ও আলোচনা (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ. ২১৯-২৯ ; চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮৪১-৪৭) পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি' হইতেও আমার মত সমর্থিত হয়।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

ইঙ্গলণ্ডদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ।—আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ ভূমি বিষয়ে যে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গদেশীয় নিষ্কর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়া শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে ঐ আইনের আপীল করিতে ইঙ্গলণ্ডদেশে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্‌তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা ইহার সম্বাদ প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম। বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে লণ্ডননগরে প্রকাশিত টাইম্‌সনামক সম্বাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে নিষ্করভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আদালতে তোমারদের নিষ্কর ভূমির সনন্দ অসিদ্ধ সপ্রমাণ না হইলে কদাচ বেদখল হইবা না কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবেরদিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই বিবেচনা মতে ঐ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা না হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাঁহারদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন রদ বা মতান্তরকরণের আমি কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়া ঐ ভূমিভোগিব্যক্তিরা বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্‌তারের ন্যায় কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লণ্ডননগরে পঁহুছিয়া তাঁহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোর্টে নিবেদন করিলেন কিন্তু কোর্টের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এবং তাঁহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণার্থ তাঁহারদের এক জন ভারতবর্ষীয় প্রজা স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটী পরিজনাদি ত্যাগ করিয়া সাত হাজার ক্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় সমূলক কি অমূলক ইহার কিছু তত্ত্বাবধারণ না করিয়া এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের বিষয়ে ভিন্ন২ লোকেরদের দরখাস্ত যদ্যপি ঐ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত না হয় তবে কোর্টের সাহেবেরদের তাহা গ্রাহ্যকরণের রীতি নাই।...—বোম্বাই দর্পণ।

(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০)

ইঙ্গলণ্ডদেশে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ।— · গত সোমবারের হরকরা পত্রে ঐ আইন রদহওনের প্রার্থনা করণার্থ শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে

বেহার ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশ নিবাসিরা যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে লিখন পঠন করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা করেন তাহা প্রকাশিত নাই অতএব তাহা অদ্যপর্য্যন্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০)

বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়।—এপ্রদেশহইতে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এই নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তৎপরে নানা স্থানের জমীদার-প্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ সতীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা বোধ হইল হিন্দু ধার্ম্মিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্তুত হয় নাই এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায়নামক কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই।

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকানা করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা করিয়া ঐ আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি তাহাতে মঙ্গল হইত তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহ্য হইল সুতরাং ঐ দীনহীনের নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন যে আমি কেবল বিলাতে আগমন করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন তবে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যদি বল এতাদৃশ আশঙ্কা তাঁহার থাকিলে কি জন্য এমত আরজী প্রস্তুত করাইবেন। উত্তর, যদি লাখরাজ বিষয়ক মোকদ্দমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষ হইতে

পারেন তাহা হইলে বিলাত গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন না এই বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা হইল না কিন্তু যদ্যপিও লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল হইত তথাপি এপ্রদেশের কি ব্রাহ্মণ কি অন্যান্যবর্ণ অর্থাৎ কর্ণবেধী মাত্র তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান করিবেন না রাজ্যাস্পদ দিলেও ধার্ম্মিক হিন্দুরা জাত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করেন না।... —চন্দ্রিকা।

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু...চন্দ্রিকাকার লেখেন যে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাই চন্দ্রিকাকার কি সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ সাক্ষর করে নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমাত্র হইল না তবে যদি এমত বিবেচনা করিয়া থাকেন স্বয়ং ধনোপার্জ্জনে অক্ষম পিতার উপার্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে ছলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিম্বা দুই চারি বৎসরহইতে করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তদ্ভিন্ন অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে চন্দ্রিকাকারের সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিম্বা স্বয়ং চন্দ্রিকাকার ভূমিশূন্য জমীদার আপনাকে স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাতেও সত্যবাদিত্বের হানি নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সান্যাল এবং শ্রীযুত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন চন্দ্রিকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইঁহারা জমীদার ও মান্যের মধ্যে গণ্য না হইবেন।... কস্যচিৎ তালুকদারস্য।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ১২ পৌষ ১২৪২)

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।—

১৫ দিসেম্বর।

শ্রীযুত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম শম্ভুচন্দ্র) রাজা রামমোহন রায়ের পাচকরূপে বিলাতে গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু তিনি একখানি চিঠিতে নিজকে "রাজা রামমোহন রায়ের ইণ্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটরী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরে "রায় বাহাদুর" হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এদেশে ফিরিবার পর তিনি গবর্ন্মেণ্ট হাউসে যাইবার জন্য একবার লেডী বেণ্টিঙ্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে একটি চাকরি দিবার জন্য ২৪ পরগণার জজ—মুর সাহেব বড়লাটের নির্দ্দেশে লিখিত একখানি সুপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন।

রামরত্ন ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। তখন ঈশানপুর খাসমহল তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে আলস্যপরায়ণ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে অজ্ঞ—এই অপরাধে তাঁহার চাকরি যায়। (*Board of Revenue Cons. 20 Feby. 1838, Nos. 160-62 ; 25 Aug. 1841, No 33. 13 Dec. 1844, No. 30.*)

ধর্ম্ম

ধর্ম্মকৃত্য

(১৩ নবেম্বর ১৮৩০। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩৭)

রাসযাত্রা।—এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে ঐ মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বৎসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে গমন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদ্বিষয় অতিমনোরঞ্জক যেহেতুক পূর্ব্বদিকস্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক২ বিবি ও সাহেবলোকেরা গতমাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্থানহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে ঐ বাবু তাঁহারদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তদ্ভিন্ন নীচের তলাহইতে বহুবাদ্যকরকৃত অতিসুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকেরদের সন্তোষার্থ বাঙ্গালা নাচ হইয়াছিল এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাঁহার বাটী কলিকাতা ও বারাকপুরহইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্দ্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যপিও অল্প সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। ঐ বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ষবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন।

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খৃষ্টীয়ান লোক সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল কেবল শ্রুতহওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক২ সাহেব ও বিবি সাহেবেরা কেহ বা একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসহিত তথায় উপস্থিত তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত তন্মধ্যে অতিগুণাকর শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্বান্ধব শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও পরিচারক এক জন সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন ঐ মহারাজ তথায় অবস্থিতিকরণ-সময়ে তাবন্নিমন্ত্রিত মান্য লোকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। কস্যচিজ্জ্বরজনস্য।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত আর সি হলকট সাহেবের সুবিচারকতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লিখিতেছি…।

উলাগ্রামনিবাসি শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রীশ্রী ৺ শ্রীধর ঠাকুরের বহু কালাবধি দ্বাদশযাত্রাদি করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে রথযাত্রা মহোৎসবার্থ যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটী নির্ম্মিত আছে উক্ত যাত্রোপস্থিত হওয়াতে ঐ বাটী পরিষ্কার অর্থাৎ মেরামৎকরণোদ্যোগে তৎপিতামহ ভ্রাতা শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশীতিবর্ষবয়স্ক ঐ যাত্রা মহোৎসব ভঙ্গকরণোদ্যুক্ত হইয়াছিলেন যে যাত্রাতে দশ দিবসপর্য্যন্ত ন্যূনসংখ্যা অহরহঃ পঞ্চসহস্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অন্নদান ও ধনদান ও হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে ঐ রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে জিলার ধর্ম্মাবতার সাহেবের নিকট দরখাস্তকরণে শ্রীযুত অনুগ্রহপ্রকাশে এবং ধর্ম্মরক্ষণার্থে উক্ত বাবুর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক গ্রামের ভদ্র২ প্রধান জমীদার ও ধার্ম্মিক লোকেরদিগের প্রমুখাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণকরত অতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া ঐ চান্দনীবাটী বামনদাস বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্রা মহোৎসবাদি করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন আমরা গ্রামস্থ অনেক ভদ্র লোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার অতিশান্তমূর্ত্তি প্রিয়ভাষী এবং নানা বিদ্যাতে পারদর্শী এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকার হাকিম সর্ব্বত্র হইলে প্রজালোকের পরম মঙ্গলের সম্ভাবনা এবং বামনদাস বাবুর এস্ত ধর্ম্মক্রিয়া বজায় রাখিতে উলাগ্রামের তাবল্লোকই শ্রীযুতকে ধন্যবাদ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে যে শ্রীযুত অচিরাতে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া চিরজীবী হইয়া থাকুন কিমধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষা ষাঢ়স্য ৩২ দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়া।

শ্রীসদাশিব তর্কালঙ্কার শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ শ্রীশিবসেবক তর্কবাগীশ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতয়ঃ।

উলার পণ্ডিত-শিরোমণি সদাশিব তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে ১৮৫১, ১৪ জুন (১ আষাঢ় ১২৫৮) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' পাই :—

"উলা নিবাসি পণ্ডিত শিরোমণি সদাশিব তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহোদয় ৮৯ বৎসর পৃথিবী মধ্যে অমাদির ন্যায় কালক্ষেপ করণ পূর্ব্বক দুই পুত্র ও ও পৌত্র রাখিয়া কিয়দ্দিবস সুরধনী তীরে বাস করত ৫ জ্যৈষ্ঠ দিবা ছয় দণ্ড থাকিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন ঐ পণ্ডিত চূড়ামণির বিয়োগে এতদ্দেশ যে অন্ধকার হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন, এমত মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত না লিখিয়া কোন মতে শোক নিবারণ করিতে পারিলাম না, তেঁহ স্মৃতিশাস্ত্র ও ছন্দশাস্ত্র ও জ্যোতিষ বিদ্যায় মহাবিশারদ ছিলেন এবং অনেক ছাত্রগণ তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করণানন্তর অধুনা অধ্যাপনা করিতেছেন, ইদানীং ঐ মহামহোপাধ্যায়ের চক্ষুস্তেজ রহিতহওয়াতেও যেসকল ব্যক্তিরা তাঁহার নিকটে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রন্থ অবলোকন ব্যতীত অমনিই ব্যবস্থা দায়ক হইতেন, শাস্ত্র যেন মুখাগ্রে ও এমত স্মারকতাশক্তি ছিল অনায়াসে কহিতেন অমুক ব্যবস্থা এত সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইত না, পীড়িত হইয়াও ব্যবস্থা দিয়াছেন, এক দিবসের নিমিত্তে অজ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার অন্তর্জ্জল আপনি করিতে কহিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন,...ইতি তাং ২১ জ্যৈষ্ঠ। উলা নিবাসি জন গণানাং।"

(২৬ জুলাই ১৮৩৪ । ১২ শ্রাবণ ১২৪১)

রথযাত্রার যেপ্রকার আড়ম্বর কলিকাতা নগরে হইয়া থাকে এ বৎসর তদপেক্ষা ন্যূন হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে তাহার কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ মাঝের রাস্তা দিয়া যাইতে পোলীসহইতে নিষেধ হইবাতে অনেক রথ অন্য রাস্তায় লইয়া যাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদিগের দর্শনে অল্পতাবোধে এমত জনরব হয় যে এ বৎসর রথের আড়ম্বর অন্য বৎসরের ন্যায় হয় নাই। তন্মধ্যে এ বৎসর রথের নূতন এই সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে যে শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ এক নূতন রথ নিৰ্ম্মাণ করিয়া আত্ম মাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন ঐ রথ দীর্ঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পতা হয় নাই অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্য২ প্রসিদ্ধ স্থান নিবাসি স্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারদিগের বিদায়ও বিলক্ষণরূপ হইয়াছে ফলতঃ নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকেরদের বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাকা এক ঘড়া হইয়াছিল এতদনুসারে পাত্রবিশেষে তাবতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত শুনা যায় নাই যে রথে কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল তাবতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।—চন্দ্রিকা।

(২৮ মার্চ্চ ১৮৪০ । ১৬ চৈত্র ১২৪৬)

হুলির উৎসব।—বর্ত্তমান কালীন হুলীর উৎসবে নানা দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছে বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়েরা ঐ উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল। পরে তাহারা অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ততা পূর্ব্বক আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্ত বর্ণ হইয়া এবং নানা কুৎসিত গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।…

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

চড়ক পূজা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব আমারদিগের ক্ষতি নিবারণার্থ যদ্যপি কএকটি কথা শুদ্ধ করিয়া আপনার দর্পণে অর্পণ করিয়া দেশাধিপতিদিগের কর্ণগোচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাল অন্তরে রখিব।

আমি ভিক্ষুক জাতি ব্রাহ্মণ নিবাস কালীঘাট মায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরান করি অর্থাৎ সরা ধরিয়া খাই হিন্দুরা যদ্যপি আপন ধর্ম্মচ্যুত হন্ কিম্বা দেশাচার রহিত করেন তবে আমারদিগের উপায় কি হইবেক বান ফোড়ায় প্রাতে শ্যামা পূজার রাত্রে মহাষ্টমী পূজার দিবসে ইত্যাদি পূজা পার্ব্বণে যাহা প্রাপণ হয় তাহাতেই আমরা বংশাবলি প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এইক্ষণে শুনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্থূল কথায় আমরা

বলি হিন্দুর ছেলে ফিরিঙ্গি হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্গলবারে চড়ক পূজাবিষয় নিবারণার্থে কোন বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আমারদিগের আবশ্যক অতএব বলি আমারদিগের ধর্ম্মবিষয়ে কি প্রাচীন দেশাচার কি রীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে চলন আছে ইহার কোন বিষয় নিবারণ আবশ্যক যখন কাহারো অন্তরে উদয় হয় সে ব্যক্তির উচিত যে আপন মত লিখিয়া তাবৎ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত ঐক্য কারণ প্রেরণ করেন কিম্বা পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন তাহাতে সকলের মত ঐক্য হইলে ঐ নিবারণ সিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় তাহা করেন এবং যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্তু এরূপ না করিয়া সহসা দেশাধিপতির নিকটস্থ হইয়া শাসনদ্বারা আপন দেশের নীতি লঙ্ঘন কারণ চেষ্টা পাওয়া কি বিবেচনা। সন্ন্যাস ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্তু এই ছোট লোকের মধ্যে শিবালয় কাহার আছে গাজন কএক জনা উঠাইয়া থাকে সমস্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোক গাজন করেন খরচপত্র নিজে দেন তথায় ছোট লোক গিয়া কেহ বা মানত কারণ কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়কইত্যাদি সন্ন্যাস করে অতএব যদ্যপি ঐ গাজনওয়ালা মহাশয়েরা গাজন না উঠান চড়কগাছ না পুতেন তবে ছোট লোক কোথায় চড়ক গাছ পায় যে চড়ক করে এমতে ঐ বৈঠক কালে সকলে ভাগ্যবান ভদ্রলোক গাজন করিব না মত করিলে অনায়াসে সন্ন্যাস ব্যাপার উঠিয়া যাইতে পারে দেশাধিপতির শাসন মত আইন আবশ্যক রাখে না যদি বলেন প্রাচীন ভাগ্যবান ভদ্রলোক নির্ব্বোধ ইহাদিগের বিদ্যা নাই একারণ এঁহারা নব্য সাম্প্রদায়িক বাবুদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া মত ঐক্য করিবার উপযুক্ত পাত্র নন তবে তাবতের মত অতিক্রম করিয়া ব্যতিক্রম করা উচিত নহে কারণ সে কথায় নব্যদিগের গালি হয় যেহেতু তাহারদিগের পিতৃপিতামহ সকলেই নির্ব্বোধ ছিলেন নব্যদিগের যে মতে বিদ্যা পাইয়া উৎপন্ন বুদ্ধি পাইয়াছে সে উপায়ের নাম তাহারদিগের পিতৃ পিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে আপনি দেখুন হিন্দুদিগের কোন পার্ব্বণ আহ্লাদ ছাড়া নাই এবং প্রত্যেক লোকের আহ্লাদের এক২ প্রথা আছে ছোট লোক রাস্তায় নৃত্য করিয়া যায় সেই তাহারদিগের আহ্লাদ তাহা দেখিয়া রিফারমরের লেখক উপহাস করেন কিন্তু অনেক পার্ব্বণ এমত আছে যাহাতে ভদ্রলোক সকলে রাস্তার মধ্যে নৃত্য করিয়া গীত গাইয়া বেড়ান তাহাতে অন্য জাতি হাস্য বিদ্রূপ করে অপর পরস্পর সকলেই এক এক রকম আহ্লাদের দিন ও সময় আছে সেই মত তাহারা আহ্লাদ করে ইহাতে এক জন অন্যকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি বিচার অপরের দোষ মোরা দিই অনায়াসে সেই দোষ আপনাতে দোষ নাহি ভাসে।—কালী পুরোহিতস্য।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৩। ১৬ বৈশাখ ১২৪০)

গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান।—দেশ দেশান্তর ভ্রমণকারিরা কহেন যে পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্য এবং বহুকালাবধি ইহারা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন তদ্দ্বারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত আছেন যে সকল ভ্রমণকারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্য্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও ঐমত বোধ করিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সুধাবাকরণে অনুকূল হন তবে হিন্দুরা বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু হইতেও অধিক গুরুতর।

উপরে যাহা বর্ণন করা গেল তাহার তাৎপর্য্য এই যে এতদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ দর্শান যায় ও অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এরূপ উদাহরণাদিকে অতিযথার্থ বোধ করে।

কিন্তু গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তিকরাতে পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতুক চরকপূজার বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুসময় বটে। চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয়-পার্শ্বের বাটীর বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দলসকল বাণপ্রভৃতি ফুড়িয়া বাদ্যসহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় পরে তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাঁশ বাঁকারি ও কাগজমণ্ডিত একটা পাহাড় নির্ম্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল তদুপরি একটা প্রকাণ্ড মন্দির তন্মধ্যস্থিত কাগজে নির্ম্মিত হিন্দুর দেবতারা ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাসা এই আছে যে কএকটা সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল তৎপরে একখান ময়ূরপঙ্খী দেখা গেল তাহা বাঁশ বাঁকারিদ্বারা নির্ম্মাণ হয় মুখটা মগরাকার তাহাতে নানা চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল তাহার উপরে কএক জন লোকেতে গান বাদ্যকরত দাঁড় ফেলিতেছিল। তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে সেটা প্রকাণ্ড মনুষ্যের বিদ্যালয় ইহার গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়া সোজা করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে২ ঘণ্টা করতাল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃতকরত দেবতাতুল্য হইয়া প্রকাশমান হইবায় অন্য এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বড়ই হাসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু ঐ সংটা প্রকৃত গণেশের ন্যায় সাজাইয়াছিল।

পরপূজা তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎসবোপলক্ষে ক্ষুদ্র২ বস্ত্র লইয়া

রাস্তায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধ্যে চাপড়াচাপড়ি মারামারি বড়ই পড়িয়া গেল কিন্তু তাহারদের লম্বা অথচ শ্বেতবর্ণ গোঁপ দৃষ্টি করিয়া তাহারা যে কর্ম্মের কর্ম্মী তাহা আমারদের বোধ হইল যে তামাসা দেখিয়া আমরা অধিকন্তু আহ্লাদিত হইলাম তাহা এপর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্বী এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা লোককে দেখাইবার জন্য বড়ই পূজা ও ভজনা করিয়া থাকে তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা উচিত ছিল। এক খান চিত্র বিচিত্র করা ভাণ্ডিওয়ালা তক্তার উপর এক জন ধ্যান করিতেছিল তাহা বেহারা লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায় এবং সে মালা জপিতে২ বেহারারা তাহাকে চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল এবং তাহার দৃষ্টি কেবল চতুর্দ্দিগস্থ স্ত্রীলোকের উপরই। ঐ ভাক্তযোগির নয়ন একবার বারান্দাস্থ স্ত্রীলোকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদাতা দেবতার প্রতি অতএব সংটার বড়ই তামাসা হয়। ঐ ভাক্তলোকধারি তক্তারামা এমন সুদৃশ্যরূপে ঘূর্ণিত হয় যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ্ একবার ওদিগ্ দেখা গেল তৎপরে বৈরাগির দল আসিল। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বৈরাগির অর্থ না বুঝিতে পারিবেন তাহা এই যে হিন্দু সন্ন্যাসি সাংসারিক ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কেবল যোগে মগ্ন হন ঐ সং একটা মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে নানা ছাপায় চিহ্নিত ছিল এবং রোমাণ কাতালিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার মস্তকে চুলের ঝুঁটি এবং যোদ্ধারা যেমন রাগান্বিত হইয়া আস্ফালন করে ও তাহারদের মস্তকে পালক উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদিগ্ ওদিগ্ ফিরিতে লাগিল। বৈরাগী স্বর্গীয় অস্ত্রধারী হইয়া নিত্যানন্দধামে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষসুখ। সাংসারিক লোভইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শস্ত্রধারীও বিবিধরূপে প্রস্তুত হইয়া স্বর্গে গমন না করিয়া রাস্তারূপ স্বর্গে আসিলেন। যোগবাক্যে বিরত ঐ বৈরাগিগণের মধ্যে এক জন এমত এক প্রস্তাব করিলেন যে সে অতি মনোরঞ্জক ইহাতে তাঁহার সহিত কোলাকোলি আলিঙ্গনাদি হইল তাহাতে তাবল্লোকের হাসিতে ও তাহারা আপনারদের পরমাহ্লাদে আপনারা নিমগ্ন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৩। ৯ বৈশাখ ১২৪০)

চৈত্রোৎসব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশাস্ত্র ইহা ভূয়োং লিখিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কর্ম্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চৈত্রে পূর্ব্ব রীতিমত চৈত্রোৎসব হইয়াছে। এই সম্বাদে আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়রা সন্তুষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্ব্বে এমত জনরব হইয়াছিল যে চৈত্রোৎবের বাণফোঁড়া চড়কপ্রভৃতি কর্ম্ম সকল হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষিরদিগের প্রার্থনানুসারে

গবর্ণমেণ্ট নিবারণ করিবেন এবং কিম্বদন্তী দ্বারা জানা গিয়াছিল যে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু সে সকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর্ম্ম রহিতকরণে প্রজার মনঃপীড়া দিয়া রাজা অপযশঃ লভ্য করিবেন এ কি সম্ভব। ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমরা রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছি প্রিয় হওনের কারণ অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতী-নিবারণের আইন প্রকাশজন্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। যদি বল রাজার আচার ব্যবহার বিদ্যা ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহারা যত্নবান আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিয় হয় না। উত্তর কদাচ নহে তৎপ্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎসরাবধি হইবেক ইহাতে প্রায় দুই শতাধিক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া থাকিবেক তাহারা তদাচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাজার প্রিয় পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা সকল স্ব২ ধর্ম্ম যাজন করিয়া সুখে থাকে ইহাতেই রাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়েরা এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক হন তবে গবর্ণমেণ্টকে ক্লেশ না দিয়া আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক ধর্ম্ম নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ পাইয়াছে যে দুর্গোৎসবাদি প্রতিমা পূজা না হয় পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক রহিত করে সজ্ঞানপূর্ব্বক কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মর্য্যাদা উঠিয়া যায় সস্ত্রীক হইয়া সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে এই এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাঁহারা প্রথমতঃ আপনারাই সাহসিক হইয়া এই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন কেন না কিম্বদন্তী আছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" যেমন শ্রীযুত রামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে না এবং অন্য২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শুনা যাইতেছে না অতএব ইত্যবধানে আপনারা নিজ২ ভবনের বিধবাদিগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়া সভায় গমনাগমন করুন তদ্দৃষ্টে অনেকেই তৎপশ্চাদ্গামী হইবেক। যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি তাঁহারা বহু দিবস ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কর্ম্ম করে না। উত্তর তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পূজা করা গর্হিত কর্ম্ম কিন্তু আপন বাটীতে প্রতিমা পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ত্র গুলি না পড়েন তাহা কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা সাহসী হইয়া এই অসম-সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সদুপায় সত্ত্বেও সমাচার পত্রে লিখিয়া রাজা প্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্যক কি।...চন্দ্রিকা।

১৮৫৯ সনের ১৮ই মে (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' চড়ক পর্ব্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"আমারদের দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম উপলক্ষে যেং আমোদ জনক পর্ব্ব প্রচলিত আছে তন্মধ্যে চড়ক পর্ব্বাহে অতি জঘন্য ব্যাপার হইয়া থাকে, শাস্ত্রে বিধি আছে উপবাস ও সংযম করিয়া শারীরিক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক

মহাদেবের অর্চ্চনা করিবেক কিন্তু কালক্রমে তাহার বিপরীত ব্যবহার হইয়াছে, হাড়ি বাগদি প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতীয় লোকেরা অপর্য্যাপ্ত সুরাপান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করত রক্তাক্ত কলেবরে ভিক্ষার্থ অটন করে, তাহারদের ভয়ঙ্কর অবস্থা দর্শনে সকলেরি মনে ঘৃণা ও ক্রোধ সঞ্চার হয় ঐ নির্দ্দয় ব্যবহারে বর্ষং অনেক লোকের জীবন নাশও হইয়া থাকে। কলিকাতার পূর্ব্বতন সুযোগ্য প্রধান মাজিষ্ট্রেট মেং ইলিয়ট সাহেব চড়ক পর্ব্বের ঐ সকল কদর্য্য ব্যবহার নিবারণ করণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তিনি আর কিছু দিন ঐ পদে অধ্যাসীন থাকিলে এতদিন এই সকল নিষ্ঠুরাচার রহিত হইয়া যাইত। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে ভারত রাজ্য সংক্রান্ত ষ্টেট সেক্রেটরী শ্রীযুত লার্ড ষ্টানিলি সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ঐ বিষয় উত্থাপন করিয়া ঐ সভার মেম্বর দিগের সম্মতি ক্রমে আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন "যদি চড়ক পর্ব্বের বাণ বিদ্ধ ইত্যাদি অসভ্য ব্যবহার রহিত করণে হিন্দু প্রজারা আপত্তি না করে তবে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল কুপ্রথা রহিত করেন।" এ কথা সত্য হইলে সন্তোষের বিষয় বটে।"

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪)

চরকপূজা।—চরকপূজার অতিঘৃণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। ঐ দিবসীয় অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাসময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবর্ত্তি প্রথম গলির মধ্যে রাধাকান্ত মুন্সীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে ঐ স্থানসমূহ সর্ব্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে দেখিতেছিল এবং তৎকালে ঐ মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলরব করিতেছিল কিন্তু যে রজ্জুতে সন্ন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিঁড়ে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি বেগে গিয়া ৬০ হাত দূরে পড়িল পরে উঠাইয়া দেখা গেল যে শরীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মুখখান পিণ্ডাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বস্থ গারদের নিকটে অপর একজন সন্ন্যাসী পিঠ ফুঁড়ে ঘুরিয়াছিল অন্য এক সন্ন্যাসী মদ্যপানে মত্ত হইয়া জঙ্ঘাতে বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঘূর্ণায়মান ছিল পরে তাহার অবরোহণসময়ে হুঁস হইয়া কহিল যে অত্যল্পকালমাত্র আমি পাক খাইলাম বোধ হয়।—[বেঙ্গল হেরল্ড]

(৩০ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

চড়ক পূজা।—আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নগরীয় শান্তি রক্ষক মহোদয়েরা আগমন এতদ্দেশীয় চড়ক নামক পর্ব্বোপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিবেন কারণ আমরা শ্রুত হইয়াছি যে শান্তি রক্ষক মহোদয়েরা গবর্ণমেণ্টহইতে এমত অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাঁহারা ঐ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্ব্বক সুনীতি সংস্থাপন করিবেন এই প্রযুক্ত তাঁহারা এই মানস প্রকাশ করিয়াছেন যে চড়কের সন্ন্যাসিরা কালীঘাট হইতে কলুটোলা ও মেছোবাজারের রাজবর্ত্ম দিয়া আগমন করণের যে প্রথা আছে তাহার পরিবর্ত্তে এমত আজ্ঞা করিবেন যে তাহারা উক্ত বর্ত্ম দিয়া আগমন না করিয়া সারকিউলর রোড অর্থাৎ নূতন রাস্তা দিয়া আগমন করিবেক যেহেতুক ঐ রাস্তা

অতিশয় সুদীর্ঘ ঐ পর্ব্ব আপ্রেল মাসের ১১ ও ১২ হইবেক এজন্ত বোধ করি যে নগরীয় থানাসমূহের প্রতি এমত অনুমতি হইবেক যে তাহারা নগরের দক্ষিণাঞ্চলে না গমন করিয়া এই আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমূহ ধার্য্য করিবেক এই সংবাদের দ্বারা এমত বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্ব্বোপলক্ষে প্রজারদিগের পক্ষে অতিশয় সুখজনক হইয়াছে। কং মার্চ ২৫ [কমার্শিয়াল য়্যাডভারটাইজার]

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫। ১৩ বৈশাখ ১২৪২)

তুলাদান।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটালিনিবাসি শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অর্থাৎ যথাশাস্ত্র আত্ম শরীর পরিমিত অষ্ট ধাতুনির্ম্মিত জলধারাদি নানা প্রকার ব্যবহার্য্য পাত্র এবং স্বর্ণরূপ্য মুদ্রা দ্বারা তুলা করিয়া বিপ্রাগ্রগণ্য মান্য পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তুলাই মহাদান ইহা গ্রহণ অবিহিত ইহাতে তৃপ্তির বিষয় কি তাহা নহে সমূহলোক কর্ত্তৃক ঐ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্য দোষ লেশও হয় নাই ফলিতার্থ মহাদান বলিবার তাৎপর্য্য সামান্য দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যাপক ২০ টাকা এক ঘড়া ১৬ টাকা এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ১০ টাকা ৮ টাকা ৭ টাকা ৬ টাকা এক কলসীর ন্যূন নহে এতাদৃশ পত্রও প্রায় দুই শতাধিক দিয়াছিলেন এতন্নগরস্থ দোষিভিন্ন তাবৎ দলস্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্ব্ববাস দক্ষিণাঞ্চলের অধ্যাপকও অনেক এবং তদ্ভিন্ন উপস্থিত সুপারিস পত্র অন্যূন শতাবধি হইবে তদতিরিক্ত রাঘব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই ।০ ।০ চারি আনা করিয়া দিয়াছেন ইহাতে বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে।

এই ব্যাপার দেখিয়া দেব বাবুকে আমরা ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্যরূপে গণ্য এমত নহে বিষয় কর্ম্মাদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই সদ্ব্যয় করা আছে এই তুলা ক্রমে তিন বৎসর করা হইল এতদ্ভিন্ন নিত্য কর্ম্মেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তি অধিক দুর্ল্লভ।—চন্দ্রিকা।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

গঙ্গাসাগরের মেলা।—প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা ও মাড় সাগর উপদ্বীপের এক টেঁকে একত্রহইতে আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত বৈরাগি ও সন্ন্যাসিরদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয়েরা তাঁহাকে অতিপূজ্য করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ

মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরুসংপ্রদায়কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্য্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন। এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটা বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্তুকি ও নির্ম্মহী ও নির্ব্বাণী ও মহানির্ব্বাণী এবং নিরালম্বীতে এক২ শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ঐ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারম্ভ হইয়া ১৬ জানুআরি পর্য্যন্ত ছিল। ঐ যাত্রাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়া ও ক্ষুদ্র২ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৬০ হাজারের ন্যূন নহে এমত অনুমান হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের অতিদূর দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোম্বাইহইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যূন নহে এবং এই তীর্থ যাত্রাতে ব্রহ্মদেশ হইতেও অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিক্‌হইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও ক্ষুদ্র২ দোকানদারেরা যে ভূরি২ বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারো অধিক হইবে।

ঐ মাসের ১৫ তারিখে যাত্রি লোকেরা স্নানপূজা ও দানাদি স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অতি-কষ্টে সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিদুষ্প্রাপ্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া এইক্ষণে আমরা স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু ঐ মাসের ১৬ তারিখে ঐ দেবালয়ে প্রাণিমাত্র রহিল না তাঁহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল।—হরকরা।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

গঙ্গাসাগরের মেলা—প্রতিবৎসরে গঙ্গাসাগরের যেমন মেলা হইয়া থাকে তদপেক্ষা এই বৎসরে অতি হইয়াছিল। ঐ স্থানে ন্যূনাধিক ৭০ হাজার নৌকা জমা হয় এবং কথিত আছে ৬ লক্ষ লোক হইয়াছিল কিন্তু আমরা বোধ করি ইহা প্রকৃত না হইবে। তদ্বিষয়ে আমারদের এতদ্দেশীয় এক জন পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম তিনি লেখেন ঐ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহা সম্ভব বটে। এবং এমত কথিত আছে যে ঐ স্থানে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য ১২ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বিক্রয় হইয়াছে। নানা দূর২ দেশ অর্থাৎ বোম্বাই অযোধ্যা শ্রীরমপটম লাহোর দিল্লী ও বঙ্গাদি প্রদেশ এবং নেপাল ও ব্রহ্মদেশহইতে বহুতর লোক আসিয়াছিল।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

গঙ্গাসাগরের মেলা !—গত জানুআরি মাসের ১২ তারিখে গঙ্গাসাগরের বার্ষিক মেলা হইয়াছিল তাহাতে যাত্রির সংখ্যা প্রায় গত বৎসরের তুল্য। যাত্রিরা ভারতবর্ষের চতুর্দিক হইতে কতক বা অতি দূর সীমা হইতে আগত হইয়াছিলেন তাঁহারা স্নানের কএক দিবস পূর্ব্বাবধি একত্র হইয়া আপনারদের মুখোদ্দেশ্য স্নান পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন করিয়া স্ব২ স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

অপর তৎ সময়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ বহুতর ক্ষুদ্র২ দোকানঘর বাঁধা গিয়াছিল এবং কথিত আছে ঐ স্থানে বহুসংখ্যক টাকার দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন ৬০।৭০ হাজার টাকার দ্রব্য কেহ কহেন তদধিকও হইবেক। পরন্তু ঐ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হয় যে বঙ্গভাষাতে মুদ্রাঙ্কিত অধিক-সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং যে২ দোকানে পুস্তক ছিল প্রত্যেক দোকান হইতেই প্রায় সমুদায় পুস্তক উঠিয়াছে।

(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮ । ৮ মাঘ ১২৪৪)

বর্দ্ধমানের মেলা।—প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পর দিবস দামোদর নদের ধারে যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুর্দ্দিগে চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত বাসি লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে ধর্ম্মজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করত জলপান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করে। এতদ্ভিন্ন বহু লোক মেলা দর্শনার্থই আসিয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত যুবরাজ অমাত্যগণ সহিত গাড়ি আরোহণ পূর্ব্বক মেলা স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার আহ্লাদার্থ অনেক টাকার সোলার পক্ষীইত্যাদি ক্রীত হইল। অনন্তর শ্রীযুত পাদরি সাহেবও সুযোগ বুঝিয়া ঐ লোকারণ্যের মধ্যে খ্রীষ্টের মঙ্গল সম্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেলাতে আশ্চর্য্য এই যে বলদাকৃষ্ট গাড়ির উপর অনেক পাল্কী বসান গিয়াছিল এবং প্রত্যেক পাল্কীতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক বসিয়া খড়্খড়ীয়ার ছিদ্র দিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে চোরেরা গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বহু প্রাণিকে রোদন করায়।—কস্যচিৎ পাঠকস্য।

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ।—বাবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের সহিত শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের কন্যার শুভ বিবাহ গত ৫ অগ্রহায়ণ সোমবার হইয়াছে শুনিতে পাই রাজেন্দ্র বাবু অপ্রাপ্ত ব্যবহারত্বাপ্রযুক্ত তাঁহার পিতৃদত্ত ধন

সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের হস্তে আছে সেই ধনহইতে এই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার আত্মীয়গণেরা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছেন পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে যে প্রকার ঘটা হয় তাহা সকলে বিবেচনা করিবেন রূপলাল বাবুর কন্যার বিবাহ বটে কিন্তু পুত্রের বিবাহের ন্যায় আড়ম্বর করিয়াছিলেন নহবত দান বিতরণাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন করিয়াছেন।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

মহানাচ।—শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুরের বিবাহেতে সংপ্রতি পাথুরিয়া ঘাটায় একটা অত্যুচ্চ উত্তম খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মর্ম্মর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণ করা কতক থাম তাহাতে নির্ম্মিত ছিল পরে তাহা অত্যুত্তমরূপে সুশোভিত করা গিয়াছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জ্বালান গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুআরিপর্য্যন্ত তাহাতে মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ তদ্ব্যতিরেকে নানা সারজন ও সিপাহী রাস্তার দরওয়াজাতে স্থাপিত হইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নানা ভোজবাজীকরেরা আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাঁচ রাত্রির মধ্যে তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল এবং ঐ রাত্রিতে বাটী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণা এবং তাঁহারা গৃহপতি ও তৎপরিজনকর্ত্তৃক সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্য্যাদা হইল অতএব যাঁহারা উক্ত বাবুদিগের শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন তাঁহারদের নাম লেখা উচিত। অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীশ্রীযুত নওয়াব সৌলত জঙ্গ বাহাদুর ও আন্দুলের রাজা শ্রীযুত রাজনারায়ণ রায় ও শ্রীশ্রীযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান২ বাবুরা বুধবার রজনীতে ঐ সভায় সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল ও নেবাল ও মিলেটারিসম্পর্কীয় এত কর্ম্মকারক ও তাঁহারদের বিবি সাহেবেরা সমাগত হইলেন যে তাঁহারদের তাবতের নাম লেখা অসাধ্য…।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শুভবিবাহ।—এতন্নগরের শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুণ শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে ঐ বিবাহ মহাসমারোহ-পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয় যদ্যপিও রূপলাল বাবু আপন বিষয় বিভবানুসারে ব্যয় বাহুল্য করেন নাই তথাপি কলিকাতার বর্ত্তমানাবস্থার সমৃদ্ধ ব্যাপার বলিতে হইবেক যেহেতু বিবাহোপলক্ষে যে যে বিষয়ে ব্যয়াবশ্যক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতা-

নিমিত্ত পিত্তলের তৈজস বস্ত্র তৈল হরিদ্রাদি দ্রব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ২ ফাল্গুণঅবধি ৫ পর্য্যন্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহূত হইয়া এতদ্দেশীয় এতন্নগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান লোক এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও মুসলমানাদি অনেকের আগমন হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈস প্রিসীডেণ্ট শ্রীযুত সি মিডকেপ সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল। অপর নর্ত্তকীও উত্তমা২ ছিল বিবাহরাত্রে কন্যাকর্ত্তার ভবনে গমনকালে বরের সমভিব্যাহারে যে সকল রেশালার আবশ্যক তাহাও মন্দ হয় নাই কেননা মল্লিক বাবুর বাটী অবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটী পর্য্যন্ত বান্ধা রোসনাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় পর্ব্বত দালান নহবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকীপ্রভৃতির বিবিধপ্রকার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি অতএব এই কর্ম্ম সামান্য বলা যায় না তবে পূর্ব্বে২ যে কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে তত্তুল্য নহে ইহা সত্য বটে কিন্তু শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায় যে রূপলাল বাবু যেপ্রকার করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন ইহার ন্যূন কাহার না হয় কেননা সময় বড় শক্ত উপস্থিত ইহার পর আর যে কেহ কোন কর্ম্ম বাহুল্যরূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সং চং।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ১১ আশ্বিন ১২৪২)

সংকীর্ত্তনে অনুমতি।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবগত করাইতেছি শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন যাহা চিরকালাবধি এপ্রদেশে বিশেষ এতন্নগরে হইয়া আসিতেছিল তাহা প্রায় বৎসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া নগরভ্রমণের অভিলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পাস করা যাইত যেহেতু লোকসমূহ একত্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি লওয়া যাইত সংপ্রতি বৎসরাবধি মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা অথবা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পাস দিতেন না ইহাতে হিন্দুলোকে বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল ঐ মহাদুঃখ শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকর্ত্তৃক মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাজিস্ত্রেট হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর পীড়া পাইতে হইবেক না। আমরা শুনিয়াছি শ্রীযুত চিফ মাজিস্ত্রেট সাহেব ইহার প্রতিবাদী হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মত নহে যে নগরে সংকীর্ত্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে মাজিস্ত্রেট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি যদ্যপি নগরকীর্ত্তনে কখন কোন দাঙ্গা হঙ্গাম খুনখারাবি হইয়া থাকে তবে এবিষয় রহিত করা উচিত ইহা কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কর্ম্ম দক্ষ প্রাচীন মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বেলাকরিয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করহ তিনি যথার্থ বাদী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহেন কখন কোন উৎপাত সংকীর্ত্তনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাজিস্ত্রেট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এতদ্দেশীয় দ্বিতীয় মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন প্রতিমা বিসর্জ্জনাদি কোন পর্ব্ব দিনে সংকীর্ত্তন

বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল না অতএব এক্ষণে সংকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ করহ।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

শুভান্নপ্রাশনং।—আমরা আপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর সোমবারে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্বীয় রাজধানী আন্দুলের বাটীতে উক্ত নৃপাভিনবজাত তনয়ের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাদুর ইতি রক্ষিত হইয়া শুভান্নপ্রাশন কর্ম্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতৎশুভ বার্ত্তা বহু সংখ্যক তোপধ্বনি দ্বারা ইতস্ততঃ স্থানে সুপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে রাজবাটীস্থ এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহ্লাদিত হইলেন ঐ দিবস রাজকোষহইতে বদান্যতাদ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এবঞ্চ বহুতর দীন দরিদ্র কাঙ্গালিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন।

(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

শ্রীযুত ডেবিড মেকফার্লেন সাহেব কলিকাতা পোলীসের চীফ মাজিস্ত্রেট।

নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত।

আমরা সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহা শীঘ্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্যামা পূজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফ্রিঙ্গি এবং কাফ্রি ও খালাসিরা প্রজ্বলিত পাঁকাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ায় এবং ঐ অগ্নিময় পাঁকাঠির দ্বারা মনুষ্যকে মারে ও শরীর এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত শ্যামাপূজার রাত্রিতে ঐ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অতএব আমরা অতিনম্রভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্ব্বক এবিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে এককর্ম্ম আর না হইতে পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি। ১৮৩৩। ১২ নবেম্বর।

আমরা সর্ব্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।

শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুম।—এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু এবৎসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারিরা আগত বৎসর পুনর্ব্বার দরখাস্ত করিলে পোলীশ এবং অন্যান্য লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যদ্যপি বাধা না থাকে তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত করা যাইবেক ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪)

দুর্গার দুর্দ্দশা।—আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চুঁচুড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুর্ভুজা দুর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চুঁচুড়ার লোকেরা বারইয়ারি পূজার্থ এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করে

তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে দুই দল আছে একদল তাঁতি তাহারা বৈষ্ণব অপর দল শুঁড়ি তাহারা শাক্ত অতএব ঐ মূর্ত্তির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল পরে শুঁড়ি দলেরা মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের ব্যতীত বলিদান পূজা হয় না অতএব মাজিস্ত্রেট সাহেব এমত হুকুম দেউন যে দেবীর সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত শামিয়ল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে বৈষ্ণবেরা পূজা করুক পরে শাক্তমতাবলম্বী শুড়িরা বলিদান করিয়া পূজা করিতে পারিবে এই হুকুমানুসারে অগ্রে তাঁতিরা পূজা করিয়া তাহারদিগের ঘট বিসর্জ্জন দিল পরে শুঁড়িরাও ছাগলমহিষাদি বলি দিয়া পূজা করিয়াছে এইক্ষণে বিসর্জ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জ্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে। কস্যচিৎ চুচুড়া নিবাসিনঃ।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩৭। ৯ মাঘ ১২৪৩)

এক দিবস দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যথা নিয়মে প্রাতঃস্নানাদি সমাধাপূর্ব্বক মহামায়ার অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্রাবিত চারি পার্শ্বে ধূপ ও ঘৃতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আর২ সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটী তদুপরি এক স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত ঐ অদ্ভূত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল আনয়নপূর্ব্বক সেই সকল শোণিত ধৌতকরত বস্ত্রাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটী ও নৈবেদ্যপ্রভৃতি দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরন্তু তাহার দুই চারি দিবস পরে উক্ত নদহইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল ইহাতে সুতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ রূপেই অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে ঐ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এপ্রকার ভয়ানক মহাকর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই বিষয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্দ্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া

অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেননা সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্ব্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।—জ্ঞানান্বেষণ

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

আমরা গত সপ্তাহের জ্ঞানান্বেষণে বৰ্দ্ধমানের সন্নিহিত রঙ্কিনী দেবীর নিকট যে নরবলির সম্বাদ প্রভাকর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাহার সন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিস্যনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন বিলক্ষণরূপে এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং আমরা আরো জানি এই রঙ্কিনী দেবীর নিকট পূর্ব্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে।

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা বলিয়া থাকেন সমাচার পত্রে যে সকল সম্বাদ প্রকাশ হয় তাহাতে কোন উপকার নাই তাঁহারা বিবেচনা করুন এই এক সম্বাদ প্রকাশেতে অধিক উপকার হইবে কি না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

বৰ্দ্ধমানে নরবলি।—অতি নিকটবৰ্ত্তি বৰ্দ্ধমান জিলাতে মধ্যে২ নরবলি হওনবিষয়ক জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে তৎপ্রস্তাবে যদি আর কিছুকাল মৌনী থাকা যায় তবে আমারদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির স্থানে এমত পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উক্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে লিখেন কিন্তু এমত অদ্ভুত ব্যাপার যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের চক্ষের গোড়ায় হইয়া থাকে ইহা অসম্ভব ভাবিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বিষয়ের সত্যতার অনুভব সরকারী কর্ম্মকরকেরদেরো মনে উদয় হইতেছে অতএব তদ্বিবরণ প্রকাশ করাতে আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তদ্বিষয় প্রতিকারার্থ বিলক্ষণরূপে অনুসন্ধান করা যায়। অতএব লেখ্য হইল যে সর্ব্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার বৰ্দ্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ঐ বংশের মধ্যে যখন কোন ভারি অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন। সংপ্রতি ঐ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্ত রোগ হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল এমত জনশ্রুতি আছে। ঐ জিলার মধ্যে এমত দৃঢ়তর প্রবাদ হইয়াছে যে এক বৎসরে ৫টা নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহ্নব করেন এমতও শুনা যায় না কিন্তু ঐ নরবলি ঐ নরের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই বলিকরণের বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদনং তাহাকে

নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্টার্থ তোমার মস্তক চ্ছেদন হওয়াতে যে দুঃখ সে কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল স্বর্গগমোনোত্তর ঐ মস্তক যোজিত হইয়া নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী হইবা। সংপ্রতি রাজবাটীর মধ্যে এক বিধবা দাসী থাকিত তাহার একটী পুত্র ছিল এক দিন সে কোথায় গেল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে ঐ বেওয়া দাসী ঐ বংশের উক্তপ্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে আমার পুত্রকে অবশ্যই বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্ত্তনাদ রোদন করিতে লাগিল। ঐ নরবলির মস্তকমাত্র আবশ্যক তাহা উৎসর্গানন্তর বেদীর নীচে রাখা যায় এবং ঐ জিলাস্থ সকল লোকের এমত অনুভব আছে যে যে বেদীতে ঐ ব্যাপার হওনের সন্দেহ হয় সেই স্থান অবিলম্বে খনন করিলে এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এতাবৎ সম্বাদ আমরা যেমন পাইলাম তেমনি অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমারদের ভরসা হয় যে ইহার সত্যতা নির্ণয়ার্থ অবশ্য অনুসন্ধান হইবে তাহাতে ঐ বেদীর নীচস্থান খনন করিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এবং যদ্যপি এমত ঘোষণা করা যায় যে যে ব্যক্তি এই বিষয়ের সম্বাদ দিবে তাহাকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে ইহা হইলেও শীঘ্র সন্ধান হইতে পারে।

(১ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২)

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাতাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে দুই এক দিবসপর্য্যন্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থানুসারে সম্ভাবনীয় পীড়াসকল তাহার মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে ঐরূপ ঘরহইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে লইয়া অর্দ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্দ্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনন্তর দুই এক জন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল২ বলত কিঞ্চিৎ২ গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্তু এমতও হইতে পারে যে ঐ মূর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অতিশীঘ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে না এবং রোগিরো বোধ হয় যে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিতে থাকে যে আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়া লইয়া যাও তাহাতে আত্মীয় স্বজন ঐ যমসম চিকিৎসককে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন যে এখন ফিরাইয়া লইয়া গেলে আমার অসম্ভ্রম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে গোপনে ডাকিয়া কহেন যে ইহার আর বড় অপেক্ষা নাই এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অনুচিত। অতএব ঐ রোগির চীৎকারে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যাদি ব্যাপার করিতে২ যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমরপর্য্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ২ টানিয়া লইতে থাকে এইরূপে টানাটানি

করাতে কখনং তাহার শরীরের কোনং স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় না এইরূপ নির্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখনপর্য্যন্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতনা বিষয়ে চৈতন্য থাকে এইপ্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কখনং তাদৃশ যাতনা না দিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে কিন্তু অতিদুর্ব্বল শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে সুতরাং তাহার মৃত্যু অতিশীঘ্রই উপস্থিত হয় তখন পুনর্ব্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতিশীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহং এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোনং রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা থাকিলে কখন সাবধান ব্যক্তিরা গঙ্গাতীরে লইয়া যান না। দিনং সহস্রং রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে সুতরাং সকলের একপ্রকার ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরিউক্তপ্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাতনা পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ হইয়া ফিরে আইসে যদি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ হইতে পারে।

এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফার্ম্মরে এইরূপ লেখেন যে যে শাস্ত্রে অন্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে ৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্য থাকিবে। তৎপরে সামান্য জলের ন্যায় গঙ্গার পবিত্রতা গুণ থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত বোধ করেন যে আর ৬০ বৎসর পরেই তদ্রূপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে পাইব না সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুবদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা হইলে কিরূপে তাঁহারদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছীলতাব্যতিরেকে স্বর্গারোহণের আর কোন্ সোজা পথ পাইবেন তাঁহারদের অযুক্তধর্ম্ম বজায়রাখণের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর কোন্ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাঁহারা এই অতিনিন্দ্য ও ঘৃণ্য অন্তর্জলের ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা এমত জ্ঞানোদয় হইবে যে গঙ্গামাহাত্ম্যের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ঐ ৬০ বৎসর অতীত না হইতেই অবশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে শাস্ত্রে যে কালপর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্যের সীমা আছে তৎ কালের পূর্ব্বেই কেন তদ্বিষয়ে বিরত না

হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লোকেরদেরও শাস্ত্রবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। অতএব এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করুন।—রিফরমর।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

কাঙ্গালি বিদায়।—গত বুধবারে পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের ৺মাতৃশ্রাদ্ধে আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ২ কহে ৫০।৬০ হাজার কেহ কহে ৭০।৮০ হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু অতিদরিদ্র মজুরি করিয়া দিনপাত করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করে। যদ্যপি পোলীসের দ্বারা শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক না হইত এবং যদি তাহারদের গোপনে আসিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেরো অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত।

৺প্রাপ্ত রাজা গোপীমোহন ও রূপলাল মল্লিকের শ্রাদ্ধে অনেক কাঙ্গালি ৺প্রাপ্ত হইয়াছিল তৎপ্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পরদিবস প্রত্যূষে পাচ ঘণ্টা সময়ে তাহারদিগকে কএক বড়২ বাড়ী পোরা গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালিরদিগকে এক২ সিকি দেওয়া গিয়াছে। আমরা ঐ স্থানে গিয়া দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপর্য্যন্ত আনিয়াছিল। কিন্তু শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ঐ ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। ইহার কারণ দুই জন সার্জন এবং এতদ্দেশীয় পোলীস চাপড়াসিরদের সতর্কতা। নিমতলার রাস্তার ধারে বাবু মথুর সেনের বাটীতে এক জন কাঙ্গালি প্রসব হইল। এবং ঐ বাটীর কর্ত্তা বাবু ঐ প্রসূতাকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎপরদিবসে ঐ শিশুসন্তানসুদ্ধ বাটীতে পঁহুছাইয়া দিলেন। দুই প্রহর দুই ঘণ্টাসময়ে তাবৎ কাঙ্গালি বিদায় সমাপন হইল।

(৩১ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বারাণসী হইতে কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের পূর্ব্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ব্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে বহুসংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে অন্যূন ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৷৷০ এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।০ করিয়া দিয়াছেন।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

বাবু আশুতোষ দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ।—গত সপ্তাহের শেষে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব অতি সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে

বহুতর কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ২ টাকা করিয়া পাইবে এই জনরব রাষ্ট্র হওয়াতে দুই তিন দিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। এইরূপ প্রত্যাশাতে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণ ন্যূনাধিক ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এইরূপ জনতা একত্র হওয়াতে নিত্য যদ্রূপ অনেকের প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তদ্রূপ হইয়াছে। এই ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহারা দুই টাকা প্রাপণাশায় আসিয়া কেবল ।০ পাইল। তাহাও সকলে নহে একখান নৌকাতে অনেক কাঙ্গালি উঠিয়া হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল ঐ নৌকা উল্টিয়া পড়াতে অনেক বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছে ইংলণ্ডীয় পাঠক বর্গের তচ্ছ্রবণে আহ্লাদ হইবে তন্নিমিত্ত আমরা তাহার শ্লোকরূপে লিখি।

গত শনিবারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুর বাটীর সম্মুখে দানদ্রব্য সাজান হইয়াছিল নানা দ্রব্য ৪০০০০ টাকার হইবে এতদতিরিক্ত এক হস্তী দুই ব্রহ্মদিশীয় ঘোটক সহ এক শকট ও এক উত্তম পাল্কি এবং ভাউলা ও অন্য২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহা স্থানের অল্পতাপ্রযুক্ত লিখনে অসমর্থ হইলাম ঐ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাহারদিগকে সম্মান রূপে প্রদত্ত হইবে ঐ পণ্ডিতগণ ঐ সভায় ধর্ম্ম শাস্ত্র ও রাজনীতি নীতি ন্যায় ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্রের বাদানুবাদ হইয়াছিল ঐ সকল পণ্ডিতদিগকে যে কেবল শাস্ত্র ও ধর্ম্মার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিবেচনানুসারে দান হইবে এবং যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও অধিক শিষ্য তাঁহারা অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাকা দিয়াছেন কিন্তু পোলীশের নিবারণ থাকিলেও ২০০০০০ লক্ষ কাঙ্গালি হইয়াছিল আমরা শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার কাঙ্গালি কিছুই পায় নাই ইহার প্রতি কারণ এই যে যাঁহারা কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ভদ্র সন্তান বটেন কিন্তু তাঁহারা ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখ্যক কাঙ্গালিরা বিমুখ হইয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ১৩ আশ্বিন ১২৪৬)

অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ৮ প্রাপ্তা বিমাতার শ্রাদ্ধ বর্ত্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন। এবং ঐ শ্রাদ্ধে আহারীয় এবং কিঞ্চিৎ২ পয়সা প্রাপণের অমূলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষ২ কাঙ্গালির আগমন মাজিস্ত্রেট

সাহেবেরা নিবারণ করেন এতদর্থ পূর্ব্বেই আমরা তদ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। যদ্যপিও উক্ত বাবু তদুপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিৎ২ দান করণ স্থির করিতেন তথাপি নগরে তাহারদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়াতে তন্নিবারণার্থ মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের কোন উপায় করা উচিত হয়। কিন্তু শুনা গিয়াছে যে উক্ত বাবু ঐ সকল লক্ষীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহারদের উপস্থান নিবারণার্থে মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের নিতান্ত উচিত হইতেছে। [ইংলিশম্যান, ২৫ সেপ্টেম্বর]

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

বাবু আশুতোষ দেব।—শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাতৃ শ্রাদ্ধ অতি সমারোহপূর্ব্বক হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্তু আমরা ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তৎসময়ে কাঙ্গালির সমারোহ হয় নাই।

(১২ জুন ১৮৩০। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

সতীর পক্ষীয় আরজিতে আগামি দিবস সহি হইয়া পার্লিমেণ্টে প্রেরিত হইবেক অতএব এ বিষয়ে ধর্ম্ম সভাস্থেরদের প্রতিবাদিস্বরূপ যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারা আপনারদের পক্ষীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া পার্লিমেণ্টে প্রেরণ করুন তাহাতে সেই বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মিমাংসা পার্লিমেণ্টে হইতে পারিবে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

স্ত্রীদাহ নিবারণ।—হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৺ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তর্কালঙ্কারের পুত্র বৈদ্যসমূহকর্ত্তৃক উক্তিতে পিতার রক্ষার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে জাহ্নবীতে আনিতে উদ্যত ছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রসূতি সহগামিনী হইবেন এই কহিয়া স্বামিকে গঙ্গা যাত্রা করাইতে নিষেধ করিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার গৃহিণীর সহমৃতা হইবার বার্ত্তা ঘোষণা হইবাতে তদঞ্চলের থানার দারোগা এবং ভূম্যধিকারির লোকেরা তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহারদিগকে তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই যেহেতুক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং বহু গোষ্ঠী একত্র হইয়া সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ সাবধানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন তত্রাপি দারোগাপ্রভৃতি দারকেশ্বর নদীতে শব দাহপর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া স্ব২ স্থানে গমন করিলেন যদিও সহগমনোদ্যতা স্ত্রী কিঞ্চিৎকাল অনাহারে

ছিলেন কিন্তু পরে আহারাদিও করিয়াছেন এবং গৃহকর্ম্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাৎ অস্মদ্দেশের শ্রীশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কি সুনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা অনায়াসেই স্ত্রীহত্যা নিবারণ হইতেছে সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা অস্মদাদির অবশ্যকর্ত্তব্য হয়।—সং কৌং।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

নেপাল।—পশুপতি সত্তীর্থস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্রীযুত মাতবর সিংহের নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পতিহীনা স্ত্রীরদিগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও রক্ষণাবেক্ষণাদি করিয়াছেন তাহা ঐ যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে। মতবর সিংহ নৈংন সিংহ মহাবংশ্যের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে সমুদায় ভারই এইক্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে। ঐ জ্যেষ্ঠতাপদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাবশ্যক কর্ম্ম অথচ যে কর্ম্ম প্রায় কেহই প্রতিপালন করেন না সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে তাঁহারদের যুবতী স্ত্রীরদিগকে স্বচ্ছন্দে রক্ষণা-বেক্ষণ করণ। সত্যযুগে বিধবারা স্বজনেরদের কর্ত্তৃক উত্তমরূপে প্রতিপালিতা হওনপ্রযুক্ত প্রায়ই সতী হইত না। কিন্তু এই কলিযুগে শাস্ত্রের আজ্ঞা বিধানেতে স্ত্রীগণ যে দগ্ধ হইতেছে এমত নহে কেবল স্বজনের লোভপ্রযুক্তই। যেহেতুক কোন শাস্ত্রেও যদি সতীহওনের বিধান থাকে তবে শাস্ত্রান্তরে তাহার নিষেধও আছে। স্বজনেরা ঐ সকল স্ত্রীরদিগকে অত্যন্ত তর্জ্জনপূর্ব্বক শাসন করিয়া কহেন যে তোমরা যদি স্বামির মরণের পর জীবিতা থাক তবে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ঘটিবে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহারা অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করে এবং যদ্যপি কেহ এমত বিবেচনা করেন যে জীবদ্দশাতে থাকিতে লোকের বিশেষতঃ যুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সত্যতা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন। অতিযন্ত্রণাঘটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিন্তু অখ্যাতি ও দরিদ্রতা কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বারা ঐ দারুণ মৃত্যুভয়ও দূর হইতে পারে। তবে বঙ্গ দেশীয় লোকেরা অনেক সতী হওনবিষয়ে আপনারদের দেশ যে অত্যুত্তম জ্ঞান করিতেন সে অতিঘৃণাই। ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতী হওনের মুখ্যকারণ এই যে আত্মীয় স্বজনেব নির্দ্দয়তা ও লোভ। তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রে ও অযোধ্যা ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানে শাস্ত্র অতিমান্য ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই সকল প্রদেশে সতীহওন অত্যল্প।

অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরা ইহা বিবেচনা করুন এবং যুক্তিসহ এই আপত্তি যদ্যপি খণ্ডন করিতে পারেন করুন। বঙ্গদেশে যেমন সতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপালেও হইত কিন্তু জেনরল মাতবর সিংহের পরিবারস্থ বিধবারদিকে দেখিয়া বোধ হয় কেবল নির্দ্দয়তাপ্রযুক্তই বিধবারদিগকে চিতারোহণ করাইত। মাতবর সিংহ অতিধার্ম্মিক এবং অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ উক্ত যাত্রী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দিতে পারি

যেহেতুক আমিও ঐ পশুপতিনাথ তীর্থে গমন করিয়াছিলাম। ফলতঃ ঐ সিংহজী অতি-দয়ালু ও সৎস্বভাবী এইপ্রযুক্ত তাঁহার পরিবারস্থ বিধবারা আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নির্ভয় হইয়া স্ব২ বালকেরদিগকে প্রতিপালন ও সুশিক্ষিতকরণার্থ প্রাণধারণ করিতেছেন এবং যে নির্দ্দয় ব্যবহার শাস্ত্রানুগামি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক অতিবিরুদ্ধ ঐ ব্যবহার যে তিনি সচ্ছীলান্তঃকরণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত ঐ বিধবারদের আশীর্ব্বাদ পাইতেছেন। অন্য যাত্রী। নেপাল।

(৪ এপ্রিল ১৮৮০। ২৩ চৈত্র ১২৪৬)

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বহু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম সহমরণ রহিত করিবেন সেই তাৎপর্য্যানুসারে লার্ড উলিএম বেণ্টীঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান লোকের সম্মতি লইয়া ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত করেন কিন্তু ঐ আজ্ঞা প্রকাশ হইলে পর এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজে সভা করিয়া স্থির করিলেন ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বৃহদ্ব্যাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনা-জন্য সহমরণ পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগ্য অট্টালিকা [নাই] এই সুযোগে প্রস্তুত বাটী কিম্বা স্থান ক্রয় করিয়া তথায় বাটী প্রস্তুত করিলে ভাল হয় কিন্তু এসকল অধিক টাকার কর্ম্ম অতএব চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রস্তাবের পর চাঁদাপত্রে সকলে স্বাক্ষর করিলেন এবং তৎপরে ধর্ম্ম সভা নামে এক সভা স্থাপন হয় উক্ত সভার অভিপ্রায় ছিল হিন্দু জাতির ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রক্ষার্থে বেথি সাহেবকেও বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতবাসি বিচারকর্ত্তারা ধর্ম্ম সভার ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন তাহাতে সুতরাং ধর্ম্ম সভার মনস্তাপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চাঁদার টাকা সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন ঐ টাকার দ্বারা স্থান ক্রয় করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত্ত বাটী প্রস্তুত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস তাবৎ সভ্যেরা একত্র হইয়া দেখিলেই ক্রয় করা যায়। আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং ক্রয়ার্থে চাঁদার টাকাও সংগ্রহ করা গিয়াছিল কিন্তু কিজন্য ভূমি ক্রয় হইল না বলিতে পারি না।

সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ্য হইলে ধর্ম্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল ঐ সভা জগতের উপকার করিবেন এবং যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাও সভার শাসনে ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কার্য্য কেবল দলাদলিতে পর্য্যাপ্ত হইল আর স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব সভার

ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন নাই সুতরাং দাতারা হিসাব চাহিলে ঐ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন এই কথা বলিয়া নির্লিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি ঐ সমূহ টাকা শূন্যে২ উড়ীয়া গেল আমরা দেখিতেছি ঐ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর মনোভঙ্গ হিংসা দ্বেষ মাত্র বৃদ্ধি হইতেছে।

ধর্ম্ম সভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া সুকৃতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্ম্মরক্ষা করিবেন এবং সভাদ্বেষিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে ও সংস্রব রাখিবেন না কিন্তু এইক্ষণে সভাদ্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধর্ম্ম সভার পত্র চাটা চাটি হইতেছে আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এপর্য্যন্ত মঙ্গল কর্ম্ম কি হইয়াছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক বরং বিপরীত হইয়া উঠিতেছে দলাদলি ব্যাপারে সাধারণের কি লভ্য আছে তাহা বলিতে পারি না তবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিত সুসার হইয়া থাকিবে দুর্দ্দিন ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা মধ্যে২ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য হইতেছে অর্থাৎ স্বদেশীয় লোকেরদের পরস্পর প্রণয় যে মহা সুখের কারণ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে এবং ঐ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনারায়ণ রায় কুকর্ম্ম করিয়া কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ বক্তাবক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহা বলেন ধর্ম্ম সভার নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন হইবে আমারদিগের বোধ হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা ঐ সভা সুকৃতি ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাশপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটী করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়া তাহা উদরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য বটেন যখন পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা কহিবেন না।

যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নানা প্রকার বিদ্যা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোদ্ভব মহাশয়েরা বিদেশীয় সভ্যলোকের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন অতি লজ্জার বিষয় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব প্রভৃতি মান্য মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এপর্য্যন্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা হইয়াছে আর আপনারা ধার্ম্মিক অন্যেরা পাপিষ্ঠ এই অভিমান কি অজ্ঞানতা মূলক নহে ঐ মহাশয়েরা মহা বংশোদ্ভব হইয়া যে অভিমান করেন ইহা কি তাঁহারদিগের ঘৃণাজনক নিন্দাকর হয় না অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত মহানুভব লোকেরা এবিষয় বিবেচনা করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষয় অধম শূদ্র কৈবর্ত্তাদির কর্ম্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিপ্ত

থাকেন পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধর্ম্ম কর্ম্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন। ভাস্কর।

(১১ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।—সংপ্রতি কএক সপ্তাহাবধি ইণ্ডিয়ান জানরল ইণ্ডিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণপ্রভৃতি পত্রে সম্পাদক সাহেবেরা প্রসন্নকুমার বাবুর দেবীপূজাকরণবিষয় লইয়া মহান্দোলন করিতেছেন তাঁহারদিগের বোধে এ কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে। তাঁহারা কি জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে নক্ষত্র সকল দেদীপ্যমান হইয়াছে কিম্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা পশ্চিমদিগে সূর্য্যোদয় হইল কিম্বা বহ্নি শীতল হইলেন বা পর্ব্বতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে যেপ্রকার লোক চমৎকৃত হইয়া থাকে উক্ত সম্পাদকেরা প্রায় সেইমত আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন হায় কি দশার কথা প্রসন্নকুমার বাবু অতি সুবুদ্ধি বিদ্বান বিচক্ষণ বিখ্যাত বংশোদ্ভব বৈকুণ্ঠবাসি ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র যিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধন্য মান্য দেবদেবীপূজাদিবিষয়ে পক্ষপাতশূন্য অর্থাৎ হিন্দুরদিগের উপাসনাকাণ্ডবিষয়ে যে ধারা আছে তন্মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রধানরূপে চলিতা আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ গাণপত্য কেহ সৌর কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্ব্বাদিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে পক্ষপাতি জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কাহারো২ অত্যন্ত অনৈক্য দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি ব্যক্তি প্রশংসনীয় যেহেতুক তাঁহারা গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসনা যথাবিহিত করিয়া থাকেন অন্য দেবতাও তাঁহার নিকট তত্তুল্য মান্য যেমন একেই পাচ পাচেই এক। তাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে উক্ত বাবু অন্য ছিলেন তৎপ্রমাণ দেখুন শিব বিষ্ণু বিগ্রহ নিজবাটীতে স্থাপনা করিয়াছেন এবং মূলাজোড়ে ৺ গঙ্গাতীরে ৺কালীমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কিবা অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সেবার পরিপাটী করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কীর্ত্তিদর্শনে লোকসকল চমৎকৃত হয় এই মহামহিমাপন্ন মহাশয় আপন সন্তানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধর্ম্মকর্ম্মাদির উপদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক ঐহিক পারত্রিকের কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে।

অবোধ বালক কএক জন যাহারা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়া পৈতৃক যে ধর্ম্ম দেবদেবী-পূজা পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে চাহে তাহারদিগের প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তার্থে লিখিয়াছিলাম।

অপর তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা করা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ন ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পূজন জপ যজ্ঞাদিতে

কিপ্রকার ব্রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহার তুল্য অবিবেচক লোক আর নাই। . .

অপর উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা যদ্যপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পূজাদিকর্ম্ম পরমার্থবিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক করা উচিত। উত্তর অস্মদাদির নাটক গ্রন্থ যদি উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকেন অথবা ডাক্তর উইলসন সাহেবপ্রভৃতি যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কিপ্রকার কাব্য কৌশল পূর্ব্বের রাজারা করিয়াছিলেন এক্ষণেও কালিয়দমনযাত্রা চণ্ডীযাত্রা রামযাত্রা-প্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথবা অমান্য করা হইল এমত নহে তত্তৎকর্ম্ম অকরণেই দোষ।

পরন্তু যদ্যপি উক্ত সম্পাদকেরা এমত কহেন যে শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার বাবু নিজার্থ ব্যয়দ্বারা অনুবাদিকা অর্থাৎ রিফার্ম্মর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে দিতেছেন অতএব কৌতুকার্থে কি কেহ অর্থ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের লোক কৌতুকার্থ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃশ বোধ করিয়া থাকিবেন যে রিফার্ম্মর ও ইণ্ডিয়ান এই দুই কাগজের প্রকাশকদিগের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তামাসা দেখিব। অধিক কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের বাদানুবাদে ক্ষান্ত থাকুন যদ্যপি দুই চারি জন ইতর জাতির বালক তাঁহারদিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কএক ছোঁড়ার নাম আপনং কাগজে বাবু উপাধি দিয়া তাহারদিগকে বড় লোক জানাইয়া অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু আমরা তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত দুঃখিত বা ভাবিত নহি তাহারা অতিহেয় তাহারদিগের পরিবারেরা ঐ ছোঁড়াগুলাকে মলমূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা ঐ অর্ব্বাচীন বালকদিগের বিষয়ে যাহা লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা চর্চা কিছুই করিবেন না ইহা করাতে তাঁহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকেরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন।—সং চং।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

নববাবুদিগের নবকীর্ত্তি —যদ্যপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ্ঞ মহাশয়েরা ঔদাস্য না করিয়া অবশ্যই বিবেচনার দ্বারা ইহার কারণানুসন্ধান করিবেন এতদুৎসাহে উৎসাহী হইয়া ভবদীয় সন্নিধানে প্রেরিত করিলাম আপনি কৃপাবলোকন

করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইবেন বাঁশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৺ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺ রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাচঘরা সাকিনে এক জন গোদের ভবনে এক ইষ্টক-নির্ম্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুম মালা প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুপ্তের খালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার করিয়া দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়া নিবেদনপূর্ব্বক লিখিলাম ইতি। শ্রীজগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মব্যবস্থা

(২৩ অক্টোবর ৮৩১। ৮ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীশ্রী৺ শ্যামাপূজাব্যবস্থাবিষয়ে এতন্নগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ কেহ ব্যবস্থা দিয়াছেন শুক্রবার পূজা হইবেক এবং অনেকে শনিবার স্থির করিয়াছেন পটলডাঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য্য সুপণ্ডিত এবং অধ্যাপক ইনি শনিবার পূজার ব্যবস্থা স্থির করিয়া এক ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ সহিত পত্রপূর্ব্বক মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করান ......

তৎপরে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এক ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহাতে শুক্রবার পূজা কর্ত্তব্য ইহাই অবধারিত করিয়াছেন ।—সং চং।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬। ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩)

উদ্বন্ধন মৃত ব্যবস্থা নির্ণায়ক পণ্ডিতসভা। শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। প্রথমে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে আত্মঘাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিকা এক নিষ্প্রমাণক ব্যবস্থা চন্দ্রিকা পত্রে প্রকাশ করেন।

পরে সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতেরা তদ্বিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। ঐ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিগ্ধ হইয়া নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় কাশীপুরের বাসাবাটীতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সায়ংকালে সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর ন্যায়রত্ন শ্রীযুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান বিষয়ি বিজ্ঞলোক উপস্থিত ছিলেন।

অনন্তর রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার আপনি কি প্রমাণে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়া পাঠাইয়াছি। পরে বাবুর অনুমতিতে ঐ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিন্তামণিধৃত অগ্নিপুরাণীয় বচন বলিয়া লিখিত আছে। যথা জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিভ্যোমরণং যদি জায়তে। চান্দ্রায়ণ দ্বয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যায়নোব্রবীৎ। ঐ বচন দেখিয়া সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্নিপুরাণ চারি পাঁচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে ঐ বচন নাই। পরে তর্কালঙ্কার কহিলেন কৃষ্ণনগরের বাঁড়ুয্যেরদের সংগ্রহে আছে। পরে ঐ সংগ্রহ দুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে ঐ বচন মিলিল না। পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন বাড়ুয্যেরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহা আনাইয়া দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া গেল না। ইহাতে ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারকে কহিলেন আপনি পুস্তকাদি সঙ্গে না করিয়া কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্য২ লোকেরা কহিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে অবশ্য আনিতেন। পরে রায় বাবুর অনুমতিতে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঐ বচন পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে স্বয়ংপদ নাই তবে উক্ত ব্যবস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারপ্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মূলে ভুল স্থল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।—তৎসভাস্থস্য কস্যচিৎ কায়স্থস্য।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—খানাকুলকৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুদাস তর্করত্নভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি আমরা সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্রীং শারদীয়া পূজার বিষয়ে পঞ্জিকাতে ব্যবস্থা লিখিয়াছি দুই দিবস পূজা হইবেক। এবং নবদ্বীপ গণপুর বালি দিগসুই বাকসা কৃন্টি মেদিনীপুর বিষ্ণুপুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় যাবতীয় পঞ্জিকাকারেরা লিখিয়াছেন

দুই দিবস পূজা হইবেক তিন দিবস পূজা করা অশাস্ত্র কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন বাহাদুর আমারদের মত কহিয়া শ্রীযুক্ত গুরুদাস তর্করত্ন ভট্টাচার্য্যের নাম আপন স্বেচ্ছাতে মিথ্যা চন্দ্রিকাকারের ছাপাতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন অতএব নিবেদন যে উক্ত বাহাদুর আপন স্বেচ্ছাতে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নাম পোষকাথে দিয়াছেন ইতি।—শ্রীযুধিষ্ঠির দেবশর্ম্মণঃ শ্রীগুরুদাস দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীরঘুনন্দন দেবশর্ম্মণঃ শ্রীরামতারণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রী রাম দেবশর্ম্মণঃ শ্রীহরদাস দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবংসীধর দেবশর্ম্মণাম্।

(২৬ আগষ্ট ১৮৩৭। ১১ ভাদ্র ১২৪৪)

মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষকরণবিষয়ক পূর্ব্বে অশক্ত এমত আশ্চর্য্য ব্যবস্থা পত্র এই শ্রাবণের ১৮ তারিখের পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক পত্রে আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহা অনেকে প্রাপ্ত হয় না যদি আপনি অধো লিখিত পত্র দর্পণ পত্রে প্রকাশ করেন তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এইক্ষণে আমরা এই বিবেচনা করিয়া আপনকার নিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে সন্তোষ জন্মাউন।

অশেষ শাস্ত্রের আলোচনাতে আসক্ত এবং পণ্ডিতেরদের আনন্দ সমুদ্র বর্দ্ধনে চন্দ্রস্বরূপ অথচ গুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির গুণগ্রাহক পরোপকারক অনুপম মহিম শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদের প্রেরিত পত্রে শম্ভুচন্দ্র করজমহাশয়ের মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষকরণ বিষয়ক যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অনুসারে শাস্ত্র সম্মত অনেক পণ্ডিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে শ্রীমানেরদের নিকটে তাহা প্রেরণ করিতেছি শীঘ্র কৃপা করিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ করিবেন।

যদ্যপি এই বিষয়ে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার বিরুদ্ধমত ব্যবস্থা দেন তবে তাহাও প্রকাশ করিবেন যেহেতুক এই ব্যবস্থা পত্র অনেক পণ্ডিতের অনেক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ হইবেক। অতএব এই ব্যবস্থাতে যদি কোন পণ্ডিতের বিপরীতমত দৃষ্ট হয় তবে তাহা পণ্ডিতের দ্বারা অবশ্য আমরা সমাধান করিব বাহুল্যে আবশ্যক নাই এই পর্য্যন্ত থাকুক। শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তী।

প্রশ্নঃ।—কাশীতে মৃত্যু হওন নিমিত্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যার দশ বৎসর বয়স্ অতীত হওয়াতে রজো দর্শনের আশঙ্কায় তাহার ভ্রাতা ঐ ভগিনীর বিবাহ দেওনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব্ব দিনে পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করিবেক কি মাসিকাপকর্ষ না করিয়া করিবে ইহার ব্যবস্থা আচার ও শাস্ত্র সম্মত লিখিবেন।

উত্তর।—কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যার দশ বৎসর বয়স অতীত হওয়াতে রজস্বলা শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহার্থ পূর্ব্ব দিবসে তাহার পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ।

ইহার প্রমাণ।—···শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং সিমলা। শ্রীরামকান্ত শর্ম্মণাম সাং বাগবাজার। শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম সাং বরাহনগর। শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং বাগবাজার।

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিণ্ডীকরাণপকর্ষ কর্ত্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ষ শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ।···শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং কালীঘাট। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং ভবানীপুর। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং ভবানীপুর।

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও পুত্রাদি বিবাহাদির নিমিত্ত সপিণ্ডীকরণাপকর্ষের নিশ্চয় করিলে মাসিক সকলেরো অপকর্ষ করা যুক্ত বটে···। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণাম সাং ভূকৈলাশ।

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব পিতা মাতার অবিবাহিতা কন্যার দশবৎসর বয়স অতীতপ্রযুক্ত রজোদর্শন আশঙ্কাতে ঐ কন্যার ভ্রাতাদি পাপপরিহারের নিমিত্তেই পূর্ব্বদিবসে মাসিকাদি সপিণ্ডীকরণান্ত কর্ম্ম করিয়া পরদিবসে ঐ ভগিনীর বিবাহ দিবে ইহা পণ্ডিতেরদের মত। শ্রীরামকমল শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীরামহরি শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম সাং বালি।

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ স্থলে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য মাসিক সকলেরও অপকর্ষকরা শাস্ত্রসিদ্ধ শিষ্টলোকের আচারো সেই প্রকার ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। শ্রীরামধন শর্ম্মণাম সাং সিঙ্গুরে।

ষষ্ঠ মাসে বিবাহাদির পূর্ব্বদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিবে কিন্তু ষষ্ঠ মাসিকের পরই তাহা করিবে না ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মণাম সাং জনাই।

(১০ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪)

মহামহিম শ্রীযুত পণ্ডিতবর্গ সমীপেষু।—প্রশ্ন। এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভয় দেশে উপনয়নাদি কর্ম্ম হইতে পারে কি না ইহার শাস্ত্রানুসারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর।—এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বঙ্গ এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিরূপ কর্ম্ম হইতে পারে না ইহা পণ্ডিতদিগের পরামর্শ।

ইহাতে প্রমাণ।— ... ...

ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীনিমাইচন্দ্র শিরোমণি শর্ম্মণাম্
ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঐ
ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীহরনাথ তর্কভূষণ ঐ
ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শর্ম্মণাম্
ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ স্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরামজয় শর্ম্মণাম্
ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শর্ম্মণাম্
ধৰ্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীগঙ্গাধর তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীহরিপ্রসাদ তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীপ্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীসর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ঐ
কাশী পাঠশালাস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রি পাণ্ডেয়োপনামক শ্রীঈশ্বর দত্ত শর্ম্মণাম্
সদর দেওয়ানী পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপনিবাসি শ্রীদেবীচরণ তর্কালঙ্কার ঐ
তথা শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীশ্রীরাম শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্

পুরণিয়া রাজ সভাধ্যক্ষ জ্যোতির্ব্বিচ্ছ্রীমন্যু শর্ম্মণাম্ ববেলি নিবাসি শ্রীচেতেন্দ্র শর্ম্মণাম্

খিদিরপুর নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম্
কুমারহট্ট নিবাসি শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্
খামারপাড়া নিবাসি শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ঐ
আড়পুলি নিবাসি শ্রীপার্ব্বতীচরণ ঐ
নৈহাটি নিবাসি শ্রীরামকমল ঐ
উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীউমাকান্ত ঐ
বালি নিবাসি শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণাম্
ফরাস্‌ডাঙ্গা নিবাসি শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্
বাঁশবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মণাম্

যশোহর নিবাসি শ্রীবিরূপাক্ষ শর্ম্মণাম্
খড়দহনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রীহরচন্দ্র ঐ
পাঞ্চালদেশ নিবাসি শ্রীজীবনরায় ঐ
সর্য্যূপার নিবাসি শ্রীরামশরণ শর্ম্মণাম্
পাঠশালাস্থ শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মণাম্

ধর্ম্মস্থান

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

বৈদ্যনাথ।—বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবালয় অর্থাৎ বৈদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় বনের মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্তু সেই বনে এক্ষণে বসতি হইয়াছে ঐ সকল মন্দিরবাটীর পরিসর প্রায় এক পাদ পরিমিত হইবে এবং যাত্রিরদের উপকারার্থে তৎসন্নিহিত স্থানে তিনটা পুষ্করিণী খনন হইয়াছে ঐ সকল পুষ্করিণীর জল পদ্মপুষ্পাচ্ছন্ন আছে। ঐ বাটীতে গয়াধামের মত ১৬ মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হস্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ হস্ত পরিমিত এবং ঐ সকল মন্দিরের চূড়াতে ত্রিশূল অর্পিত আছে ও ঐ সকল মন্দিরের চত্বর প্রস্তর নির্ম্মিত ও তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দরজাগুলি অতিশয় খর্ব্ব তন্মধ্যে যে প্রধান মূর্ত্তি সে মহাদেবের এবং ঐ মন্দিরে দিবা রাত্রিতে একটা আলোক অতিদূরহইতে সন্দর্শন হয় ও ঐ দেবালয় সকলের দেয়াল ও মেজে ধুম ও তৈলেতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। অপর যে সকল যাত্রিরা ঐ দেবালয়ে গমন করে তাহারা হরিদ্বার এবং অন্য২ পবিত্রস্থান হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক যেমন ঐ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে তেমন তদ্দারা ঐ শিবলিঙ্গের মস্তকে অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্ম্য ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য২ সকল অতিপবিত্রস্থানের মাহাত্ম্যের তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও কর্ণাটদেশের চিলম্বারম্ ও তৃণমালি স্থান যদ্রূপ পাবনত্বরূপে খ্যাত তদ্রূপ ঐ বৈদ্যনাথ স্থান পাবন তদপেক্ষা কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ স্থান শ্রেষ্ঠ। অপর হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সেই স্থানে প্রতিবৎসরে কেবল জিলা বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ যাত্রি উপস্থিত হয়। ক্লীবেলণ্ড সাহেব ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব যে সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট ঐ মন্দিরের প্রধান অধিকারির বৃত্ত্যর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ গ্রাম প্রদান করেন।

ঐ সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় না যেহেতুক মহাদেব মণ্ডলি নামক মঠের বহির্দ্বারের উপরিস্থ এক প্রস্তরে খুদিতাক্ষরদ্বারা বোধ হয় যে ঐ সকল মন্দির শালিবাহন রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল। দেবালয়ের সন্নিহিত চতুষ্ক্রোশের মধ্যে আরও কএক মন্দির আছে সে সকলি বৈদ্যনাথের মন্দিরের

ব্যাপ্য। বিশেষতঃ প্রথম হরলি জুরি অর্থাৎ দুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্থাপিত এক মন্দির। সেই মন্দিরের পূজকেরা কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলদ্বীপহইতে আনীত হন সেই সময়ে এই স্থানে বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব তাঁহারা ঐ মন্দিরের নিকটে প্রাচীন দুই বৃক্ষের গুঁড়ি যাত্রিরদিগকে দর্শন করান এবং ঐ গুঁড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে ও তাহার তলে নীলকণ্ঠের এক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে ত্রিশূল কুণ্ডনামক একটা অতি আশ্চর্য্য চৌবাচ্ছা আছে তাহা ১৬০ হস্তপরিমিত পরিসর এবং তাহার চতুর্দ্দিগ প্রস্তরেতে মণ্ডিত সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষয়ণীয় অর্থাৎ সর্ব্বদা ঐ আকরহইতে জল উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যনাথের নিকটে তপস্যবননামক এক বন আছে তৃতীয়তঃ তন্নৈর্খ্যতকোণে চৌল পর্ব্বতনামক এক পবিত্র স্থান আছে। চতুর্থতঃ তাহার এক ক্রোশ পশ্চিমে নন্দননামক এক বন আছে।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

ভারতবর্ষের দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্তি।—লণ্ডন নগরের কোম্পানি বাহাদুরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইণ্ডর সাহেব নীচে লিখিতব্য দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাকা প্রাপ্তি হয় তন্মধ্যে এই তফসীল করিয়াছেন।

গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	৯৯২০৫০
গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	৪৫৫৯৮০০
গত ষোল বৎসরে প্রয়াগে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	১৫৯৪২৯০
গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে ত্রিপেটি তীর্থে যাত্রির স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	২০৫৫৯৯০
সর্ব্বসুদ্ধ। ...	৯০২২১৫০

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

আসামদেশের উমানন্দ পর্ব্বতের অঙ্গ হীন।—গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্ব্বদেশেই বিপদ ঘটিয়াছে……। ঐ ঝড়ে যে অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে তাহা লিখি কখন শুনা যায় নাই যে ঝড়ে পর্ব্বত পড়ে ঐ ঝড়ে তাহাও পড়িয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে স্থিত ভস্মাচলনামক পর্ব্বত তাহাতে শ্রীশ্রীউমানন্দ নাম ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যনাথ মহাদেব বিরাজমান ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণদিগে প্রায় দশবার হস্ত পরিমাণ এক খণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে এমত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই গত বৎসর ঐ পর্ব্বতের এক বৃক্ষ উৎপাটন হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল

তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ দেখিয়া রাজ্যের অলক্ষণ বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে ঐ পর্ব্বতের অঙ্গহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন ইতি ২৬ আশ্বিন। কস্যচিৎ কামরূপনিবাসিনঃ।—চন্দ্রিকা।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

শ্রীবৃন্দাবন।—শ্রীবৃন্দাবন ধামবিষয়ক নিম্নে লিখিত যে বিবরণ আমরা মফঃসল আকবরহইতে এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের সন্তোষার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্যই তাঁহারদের সন্তোষ জন্মিবে।

শ্রীবৃন্দাবনধাম অতিপ্রসিদ্ধতীর্থ। এবং বঙ্গদেশীয় ধর্ম্ম নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা ঐ তীর্থে গমন করেন। প্রায় বৎসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাঁহারদিগকে দেখা যায় কিন্তু পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তাঁহারা বঙ্গদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশ-হইতে আগমন করেন ঐ উভয় দেশীয় যাত্রিকারা হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকেরদের ন্যায় ঘাঘরা পরিধান না করিয়া পুরুষের ন্যায় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাতীরে ও নগরীয় রাজবর্ত্মে এবং কখন২ বা শাখানগরে চঙ্ক্রম্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরতপুর কোটাপ্রভৃতির রাজারদের খরচে ঐ সকল পাবন পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহঃ মোন২ মটর দেওয়া যায় ঐ পশুগণকে কেহই হিংসাদি করিতে পারে না। এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর হইল দুই জন ইউরোপীয় সেনাপতিসাহেব ঐ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকেরা অত্যন্ত রাগোন্মত্ত হইয়া সাহেবেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবেরা ঐ অতিসঙ্কটে পলায়ন করিতে২ যমুনানদী সন্তরণসময়ে মগ্ন হইয়া লোকান্তরগত হইলেন।

উক্ত যাত্রিগণ বৃন্দাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্য করেন তাহার কারণ এই যে বৈষ্ণবের পরমোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ এগার বৎসরবয়ঃপর্য্যন্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত আছে এবং তিনি সেই ধামে নানা নামে পূজ্য। সেই স্থানে তাঁহার নানা নামেতে নানা মন্দির গ্রথিত আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তাঁহার উপাসক বৈষ্ণবগণ তাঁহার নানা নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ উচ্চ স্বরে গান করিয়া থাকেন।

বিদেশীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল অট্টালিকা ও অনেক২ সুদৃশ্য স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাতে যমুনাতীরস্থ অট্টালিকাদির যেমন শ্রেণী তদনুসারে পশ্চিম ধারঅবধি আরম্ভ করিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে। নানা সুদৃশ্য বস্তুর মধ্যে প্রথমতঃ অতিসুচারু কদম্ব বৃক্ষ নগরপ্রান্তে যমুনানদীর প্রতি শাখাতে নংনম্যমান আছে। কথিত আছে যে ঐ স্থানহইতে কালিয় নাগের মস্তকোপরি কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়াছেন এবং কহে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নেতে ঐ কদম্ব বৃক্ষ চিহ্নিত আছে ইহা স্মরণার্থই তাবৎ ব্রজ দেশ ব্যাপিয়া কদম্ববন রোপিত হয় ঐ বনের নাম কদম্বখণ্ডী।

ঐ বিখ্যাত কদম্বতরুর কিঞ্চিন্নিম্নভাগে রক্ত বর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ এক

মন্দির আছে এবং তাহার চতুর্দ্দিগেও তদ্রূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত অনেক ক্ষুদ্র২ কুঠরী আছে। ঐ মন্দিরের চূড়োপরি এতদ্দেশীয় লোকের উষ্ণীষের ন্যায় এক আকৃতি নির্ম্মিত আছে তাহা এমত দৃশ্যমান হইয়াছে যে অগ্রভাগে গ্রন্থিবিশিষ্ট একটা রক্ত বর্ণ বস্ত্রের স্তম্ভবিশেষ। তাহা কাবল অথবা পাঞ্জাবদেশীয় এক জন বণিককর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা মদনমোহনকা মন্দিরনামে বিখ্যাত ঐ মন্দির অতিসুদৃশ্য ও অতিদূরদৃশ্যও বটে তাহার নিকটে অপর দুইটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদন্তরিত পূর্ব্বভাগে ভরতপুরের রাজবংশ্য গঙ্গারাণীকর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত এক ক্ষুদ্র রাজবাটী আছে। ঐ রাজবাটী সর্ব্বত্র কাছারীবাটীনামে বিখ্যাত ঐ বাটীর দক্ষিণভাগে যমুনাতীরে উক্ত রাণীর বাসস্থান ঐ রাজবাটী দোতালা। এবং ভরতপুরের অন্তঃপাতী ভুবাসস্থানের সন্নিহিত অতিনির্ম্মল শিশুমৃগের ন্যায় বর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত যে রাজবাটী তাহার অন্তঃপ্রকোষ্ঠের তাবন্নির্ম্মাণও তদ্রূপ প্রস্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহা অতিসুদর্শনীয়। মথুরাস্থ শিবিরহইতে যে সাহেবেরা বৃন্দাবন দর্শনাদি করিতে আইসেন তাঁহারা প্রায় ঐ স্থানেই ভোজনাদি করেন।

ভরতপুরের রাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একটা চবুতর আছে এবং তাহা প্রস্তর বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী নৃত্যাদি করিতেন ঐ স্থানহইতে কিঞ্চিদন্তরে এবং নদীহইতে কিঞ্চিদ্দূরে জয়পুরের বর্ত্তমানা রাণী শ্রীকৃষ্ণের সম্মানার্থ এক অত্যুত্তম নূতন মন্দির গ্রন্থন করিয়াছেন। ঐ মন্দিরের তাবদবয়বই রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বিগ্রহের নিজমন্দির শুক্লবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ঐ মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এক বিগ্রহ আছেন তাহা হরিমোহন বৃন্দাবনচন্দ্রনামে বিখ্যাত সেই মূর্ত্তির কৃষ্ণের ন্যায় মুখ এবং তাহাতে স্বর্ণময় বংশী ন্যস্ত আছে ফলতঃ তদ্দেশে কৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ লক্ষণ এই যে কৃষ্ণবর্ণ ও বংশী ও একপ্রকারবিশেষ উষ্ণীষ আছে।

শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদন্তরে গোবিন্দজীকা মন্দির নামে এক অতিসুদৃশ্য মন্দিরের ভগ্ন অবয়ব আছে পূর্ব্বে ঐ মন্দিরই বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের সামগ্রী ছিল এবং অদ্যাপি তাহাতে যে ভগ্নাংশসকল আছে সেও পরমসুন্দর কিন্তু পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের উপরিভাগ আওরংজেব বাদশাহ খামখা নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির অতি-বিখ্যাত জয়পুরের রাজা জয়সিংহকর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত। তাহার নির্ম্মাণ প্রকার হিন্দুরদের মন্দিরের ন্যায় তাহার আকৃতি এক প্রকারে রোমাণ কার্থলিকেরদের গির্জাঘরের ন্যায় তাহার দীর্ঘাংশ আশী হাত লম্বা এবং পরিসরে ছেষট্টি হাত। পূর্ব্ব কোণে এক প্রকার অষ্ট কোণাকৃতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় ছাব্বিশ হাত উচ্চ পয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাত তাহাই একপ্রকার চূড়ার ন্যায় দৃশ্য হয়। অট্টালিকার ঐ ভাগে কৃষ্ণের মহাগোবিন্দজীনামে বিখ্যাত মূর্ত্তি স্থাপনার্থ ঐ মন্দির গ্রথিত হয় কিন্তু ঐ মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্থানহইতে উত্থাপনপূর্ব্বক জয়পুরে নীত হয় ঐ

তাবৎ অট্টালিকা রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তন্মধ্যে প্রস্তরে নির্ম্মিত উত্তম২ ছবি আছে।

নগরের পূর্ব্ব কোণে গঙ্গাতীরহইতে কিঞ্চিদন্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতি সুন্দর শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটী শৃঙ্গাকার স্থাপিত আছে। কিন্তু যে ইউরোপীয়েরা মন্দিরের অন্তর্ভাগ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাঁহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পারিলাম না।

শ্রীবৃন্দাবনে আরো অনেক২ সুদৃশ্য ক্ষুদ্র২ রাজবাটী ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ ভরতপুরের লছমী রাণীর এবং কেরাউলির রাজার ও দতিয়ার রাজার এবং অতিবিখ্যাত হিম্মত বাহাদুরের অট্টালিকা আছে এবং বৃন্দাবনের ইতস্তত আম্র ও তিন্তিড়ীর অনেক উদ্যান আছে তদ্ব্যবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্তু যমুনানদীর তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাট ও বাটী মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্ ব্যক্তির লালসা না জন্মে।

(১৩ জুন ১৮৩৫ । ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় মহোদয়েষু।—আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিষয় প্রকাশ হইয়া জনপদের বহুবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা নিরুপায় তাহারদের সদুপায় দর্পণদ্বারা হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ করিয়া মান দান করিবেন। জিলা হুগলির অন্তঃপাতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাঁহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীপদ কৃষ্ণানন্দ নামে এক জন দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রজারদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। এবং তাহাতে প্রজা সকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণনে বর্ণাভাব। যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতিধার্ম্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার জজ মাজিস্ত্রেট ছিলেন। দণ্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবায় তিন চারি মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। তৃতীয়তঃ দুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দণ্ডীমজকুরকে পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে ঐ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম সুখে কালযাপন করিতেছিল।

সংপ্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের সাহেবেরা তজবিজ করিয়া ঐ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দণ্ডিকে সেবাত করিতে জিলায় কালেকুটরীতে অনুজ্ঞা করেন কিন্তু কালেকুটর সাহেব ঐ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশ্‌তেহার জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার এক জন পরমানন্দনামে অতি-জ্ঞানবান। দ্বিতীয় অচ্যুতানন্দ ঐ দুষ্কর্ম্মান্বিত দণ্ডি চেলা। তৃতীয় জ্ঞানানন্দনামে এক

দণ্ডী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবায় কালেক্‌টর সাহেব পরীক্ষায় পরমানন্দ দণ্ডিকে অতিবিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহ্যকরতঃ অচ্যুতানন্দকে অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছেন তুমিও সেই পথাবলম্বন কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফঃসল সুরতহালের অনুমতি লইয়া কএক জন মফঃসলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এ যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিস্ত্রেট সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোন্ হুকুমপ্রমাণে এবিষয়ের মধ্যে বসাইয়া সুরতহাল করিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে মোকাম-মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকার বসাইয়াছিলেন ফলতঃ আমলারদিগের সহিত কৃষ্ণানন্দ দণ্ডির এরূপ পরামর্শকরাতে এই জনরব উঠিল যে তাহার চেলা গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্লোকই ভীত ও দুষ্টলোক সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্ব্বপ্রায় লোকের উপর দৌরাত্ম্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছে। এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মোকাম সোশাইডাঙ্গার নিকটে দুই তিন খান মহাজনি নৌকা মারা পড়িয়াছে যে ব্যক্তি এইক্ষণকার কালেক্‌টরীর সরবরাহকার তিনি এই সকল দৌরাত্ম্যের কতক২ কালেক্‌টরীতে এত্তেলা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমলাসকলই তাহার সহায় আছেন এবিষয়ে অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকার মাজিস্ত্রেট সাহেব অতি-সদ্বিবেচক কিন্তু ঐ দণ্ডির চেলা পুনর্ব্বার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই ভয়ে মাজিস্ত্রেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম। হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণপার্শ্বে এই পত্রখানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাধিত হই যেহেতুক পরোপকারে ধর্ম্ম আছে অলমতিবিস্তরেণ। কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ।

(৭ অক্টোবর ১৮৩৭। ২২ আশ্বিন ১২৪৪)

জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয়।—কোর্ট অফ ডৈরেকটরের আজ্ঞাবশত গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের কর উঠিয়া দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকলে জানেন কোর্ট অফ ডৈরেকটরের ইচ্ছানুসারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে লিখিব।

১৮৩৫ সালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত বেতন যাহা দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা দিবেন আর জগন্নাথের মন্দিরের যে সকল কার্য্য তাহাতে যেন ইঙ্গরেজের হস্তার্পণ না হয় এবং তৎকর্ম্ম উত্তমরূপে হয় তন্নিমিত্ত ১৮০৯ সালের ৪ আইনানুসারে খুরদার রাজার প্রতি ঐ সকল কর্ম্মের ভারার্পণ হয় পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যত বেতন দিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮০৮ সালে লর্ড মিণ্ট সাহেব ৫৬,০০০ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিম্বা বসাত ক্রয়করণে পাণ্ডারদিগের অক্ষমতাপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে উড়িষ্যার সুবেদারেরা যেমত পূর্ব্বে দিত এইক্ষণে

গবর্ণমেণ্টও সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপর্য্যন্ত দিয়াছিলেন তদনন্তর বনাতের গুদামঘর না থাকাতে তৎপরিবর্ত্তে ১০০০ টাকা করিয়া দিতেন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের সেবার্থ যে সকল ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাহইতে বার্ষিক ২১,০০০ টাকা উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা অন্যান্য উপায়েতে হইত আমারদিগের কটক জিলা অধিকারানন্তর ২ বৎসরপর্য্যন্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্দ্ধারিত হয় নাই ইহার পর জগন্নাথের সেবার্থ যত ব্যয় হইত তাহা যাত্রিরদিগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়া ও প্রয়াগেতে কর লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন তাহা সকলে জানিতে ইচ্ছা করেন তন্নিমিত্ত আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধো লিখিতেছি।

পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত

কর গ্রহণে আয়	২৪,৩৭,৫৭০ টাকা
সর্ব্বসুদ্ধ	২৪,৩৭,৫৭০
প্রতিবৎসর	১,১৬,০৭৪
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	১১,৫৪,৪৪০
প্রতিবৎসর	৫৪,৯৭৩
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	১২,৮৭,৭৯০
প্রতিবৎসর	৬১,১০১

প্রয়াগে মিরভর করগ্রহণে ২৪ বৎসরে অর্থাৎ ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত।

সর্ব্বসুদ্ধ আয়	১৬,৪৬,৬৫৭ টাকা
প্রতিবৎসর	৮২,৩৩২
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	১,৪০,৭৮৮
প্রতিবৎসর	৭,০৩৯
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	১৫,০৫,৮৬৯
প্রতিবৎসর	৭৫,২৯৩

গয়ালিরদের কর গ্রহণে ১৮০৩ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত ২৮ বৎসরে।

সর্ব্বসুদ্ধ আয়	৬৩,৪৬,৭৬২ টাকা
প্রতিবৎসর	২,২৬,৬৭০
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	৯,৯৭,১৮৩
প্রতিবৎসর	৩৫,৬১১
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	৫৩,৪৯,৫৭৯
প্রতিবৎসর	১,৯১,০৫৬

অদ্যপর্য্যন্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমরা দুঃখিত আছি, কিন্তু গয়া ও প্রয়াগেতে গবর্ণমেণ্টদ্বারা যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে ন্যূন এবং

শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহাতে যে ব্যয় আর যাত্রিরদিগের নিমিত্ত যে চিকিৎসাগার তাহার ব্যয় পুরীর করহইতে সম্পন্ন হয় অতএব ইহাতে জগন্নাথের সেবার্থ গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে স্বীকার করেন তাহাই হয় তদ্ব্যতিরেকে লাভ হয় না।

মহারাষ্ট্রেরদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের উপর কর নির্দ্ধারিত ছিল ঐ মহাপ্রসাদের কাষ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার আদায়করণার্থ এক জন রাজসম্পর্কীয় লোক বিক্রয়সময়ে আবশ্যক হইতে পারিত কিন্তু ইহা হইলে অত্যন্ত ক্লেশ জন্মিত এই জন্যে ঐ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটা মূল্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এই টাকা বাদে গবর্ণমেণ্টের যে বেতন দাতব্য ছিল তাহা দিতেন তথাপি সিবিল এডিটরের হিসাবে এই টাকা লেখা যায় ইহাতে তাহারদিগের পরিশ্রমমাত্র লাভ আর ইহাতে মিসেনারি মহাশয়রা নিশ্চয় বোধ করেন যে কাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্যানুসারে গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ হয় এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করাতে মিসেনারি মহাশয়রা গবর্ণমেণ্টকে অনুযোগ করেন এই জন্যেই ১৮৩৭ সালে জুলাই মাসে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নিজ পত্রে লেখেন যে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগেতেই রথ যাত্রায় সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্ঠময় মহাশয় আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া দর্শনেচ্ছুক সহস্র২ যাত্রিসমূহের নয়নগোচর হইবেন যদ্যপি ঐ ফ্রেণ্ড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা যায় যে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগে কিপ্রকারে রথযাত্রা সমারোহ হইবে তাহাতে তখন তিনি মৌন-প্রায় হইবেন আমরা শুনিয়াছি যে যাহারা দক্ষিণ প্রদেশে রথযাত্রা দেখিয়াছে তাহারা পুরীতে তদ্রূপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখিয়া পুনর্ব্বার কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছা করে না গত কএক বৎসরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৭০০০ লোক একত্র হয় ইহারা অত্যন্ত দুঃখী ও প্রায় মগ্ন হইয়া চীৎকার করে জগন্নাথের এবং পুরীর নিকটস্থ রথের দ্বাদশ হস্তী আছে আর কতিপয় ইউরোপীয় লোকও দর্শনেচ্ছু হইয়া আসিয়া থাকে ইহা হামিণ্টনকৃত ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটেতেও লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড মহাশয় কি কারণ কহেন যে পুরীর নিকটস্থ লোক না থাকিলে রথ অর্দ্ধেক পথে ক্লেদমধ্যে পড়িয়া থাকিত তিনি কি সকলকে আপনার ন্যায় অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাণ্ডা মনে করে যে সাহেব লোকেরা জগন্নাথের পূজার নিমিত্ত উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক২ বার তাহারদিগকে রথ দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব বোধ হয় যে মিসেনরি সাহেবেরা যখন২ সে স্থানে গমন করেন তখন তাঁহারা কেবল পাণ্ডাদিগের ঐ অভ্যাসহেতু অপমান প্রাপ্তহওন হইতে রক্ষা পান আর মিসেনরি সাহেবেরা সে সময়ে ঘোষণাকরত যাহা বলেন তাহা কেহই বুঝে না এবং যে পুস্তক তাঁহারা বিতরণ করেন তাহাতে তাঁহারদিগের অভীষ্টসিদ্ধ কদাচ হয় না কেননা তাঁহারা যে স্বাধীনে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার করে

ইস্পেনদেশীয় লোকেরদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ যখন নিম্মাল্য গোধূমপিষ্টক তাহারদিগের সম্মুখে স্থাপিত করেন তখন এক জন বৈধর্ম্মিক তাহারদিগের মনে অন্য প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে যে মত নিষ্ফল হয় তদ্রূপ রথযাত্রাকালীন মিসেনরি সাহেবেরদিগের উপদেশ বৃথা হয়।

সে যাহা হউক রাজাজ্ঞাপ্রযুক্ত যাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭,০০০ টাকা অঙ্গীকারমতে অবশ্যই দিতে হইবে কিন্তু ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১,০০০ টাকা লইয়া থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা কেবল দুইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট দান করিতে পারিবেন ইহার প্রথমপ্রকার এই যে আপনারদিগের কোষহইতে প্রতিবৎসর ৩৬,০০০ টাকা দিউন কিম্বা ঐ টাকা বার্ষিক উৎপত্তিবিশিষ্ট ভূমি ইহার পরিবর্ত্তে দান করুন দ্বিতীয়প্রকার এই যে খুরদার রাজার সহিত কোন বন্দোবস্ত হউক যে তিনি ঐ কর গ্রহণ করিয়া ব্যয়ব্যতীত অবশিষ্ট টাকা নিজস্ব করিয়া লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দোষ দেখি না কেবল গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইবে কেননা তাহারদিগের ৩৯,০০০ টাকা দান করিতে হইবেক আর তদ্ব্যতিরিক্ত যে ৬১,০০০ টাকা রাস্তার নিমিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন কিন্তু যদি এরূপ ব্যয় করিতে পারেন কিম্বা মিসেনরিরা যদি আর কোন উপায় দেখাইতে পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই যদ্যপি জাহাজের কর বৃদ্ধি করিয়া এ টাকার উৎপত্তি হয় তবে মিসেনরিরা জানিবেন যে তাঁহারাও অন্য লোকের সহিত জগন্নাথের বাদ্যকরের বেতন দিয়া থাকেন আর যে২ করযুক্ত বস্তু তাঁহারা ভোগ করেন তাহার কিঞ্চিৎ কর দেবপূজা বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় তথাপি গবর্ণমেণ্ট যে ঐ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিবেন আরও কহি যদ্যপি যাত্রির কর রোধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক দিবস পর্য্যন্ত তীর্থ করিতে যাইবেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদায় হয় তাহা পাণ্ডারদিগের হস্তে যাইবে পাণ্ডাতে এপ্রকার ধনের বর্ষণ হইলে কখনই আলস্যবান হইয়া থাকিবে না দ্বিতীয় পন্থা স্থির করা দুষ্কর ১৮০৯ সালের ৪ আইনের ৬ অধ্যায়ে যাত্রিরদিগের পথ উত্তরে কেবল উত্তর নলাঘাট ও দক্ষিণে লোকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই দুই স্থান মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে আছে আর যাত্রিরা কেবল কালেকটরের আপীসের অনেক পেয়াদা থাকাতে হইতে পারে না আর যে পাশ না দেখাইলে মন্দিরে যাইতে পারে না ইহাতেও তাহারদিগের নিষ্করে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কর সঞ্চয় পুরীর বাহিরে করা আবশ্যক কেননা স্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথকে বাহিরে আনিতে হয় ও রথযাত্রার সময় রথদ্বারা প্রায় এক ক্রোশ পথ আনয়ন কবিতে হয় অতএব লোকেরা স্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়া এক পয়সাও না দিয়া ফিরিয়া যাইবেক অতএব যাত্রী নহে ইহা নিশ্চয় স্থির না করিলে কাহাকেও পুরীর মধ্য আসিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্তু ইহা করিলে সর্ব্বদা বিবাদ জন্মিবে যে২ ব্যক্তি রাজার ইচ্ছামত কর দান না করিবেক তাহারদিগকে রাজা হয়তো আসিতে দিবেন না সুতরাং অনেকে একত্র হইয়া কলহ করিতে উদ্যুক্ত হইবেক

ইহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সহকার্য্য প্রার্থনা করিবেন। রাজা কিপ্রকার যাত্রিগণহইতে টাকা বলদ্বারা আদায় করিবেন তাহা অনুভব করা দুষ্কর নহে ইহাতে যাহারা বিহিত কর দিবেক না তাহারা সকলই বিলম্বপ্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিষ্করে গমন করিতে পারে যে সিপাহী লোক তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেক আর যেহ পর্ব্বতীয় রাজার প্রতি লোকেরদিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরদার রাজা এক জন যশস্বী অতএব দেশে এপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদায়ক হইয়া অত্যন্ত প্রবল হইবেন পরে তাহা হইতে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরবাসিরা তাহারদিগের অধ্যক্ষের দোষে কিপর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি খুরদা দেশ গুমসর দেশের নিকটবর্ত্তি দুই দেশের রীতি ধারা এক প্রকার আর লোকেরদিগের ভাষাও প্রায় এক ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যে অত্যন্ত ক্লেশে জগবন্ধুর উপপ্লব দমন হয় তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই অতএব এপ্রকার কার্য্য কর্ত্তব্য নহে সুতরাং অবশ্যই গবর্ণমেণ্টকে পুরীতে ঐ ব্যয় স্বীকার করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে সঞ্চিত করও ত্যাগ করিতে হইবেক।

আমারদিগের বোধ হয় যে কর সঞ্চয় রোধ না করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া পাণ্ডাদিগকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করণার্থ ৩৬,০০০ টাকা দান করা শ্রেয় কেবল পাশ দিবার বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে হইবেক কিন্তু তাহা শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে আর যাহা কর গ্রহণে আয় হইবে তাহা পুরীতে বা কলিকাতাতে এক পাঠশালা স্থাপনার্থ এডিউকেসন কমিটির হস্তে দান করা উচিত ঐ পাঠশালাতে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস হইবে ১,০০০ এবং ২,০০০ টাকা করিয়া উত্তম ইঙ্গরেজী লেখককে পুরস্কার করা কর্ত্তব্য এই লেখার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইবেক আর যাহারা কিয়ৎকাল ঐ পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাস করিবে তাহারাই এপ্রকার পরিতোষিকের পাত্র হইবে ইহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি ও সুচেষ্টার বৃদ্ধি হইবেক এবং ইহাতেই তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর হইবাতে তাহারদিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যথার্থ শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন তাহাতে সকল জাতিতেই এ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

হিন্দুকালেজের নিকটবর্ত্তি প্রস্তাবিত গির্জা।—হিন্দু কালেজের নিকটে যে গির্জা স্থাপনার্থ শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত আর্চডিকন সাহেব কল্প করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে গত সপ্তাহের সম্বাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ এই বিশেষতঃ উক্ত সাহেবেরা ঐ গির্জা স্থাপন করিয়া তাহাতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বাড়ুয্যেকে ধর্ম্মোপদেশকতা কর্ম্মে নিযুক্তকরণের মানস করিয়া গির্জা স্থাপনার্থ হিন্দু কালেজের নিকটবর্ত্তি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে ঐ গির্জা নির্ম্মাণের তাবৎ বন্দোবস্ত হওনের পর এবং বুনিয়াদে পাতর পুঁতিবার দিন স্থির হইলে পর হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বিশোপ

সাহেবের নিকটে গমন পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন যে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন হইলে হিন্দু-কালেজের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাত্রেরদের পিতা মাতারা এই বোধ করিবেন যে বালকেরা পাছে খ্রীষ্টীয়ান হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে কালেজ হইতে বাহির করিয়া লইবেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা যে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন না হয় এবং চিকিৎসা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষেরাও এতদ্রূপ এক দরখাস্ত ঐ শ্রীযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন ঐ দুই দরখাস্ত পাইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব উক্ত স্থানে গির্জা স্থাপন স্থগিত করিয়া হিন্দু-কালেজের কমিটিকে কহিলেন যে ঐ স্থানহইতে পোয়াক্রোশ অন্তর বড়রাস্তার ধারে এতদ্রূপ অন্য এক খণ্ড ভূমি যদ্যপি আমারদিগকে দেন এবং ঐ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দেন তবে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন করা যাইবে না তাহাতে কমিটি স্বীকৃত হইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা মাতারদিগকে বারণ করিয়া দেওয়া যাইবে যে তাঁহারা বালকেরদিগকে ঐ গির্জাতেও না যাইতে দেন।

(২৩ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

নূতন মন্দির।—সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি ডুমতলায় অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বজাতীয় কতিপয় পারসীয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অগ্নির উপাসক।

আরো অবগত হওয়া গেল যে টেপুসুলতানের বংশ্য একজন ধর্ম্মতলা ও কসাইটোলার রাস্তার কোণাকোণি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত সকলের দৃশ্য ঐ স্থানে এক বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করিবেন।

কলিকাতার কোন্ অংশকে ডুমতলা বলিত তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে। বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীটই ডুমতলার স্থান অধিকার করিয়াছে। উপরে যে পার্শীমন্দির-নির্ম্মাণের কথা আছে তাহাই ২৬নং এজরা ষ্ট্রীটে অবস্থিত বর্ত্তমান পার্শী-মন্দির। প্যাকারের ডিরেক্টরীতেও দেখিতেছি :—

Ezra Street
Doomtolee-ka-rusta
26 Parsee Fire Temple.

ধর্ম্মসভা

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

১৮৩০—জানুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে ধর্ম্মসভা স্থাপিতা হয়।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

ধর্ম্মসভা।—গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল···। শ্রীযুত বেহারিলাল চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল

সম্পাদক ইহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত করাইবেন অপর তাঁহার সৎপ্রার্থনানিমিত্ত ধন্যবাদ করিলেন।—সং চং।

যাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট তুলাবাজারের বিহারীলাল চোবের নাম সুপরিচিত। চোবে-মহাশয়ের বাটীতে ১৮১৯ সালে এক বিরাট বিচার-সভার আয়োজন হয়; রামমোহন রায় তর্কে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত', পৃঃ ২৪২)

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ঐ সভায় সভ্যগণ আগমনানন্তর পূর্ব্ব বৈঠকের অনুমতি মত যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে তাহা সমাজের বিদিত করা গেল…। তৎপরে [হাটখোলার] শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তের প্রেরিত পত্র পাঠ করা গেল তাহার তাৎপর্য্য ঐ দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগের উপর সতীদ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়া দত্ত বাবুর দলে তাঁহারদিগের নিমন্ত্রণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাহুল্যরূপে লিখিয়া সমাজকে জ্ঞাত করাইয়াছেন।…চন্দ্রিকা।

(১৫ মার্চ ১৮৩৭। ৩ চৈত্র ১২৫০)

ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মসভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদকের অত্যাশ্চর্য্য ব্যবহারের দ্বারা গত সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিশেষ বৃত্তান্ত এই সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের ও শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে বিবাহ হইয়াছে তাঁহারা উভয়ই অতিধনী ও মান্য। বাবু মথুরানাথ মল্লিক রামমোহন রায়ের মিত্র এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় যখন শুনিলেন যে ঐ বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তখন ধর্ম্মসভার এক বৈঠক করাইয়া ঐ সভার প্রধান২ অধ্যক্ষ অথচ কলিকাতার প্রধান২ দলপতিরদিগকে ঐ বিবাহে নিমন্ত্রিত কায়স্থেরদের গমনবারণার্থ যথাসাধ্য প্রবোধ জন্মাইলেন তাহাতে তদনুকারি এক হুকুম জারী হইল এবং ঐ বিবাহে যে ঘটক কুলীনেরা গমন করিবেন তাঁহারদিগকে অব্যবহার্য্যতার ভয় দর্শান গেল তৎপ্রযুক্ত অনেকে তথায় যাইতে অসম্মত হইলেন আরো ধর্ম্মসভা প্রত্যেক জন কায়স্থের স্থানে এক২ একরারনামা লিখিয়া লইলেন তাহার প্রতিলিপি এই।

ধর্ম্মসভার প্রতিজ্ঞাপত্র।

গৌড়দেশস্থ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমস্তকে ধর্ম্মসভার অভিমত্যানুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার রাত্রে ধর্ম্মসভার বৈঠকে সভাধ্যক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন

ও মৌলিক কায়স্থসকলে বিবেচনাপূর্ব্বক যে সুনিয়ম করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তদবিকল নীচে লেখা যাইতেছে যিনি ঐ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়া সর্ব্বসাধারণে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক হইবেন তিনি ধর্ম্মসভায় স্বেচ্ছামতসময়ে আসিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন এবং দূরদেশস্থ মহাশয়েরা পত্রের দ্বারা স্ব২ নাম ব্যক্ত করিলে স্বাক্ষরকারিদিগের শ্রেণী মধ্যে গণিত হইবেন ইতি ২৬ ফাল্গুণ ১২৪০ সাল ধর্ম্মসভা দপ্তর।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য।

শ্রীশ্রীধর্ম্মসভা বরাবরেষু।

প্রতিজ্ঞাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর শুনিলাম ঐ সিংহ বাবুর পিতৃব্যপুত্রের বিবাহ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভ্রাতৃকন্যার সহিত হইবে ইহাতে তৎসংসর্গাশঙ্কায় আমরা ঐ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে সংস্রব করি নাই কিন্তু কএক জন ঘটক ও কুলীন ঐ সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমরা ঐকামতে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম ঐ সংসর্গিদিগের সহিত কুলধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহাদি সম্বন্ধ করিব না অনাচারির জলাদি ব্যবহারে ধর্ম্মলোপ হইতে পারে এ কারণ সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্গুণস্য ১৭৫৫ শকস্য চ।...

এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পিতা নন্দলাল সিংহের বিবাহের কথাই বলা হইয়াছে।

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৪ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।...ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে আমরা প্রণিপাতপূর্ব্বক কতিপয় প্রশ্ন করিয়া উত্তরাকাঙ্ক্ষি আছি।

প্রথম প্রশ্ন। সকলের বিদিত আছে যে শাক্ত বৈষ্ণবেরদিগের ধর্ম্ম বিষয়মতের সর্ব্বদা বিভিন্নতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে ঐ উভয়-পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য না হইয়া সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মতাবলম্বি ব্যক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শাস্ত্রার্থবোধে বাদানুবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া অভিনব নহে। যদি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন এরূপ জনরব আছে। তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথা অধরামৃত ভক্ষকেরা ত্যাজ্য না হওনের হেতুবাদ কি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এতন্নগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসন্তান ধর্ম্মসভার উপযুক্ত হইতে পারেন কি না।

তৃতীয় প্রশ্ন। কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোদ্ভব পরম মান্যব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ত্বকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্ব্বক জবন ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া আনারো নাম্নি জবনি রমণীকে মহম্মদীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনেরা তাহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তে

এজ্জত আলী খাঁ নামকরণ করে তিনি ঐ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিক্রমে রোজ নমাজে তৎপর হইয়া বহুদিবস ঘরবসত করেন পরে উক্ত খাঁ সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত ভক্ষ্যভোজ্য করিয়া পুনরায় খাঁ সাহেবকে হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি ঐ এজ্জত আলী খাঁর উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানেরা যাহারা খাঁ সাহেবের সমন্বয়কালীন ছিলেন হিন্দু মহাশয়দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উপস্থিত দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি না।

চতুর্থ প্রশ্ন। এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নান্নিজান ও সুপনজান ও নিক্কি প্রভৃতি জবনী নর্ত্তকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মিজা জান তপসের সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান্নভুক্ত থাকিয়া নগরকীর্ত্তনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দু-দিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে ঐ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারেরা এই দলাদলির উদ্যোগে বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না।

যদি উপরিউক্ত মহাশয়েরা হিন্দুসমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সভার বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ত্রের বিপরীত অন্য কোন শাস্ত্রানুসারে থাকে তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপ্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্ম্মসভার অগ্রাহ্য হয়। আমরা জ্ঞাত আছি যে অনেক২ নির্দ্দোষি নিষ্কলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরা ধর্ম্মসভার দলভুক্ত আছেন তাঁহারা কি উক্ত বিষয়ে পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি। নিবেদনপত্রী কস্যচিৎ শ্যামবাজার নিবাসিকস্য বিপ্রস্য।

শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।— ...সংপ্রতি একটা শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহা কিছুই জানিতে পারি না কিন্তু শুনিয়াছি ব্রহ্মসভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রহ্মসভায় প্রতি বুধবার রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি অতি-পরিপাটীরূপে হয়। তদনন্তর শাখা ধর্ম্মসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি হয় পরন্তু প্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় আমরা অনুভব করি যে কথিত শাখা ধর্ম্মসভা কিয়ৎ কালান্তে ছাতারের নৃত্য হইবেক অর্থাৎ ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া একটা ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা উত্তম নৃত্য করিব বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল পরে অনেক কাল নৃত্য করিতে২ ময়ূরের নৃত্য ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরম্ভ করিল। সম্পাদক মহাশয় শাখা ধর্ম্মসভা তাদৃশ হইবেক। ২১ আগস্ত ১৮৩৫ সাল।

(২৩ জুলাই ১৮৩৬। ৯ শ্রাবণ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতার গরাণহাটার ৺গৌরমোহন বসাকের বাটীতে এক শাখা ধর্ম্মসভা হইয়া থাকে তাহার সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ ব্রহ্মচারী সর্ব্বতত্ত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এবং শ্রীযুত রামলোচন শিরোমণি মহাশয় ভগবদ্গীতাদি পাঠ করিয়া থাকেন। উক্ত সর্ব্বতত্ত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্ম্মকাণ্ডীয় এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় বিষয়ে যাঁহার যে প্রশ্ন কিম্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথ্যার্থ সিদ্ধান্ত পাইবেন। আরো তিনি প্রমুখাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে এতন্মহানগরের মধ্যে যদি কোন তত্ত্ববিচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাঁহারা নিকটবর্ত্তি হইয়া বিচার করিলে বিশেষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবেন। একারণ আমরা তত্ত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন যে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশকরণে অশক্ত হইল।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। ধর্ম্মসভার পতিবিয়োগ।—প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ধর্ম্মসভাপতি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ কিছু দিন হইল ঐ সভার প্রতিজ্ঞায় অবজ্ঞা করিয়া অন্য সভাপতির বাসনায় নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংপ্রতি দলকলকুশল কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুর মানস সম্পন্ন হইয়াছে। যেহেতুক গত সংক্রান্তি দিবসে ঐ বাবুর বাটীতে তুলার অতুল্য সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রধান ধার্ম্মিক বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি বাবু মথুর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্যাপ্রদান করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ যাঁহার পিতৃব্যপুত্রের বিবাহকালীন ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশিষ্ট কায়স্থ মহাশয়েরদের নিয়মপত্র লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ প্রধান কায়স্থ ধর্ম্মভয়ে দলাদলবিষয়ে নিরস্ত শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মিত্রজ ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসুজ আর ধর্ম্মসভাপতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজের পৈতৃক দল ও উক্ত বাবুর পত্তনিয়া শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মিত্রের স্বকৃত দল সকল ঐক্য হইয়া মাল্যচন্দন করিয়া সভান্তরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মসভা পতিবিরহিণী অতিদুঃখিনী হইয়া শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এক পদ ধর্ম্ম ভাবিয়া আশুতোষ দেবের উপাসনা করিতেছেন। সে যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের বিষয় ধর্ম্মসভা চীরকালীন পতিব্রতা প্রিয়তমা ছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপতিরা যে যথেষ্ট খাদ্য নানাবিধ গানবাদ্যাদির অনুরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় অন্যাসক্তা প্রিয়তমার অনুরক্ত হইতে উদ্যুক্ত হয় তাহারা কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয় মনেও করিল না হায় কি বিভ্রাট ইতি। কস্যচিৎ সমদর্শিনঃ।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

নূতন ধর্ম্ম সভা।—আমরা শুনিলাম যে কলিকাতায় নূতন এক ধর্ম্ম সভা স্থাপনের কল্প হইতেছে। সংপ্রতি ধর্ম্ম সভান্তর্গত কোনং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তাঁহারদের মুখাপেক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার হইল না ইহাতে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নূতন ধর্ম্ম সভা স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

ফলতঃ প্রভাকর সম্বাদপত্রের দ্বারা বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি জাতীয় বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচ্য হয় না কিন্তু নিস্ব ব্যক্তিরা যদি ক্ষুদ্র অপরাধও করেন তথাপি তিনি ধর্ম্ম সভাতে অব্যবহার্য্য হন।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮)

কএক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো স্থানে ব্রহ্মসভানামক এক সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মবিষয়ক গান হইয়া থাকে ঐ সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তদর্থে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পাঠ শ্রবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি সৌরি বাসরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাঁহারা বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন বিশেষতঃ ভাদ্র মাসে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করণানন্তর তৎসভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাঁহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ নিয়ম করিয়াছেন এতদ্ব্যতিরিক্ত সময়ে ও তৎসভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রতি ১৯ ভাদ্র শনিবার ঐ সভায় ন্যূনাতিরেক ২০০ দুই শত ব্রাহ্মণপণ্ডিত পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আগত হইয়াছিলেন এতদ্ভিন্ন বহু ছাত্রেরা সমাগম হইয়াছিল অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পত্রানুসারে ১৬।১২।১০।৮।৬।৫।৪।৩।২। তঙ্কা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে রবাহূত ও উপস্থিত ও পরিচিত বা অপরিচিত সকলে আপ্যায়িত হইয়া গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাই ত্যাবতেই অর্চিত হইয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে তদধ্যক্ষেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিং নাং।

বিবিধ

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

জাবা উপদ্বীপে হিন্দু লোক দর্শন।—জাবা হইতে সংপ্রতি আগত এক পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিঅন্তরিত স্থানে হিন্দুমতাবলম্বী ন্যূনাধিক তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করা প্রায় অনাবশ্যক যে চারি শত বৎসর হইল ঐ উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দুমতাবলম্বী ছিল কিন্তু

তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহারা জাবনিক মতাবলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বি লোক দৃষ্ট হইয়াছে তাহারাও ঐ প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্বিরদের অবশিষ্ট বংশ্য।

(৩ অক্টোবর ১৮৩৫। ১৮ আশ্বিন ১২৪২)

বালি উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম।—চারি শত বৎসর হইল জাবা উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই বিষয় কেবল দেশদর্শক লোকের কথার দ্বারা প্রমাণ হয় এমত নহে কিন্তু যে নানা দেববিগ্রহ ও দেবালয় ঐ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা প্রত্যয় হয় কিন্তু ঐ উপদ্বীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই জাবনিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে এবং আমরা বোধ করি যে ঐ উপদ্বীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষঅবধি ক্ষুদ্র লোকপর্য্যন্ত বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী প্রাণিমাত্র নাই। আরো বোধ হয় যে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অনেক উপদ্বীপের মধ্যেও পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম চলিত ছিল এইক্ষণে জাবনিক ধর্ম্ম চলিতেছে কিন্তু বালি উপদ্বীপ জাবা উপদ্বীপের পূর্ব্বসীমাহইতে অতি-ক্ষুদ্র এক মোহানাতে বিভক্ত। যদ্যপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বসতি তথাপি তত্রত্য অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে চারি বর্ণের প্রভেদ কেবল ঐ বালিতেই আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

সংপ্রতি দেশদর্শী কএক জন সাহেব ঐ উপদ্বীপে গিয়া দেখিলেন যে তত্রস্থ হিন্দু লোকেরা অত্যন্ত দুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষেরা যৎপরোনাস্তি অলস তাহারা আত্ম ভরণ-পোষণার্থ প্রায় কিছুই কার্য্য করে না কেবল স্ত্রীলোক যাহা উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা প্রাণধারণ করে এবং আপনারদের তাবৎকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহিফেণ সেবনেতে যাপন করে কখন২ কৃষিকর্ম্মও করিয়া থাকে কিন্তু ঐ মর্ম্মেতে তাহারদের সময়ের কেবল চতুর্থাংশমাত্র লাগে। টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা বোধ করে যে স্ত্রীলোকেরা রোজকার করিয়া যোগাইবে। অতএব এমত নিয়ত কথিত হইয়া থাকে যে বালি উপদ্বীপে স্ত্রীলোকেরদের রোজকারে পুরুষেরা জুয়াখেলা ও আফিম খাইতে পায়।

স্ত্রীলোকের অবস্থা অতিজঘন্য তাহারদের স্বামি থাকিতে বাটী ঘর রক্ষণাবেক্ষণার্থ গোলামের ন্যায় খাটিতে হয়। যে বালিকা পিতৃহীনা হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা নাই এবং যে বিধবারা সন্তানহীন বা যাহারদের কন্যামাত্র আছে তাহারা রাজার সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হয়। ঐ রাজা তাহারদের মধ্যে সুন্দরী দেখিয়া উপপত্নী করেন অবশিষ্টারদিগকে রাজবাটীতে খাটান।

তত্রত্য প্রজারদের যেরূপ অবস্থা তাহা রাজবাটীর বর্ণনেতেই অবশ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। যে সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা কহেন যে ঐ রাজবাটী কাঁচা এক প্রাচীরে বেষ্টিত। রাজা সাহেবেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহারা ঐ বাটীর ভিতরের এক কুঠরীতে নীত হইলেন কিন্তু ঐ কুঠরীতে যাইতে

পথ এমত পঙ্কিল যে তাঁহারদের পাদ পরিষ্কৃত রাখা অতিকঠিন হইল। ঐ অন্তঃপুরের বামপার্শ্বে দারুময় চতুরস্র ২৬ হাত এক গৃহ এবং তাহার সম্মুখে চতুরস্র ১৩ হাত ইষ্টক-নির্ম্মিত দুই কুঠরী ছিল। পরে সাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইল যে রাজার আগমন-পর্য্যন্ত আপনারা বারাণ্ডাতে বসুন। রাজবাটীর মধ্যে কেবল একখান ভাঙ্গা চৌকী ও এক ছেঁড়া শপমাত্র ঐ শপের উপরি কএকটা কুক্কুর শুইয়া ছিল। অপর দ্বার মুক্ত হইলে বিংশবর্ষবয়স্ক কদর্য্য একটা যুবাপুরুষ বাহিরে আসিয়া দ্বারের গোড়ায় এক তকিয়া হেলান্ দিয়া গদিতে বসিলেন তিনিই মহারাজা তিনি অত্যন্ত অপরিষ্কৃত চুলগুলা ঝেঁকড়ামেকড়া কেবল কোমরে একটু লেকড়া আর সর্ব্বাঙ্গ লেঙটা শরীর অতিদুর্ব্বল ও কৃশ বোধ হয় কোন বিষয়ে সুসম্মত নহেন। তৎসময়ে ঐ রাজা দড়িতে বাঁধা একটা কিরকীট কীট লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন এবং ঐ কীটকে অতি যন্ত্রণা দিয়া আমোদকরত কএকক্ষণ থাকিয়া উঠিয়া গেলেন। সাহেবেরা যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও করিলেন না।

ঐস্থানীয় লোকেরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ দুর্গা এবং অন্যান্য প্রতিমাদিও পূজা করে কিন্তু দেবালয়সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে সুশোভিত নহে। ঐ স্থানে মধ্যে২ বলিদানও হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেইস্থানে ব্রাহ্মণও আছেন তাঁহারা অত্যুত্তম ভাষা লইয়া ব্যবহার করেন বোধ হয় ঐ ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে। কিন্তু যে সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ যাজক ব্রাহ্মণেরদের সঙ্গে আলাপাদি করিতে না পারাতে তদ্বিষয়ে কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারিলেন না। যদ্যপি ঐ বালিনিবাসি লোকেরা গোমাংসভক্ষকও না হয় তথাপি বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিরদের সঙ্গে তাহারদের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহারা অন্যান্য পশুহত্যা করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না তন্মধ্যে মহিষ ও শূকরের ব্যবহারই অধিক। উপযুক্ত কর্ম্মণ্য বিদ্যা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই। সেইস্থানে জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালামাত্র আছে আর কোন পাঠশালা দৃষ্ট হইল না। তাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয়ভাষা অনায়াসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথনের দ্বারা ভাষামাত্র অভ্যাস করে। ইউরোপীয় লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিত্রতা নাই এবং ইউরোপীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাপাদি করেন এমত তাহারদের ইচ্ছাও নাই। তাহারা দেশের মফঃসলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েরদিগেকে দেয় না। উক্ত দুই জন সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত কুব্যবহার করিতেছ তখন তাহারা এইমাত্র উত্তর করিল তোমারদিগকে এখানে আসিতে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই যদি আমারদের এই ব্যবহারেতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও তবে প্রস্থান কর।

ঐ উপদ্বীপে সতীরীতি চলিত আছে ঐ দেশদর্শক সাহেবেরা এই সম্বাদ দেন যে প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ও উপপত্নীতে ৭৪ জনের ন্যূন নহে পুড়িয়া মরিল। কখন২ ছোট লোকেরদের বিধবারাও স্বামির সঙ্গে দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্তু

সে কদাচিৎ। পরন্তু নিয়ত এই ব্যবহার আছে যে রাজা মরিলে তাঁহার বিধবা যত থাকে সমুদায় সহমৃতা হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রীরদিগকে কথিত হয় যে তোমরা সহগামিনী হইবা কি না যদি তাহারা কহে যে হইব তখন তাহারদিগকে স্বতন্ত্রা রাখিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পেয় ভক্ষণ পান করিতে দেয় এবং অত্যুত্তম বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিতে এবং যথেচ্ছ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে অনুমতি দেয় তাহার অভিপ্রায় এই যে তাহারা ইহলোক পরিত্যাগকরণের পূর্ব্বে যত সুখ ভোগ করিতে চাহে তাহা করিতে পারে। রাজার শব পৃথকরূপে দাহ করা যায় এবং যে সকল স্ত্রীরা দগ্ধহইতে চাহে তাহারদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটা২ কুণ্ড করা যায়। ঐ স্থানে গমন করিলে স্ব২ আভরণাদি ত্যাগ করিয়া লোককে দেয়। পরে ছুরির দ্বারা বাহুতে কিঞ্চিৎ আঘাতপূর্ব্বক ঐ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মাচানে আরোহণ করিয়া অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। গত বৎসরে ১৩ জন তাহারদের মধ্যে কেহ২ পরম সুন্দরী প্রাচীন রাজার মৃত্যুর পর বালিলিংস্থানে উক্তরূপে পুড়িয়া মরিল। কথিত আছে যে তাহারদের মধ্যে কেহ২ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া ভীতা হইল কিন্তু ঐ মাচান এমত নির্ম্মাণ করা যায় যে তাহার পশ্চাদ্ভাগ একটু উঠাইয়া দিলেই অমনি অগ্নিকুণ্ডে গড়িয়া পড়ে। যদ্যপি তাহারা কোনপ্রকারে পলায়নের উদ্যোগ করে তবে সেই স্থানেই তাহারদিগকে হত্যা করে। স্ত্রীলোকেরদের এতদ্রূপে পুড়িয়া মরণের কারণ এই যে তাহারা যদ্যপি কোনপ্রকারে অস্বীকৃতা হয় তবে তাহারদের অত্যন্ত কলঙ্ক হয়। রাজপত্নীরা স্বীকার না করিলে তাহারদিগকে গোপনে খুন করে যেহেতুক রাজগোত্রা কোন স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে দেশময় তাহার মহাঅখ্যাতি হয়।

বিবিধ

(২২ মে ১৮৩০। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

কলিকাতার নূতন রাস্তা।—গঙ্গাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের আড়পারপর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইতেছে তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে খিদিরপুরের খালের উপরে যে জিঞ্জিরময় সাঁকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই এমারতের এক দিগে যেপর্য্যন্ত জোআর উঠে প্রায় সেইপর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং তিন চারি মাসের মধ্যে তাবৎ ব্যাপারের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৫ মাঘ ১২৩৯)

চিৎপুরের রাজপথে জলসেচনার্থ চাঁদায় স্বাক্ষরকারিদের সভা।—চিৎপুরের রাজপথে জল সেচনার্থ যাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা গত ১০ জানুয়ারিতে প্রধান মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মাকফার্লন সাহেবের দপ্তরখানায় সমাগত হন। ঐ সাহেব সভাপতি হইয়া রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহার মর্ম্ম এই। চাঁদায় যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৭২০০০ তাহা সমুদায় কোম্পানির ভাণ্ডারে ন্যস্ত আছে। তদতিরিক্ত বাবু কৃষ্ণর বনমালীলাল ১০০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তদ্ভিন্ন চাঁদায় স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে দত্তাবশিষ্ট আরো দশ বার হাজার টাকা প্রাপ্তি সম্ভাবনা অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ৯৭০০০ টাকা সংগৃহীতহওনের হিসাব করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এই কার্য্যসম্পাদনার্থ এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল যে এক বাষ্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায় কিন্তু নিম্নে লিখিত তিন কারণেতে কমিটী মহাশয়েরা ঐ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দিতেছেন। প্রথম কারণ এই যে টাকা এইক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুলায় না। দ্বিতীয় প্রকারান্তরে অল্পব্যয়ে ঐ কার্য্যসাধন হইতে পারে। তৃতীয় স্থানে২ চিৎপুরের রাস্তা এমত সঙ্কীর্ণ আছে যে প্রণালীকরণোপযুক্ত স্থান নাই। অপর নিকটবর্ত্তি পুষ্করিণীহইতে জলসেচনের কার্য্যে যেপর্য্যন্ত সুসার হইয়াছে তাহা ঐ রিপোর্টে ব্যক্ত হয়। ঐ তৎকর্ম্মসম্পাদনে গত বৎসরে কেবল ৮৮৩৵৯ টাকা ব্যয় হয়। ঐ রিপোর্টে কার্য্যসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল প্রথম পরামর্শ এক বা দুই অধিক পুষ্করিণী খনন করা যায়। দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত চীফ মাজিস্ত্রেটসাহেব উপরি উক্তমতে এই কার্য্যে যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয় পরামর্শ যে এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত মকালক সাহেবকে এই কার্য্যসাধনের পরিশ্রমার্থ ৫০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যায়।

এতদ্রূপ রিপোর্ট পঠিত হইলে নিম্নে লিখিত বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল।

শ্রীযুত মাক্‌ফার্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহ্য এবং যে টাকা কোম্পানির কোসে ন্যস্ত আছে তাহার সুদহইতে মাক্‌ফার্লন সাহেবকে ৬৭৮৵৯ টাকা দেওয়া যায়।

বাষ্পীয় কল বসান অপেক্ষা পুষ্করিণী খনন করা পরামর্শসিদ্ধ।

কোন্ স্থানে পুষ্করিণী খনন করা উচিত এতদ্বিষয়ে লাটরি কমিটির পক্ষে শ্রীযুত চীফ মাজিস্ত্রেটসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন।

শ্রীযুত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চল্লিশ হাজারের মধ্যে যে বিংশতি হাজার টাকা প্রাপ্যাবশিষ্ট আছে তদর্থ তাঁহার নিকটে পত্রের দ্বারা নিবেদন করা যায়।

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত চাঁদার দ্বারা স্বাক্ষরা টাকা সংগ্রহার্থ অন্যান্য লোকের নিকটে নিবেদন করা যায় এবং যে স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকর্তৃক মুদ্রা প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারদের নিকটে লিপিদ্বারা নিবেদন করা যায়।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] গত শুক্রবারে শ্রীযুত জিন্‌কিন্স লো এণ্ড কোম্পানির সাধারণ নীলামঘরে গত জোজেফ বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি (যাহা তেরেটিবাজারের দক্ষিণে ছিল) ঐ মৃত সাহেবের ত্রষ্টিরদের অনুমতিক্রমে বিক্রয়হওয়াতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০০০ একান্নহাজার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন ঐ বিষয়ের মূল্য পূর্ব্বে দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার প্রধান২ হৌসসকল দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অল্প দামে ক্রয় হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ স্থানে নূতন অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতিমনোরম্য এক বাজার করিবেন এ স্থান এরূপ হইবেক যে প্রধান২ সাহেব লোক আপন স্বেচ্ছামতে ইঙ্গলণ্ডের ন্যায় বাজার করিতে আসিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় হইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাজারদ্বারা বিশেষ লাভ করিতে পারিবেন ইতি।

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪)

গঙ্গাতীরস্থ পথ।—নূতন টেঁকশালের উত্তরাংশ লইয়া কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত ভাটার সময়ে চড়া পড়ে তাহাতে পোলীসের প্রধান বিচারপতি ঐ স্থান আরম্ভ করিবার নিমিত্ত যে এক নকসা বাহির করিয়াছেন সে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য কিন্তু ঐ স্থান রাবিস দ্বারা ভরাট করিতে গেলে গঙ্গার কিনারা পোস্তাবন্দী করিতে হয় নতুবা জোয়ারের

সময়ে ঐ রাবিস ভাসিয়া যাইতে পারে তাহাতে যে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন বিবেচনা করিতে গেলে ঐ খরচ পত্র অল্পই বোধ হয় যদি ঐ স্থলে বাটী নির্ম্মাণ করা যায় তবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তৎপূর্ব্বাংশে যে সকল বাটী আছে সে সকল বাটী কেলাইব স্ত্রিটের ন্যায় পশ্চাৎ থাকিবে ইহাতে তাহার মূল্য স্বল্প হইতে পারে।

এতদ্দেশের মধ্যে অন্যান্য স্থান গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার বিপরীত হইতেছে কেন না এইক্ষণে যে পর্য্যন্ত চড়া পড়িয়াছে আরো পশ্চিমাংশ কিঞ্চিৎ দূর লইয়া চড়া পড়িলে শাঁকো বান্ধিয়া পারাবারে যাইবার সুসাধ্য হইতে পারে ইহাও অসম্ভাবনা নহে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

গঙ্গার উপরি পুল।—আমাদিগের শ্রুতি গোচর হইয়াছে যে হুগলি নদীর উপরি পুল করণে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন ঐ পুল নির্ম্মাণ করণার্থ ব্যয় ১২০০০০০ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে এবং উক্ত পুল কলিকাতার উপরি হইবে ইহার দ্রব্যের নিশ্চি হইতেছে কিম্বা হইবে। এবং এই সহরে সুবিখ্যাত যে কএক ব্যক্তির উপরি এইকর্ম্মের ভারর্পণ হইবে। ঐ পুল লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে এবং এমত রূপে নির্ম্মিত হইবে যে বায়ু ও জলবেগে ভগ্ন হইবে না। [বেঙ্গল হেরাল্ড, ৪ নবেম্বর]

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

কলিকাতার লাটরি।—অনেকবৎসরাবধি কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের যে লাটরি বৎসরে দুইবার হইত। এইক্ষণে তাহা ঋণহইতে মুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার লভ্যাংশ কিঞ্চিৎ লইয়া কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠবার্থ ব্যয় করা যাইত। কএক বৎসর হইল যে ব্যাপারের দ্বারা কলিকাতা নগরের নানাপ্রকার সৌষ্ঠব হইয়াছে সেই ব্যাপার এককালে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের স্থানে লাটরির কমিটি লাটরির উপস্বত্ব বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ ঋণ পরিশোধ হওয়াতে তাঁহারদের হস্তে টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা। সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নূতন এক লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠব করণীয় ব্যাপারের তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডি মাকফার্লন সাহেব সভাপতি।

শ্রীযুত মেজর আরবিন ও শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট শ্রীযুত এন আলেকজান্দর এবং শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত মেম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

সরকারী বা সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে আমারদের বোধ হয় যে ঐ ব্যাপারেতে কেবল মনুষ্যের নীতি ভ্রষ্ট হইয়া জুয়াচুরীর বৃদ্ধি হয়। যদ্যপি নগরীয় সৌষ্ঠবকরণার্থ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ থাকে তবে স্বীয় ভাণ্ডার হইতেই দান করিতে পারেন কিম্বা নগরীয় কোন বিষয়ের উপর নূতন মাস্থল বসাইতে পারেন কিন্তু প্রজারদের অসৌষ্ঠবকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের সৌষ্ঠব করা অতি বিবেচনা বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহা হইতে জন্মে যে অত্যন্ত প্রতারণা বদ্ধমূলক ক্ষুদ্র২ লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত আপনারদের কলিকাতাস্থ নিজ জুয়ার প্রধান আকর না উঠাইবেন সেই পর্য্যন্ত নানা ক্ষুদ্র২ জুয়ার আকর উঠাইতে সমর্থ হইবেন না।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

নূতন সাঁকো।—শ্রুত হওয়া গেল যে মাণিকতলা ও শ্যাম বাজারের মধ্যস্থ নূতন খালের উপর এক সাঁকো নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছে।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

এতৎ শ্রবণে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম যে টেকশালের ঘাটের সন্নিধি স্ত্রীলোকের স্নানার্থে একটা নূতন ঘাট প্রস্তুত হইবেক এ অতি সৎকর্ম্ম বটে কেননা আবাল বৃদ্ধবনিতা এক ঘাটে স্নান করিয়া থাকে তজ্জন্য হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি অন্যায় হয় কিন্তু এতৎকরণে তৎসমুদয় নিবারণ হইবেক। আমরা অনেক মনুষ্যের মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি দুঃস্বভাব ব্যক্তি সকল অবগাহন ছলে স্ত্রীলোকেরদিগের গাত্রে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে দেয় না। ধর্ম্মিষ্ঠ মনুষ্যেরা সময়ান্তরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন তজ্জন্য সময়াতীত হওনে সুতরাং ঐ ব্যক্তিরদিগের দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে তৎ অনুচিৎ ব্যাপার হেতু গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে গঙ্গা হুগলি যমুনা গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র এতৎ সমুদায় স্থানে যে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় স্ত্রীলোক ও পুরুষের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অতি আবশ্যক এতদ্রূপ করিলে অতি উত্তম হইতে পারিবেক যদ্যপি বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যতিরিক্ত অন্য২ লোকের ঘাট আছে তথাপিও মাজিস্ত্রেট সাহেব ঐ সকল ঘাটের দিক নির্দ্দিষ্ট করণের হুকুম প্রদান করেন অনায়াসে হইতে পারে আমরা যেহেতুক অস্মদ্দেশীয়দিগের অত্যন্ত অনাহত সেই হেতুক গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে মনোযোগ জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

মেদিনীপুর।—এই মহারাজ্যের নানা প্রদেশ দিয়া নূতন রাস্তা প্রস্তুতকরণে সংপ্রতি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল অধিক,মনোযোগ করিতেছেন। এক্ষণে মেদিনীপুরের জিলার মধ্যে এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তাহা সম্বল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইবেক। কিন্তু তিনি আপনার প্রদেশ দিয়া ঐ নূতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন এপ্রযুক্ত তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাঁচ দল পদাতিক সৈন্য তাঁহার নিকটে প্রেরণ করা গিয়াছে।

(১০ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৩৯)

বর্দ্ধমানের রাস্তার সৌষ্ঠবকরণ।—নিম্নভাগে লিখিত বিবরণ ইণ্ডিয়া গেজেটহইতে গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে। সংপ্রতি মধ্যমবিত্ত এক ব্যক্তির অতিপ্রশংস্য উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে অতিযথার্থ এবং তাহাতে পাঠক মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

কলিকাতাহইতে বর্দ্ধমান যাইতে নৌকা পথে ডাইনকুনির ঘাটে উঠিতে হয় ঐ ঘাট বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অন্তরিত এবং সেই ঘাটহইতে জনাই গ্রাম দুই ক্রোশ। পূর্ব্বে ঐ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে যাইতে যে রাস্তা ছিল সে প্রায় অগম্য বিশেষতঃ বর্ষাকালে। এই ক্ষণে ঐ কান্তার অতিকান্ত হইয়াছে ঐ রাস্তা একপ্রকার সমুদায়ই নূতন হইয়া ষোল হাত চৌড়া হইয়াছে। জনাইর অগ্নিকোণে নৈহাটির নিকটে সরস্বতীনদীর উপরে তিন খিলানের একটা পাকা সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে সেই স্থানে ঐ নদীর পাটা পঁয়ষট্টি হাত জনাই ও ডাইনকুনির মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পঙ্কিল ভূমি ছিল সেই স্থানে অন্য একটা সাঁকো নির্ম্মাণ হইয়াছে। এই সকল উপকার্য্য কার্য্যে পৃথক ব্যক্তিরদের অত্যন্তোপকার এবং তচ্চতুর্দিগস্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইয়াছে। যে মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণ-সহযোগে এই২ পরমহিতজনক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ব্রাহ্মণ মধ্যম ধনির মধ্যে নিবিষ্টমাত্র। যে সময়ে কর্ণল টাড সাহেব রাজপুতানা দেশে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে-ছিলেন তৎসময়ে ঐ মহাশয় তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অদ্যাপিও সেই সাহেবের স্থানহইতে মধ্যে২ কোন২ অনুগ্রাহক চিহ্ন প্রাপ্ত হন। সংপ্রতি কলিকাতার এক বাণিজ্য কুঠীতে অল্পবৈতনিক কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এবং বহুকালাবধি সাহেবেরদের অতিবিশ্বাস পাত্র হইয়া যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অনুমান দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। কেহ২ বোধ করিতে পারেন যে এই প্রশংস্য এতদ্দেশীয় মহাশয়ের যথার্থাতিরিক্ত প্রশংসা করিলাম। কিন্তু তিনি এই বোধ করুন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পরহিতৈষিতাগুণের লেশমাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌষ্টিকতা করাই অত্যুপযুক্ত এবং তিনি আরো মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক ব্যক্তি আছেন তাঁহারা বিবাহাদি

নানা উৎসব কর্ম্মে লক্ষ২ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা এই মহাশয়ের কিছুমাত্র আয়াস কি ব্যয়ের আনুকূল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে তাঁহার ঐ প্রশংসা করা অতিরিক্ত নহে।

শুনা গেল যে ঐ ব্যাপারের এমত সুফল দৃষ্ট হইয়াছে যে ঐ প্রদেশের উন্নতি দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ গঞ্জে অনেক নূতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ডাইনকুনি জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকারার্থ ক্ষুদ্র২ দোকান বসিয়াছে এবং ঐ গঞ্জহইতে প্রতিদিন চারি পাঁচ শত বলদ বোঝাই তণ্ডুল বর্দ্ধমান ও বিষ্ণুপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত হয়। এবং আরো শোনা গেল যে গত বৎসরের বর্ষাকালে ঐ গঞ্জে যে সময়ে ধান্য তণ্ডুলাদি দুর্মূল্য হইয়াছিল তৎসময়ে এই রাস্তার দ্বারা চতুর্দিকস্থ লোকেরদের মহোপকার হইয়াছিল।

(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০)

১২৩৯ শালের ২৯ চৈত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ইণ্ডিয়া গেজেটহইতে সংগ্রহ করিয়া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন যে জনাই সাকিনের কোন মধ্যবৃত্ত লোক মোং ডানকুনির নিকট হইতে নৈইটি পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এ কথা বিস্তারিত রূপ অবগত না হওয়াপর্য্যন্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ ঐ সাকিনের শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট এক কেতা দরখাস্ত করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে কৃষ্ণরামপুর-পর্য্যন্ত বারাণস রোড যে শালিখার রাস্তা আছে তাহার উভয় পার্শ্বে মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় আর ডানকুনির এক রাস্তা ৺সরস্বতীর ধারপর্য্যন্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে ঐ ডানকুনির রাস্তার শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হইল যে যদ্যপি ঐ বাবুজী মহাশয়ের মনোযোগ থাকিত তবে চণ্ডীতলার রাস্তা যেরূপ উত্তম হইয়াছে তদনুযায়ী উত্তম ও পরিপাটী হইত কারণ ঐ চণ্ডীতলার রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের অনুভব হয় যে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা ব্যয় বিনা তেমত সুন্দর হইতে পারে না অতএব লিখি এ সকল কর্ম্ম মধ্যবৃত্ত লোকের নহে যেমন কাঙ্গালকে ঘোড়া রোগ।...শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাং কোণনগর।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জিলা নবদ্বীপান্তর্গত উলানামক গ্রাম সর্ব্বোতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সৎকুলীন ধার্ম্মিক জন-সমূহের বসতি এবং উক্ত মহাশয়েরা নিরন্তর দৈব পিত্রাদি কর্ম্মোপলক্ষে বহুধন বিতরণদ্বারা গ্রামের সৌষ্ঠব প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু লিখিত গ্রামে সৎপথ অর্থাৎ ভাল রাস্তার অভাব-

প্রযুক্ত মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হস্ত্যশ্ব শকটাদির গমন সুদূরপরাহত চৌকীদার লোকের রজনীতে গ্রামরক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অতএব আমরা এ বিষয়ে খেদিত হইয়া নিবেদন করিতেছি যে আপনকার দর্পণৈকদেশে লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইলে দীনজনগণ ত্রাণকরণৈকতানমানস করুণাসাগর সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বেণ্টীঙ্ক গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়া কৃপাকটাক্ষপূর্ব্বক উক্ত জিলার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর সুবিচারতৎপর ও বিচক্ষণাগ্রগণ্য তাঁহার প্রতি অনুমতি হইলে উক্ত সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিত গ্রামস্থ শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত বাবু গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় মহাশয়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি মনুষ্যদিগের প্রতি এক চাঁদার হুকুম দিয়া ঐ জিলাস্থ শ্রীশ্রীযুতের কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিরদিগকে প্রেরণ করিয়া উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকার হয় পরন্তু ঐ চাঁদার টাকা-হইতে রাস্তাবন্ধনার্থ আগত বন্ধিদিগের আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তি হইলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের কিঞ্চিৎ উপকার আছে যাহা হউক শ্রীযুত দেশাধিপতি মহাশয়েরা করুণাকণা বিতরণপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারে সাহায্য করিয়া দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন নিবেদন মিতি লিপিরেষাশ্বিনস্য ৫ পঞ্চম দিবসীয়া সন ১২৪০ সাল।

উলানিবাসি শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়প্রভৃতীনাং।

(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২৯ পৌষ ১২৪০)

…গত শুক্রবারে জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর স্বাধিকার শাসনার্থ সপরিবারে ভ্রমণ করত উক্ত [উলা] গ্রামে আগত হইয়া গ্রামের প্রত্যেক পথ এবং গ্রামের প্রান্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়া সেই সকল রাস্তা উত্তমরূপ নির্ম্মাণ এবং সেই সকল খালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্ম্মাণ করাইবার মানসে গ্রামস্থ জমীদার শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফীপ্রভৃতি অনেক ধনি মানি ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেকে পরবানা দিয়া সমক্ষে আনিয়া অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজনক মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্তি ঐক্যবাক্যরূপে একটা চাঁদা করিয়া গ্রামের সকল রাস্তা যাহাতে সুন্দররূপ প্রস্তুত হয় তাহা কর পরে ঐ সকল মহাশয়ব্যক্তিরা শ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে চাঁদাকরণে স্বীকার করিলেন।…

চাঁদায় স্বাক্ষরকারী।

শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ···	১২০০
শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়।···	১০০০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী।···	১০০০
শ্রীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফী।···	৫০০
শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তোফী।···	২০০
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।···	১০০
শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।···	১০০
শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়।···	৫০
শ্রীযুত তিতুরাম বসু।···	৫০
শ্রীযুত গঙ্গাধর পোদ্দার···	১০০

বাকী যাঁহারা দিবেন তাঁহারদিগের নাম পশ্চাৎ লিখিয়া পাঠাইব।

(২৯ মার্চ ১৮৩৪। ১৭ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাস্তাকরণবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে কএক পত্র আপনকার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম কৃপাবলোকনে নিজ দর্পণে অর্পণপূর্ব্বক অস্মদাদির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীং প্রেরিতপত্র স্বীয় দর্পণৈকপার্শ্বে স্থানদানে মহোপকৃত করিবেন উত্তম সেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়া যেরূপ চাঁদার সৃজন করিয়াছেন তদ্বিবরণের কিয়দংশ পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় কমিটি হইয়া যে সকল ধনি মানি ব্যক্তিরা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষ নীচে লিখিত হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষানুগ্রাহক হইয়া ধনি ব্যক্তিদিগের নামে প্রত্যেকে পরবানা দিতেছেন তদ্বিধায় অনেকেই চাঁদায় স্বাক্ষরকারী হইতেছেন এবং যাঁহারা দেশান্তরে আছেন তাঁহারাও পশ্চাৎ স্বাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের চাঁদার নিয়মিত মুদ্রা উক্ত সাহেবের হজুরে অর্পিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিয়মিত মুদ্রা কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিয়ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরন্তু উক্ত চাঁদা সংগৃহীত মুদ্রাদ্বারা যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ত্রুটি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্ম্মিকবর অতিবদান্যতাপূর্ব্বক ঈদৃশানুমতি করিয়াছেন যে উক্ত চাঁদায় দ্বাদশ শত মুদ্রা দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরব্ধব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব আমরা এতদ্বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকার্য্য উত্তমরূপে যে নিষ্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতুক উক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের অনুগ্রহ এবং উক্ত বাবুজী মহাশয়ের যাদৃশ মনোযোগ এতদ্বিধায় লিখিত ব্যাপার অতিসত্বর সুসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমরা ইহাও

অনুমান করি যে উক্ত জিলার শ্রীযুত জজসাহেব ও শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব ও শ্রীযুত কালেক্টরসাহেব ও শ্রীযুত জাইন্ট মাজিস্ত্রেটসাহেব ইহারাও এতৎকার্য্যে আনুকূল্য করিতে পারেন যেহেতুক ধর্ম্মার্থব্যাপারপ্রসঙ্গতো মহাযশস্বীও হইবেন অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে কিঞ্চিৎ সাহায্য যে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিমধিকং নিবেদন মিতি।

চাঁদায় স্বাক্ষরকারী।

শ্রীযুত রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	...	১২৫
শ্রীযুত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	১০০
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	২৫
শ্রীযুত সর্ব্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৫
শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়	...	...	২০
শ্রীযুত হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১২॥০
শ্রীযুত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১২॥০
শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	১০
শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	...	১০
শ্রীযুত রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায়	...	..	৫
শ্রীযুত নীলানাথ চট্টোপাধ্যায়	..	...	৫
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী	...	...	১০০
শ্রীযুত কাশীনাথ বসু	...	...	৩০
শ্রীকাশীনাথ কর	...	...	২৫
শ্রীনীলাম্বর খাঁ	...	...	১৫
শ্রীরাজকৃষ্ণ খাঁ	...	...	২৫
শ্রীপীতাম্বর কর	...	...	১৫
শ্রীশিবরাম মদক	...	...	১০
শ্রীরামনারায়ণ সরকার	...	...	২৫
শ্রীশ্যামচাঁদ নন্দন	...	...	১০
শ্রীপ্রাণনাথ পাল	...	...	১০
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মদক	...	...	১০
শ্রীভাগবত মদক	...	...	১০
শ্রীভৈরবচন্দ্র নন্দি	...	...	১০
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল	...	...	১০
শ্রীরামমোহন শাহা	...	...	১০
শ্রীঅদ্বৈত শাহা	...	...	১০

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস	...	...	১০
শ্রীগোরাচাঁদ কর	...	...	১০
শ্রীহরিনারায়ণ মিত্র	...	...	১০
শ্রীহরচন্দ্র বসু	...	...	১০
শ্রীরামনারায়ণ বসু	...	...	১০
শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস	...	...	৭
শ্রীভজহরি দে	...	...	৭
শ্রীমদনমোহন কর	...	...	৭
শ্রীশম্ভুচন্দ্র কর	...	...	৭
শ্রীকিষ্টচন্দ্র মিত্র	...	...	৫
শ্রীগৌরহরি কর	...	...	৫
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক	...	...	৫
শ্রীরাধানাথ দাস	...	...	৫
শ্রীপ্রাণহরি দাস	...	...	৫
শ্রীগৌর পোদ্দার	...	...	৫
শ্রীমনোহর মদক	...	...	৫
শ্রীরামচন্দ্র মদক	...	...	৫
শ্রীকাশীনাথ মদক	...	...	৫
শ্রীব্রজমোহন মদক	...	...	৫
শ্রীফকিরচাঁদ প্রামাণিক	...	...	৫
শ্রীপীতাম্বর ডাক্তর	...	...	৫
শ্রীসরূপচন্দ্র ডাক্তার	.	...	৫
শ্রীদর্পনারায়ণ কর	..	...	৫
শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত	..	...	৫
শ্রীজগন্নাথ দত্ত	..	...	৫
শ্রীগোপীনাথ মিত্র	.	...	৫
শ্রীনিমাইচাঁদ স্বর্ণকার	.	...	৫
শ্রীকালাচাঁদ স্বর্ণকার	..	...	১০
শ্রীরামকুমার মদক	..	...	৫
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্র		...	৩
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার		...	২
শ্রীরামমোহন স্বর্ণকার		...	২

(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ৩ কার্ত্তিক ১২৪১)

উলানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন যে ঐ নগরবাসি মহাশয়েরদের উত্তম রাস্তাহওনের বিষয়ে যে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ জিলার সরকারী কর্ম্মকারকেরা তদ্বিষয়ে অনুরাগী হইয়াছেন ঐ নগরবাসিরা আপনারদের মধ্যে চাঁদার দ্বারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের ঐক্য না হইলে এতদ্রূপ ব্যাপার নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। এই উদ্যোগের বিষয় যে এতদ্রূপে সফল হইয়াছে তাহা শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম।

(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১ কার্ত্তিক ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জেলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত রবার্ট হলকট সাহেব বাহাদুর মানস করিয়াছেন যে উক্ত জিলার অন্তঃপাতি বাদকুল্লানামক গ্রামে ও উলাগ্রামের প্রান্তভাগে বারমাসিয়ানামক যে দুইখাল পথিমধ্যে আছে তদুপরি মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়া সরকারি সৈন্য ও অন্য২ মনুষ্যাদি গমনাগমনের দুঃখ নিবারণ করিবেন ইহা আমরা পূর্ব্ব২ পত্রে বাহুল্যরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণেও আবেদন করিতেছি ঐ মহাসেতু নির্ম্মাণের ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাদুর আপন সুশীলতা ও মহাত্মতা প্রকাশে উক্ত জিলার মহীয়ান জমীদারান ও নীলকুঠীর সাহেবানেরদিগকে বাক্য পুষ্পোপহার দ্বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত প্রথমতঃ যে সকল মহানুভব ব্যক্তি ব্যয়ের ফর্দ্দে স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাতন করিয়াছেন তাঁহারদিগের নামসম্বলিত নীচে লিখিতেছি···। ইতি আশ্বিনস্য ১৭ দিবসীয়া লিপিঃ ১২৪২ সাল। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য।

তপসীল নাম অঙ্ক

শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়	···	···	৫০০
শ্রীযুত বাবু নীলকমল পালচৌধুরী	···	···	১০০
শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র পালচৌধুরী	···	···	২০০
শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী	···	···	১০০
শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী	···	···	১০০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	···	···	৫০
শ্রীযুত বাবু রামমোহন দে চৌধুরী	···	···	৫০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী মোক্তার	···	···	
শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসু	···	···	৫০
শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	···	···	৭০০
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	···	···	২০০
শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	···	···	১০০

(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—…জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত রাবট হাণ্‌কেট সাহেব বাহাদুর…নিতান্ত প্রজাহিতৈষী সুবিচারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য নিপুণকার্য্য নির্ব্বাহক মহোৎসাহপূর্ব্বক মহোদ্যোগী হইয়া থানায়২ ভ্রমণপূর্ব্বক চৌর দস্যুভয় ও দণ্ডাদণ্ডি যুদ্ধপ্রভৃতি প্রায় নিবারিত করিয়াছেন পরন্ত যে সকল জমিদার ও ধনি ব্যক্তিদিগের পরস্পর গৃহবিবাদাদি হইয়াছিল সেই সকল স্থানে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অতি সূক্ষ্মবিচার দ্বারা বিবাদ শান্তি করিয়া বাদিপ্রতিবাদিকে নিতান্তই শান্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের হিতার্থে যে সকল আশ্চর্য্য উদ্যোগ করিয়াছেন তৎদ্বারা বহুধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন প্রথমতঃ জিলান্তর্গত উলাগ্রামে উত্তম রাস্তা করণার্থ কৃপাবলম্বনে উক্ত গ্রামে আগত হইয়া মহোদয় ব্যক্তিদিগের নিকটে চাঁদার সৃষ্টি করিয়া উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ টাকার সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও উৎসাহপূর্ব্বক যথাযোগ্য মনুষ্য নিযুক্তদ্বারা উত্তম ব্যাপার অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানে২ পাকা সাঁকো নির্ম্মাণার্থ ইষ্টকাদি প্রস্তুত হইয়াছে এইক্ষণে ঐ কার্য্যের কিঞ্চিদবশেষ আছে। অপর উক্ত মহামহিম শ্রীযুত সাহেব অন্য এক সর্ব্বজনোপকারক গুরুতর অভিলাষ প্রকাশিত করিয়াছেন তদ্বিস্তার উক্ত জিলান্তর্ব্বর্ত্তি শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের প্রবল রাস্তার মধ্যগত উলাগ্রামের দক্ষিণ সীমায় বারোমাসিয়ানামক একখাল এবং বাদকুল্লানামক গ্রামের দক্ষিণ একখাল এই উভয়খাল রাস্তার অভ্যন্তরপ্রযুক্ত গমনাগমনের অতিকষ্টদায়ক বিশেষতঃ বর্ষাকালে নৌকাব্যতিরেকে পথিক লোকের এবং শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের খাজানাবাহক ও সৈন্যগণের গতিরোধ হয় এবং বর্ষাবসানে পঙ্কাদি দ্বারা আত্যন্তিক ক্লেশকর হইয়া থাকে অতএব উক্ত ক্লেশ নিবারণার্থ উক্ত শ্রীযুত সাহেব পরমকারুণিক স্বভাবপ্রযুক্ত উক্ত খালদ্বয়ে উত্তমরূপ মহাসেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্ম্মাণার্থ জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে এক চাঁদা সৃজন করিয়াছেন এবং ঐ চাঁদার কিয়ৎসংখ্যক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে সংপ্রতি আরম্ভ হইবার প্রতিবন্ধক বর্ষাকাল সম্মুখবর্ত্তী। পরে হেমন্তাদিতে উক্ত কার্য্যের নির্ব্বাহ হইবার কল্প আছে অপর কৃষ্ণনগরমধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাধ্যাপনার্থ এক পাঠশালা স্থাপনার্থ মহোদ্যোগ করিয়া জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে চাঁদা করিয়া বহুজনোপকারক কার্য্য বিদ্যাদানরূপ পরমধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন তদর্থে যে নক্‌সা করিয়া জমীদারদিগের নিকটে প্রেরিত করিয়াছেন…। এক্ষণে আমরা সমাচার পত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত শ্রীযুত পরমদয়ালু সাহেব শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিয়োগে পাবনায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন এতদ্বিধায় অস্মদাদির যাদৃশ মনোমালিন্য ও দুঃখের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা লিখনে প্রকাশ সম্ভাবিত হয় না…। ১২৪২ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ। জিলানবদ্বীপনিবাসিনাং জমীদারান তালুকদারান ও প্রজাবর্গানাং ন্যূনসংখ্যকসার্দ্ধ সপ্তশত সংখ্যকানাং।

(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

প্রাসাদারম্ভ।—বর্ত্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা নয় ঘণ্টার সময়ে আঁদুলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের রাজধানীতে আনন্দধাম নামক এক বৃহদট্টালিকা আরম্ভহওনকালে প্রথম যথাশাস্ত্র পঞ্চরত্ন প্রস্থিত হইল এই আনন্দজনক শুভকর্ম্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত রাজধানীহইতে পুনঃ২ বহুসংখ্যক তোপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্টালিকা প্রায় এতন্মহানগর কলিকাতার টৌনহালের ন্যায় নির্ম্মাণ হইবেক যদ্যপি প্রাগুক্ত বৃহদ্ব্যাপার সুসম্পন্নহইতে দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ মনোযোগ থাকিলে আমরা অনুমান করি ত্বরায় সুসম্পন্নহওন বিচিত্র নহে।—চন্দ্রিকা।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২৫ মাঘ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—বিবিধ বিনয়পুরঃসর নিবেদনঞ্চাদৌ। এতন্নগরান্তঃপাতি ত্রিবেণিনামক গ্রামে ভাগীরথীর ত্রিধারায় উত্তরায়ণে অবগাহনার্থ বিত্ত ব্যয়পুরঃসর দেশবিদেশীয় বহুতর মান্যবরেণ্য অগ্রগণ্য বিশিষ্ট শিষ্ট সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়েরা বিবিধ যান ও বাহনে ও নৌকারোহণে এবং অসংখ্যক দীন ক্ষীণ যোত্রহীন লোকেরা পাদব্রজীক হইয়া প্রতিবৎসরেই ঐ দিনে উক্ত স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানকরত মহামহোৎসব করিয়া থাকেন। তাহাতে ঐ দিনে উক্ত স্থানে ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র লোক। ও চারি পাঁচ শত নৌকা ও বজরা ও ভাউলে ও পালকী ইত্যাদির সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের উত্তরায়ণে অত্যল্প লোকের সমাগমহওন ও দীনদুঃখিপ্রভৃতির অশেষ ক্লেশপ্রাপণের কারণ বাহুল্য হইলেও তল্লিখনে নিতান্ত আবশ্যকতা বোধ করিয়া তদীয় স্থূলার্থ কিঞ্চিন্নিবেদনে সমর্থ হইলাম।

যৎকালে এতৎস্থলে ক্লেশনাশক সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত ডি সি স্মিথ সাহেব বাহাদুর বিচারপতি ছিলেন তৎকালে তৎকৃপাবলোকনে ও জমীদারবর্গের ব্যয়ব্যসনে এই জিলাস্থ সমস্ত সেতু ও রাস্তা ঘাট ইত্যাদি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত হইয়া সেই শোভায় বহুদিবসাবধি সুশোভিত ছিল। বিশেষতঃ চুঁচুড়ানিবাসি জনহিতৈষি বিশিষ্ট শিষ্ট শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ব্যয়সমূহে ও উক্ত শ্রীযুক্তের বিশেষ মনোযোগে ঐ গ্রামস্থ সরস্বতীনামক নদীতে এক সেতু নির্ম্মাণহওয়াতে তদবধি নিরবধি দেশ বিদেশীয় যাত্রিসকল অবগাহনার্থ গমনাগমন করিত। কিন্তু বিধি বাদী হইয়া সে সাধে বাধ সাধিয়া ১২৪১ সালের ভাদ্র পদে দামোদর নদের জলপ্লাবন করিবায় ঐ বন্যার বিষম প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবাহপ্রতাপে উক্ত সেতু খণ্ড২ হইয়া যাইবায় এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি প্রজাবর্গের ও দেশ বিদেশীয় যাত্রিগণের পারাপার হইবার যে কষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বর্ণনে বর্ণহারে। বরং বর্ত্তমান বৎসরের উত্তরায়ণদিনে দীন দুঃখি জনগণের পারাপার হইবার যে ক্লেশ হইয়াছে তাহার

কিঞ্চিন্নিবেদন করিতেছি। দর্পণকার মহাশয় আমি বার্ষিক রীত্যনুসারে বর্ত্তমান বৎসরে উত্তরায়ণ দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে ঐ নদী পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ তিনখান নৌকায় স্নানযাত্রিগণ অনবরত পার হইতেছে। এতন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক যাত্রিগণের সমাগম হইবায় খেয়ারিরা অধিক করিয়া পার করিতে লাগিল তাহাতে দৈবাসুঘটনাক্রমে একবার ঐ তৃতয়তরি বহুলোকারোহণে ও তাহারদিগের অস্থিরতাজন্য অস্থিরা হইয়া মধ্যনীরে নিমগ্না হইবায় তৎক্ষণাৎ সবে হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে অত্যল্প নীর প্রযুক্ত ঐ আকুল ব্যক্তিরা ব্যাকুল হইয়া সকলই কুল পাইল নতুবা অনেকের কুল সমূলে নির্মূল হইত এমত স্থূলবোধ ছিল। দর্পণপ্রকাশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেববাহাদুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেব ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ কারণে তাঁহারাও ঐ দীন দুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ ক্লেশ ও দুরাত্মা পারকারিদিগের বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া দমন করিয়া উহারদিগের যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়েরা স্ব২ দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই উপলব্ধি হইতেছে যে ঐ নদীর সেতুঅভাবে যাত্রিগণ পারাপারের এই অশেষ ক্লেশ অসহ্য বোধ করিয়া কিয়দ্দিবসাবসানে উত্ত্যক্তান্তঃকরণে এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাসা এককালেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবেক তবেই সম্পাদক মহাশয় ঐ তীর্থে সুতরাং অবগাহনার্থ আর কেহই আসিবেক না। অতএব নিবেদন সকলের হিতার্থ পরমোপকারক ক্লেশনাশক এতদ্দেশাধিপতি বিচারপতি মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া এই জিলাস্থ সমস্ত জমীদার ও আর২ মান্যবরেণ্য সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়দিগের নিকটহইতে এক চাঁদা করিয়া যদ্যপি পুনর্ব্বার ঐ নদীতে এক সেতু নির্ম্মাণ করেন তবে এতদ্দেশীয় অসংখ্যক দীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভৃতি লোকেরা অবিবাদে নিরাপদে পরমাহ্লাদে গমনাগমন করিয়া পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহরহঃ উক্ত মহাশয়দিগের অতুলৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করিয়া চিরকাল উপকারে বদ্ধ থাকে। যাহা হউক এইক্ষণে দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ও আর২ সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা অনুগ্রহপ্রকাশে স্ব২ সম্বাদপত্রৈকদেশে এই নিবেদন লিপিখানি ত্বরায় প্রকাশ করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক অলমতি বিস্তরেণ। হুগলিনিবাসি কস্যচিৎ সাধারণহিতৈষিণঃ।

নানা কথা

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

মেজর রেনল।—ইংগ্লণ্ড দেশের সম্বাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্টাশীতি বর্ষবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মেজর রেনল সাহেব লোকান্তর গত হইয়া উইষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ

ইংগ্লণ্ডদেশে মহামহিম ব্যক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো সমাধি হইয়াছে। ঐ সাহেব বহুকালাবধি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্তাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এতদ্দেশে ভূগোল বিত্তাবিষয়ে মনোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নক্শা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করেন যদ্যপিও তদনন্তর তদ্বিষয়ে বহুবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে তথাপি তাঁহার কৃত পুস্তক সকলেই যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

জেনরল ডুবাইন।—আমরা এক্ষণে ফ্রান্সদেশের জেনরল ড় বাইনর সাহেবের মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ ধর্ম্মার্থে দান করিয়া গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন কথিত আছে যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রদান করিলেন তাহার সুদ চিরকাল-পর্য্যন্ত দীনহীন লোকেরদের উপকারার্থে থাকিবেক।

(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২)

ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা।—গত সপ্তাহে যে রোবার্টসনামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিয়াছে তাহাতে শ্রীযুত চিনরী [Chinnery] সাহেব আরোহী আছেন। ঐ সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের শ্রীযুত নওয়াবের প্রদত্ত উপঢৌকন দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন। শুনা গিয়াছে যে ঐ সকল দ্রব্যাদির মধ্যে অতিমনোরঞ্জক মণিমুক্তাদিতে রচিত স্বর্ণময় অতিসুদৃশ্য এক আসন ও অত্যুৎকৃষ্ট এক তলওয়ার ও হস্তিদন্তনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদ্দেশীয় শিল্পিদ্রব্য এতদতিরিক্ত এবং শ্রীযুত হচিন্সন্ সাহেবকর্তৃক চিত্রিত নওয়াবের এক ছবি আছে। হচিন্সন সাহেবের চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন। আমরা বোধ করি যে এই সকল অতিসমাদরণীয় চিহ্ন শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহ উপযুক্তমতেই গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে মুরশিদাবাদের নওয়াব যেরূপ সম্রম করেন তাহার চিহ্নস্বরূপ ঐ সকল দ্রব্য বোধ করিবেন। [ইংলিশম্যান্]

শিনারী একজন নামজাদা চিত্রশিল্পী ছিলেন। ১৮৫২ সনের ৮ই জুলাই তারিখের (পৃ. ৪৩৫) 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

ডবলিউ আদম সাহেব।—যে শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ছিলেন এবং যিনি গত তিন বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা

বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপর্য্যন্ত ছোট আদালতের এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিকা দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

(৬ নবেম্বর ১৮৩৩। ২২ কার্ত্তিক ১২৪০)

শরদানার বেগমের অতিবদান্যতা।—শ্রীমতী বেগম শমরু স্বীয় উকীলের দ্বারা দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে ঐ সাহেব তাঁহার নামে লণ্ডননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন যেহেতুক ঐ সোসৈটির প্রতি তাঁহার বর্ত্তমান বৎসরের চাঁদার এই দান। শ্রীমতী আরো নিবেদন করেন যে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের ত্রেজুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাকা জমা আছে তাহা নিকট অঞ্চলস্থ দীন দুঃখি লোকেরদিগকে বিতরণ করা যায়।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

বেগম শমরুর দানশৌণ্ডতা।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া শরদানার একাধিপত্যরূপ রাণী বেগম শমরুর অতি দানশৌণ্ডতার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার সুদহইতে মিসনরি শিক্ষা করাণ ও তাঁহারদিগকে বেতন দেওয়া চলিবে। তিনি আরো ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহার সুদহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা যাইবে।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

শরদানা।—শরদানা শহরের অতিদীনহীন লোকেরা সংপ্রতি শ্রীমতী রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শস্যের মূল্য চড়তি করিয়াছে। তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণে বাণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদের কার্য্যের অনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে তোমরা টাকায় বিশ শের করিয়া শস্য বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের অনেক ক্ষতি হয় ইহা কহিয়া ব্যবসায়িরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় ও পুষ্করিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে দিবা কিন্তু বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে কদাচ জল লইতে দিবা না। এইরূপ প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ সুফল দর্শিল তাহাতেই ব্যবসায়িরা অবনত হইল এবং শস্যের দুর্মূল্য করাতে তাঁহারদের দুর্মূল্য জল ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনম্র হইয়া শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন যে আমরা আগামি ছয় মাসপর্য্যন্ত টাকায় ২০ শের করিয়া তণ্ডুলাদি বিক্রয় করিব।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২০ মাঘ ১২৪০)

ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা রিবিউ অর্থাৎ এডিনবরা দেশে নিশ্চিত আমেরিকা প্রকাশিত সমাচার পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আমারদের স্বজাতীয় পাঠকেরদের মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমরা তাহার চুম্বক লিখিতেছি।

বেগম শমরুর নগরের নাম সরদানা তথায় তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বাস করেন ঐ নগরের চতুর্দিগস্থ প্রদেশসকল তিনি জায়গিরেরস্বরূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্ব্বে বৎসর২ ৬ লক্ষ টাকা কর পাওয়া যাইত কিন্তু বেগমের অতিউত্তম শাসনেব দ্বারা এইক্ষণে ৮ লক্ষ পাওয়া যায়। তিনি পূর্ব্বে এক নর্ত্তকী ছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা ও মাতার নাম বা কোন্ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুনামক এক জন জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তির শমরু নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্ব্বদা আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না ঐ দুরাত্মা ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুঠীর সাহেবেরদিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা ইহার অল্পকাল পরেই পাটনা পুনর্ব্বার লুট করাতে তিনি তাঁহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমে গমনকরত প্রথমে ভরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্য২ হিন্দুরাজারদের দাস হইলেন পরে অনেক লভ্যজনক ও অনুকূল ঘটনা হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বারা দিল্লীর উত্তর পূর্ব্বে বহু ভূমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া পরে মরিলেন পরে বেগম শমরুনামক এক ফরাসিকে বিবাহ করিলেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি অসভ্য সময়ে অতি বিরক্ত হইয়া ইউরোপে যাইবার মনস্থ করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূতা হইতে হইবে তাহা জানিতে পারিয়া বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈন্যের প্রধানেরদের গোপনে জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে ধৃত হন কারণ তাহা হইলে পরিত্যাগের কারণ তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত অখ্যাতিগ্রস্ত হইবেন। অতএব তাঁহারদের মধ্যে দৃঢ়রূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত স্থানে ঘাটী প্রস্তুত ছিল এবং তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ানুযায়িক হইল যথা প্রতিযোগিরা বেগমের সৈন্যাদি দূরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরাসিসকে কহিল যে বেগম গুলিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এই বার্ত্তা সত্য কিনা তাহা জানিবার কারণ তিনি মহাপায় গমন করিলে ঐ লোকজনক ঘটনার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে এক রক্তযুক্ত গাত্রমার্জ্জনী দেখান গেল ইহাতে তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক হস্তী আরোহণ করিয়া আপনি যে সৈন্যেরদের প্রমত্ত স্নেহ করেন এতদর্থে বক্তৃতা করিলেন তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের সহিত বিভাগ করিবার

মানস ভিন্ন তিনি অন্য কোন মানস প্রকাশ করিলেন না পরে সৈন্যেরা যুযুৎসব করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার শিবিরে লইয়া গেল।

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের বিষয় সকল করিতে লাগিলেন। কর্ণেল স্কিন্নর কহেন যে তিনি স্বয়ং সৈন্য রণস্থলে চালাইয়া নাশের মধ্যেও অতিশয় সাহস ও মনের স্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি আপন দেশ কৃষিকর্ম্মদ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু করিতে মনোযোগ করিয়াছেন তাহার ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তেজস্বী ও ফলবন্ত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রজারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সুখী ও শ্রীমান্ তিনি নিরন্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তাঁহার স্মরণ লইলে তাহা অবশ্য স্থির ও সত্য হয়। পূর্ব্বে তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাতালিক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন এবং ঐ ধর্ম্মের অনেক যাজক ও কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন রাজধানীতে তিনি সেণ্ট পিটরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ গ্রির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে তাহার মূর্ত্তি খর্ব্ব ও বর্ণ অতিশয় শুক্ল ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্ফীত এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ্ণ কিন্তু চতুর তাঁহার হস্ত ও বাহু এবং পদ সুখ্যাতি ও প্রশংসার উপযুক্ত।

তিনি যে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিষ্ঠুরাচরণ করেন তাঁহার এমত অপবাদ আছে তাহারও একটা নিষ্ঠুরাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা এক অল্পবয়ঃক্রমি দাসীকে ধূর্ত্ততায় ধৃত করিয়া তিনি তাঁহাকে জীয়স্তে পুঁতিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ নিষ্ঠুর আজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল এবং ঐ বালিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল এই কারণ বৃদ্ধা নিষ্ঠুরা বেগম আপনশয্যা আনাইয়া ঐ কবর স্থানে বিস্তার করত তামাক খাইয়া তদুপরি নিদ্রা গেলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

বেগম শমরুর সম্পত্তি।—মিরটের দরবারে [*Meerut Observer*] লেখেন যে গত মাসের মধ্যে বেগম শমরু কর্ণল ডাইস সাহেবের পুত্র ডাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়ান্ত দান করিয়াছেন। কর্ণল ডাইস সাহেব বেগম শমরুর পূর্ব্ব স্বামি শমরুর কুটুম্ব। শমরু অনেক বৎসরপূর্ব্বে লোকান্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্ব্বে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন এবং তাঁহার তাবৎ সরবরাহ কার্য্য ও সৈন্যাধ্যক্ষতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমরু তাঁহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মতা হইলেন এবং ঐ সাহেব কএক বৎসরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন ঐ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার নামে দান পত্র না হইয়া তাঁহার পুত্রের নামে হইয়াছে। এবং ঐ দানপত্র ক্রমে ঐ পুত্র বেগমের সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে যে ঐ ডাইস স্বায় নামের পরিবর্ত্তে শমরু নামধারী হইবেন। ঐ দান পত্র পারস্য ভাষায় লিখিত কিন্তু তাহাতে এমত লিখিত আছে যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত পূর্ব্বকার যে এক দানপত্র ছিল তাহাও সিদ্ধ হইবে। বেগমের যে ভূম্যাদি অর্থাৎ শরদানা ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার যে জায়গীর আছে তাহা সন্ধিপত্রক্রমে তাঁহার মরণোত্তর কোন২ বিষয় বর্জিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে।

(২ জুলাই ১৮৩৪। ১৯ আষাঢ় ১২৪১)

বেগম শমরুর জায়গীর নিকটস্থ প্রদেশের অবস্থা।—বেগম শমরুর দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তত্রস্থ প্রজাবর্গের স্থানে তিনি কর অত্যন্ত শুষিয়া লইতেছেন। ইহাতে তাহারা অদৃষ্ট অশ্রুত চুরি ডাকাইতী ও হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাদশাহপুরের আমিল কিল্লার নিকটেই খুন হয় এমত দুইবার ডাকাইতী হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন রাজকার্য্য লোকেরই মনোযোগ নাই।—দিল্লী গেজেট।

(১৪ মার্চ্চ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১)

শরদানা।—অবগত হওয়া গেল শরদানার কর্ত্রী শ্রীমতী বেগম শমরু গত কএক দিবসের মধ্যে শরদানাতে তাঁহার রাজকোষে যত টাকা জমা হইয়াছিল তাহা মিরটের খাজানাখানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিয়াছেন যে ঐ টাকা শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনে অর্পিত হয়। কথিত আছে যে তিনি যে টাকা প্রেরণ করেন তৎসংখ্যা ৩০।৩৫ লক্ষ টাকা হইবে তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ কাঁচা বাকী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাকা।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

বেগম শমরু।—শুনা গিয়াছে যে শ্রীমতী বেগম শমরু ধর্ম্মবিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নীচে লিখিত টাকা প্রদান করিয়াছেন বিশেষতঃ শরদানাতে স্বীয় গির্জাঘর বা কাথিড্রল প্রতিপালনার্থ লক্ষ টাকা এবং শরদানার দীন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা ও রোমান কাতোলিকমতাবলম্বিদের নিমিত্ত এক বিদ্যালয়স্থাপনে লক্ষ টাকা এবং মিরটস্থ স্বীয় গির্জাঘরের নিমিত্ত ১২,০০০ হাজার টাকা।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

সরদানা।—অবগত হওয়া গেল যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড কম্বরমার সাহেব শ্রীমতী বেগম সমরুকে অতি উত্তম সুদৃশ্য এক ছবি দিয়াছেন ঐ ছবি সরদানার প্রধান গীর্জা ঘরে স্থাপিত হইয়াছে।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২)

বেগম সমরু।—বেগম সমরু বহুকাল স্বাধীনতায় সরদানার রাজ্যভোগ করিয়া এইক্ষণে বার্দ্ধক্যে পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার তাবৎ ন্যস্ত ধন ও রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবে।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ৯ ফাল্গুন ১২৪২)

শরদানার প্রধান গ্রিজাঘরের মধ্যবর্ত্তি কবরে যথারীতি সম্মানপূর্ব্বক বেগম শমরুর সমাধি সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লওনসময়ে বেগমের বয়ঃসমসংখ্যায় সম্ভ্রমার্থ ৮৭ তোপ হইল। পরে তাঁহার পরিবারেরা রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে বেগম শমরুর তাবৎ রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। এই সমৃদ্ধ রাজ্য অত্যল্পকালের মধ্যেই মিরট জিলাস্থঃপাতি করা গেল উত্তর কালে ঐ রাজ্য ঐ জিলাভুক্তই থাকিবে। তাঁহার ভূম্যধিকার তাবৎ সম্পত্তি এইরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল কিন্তু নগদ সম্পত্তি সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দানপত্রদ্বারা তাঁহার পৌত্র শ্রীযুত ডাইশ শমরুর হস্তগত হইল।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২)

বেগম সমরু।—শরদানাতে কএক জন বৃদ্ধাস্ত্রীকে মৃতা বেগম নিত্য কিছু২ দান করিতেন অতএব কেবল ঐ কএক জন স্ত্রীব্যতিরেকে বেগমের মৃত্যুতে প্রায় সকলই হৃষ্ট আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতিনির্লজ্জতারূপেই টাকা কসিয়া লইতেন তাঁহার লোকান্তরহওয়াতে সুতরাং জমীদারেরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়াছেন। বেগমের ন্যূনাধিক নব্বই বৎসর বয়স্ হওয়াতে অতিবার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত প্রায় বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব তাঁহার উত্তরাধিকারি যুব ডাইস রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শমরু নাম গ্রহণ করিয়া বেগমের তাবদ্ধনাধিকারী হইলেন। শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙ্গলা ও হস্তী উষ্ট্র অশ্ব ও নানাপ্রকার কামানেতে ৫০ লক্ষ টাকার ন্যূন সম্পত্তি হইবে না আছে এতদতিরিক্ত গত বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনেতে ন্যস্ত হইয়াছিল এইক্ষণে এই সকল সম্পত্তি ডাইস শমরুর হইবে কিন্তু তিনি ত্রিশ বৎসরবয়স্ক না হওনপর্য্যন্ত কেবল ঐ টাকার সুদমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর। বেগম স্বীয় তাবৎ প্রাচীন চাকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া যান নাই অথচ তাহারা কেহ কেহ ২০।৩০।৪০ বৎসরপর্য্যন্ত তাঁহার চাকরীতে নিযুক্ত আছে। কেবল স্বীয় চিকিৎসককে বিশ হাজার টাকা এবং ডাইস সাহেবের ভগিনীপতি ক্রপ সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তাঁহার অন্য এক ভগিনীপতি শারোলি সাহেবকে আশী হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাদুরের এক জন সেনাপতি সাহেবকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন। বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে

এই সেনাপতি সাহেবকে উদাসীনের ন্যায়ই বোধ হয়। শ্রুত হওয়া গিয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার দানের মধ্যে উক্ত সংখ্যক টাকামাত্র অবশিষ্ট তাবৎকাল ডইস সাহেবই পাইয়াছেন। ঐ যুং ডাইসের পিতা প্রাচীন কর্ণল ডাইস সাহেব বেগমের এক জন কর্ম্মকারক ছিলেন তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অকৌশল হওয়াতে তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। সর্ব্বপ্রকার হাসিলসমেত বেগমের বার্ষিক রাজস্ব ১০ লক্ষ টাকা বৎসরে খরচ ৬ লক্ষ টাকার অধিক হইত না।

(১৯ মার্চ্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২)

বেগম শমরু।—মৃতা বেগম শমরুর প্রাচীন কর্ম্মকারকেরদের দাওয়াবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে মানস ছিল তদ্বিষয়ক প্রস্তাব আমরা জ্ঞাত না হইয়া পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম কিন্তু তৎপরে অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মকারকেরদের মুশাহেরা বজায় রাখণার্থ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তাহারদিগকে যে মুশাহেরা দেওয়া গিয়াছে তাহার ফর্দ্দ চাহিয়াছেন। অতএব আমারদের ভরসা আছে যাঁহারা বিলক্ষণ কার্য্যোপযুক্ত তাঁহারদেরই মুশাহেরা মঞ্জুর থাকিবে। অপর বেগম শমরু যে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া যান তাহার সুদেতে দুঃখীন বালকেরদের ভরণপোষণ হইবে। কিন্তু যাঁহারা কেবল স্বার্থার্থ যুক্ত বিগ্রহ হইয়া গেলেপর বেগমের চাকরীতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের ঐ টাকাতে প্রত্যাশা নাই এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন দাওয়া নাই। এইক্ষণে শ্রীযুত ডাইস শমরু দিল্লীতে গমন করিয়াছেন।

....

শ্রুত হওয়া গেল যে মৃতা বেগম শমরুর যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ইহা বলিয়া দাওয়া করিয়াছেন যে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারির অধিকার নাই কিন্তু সে রাজ্য সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য। এই বিবাদ নিষ্পত্তিহওন পর্য্যন্ত তাহা দিল্লীর অস্ত্রাগারে রাখা গিয়াছে। উত্তরকালীন এতদ্বিষয়ক নিষ্পত্তিবার্ত্তা শ্রবণে আমারদের লালসা আছে। [মীরাট অবজারভার]

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

শীতলাদেবী।—পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তির পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গুরগাঁওর নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতে হিন্দুর বসন্তরোগনাশিনী বা উপশমকারিণী শীতলা দেবীর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ভারতবর্ষের তাবৎ প্রদেশহইতে অনুমান তীর্থযাত্রী ২ লক্ষ লোক প্রতিবৎসরে তাঁহার আরাধনার্থ নিকটে গমন করে। এবং মৃতা বেগম শমরু ধর্ম্মবিষয়ক ঐ প্রবঞ্চনাতে বার্ষিক রাজস্ব বিশ ত্রিশ হাজার টাকা করিয়া পাইতেন। কিন্তু গুরগাঁওস্থান এইক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনহওয়াতে ভরসা করি যে ঐ সকল অবোধ যাত্রিরদের স্থানে ঐপ্রকার প্রবঞ্চনায় যে রাজকর লওয়া যাইত তাহা শীঘ্রই রহিত হইবে…।—দিল্লী গেজেট।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

ডাইস সম্বরের উপঢৌকন।—শ্রীযুত ডাইস সম্বর সাহেব মৃত বেগম শমরুর সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি দিল্লীর রাজবাটিতে গমনপূর্ব্বক রাজপরিজনেরদিগকে যে২ উপঢৌকন প্রদান করেন তদ্বিবরণ আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম যেহেতুক তাহাতে ঐ মহাশয়ের বদান্যতাসূচক প্রমাণ সকলই অবগত হইতে পারিবেন বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাদশাহকে অতিমনোরঞ্জন সুচারু পাঠক এক পক্ষী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেগমকে মৃতা বেগম শমরুর অতিসুদৃশ্য রাজশকট ও ইঙ্গরেজী সাজসমেত চতুষ্টয় ঘোটক প্রভৃতি।

যুবরাজকে পিত্তলের তারময় শয্যাপ্রভৃতি।

যুবরাজ শালিমকে অতিসুশোভন রৌপ্যমণ্ডিত এক যোড়া পিস্তলপ্রভৃতি।

যুবরাণীকে কলিকাতার নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।

এবং বেগম শমরুর রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তীপ্রভৃতি শ্রীযুত মহারাজ রণজিৎ সিংহকে উপঢৌকন প্রদানার্থ মনস্থ করিয়াছেন। ঐ উপঢৌকন মহারাজের নিকটে প্রেরিত হইবে। তদ্ব্যতিরিক্তও বেগম শমরুর এবং স্বীয় ইউরোপীয় বন্ধুগণকে বন্ধুতাসূচক ভূরি২ দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন।

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

ডাইস শমরু।—শ্রীযুত ডাইস শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্টোবর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত শরদানাহইতে প্রস্থিত হইবেন। মৃতা বেগম শমরুর প্রায় অস্থাবর তাবৎ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। বাদশাহপুর জায়গীরের উপর ঐ মহাশয়ের যে দাওয়া আছে তাহা ব্যতিরেকেও তিনি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইয়াছেন। ঐ জায়গীরের নিমিত্ত তিনি ইঙ্গলণ্ডে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে নালিস করিতে কল্প করিয়াছেন।

(৪ মার্চ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত ডাইস সমরু।—পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত থাকিবেন যে মৃত বেগম সমরু আপন পৌত্র ডাইস শমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান কিন্তু ডাইস সমরুর পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণল ডাইসকে কিছু দেন নাই। এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল ডাইস গত শনিবারে কলিকাতা শহরে ২০ লক্ষ টাকার দাওয়া করিয়া আপন পুত্রের নামে গ্রেফতারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তুল্য টাকার জামীন দিলেন যেহেতুক কোম্পানির খাজানাখানাতে তাঁহার তত্তুল্যেরো অধিক ৪০ লক্ষ টাকা স্তম্ভ আছে।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

মহা বদান্যতা। শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে পেরেন্টস একেদেমির বিদ্যালয়ে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্রীযুত ডাইস সমরু সাহেবও ঐ বিদ্যালয়ে তত্তুল্য টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দমা।—পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে বিয়ৎকালাবধি সুপ্রিমকোর্টে শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব এবং তাঁহার পুত্র ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে ঐ মোকদ্দমা রফা হইয়াছে এবং ডাইস সমরু পিতার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত মুশাহেরা মাসিক ১৫০০ টাকা ও মোকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাকা দিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা বোধ করি ঐ মুশাহেরা সম্পর্কীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছেন।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

কর্ণেল ডাইস সাহেব।—স্বীয় মাতামহী বেগম শমরুর অধিকতর ধনাধিকারী হইয়াছিলেন যে ডাইস সমরু সাহেব তাঁহার সহিত তদীয় পিতা কর্ণল ডাইস সাহেবের যে মোকদ্দমা হইয়াছিল এই বিষয়ে পাঠক মহাশয়েরদের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে। ডাইস শমরুর উপর কর্ণেল ডাইসের যে দাওয়া ছিল তাহা প্রাপণার্থে সুপ্রিমকোর্টে ডাইস সাহেব মোকদ্দমা করিয়াছিলেন পরে সালিসের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা এইরূপ নিষ্পত্তি হয় যে ডাইস শমরু আদালতে ৪ লক্ষ টাকা ন্যস্ত রাখিবেন তাহার সুদ হইতে কর্ণেল ডাইসের জীবনপর্য্যন্ত জীবিকা চলিবে কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে ঐ বৃত্তিভোগ ছিল না যেহেতুক কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়া কেবল সহীকরণের অপেক্ষা ছিল কিন্তু যে দিবসে তাহা সহী হইল সেই দিবসেই হঠাৎ ওলাউঠারোগে কর্ণল ডাইসের দেহ ত্যাগ করিতে হইল। এই অশুভ ঘটনা অদ্য হইল গত বুধবারে ঘটিল।

(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত ডাইস সমরু।—আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকের সর্ব্বনাম্ন বেগম সমরুর পৌত্র অথচ উত্তরাধিকারি ডাইস সমরু সাহেবের বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবেক। কথিত ছিল যে ঐ বেগম মৃত্যুসময়ে উক্ত সমরুকে অন্যূন ৮০ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। ঐ সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে এক জাহাজে ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন করিয়াছেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তিনি ইটালি দেশে গমনপূর্ব্বক রোমনগরে অতি জাঁক জমকে বাস করিতেছেন।

বেগম সমরু ও তাঁহার পোষ্য পুত্র ডাইস সোম্বারের ঘটনাবহুল কাহিনী যাঁহারা পড়িতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আমার *Begam Samru* পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১৫ ফাল্গুন ১২৪৩)

কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখ্যা।—পোলীসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ্চ সাহেব কলিকাতার লোকের ও বাড়ীর পশ্চাৎ লিখিত সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন॥

কলিকাতা ১ জানুয়ারি ১৮৩৭ সাল।		স্ত্রী পুরুষ।
ইংলণ্ড জাত	... ...	৩১৩৮
খ্রিষ্টীয়ান	... ...	৫৭৪৬
পোর্ত্তুগাল জাত	... ...	৩১৮১
ফ্রান্সদেশীয়	... ...	১৬০
চীনদেশীয়	... ...	৩৬২
আরমানি	... ...	৬৩৬
য়িহুদি	... ...	৩৬০
পশ্চিমদেশীয় মোসলমান	. ...	১৬৬৭৭
বঙ্গদেশীয় মোসলমান	. ...	৪১৬৭
পশ্চিমাহিন্দু	... ...	১৭৩১৩
বাঙ্গালিহিন্দু	... ...	১২৩৩১৮
মোগল	... ...	৫২৭
পারসি জাতি	.. ...	৪০
আরব	...	৩১১
মোগ	.	৬৮৩
মান্দ্রাজি	... ..	৫৫
বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ান	.. ...	৪৯
নীচজাতি	. ...	১৯০৮৪
		২২৯৭১৪
ইহার মধ্যে পুরুষ	১৭৪৯১১	
স্ত্রীলোক	৫৪৮০৩	
পাকাবাড়ী	...	১৪৬২৩
খোলার ঘর	...	২০৩০৪
খড়ুয়া ঘর	...	৩০৫৬৭
		৬৭৪৯৫
পোলীস সম্পর্কীয়	.	১৩৫৮

কিন্তু খিদিরপুর মুচিখোলা শিবপুর হাবড়া শালিখা কাশীপুর বাহিররাস্তার পূর্ব্বাংশ এই সকল স্থানের লোকসংখ্যা ইহার মধ্যে নহে।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ । ১ আশ্বিন ১২৪৪)

কলিকাতার মৃগয়া।—মৃগয়া কার্য্যানুরক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও শ্রীযুত মকান সাহেব ও অন্যান্য কএক জন সাহেবেরা কুকুর ও পিস্তল ও দুই চুনার বন্দুক লইয়া সংপ্রতি শ্যামপুকুরেরদিগে ব্যাঘ্র মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থানে একটা চিত বাঘ মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং শ্রীযুত মকান সাহেব কুক্কুর লইয়া অন্য দিগে গেলেন। পথিমধ্যে ঐ কুক্কুরেরা দুইটা শিয়াল দেখিতে পাইয়া অতিশীঘ্র তাহারদিগকে মারিয়া ফেলিল কিন্তু বাবুর বড় সৌভাগ্য যেহেতুক তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে একটা অতিবৃহৎ চিতা বাঘ তাঁহার অতিনিকটে ঝাঁপটা মারিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি ভাবলোক ঐ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়া বনমধ্যে অনেক দূরপর্য্যন্ত গেল কিন্তু পরে অতিগ্রীষ্মপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল। অতএব কলিকাতায় যে ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে সে ঐ চিতা বাঘই ইহার সন্দেহ নাই। শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ঐ ব্যাঘ্রের অন্বেষণার্থ যাইবেন। শহরের ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে এইক্ষণে কএক দিবসাবধি পোলীসের কএক জন ঐ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।

(২৬ মার্চ ১৮৩৬ । ১৫ চৈত্র ১২৪২)

বেলুন।—গত বুধবার বেলুনারোহণ রূপাশ্চর্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বোধ করি এপ্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই গাড়ি পালকি নৌকাতে ও পদব্রজে গমনশীল ব্যক্তিবদের সমারোহে বোধ হয় তাঁহারা বেলুন যন্ত্রে আকাশে গমন অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদূর উঠিল কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিখিয়া কার্য্য নাই কেন না দীর্ঘকালের সম্বাদ সকল কাগজেই ব্যক্ত আছে কিন্তু ঊর্দ্ধে উঠিয়া কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় সকলে জানিতে পারেন নাই কেহ২ বলেন বেলুনবিষয়ক চাঁদাতে শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের অধিক লভ্য হয় নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দূরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধি অভিমান করেন তাঁহারা বলেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল একারণ আরোহিসাহেব সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন অন্যেরা বলেন এসকলই প্রতারণা কলিকাতার লোকেরদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্তই রাবর্টসন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন কিন্তু এসকল কথা কিছু নয় ফলত বেলুন যন্ত্র একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দ্বারা বেলুনের মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া

গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিয়া নানা কথা কহিতেছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া কি জানি তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে ফিরাইয়া দিলেন পূর্ব্বকালের লোকেরা এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ হইয়াছে ইঙ্গরেজরা মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদের বুদ্ধির কৌসেলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সৃষ্টি করেন কিন্তু অদ্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাঁহারা বোধ করেন কোন আরকের তেজেতেই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্র তন্ত্রের পরাক্রম না ভাবিয়া যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের ইচ্ছা আছে গড়ের মাঠহইতে পুনরায় বেলুনযন্ত্রে ঊর্দ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের কিছু অধিক লভ্য হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫)

বেলুন।—সকলই অবগত আছেন যে রাবর্টসন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে বেলুন যন্ত্র দ্বারা প্রথম ঊর্দ্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেলুনের যে তিনখান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা খরচ হয় তাহা কেবল ৫০ টাকাতে বিক্রয় হইল।

(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

রাজমহলের ভগ্নাট্টালিকা।—হরকরার একজন পত্রপ্রেরকের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজমহলে যে এক অট্টালিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহাহইতে কএক জন ইউরোপীয় সাহেবেরা কএকখান প্রস্তর খুলিয়া লইয়া যাওয়াতে আপনারদিগকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছেন। তৎস্থানের রাজবাটীর অধিকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল দুই প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান আছে কিন্তু অসভ্য মনুষ্যেরদের দ্বারা তাহার তাদৃশ অপচয় হয় নাই। তন্মধ্যে অতিসুদৃশ্য এক মসজিদ আছে তাহার অন্তর্ভাগ ও মেজ্যা শ্বেতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরেতে মণ্ডিত এবং ঐ প্রস্তরোপরি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে। অন্য প্রকোষ্ঠ উভয়পার্শ্বযুক্ত বারাণ্ডার ন্যায় তাহার স্তম্ভ ও মেজ্যা ও ছাদ ও প্রাচীর সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরেতে নির্ম্মিত এবং অতিসুদৃশ্যপ্রকারে সংঘটিত।

খামখা কোন২ ব্যক্তি এই উত্তম অট্টালিকার মর্ম্মর প্রস্তর ভগ্ন করিয়া এবং তাহার

খোদিত অক্ষরসকল তুলিয়া লওয়াতে ঐ অট্টালিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে পতিত হইয়াছে।...

গত ২৮ আপ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথা হইতে মর্ম্মর প্রস্তর খুলিয়া লইলেন। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতুক ঐ প্রস্তরের মূল্যেতে তদ্‌গ্রাহকেরদের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না অথচ ঐ সকল প্রস্তর অট্টালিকার ছাদরক্ষক এক অঙ্গ তাহা এতদ্রূপে ভগ্ন করিয়া লওয়াতে অতিশীঘ্রই ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে।

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদং মেতৎ। সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইউরোপীয় যে মহাশয়বা এইদেশে চিনি প্রস্তুত করণের বাণিজ্যোৎসাহী হইয়া নানা স্থানে তাহার কারখানা করিয়া ঐ বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুর্বাংশের তিন অংশ তাঁহারদিগের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। ঐ মহাশয়রা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি পরাধীন অক্ষম ব্যক্তিরদের প্রতি একেবারে করুণানয়নমুদ্রিত পূর্ব্বক স্থূললাভ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য বৃক্ষমূলে অস্মদাদির ধর্ম্মনাশ বারি সেচন করিতেছেন অর্থাৎ গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুবদিগের অস্পৃশ্য দ্রব্যের দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্যের পারিপাট্য ও পরিষ্কার করিতেছেন এমত রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় এতদ্দেশীয় তাবৎ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিরা শর্করোদ্ভব দ্রব্যত্যাগী হইয়াছেন এবং এইপ্রযুক্ত অত্রস্থ নিস্ব পরিশ্রমোপজীবি মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অত্যাচার উক্ত বাণিজ্যকারি মহাশয়েরদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতুক তাঁহারা রাজার জ্ঞাতি যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন বটে কিন্তু অস্মদ্দেশাধিপতিরদের এতদ্রূপ দৌরাত্ম্য দূর না করা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যৎকালে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির এতদ্দেশে রাজ্যলাভ হয় তৎকালে এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল এবং তাঁহারদিগের দোর্দণ্ড প্রচণ্ডপ্রতাপ মার্ত্তণ্ড প্রখর প্রতিভা এরূপ ছিল না যে অন্য কোন দেশাধিপতি তাহা নিবারণপূর্ব্বক এদেশের কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যে উক্ত জবনেরদের হিন্দু ধর্ম্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্ম্মভূষণ মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ও মহারাজ রাজবল্লভ রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরা জবন দৌরাত্ম্যে স্বীয়২ ধর্ম্মরক্ষণে অনন্যোপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ কৌশলে ছলে এই সুবিস্তার সুসমৃদ্ধ রাজ্য এই আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারদিগের অধীন করিয়া দেন যে তাঁহারা এই দেশের রাজা হইয়া রাজধর্ম্মানুসারে সর্ব্বধর্ম্ম প্রতি সমস্নেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিবেন যেহেতুক উক্ত মহাশয়রা কেবল স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার্থে শাস্ত্রসিদ্ধ জবনেরদের

বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাশয়রা হিন্দুরদের প্রতি সে স্নেহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইরূপ অত্যাচার অর্থাৎ হিন্দুরদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য শর্করাদিতে গো অস্থি মিশ্রিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞা করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণাপর্ণে চিরবাধিত করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন। বহুবাজার নিবাসি কতিপয় দর্পণপাঠকস্য।

(৯ জুন ১৮৩৮। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

দ্বীপান্তরে কুলিরদের প্রেরণ।—পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে কএক বৎসরাবধি ভূরি২ কুলি লোক বিশেষতঃ পর্ব্বতীয় ধাঙ্গড় কুলিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং আমেরিকান্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে বাহুল্যরূপে কলিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এবং গত ১২ মাসের মধ্যে এতাদৃশ প্রেরিত লোকেরদের সংখ্যা ৫৭৮৬ এবং তাহারদের সঙ্গে ১০০ স্ত্রী লোক প্রেরিত হয়। এই বিষয় ইঙ্গলণ্ডদেশে পালিমেণ্টে আন্দোলন হওয়াতে তাঁহারা এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত দোষার্পণ করিয়াছেন এবং ঐ দোষ যথার্থও বটে যেহেতুক ঐ দীনহীন লোকেরদিগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এমত লোভ দেখাইয়া তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহারা প্রায় কিছুই পায় না যে দফাদারেরা তাহারদিগকে ঘোটাইয়া দেয় তাহারা ঐ বেতনের চারি অংশের তিন অংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে কেবল একটি কি দুইটি টাকা পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহারা পলাইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির আবশ্যকতা হওয়াতে দফাদার কলিকাতা শহরের মধ্যে যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেরিত হয় তাহারদের মধ্যে অত্যল্প স্ত্রী ঐ কুলিরদের বিবাহিতা কিন্তু অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্যালয়ের ত্যাজ্য দুর্ভাগারা।

ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারণার্থ পোলীসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম ৪ মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবা না তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্তু দফাদারেরা দেখিলেন যে তাহাতে আমারদের লাভের ন্যূনতা হয় এইপ্রযুক্ত আগাম ৬ মাসের মাহিয়ানা না পাইলে দফাদারেরা কুলি দিতে স্বীকার করিল না তৎপ্রযুক্ত বাণিজ্যকারি সাহেবেরদের সুতরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যাপার অল্পকালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিবেচিত হইবে। এই বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক আছি অতএব পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্ত্তা প্রেরণ করেন তাহাতে আমরা উপকৃত হইব।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫)

আমারদিগের ইংলণ্ডীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নূতন২ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা প্রকাশিত যাহাতে হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এপ্রদেশে বিদ্যা ও সভ্যতা যদ্রূপে বৃদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা বিষয়ে ন্যূনতা নহে পরন্তু দেশের রীতি ও বিদ্যা বর্দ্ধন বিষয় কিয়ৎ মিথ্যা ধর্ম্মাবলম্বনে হ্রাস হইতে পারে এতদ্দেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার নিরূপণ এই যে কলিকাতার পশ্চিমাংশে প্রায়ঃ দশ ক্রোশ অন্তর এক গ্রাম সেই স্থানে তন্তুবায়ের বাটীতে এক দেবতা স্বয়ং উত্থাপিত হইয়াছে বহু২ বিজ্ঞ পণ্ডিত সকল ঐ স্থানে দেবতা নিরূপণ করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নানা পুরাণাদি জ্ঞান থাকিলেও কোন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নাম ও পূজা এই সকল বিষয় কিঞ্চিৎও নিরূপণ করিতে পারিলে ঐ নানা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এই এক খান রথ ষোড়শ ঘোটক তাহাতে নিয়োজিত তদুপরি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে ঐ দেবতার আকৃতি বিন্যাসিত আছে এবং তাহার দুই পার্শ্বে স্ত্রীপুরুষ দণ্ডায়মান পরন্তু কিয়ৎ কাগজ ও লেখনী আছে ঐ দেবতার নিরূপণ অজ্ঞাত হইতে রাত্রে উপবাসী তন্তুবায়ের মাতা নিরাহারে রহিয়াছেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।...১ দফা আসাম দেশ অতি পূর্ব্বে বরহি ও চুটিয়া ও কাচারি ও বারভুঞা ও দরাঙ্গ রাজা এই পঞ্চ রাজাতে বিভক্ত থাকিয়া ৫ রাজার স্বাধীনে ৫ খণ্ডী ছিল ততপর ইন্দ্রবীর্য্যজ চুকাফা নামক মহারাজ নরা দেশ হইতে ঈশ্বরের প্রসাদাৎ সৈন্যাহরণ পূর্ব্বক যুদ্ধাক্রান্তে আসিয়া শকাব্দা ১১৬২ শকে আসামে প্রবেশ হইয়া ক্রমশ এক২ রাজাকে সংহার করিয়া স্বাধীন করিতে লাগিলেন শুদ্ধদেব প্রতাপ সিংহের আমল পর্য্যন্ত ৫ রাজাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়া কামপৃষ্ঠ রত্নপৃষ্ঠ ভদ্রপৃষ্ঠ সৌমারপৃষ্ঠ চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আমরাও উক্ত রাজাগণের প্রসাদাৎ যথেষ্ট সম্মান পাইয়া অশেষমত ভরণ পোষণাদি পাইয়া বাহুর মতে বিনা করে মহানন্দেতে সুপ্রতুল ছিলাম। পাইকান অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রজারদিগেরহ পাল খাটনি ব্যতীত কিছু ছিল না এই মতেই ১৭০৯ শকপর্য্যন্ত মুদ্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইতিমধ্যে তদ্দেশীয় মটক বিখ্যাত দুষ্ট লোকেরা দৌরাত্ম্য করণেতে মহারাজ গৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তক্ত ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অভয়প্রদান পূর্ব্বক কর্ণওয়ালিস কামাপ্তিন সাহেবকে সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়া দুষ্ট দুর্দ্ধর্ষ মটক লোককে তাড়িত করিয়া রাজাকে ১৭.৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে তদবধি গৌরীনাথ সিংহ ও কমলেশ্বর সিংহ ও চন্দ্রকান্ত সিংহ এ তিন রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের প্রসাদাৎ সুখেতে রাজভোগ করেন মহামন্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি ডাঙ্গরিয়া দিগপাল বৎ মুলুক শাসন রাখেন তাহার কালাবসানে বদনচন্দ্র বড় ফুকনের আনীত হওয়াতে ১৭৩৮ শকে ব্রহ্ম রাজার সৈন্য আসিয়া

আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পর্য্যন্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্যমান জাত্যজাতী তাবতাহরণ দৌরাত্ম্য যাহা করে তাহা গণেশ দেবোপি লিখনে সক্ষম রহিত তস্মিন কালে আমারদিগকে কাল সর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্যায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ খরচপত্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মহোত্তীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বৃদ্ধ যুবাদের ৺রের কাছে নিয়ত প্রার্থনা রাখি যে কোম্পানি বাহাদুরের যশ খ্যাত ও কান্তি ও দীপ্তি সতত বৃদ্ধি করুন··· । শ্রীমণিরাম বড়বন্দর বড়ুয়া।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইঙ্গলণ্ডীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে কৃতকার্য্যতা হওন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনাসূচক এক পত্র অর্পণ করণের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করণার্থ বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টা সময়ে পশ্চাল্লিখিত মহাশয়েরদের কর্ত্তৃক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা আহূত হইয়াছেন।

রাজা বরদাকণ্ঠ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর। নবকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল। কালীকিঙ্কর পালিত। রামরত্ন রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্ষ্মীনাথ মল্লিক। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বীর নরসিংহ মল্লিক। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। দ্বারকানাথ ঠাকুর। রসময় দত্ত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রামকমল সেন। রষ্টমজী কওয়াসজী। মানক জী রষ্টমজী। রায় কালীনাথ চৌধুরী। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। আশুতোষ দেব। কানাইলাল ঠাকুর। গোপাল ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ রায়।

(৮ জানুয়ারি ১৮৩১ । ২৫ পৌষ ১২৩৭)

বর্ষফল।—১৮৩০, সেপ্টেম্বর ১৭।—এই সময়ে শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাসকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হাটখোলার এক নূতন ঘাট সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে খোলা হয়।

(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২)

১৮৩১ সালের বর্ষফল—

জানুআরি, ১৮। আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় কেপে পঁহুছেন।

মার্চ ৮। রাজা বৈদ্যনাথ রায় হস্তকলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় মুক্ত হন।

জুলাই, ২। মারকুইস লান্সডৌন সাহেব ভারতবর্ষস্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত কুলীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থনা লিখিত ছিল যে হিন্দুর বিধবারা চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎসমকালীন কহিলেন যে শ্রীযুত বাদশাহের রাজসভায় তদ্বিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে তাহা আমরা অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিব বটে কিন্তু তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই।

জুলাই, ৭। কলিকাতার ফ্রি স্কুল গির্জাঘরের গাঁথনি সমাপ্ত হয়।

জুলাই, ২০। কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্ সোসৈটি অর্থাৎ চিকিৎসার সমাজ স্থাপিত হয় [সংস্কৃত] কালেজের পূর্ব্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ তাহার সেক্রেটরী হন।

বঙ্গদেশে এতদ্দেশীয় তুলা ও রেশমী বস্ত্রব্যবসায়ি ও শিল্পিগণ ইঙ্গলণ্ড দেশে বোর্ড: ত্রেডে এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হইয়াছে এমত জনরব হয়। তাঁহারদের প্রার্থনা এই যে বঙ্গদেশজাত তন্তুবস্ত্রর মাসুল বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডদেশজাত তন্তুবস্ত্রর তুল্য হয়।

জুলাই, ২৮। এতৎসময়ে কলিকাতার এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে ও জাতিভ্রংশবিষয়ে ও জাতিভ্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের আন্দোলন হয়।

আগস্ত, ৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পত্র এই নামধারি এক গ্রন্থ ক্রফর্ড সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে সাহেবেরা আপনারদের অবস্থা এবং কোম্পানী বাহাদুরের রাজ শাসনে এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন।

সেপ্টেম্বর, ৩০। বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক কলিকাতার ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাঁহার মিত্রেরা হিন্দু ধর্ম্মে অত্যন্ত অসম্মত।

নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ হইল। ঐ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে ঐ সৈয়দ আহমুদ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়।

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুরহইতে এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও দমদমাহইতে কতক অশ্বারূঢ় তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাহার অনুচর ৮০।৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।

দিসেম্বর, ২৬। ইণ্টিণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রসম্পাদক অতিবিচক্ষণ ডুজু সাহেব ওলাউঠা রোগে কালবশীভূত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিখেদান্বিত।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২ সালের বর্ষফল—

মে, ৪। মৃত মার্কুইস হেষ্টিং সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় লালদীঘীর এক প্রান্তে স্থাপিত হয়।

জুন, ১৪। কলিকাতা শহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে শ্রীযুত পাদরী ডপ সাহেবের অধ্যক্ষতায় এক অত্যুত্তম পাঠশালা স্থাপন হয়। তাহাতে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা পারস্য ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।

সেপ্তেম্বর, ৯। সর্ব্বত্র চিৎপুরের নবাবনামে বিখ্যাত নবাব সৌলৎজঙ্গ মুরশিদাবাদে পরলোকগত হন যে মহম্মদ রেজা খাঁ অনেককালপর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার পুত্র ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন।

অক্তোবর, ১৭। ইনকোএরর পত্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বাড়ুযো খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

নবেম্বর ২৭। উয়ারিন হেষ্টিংশ সাহেবের অতিপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কান্ত বাবুর পৌত্র মহারাজ কুমার হরিনাথ রায় বাহাদুর একত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক হইয়া কলিকাতায় লোকান্তর গত হন। তাঁহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুত্রমাত্র আছেন।

দিসেম্বর ১২। কলিকাতানগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজাণ্ডর কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্দ্বারা লোকেরদের অপূর্ব্ব ভয় ও ক্লেশ জন্মে।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

১৮৩৩ সালের বর্ষফল—[ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীত]

২ জানুআরি। হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপ্যময় এক গাড়ু প্রদান করেন।

৫ জানুআরি। মাকিণ্টস কোং দেউলিয়া হন।

১১ মে। শ্রীরামপুরের গবর্নর হলনবর সাহেবের পরলোকগমন হয়।

২৭ জুলাই। বঙ্গদেশীয় মহাশয়েরা প্রথমতঃ গ্রান্দজুরীতে উপবেশন করেন।

১৩ সেপ্তেম্বর। এতৎসময়ে কলিকাতাস্থ তাবল্লোকের একটা জ্বর রোগ হয়।

২১ সেপ্তেম্বর। ডেপুটি কালেক্টরীপদ যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির প্রতি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মুক্ত করেন।

৭। অক্টোবর। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় সঞ্চয়ার্থ এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ঐ তারিখে দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেণ্ট শারীরিক দণ্ডদেওন রহিতের হুকুম করেন।

২৫। নবেম্বর। ফার্গিসন কোম্পানির কুঠী দেউলিয়া হয়।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ । ১৫ বৈশাখ ১২৪৬)

১২৪৫ সালের বর্ষফল ।—

বৈশাখ ।—৺দয়ালচাঁদ আঢোর স্বজ্ঞানে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ।...শ্রীযুত ডাং ওসেনেসি ও শ্রীযুত ডাং ইজরটন সাহেবেরদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে কলুটোলায় এক চিকিৎসালয় স্থাপন ।

জ্যৈষ্ঠ ।—পিকনিক নামে এক ইঙ্গরাজী পত্র প্রকাশ হয় ।

শ্রাবণ ।...খিদিরপুর গ্রামে শুভদা নামক একসভার সংস্থাপন হয় ।...শিমুল্যাস্থ শ্রীযুত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর বাটীতে কতিপয় যুবা কর্ত্তৃক এক সভা সংস্থাপিত হয় । ইণ্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষা দেওনারম্ভ হয় ।

ভাদ্র ।...শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রবোধ উজ্জ্বল নামে এক সভা সংস্থাপিত হয় ।...চাঁপাতলায় প্রবোধ কৌমুদী নামে এক সভা হয় ।

আশ্বিন ।—বহুবাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রাধামোহন সরকারের বাটীতে ঐ পল্লিস্থ এবং চাঁপা তলাস্থ বাবুগণ কর্ত্তৃক সখের সংগীত সংগ্রাম হয় ।

কার্ত্তিক ।—কিনু রায় কোং দেউলিয়া হয় । শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে যোড়াসাঁকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সখের দলের সংগীত সংগ্রাম হয় ।...শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্যের ওরিএন্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দানারম্ভ হয় ।

পৌষ ।—গোলাম আব্বস সাহেব এক বাদ্য শিক্ষালয় স্থাপন উদ্যোগ করেন ।

মাঘ ।—শিল্প কর্ম্মের প্রাচুর্য্যের উপায় করণার্থ শিল্প বিদ্যালয়নামে সভা সংস্থাপিত হয় ।...সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ।

দ্রষ্টব্য

অনবধানবশতঃ নিম্নলিখিত অংশগুলি এই পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই।—

(৩ মার্চ্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮)

ধর্ম্মসভা।—গত ৮ ফাল্‌গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৺নাথুরাম শাস্ত্রির মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্ম্মসভাধ্যক্ষৈক পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য্য অভিষিক্ত হইলেন…। সং চং।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত মেষ্টর হের সাহেব।—উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থে যে চাঁদা হইয়াছিল তাহার টাকা কত আদায় হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বিবেচনা করি নাই এবং ঐ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুতের বিলম্বহওয়াতেও কিঞ্চিৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাবদৃষ্টে বোধ হইল সে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং প্রতিমূর্ত্তিও প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা আছে অতএব ভরসা করি কমিটির বিবেচনাতে যদ্যপি ঐ প্রতিমূর্ত্তি শ্রীযুত মেষ্টর সাহেবের সর্ব্বাবয়বতুল্যরূপা হয় তবে অবিলম্বে তাহা নির্ণীত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব যে সকল মহাশয়েরা বোধ করিয়াছেন এই চাঁদার টাকা আদায় হয় নাই তাঁহারা এইক্ষণে নিশ্চয় জানিবেন যে টাকার জন্যে প্রতিমূর্ত্তি লণ্ডনের কোন বাধা জন্মিবেক না ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের পারসী পড়িবার অভিলাষ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।…আমি শুনিলাম সংস্কৃত পাঠশালার কতকগুলিন ছাত্র পারসী অধ্যয়নকরণাশয়ে উক্ত কালেজের কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সাহেব তাহাতে কি অনুমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পারি নাই…। সংপ্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই ঐ ছাত্রেরা পারস্য বিদ্যা কি কারণ অভ্যাস করিতে চাহেন ইহা বুঝিতে পারি না। যদি বল নানা বিদ্যোপার্জ্জন করিলে হানিবিরহ। উত্তর লভ্য কি যদি সিরিশ্‌তাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আবশ্যক রাখে না তজ্জন্য ক্লেশ স্বীকার কেন করেন। যদি বল সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে ঐ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবনা থাকে না এতদর্থই প্রথমতঃ সংস্কৃত পড়িতে হয়। উত্তর এ কথায় বোধ হয় ঐ সকল ছাত্র-

দিগের অভিলাষ পারসী ইঙ্গরেজী পড়িয়া সিরিশ্তাদারাদির কর্ম্ম করিবেন যদি এমত হয় তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুর্য্য করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে মনোযোগ করিতেছেন তাহাতে বিরত হইতে পারেন তাহা হইলেই সংস্কৃত কালেজ উচ্ছিন্ন হইবেক।...৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ সাল। কস্যচিৎ কালেজ বহির্ভূত ছাত্রস্য।

আমরা এই পত্র পাইয়া চমৎকৃত হইলাম না যেহেতুক সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরা কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্ত্ম ছিল কিন্তু ডাং উইলসন সাহেব প্রভৃতি কএক জন কালেজাধ্যক্ষ সাহেবদিগের মত হওয়াতে ঐ ছাত্রেরা কেহ২ ইঙ্গরেজী বিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন তৎপরে পারসী পড়িলেই বা কি ক্ষতি। ইঁহারদিগের দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মাদি কখন সম্পন্ন হইবেক না ইহা ইঙ্গরেজী পড়াতেই নিশ্চয় হইয়াছে তৎপরে পারসী পড়াতে আর কি গর্হিত হইতে পারে। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অপাত্র ছাত্রেরা সংস্কৃত শাস্ত্রের মর্য্যাদা বিবেচনা করিতে পারিলেক না তৎপ্রমাণ দেখ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কুলীন ধনবান্ এতাদৃশ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এক জন বংশজ ব্রাহ্মণ দীন কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাকেই সৎপাত্র জানিয়া দৈব পিতৃকর্ম্ম ও ফলজনক দানাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং সমাদরের বিশেষ সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদি এমত মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারদিগকে কিপ্রকারে বুদ্ধিমান্ কহিতে পারি। যাহা হউক সংস্কৃত কালেজ স্থাপনহওয়াতে আমারদিগের দেশের উপকার হইবে এমত ভরসা প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতুক শাস্ত্রের প্রাচুর্য্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে যেপর্য্যন্ত প্রাচীন অধ্যাপক মহাশয়েরা ঐ কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবৎকাল ছাত্রেরা একাকার করিতে পারিবেক না তৎপরে তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক তাহারি সোপান ইঙ্গরেজী পারসী অধ্যয়ন। অতএব বুঝা যায় যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট কালেজের বিষয়ে মনোযোগে বিরত হন তাহাতে সর্ব্বসাধারণের আহ্লাদই জন্মিবেক।—চন্দ্রিকা।

(৩ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

হিন্দুস্থানীয় ভাষা।—কথিত আছে যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠাইয়া যাওনের সীমা স্থির হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা স্থাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিতেছেন পারস্যের পরিবর্ত্তে তাঁহারা কোন্ ভাষা চলন করিবেন এবং উক্ত আছে যে ঐ আদালত হিন্দুস্থানীয় ভাষা মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে পরামর্শ দিয়াছেন যে এই আপীল আদালতে তাবৎ মিছিলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। এই আদালতের তাবৎ জজ ও উকীল ও আমলারা সকলই হিন্দুস্থানীয় ভাষা জানেন এবং বঙ্গভাষা চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায়

যত জিলা তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দুস্থানীয় ভাষা চলন আছে। বোধ হয় এই আদালতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা বিলক্ষণ রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয় শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইবেন যে অত্যল্প দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ কর্ম্ম হইতে পারস্য ভাষার ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যাইবে।

(২৯ মে ১৮৩০। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

মফঃসলে দারোগার সুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা লিখি। কোন গ্রামে যদ্যপি ডাকাইতি কিম্বা চুরি অথবা খুনি বা দাঙ্গা হঙ্গামের সুরতহাল উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুস্ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয় প্রথমে সুরতহালে চাসার হাল গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাৎ সকল লোক ধরিয়া অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্য্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়া দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি লিখিয়া হজুর পাঠায় ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে শাজা দিয়া কর্ম্মহইতে দূর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক সুনিয়ম হইলে ভাল হয়।—চন্দ্রিকা।

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [টাউন-হলে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত নেটিব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত] নীচে প্রকাশ করা গেল তাহাতে আমরা পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহওনের প্রার্থনা করি। তন্মধ্যে বাবুজী যে প্রত্যেক কথা লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিষয়ে আমরা সুসম্মত বটি এবং ঐ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরসা আছে। যেহেতুক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা যদ্রূপ অপরিমিতরূপে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে। উক্ত কর্ম্মাদির উপলক্ষে তাঁহারা যে প্রচুর ধন বিতরণ করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মণ কি দরিদ্রগণ কাহারো উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিরূপে হইতে পারে তাহারা স্ব২ বাটী ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বহুকষ্ট পায় কখন২ কালের অশুভত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক বা দুই রাত্রিপর্য্যন্ত বহুকষ্টে বসিয়া২ কখন বা মেষ পশুর ন্যায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহারা আপনারদের ঘরে বসিয়া

যে উপার্জন করিতে পারিত তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া কখন বা তদপেক্ষা ন্যূন অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিন্মাত্র পাইয়া বিদায় হয়। এবং ব্রাহ্মণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে কহা যাইবে যেহেতুক ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর্ম্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান্‌ যদ্যপি তাঁহারা কোন উত্তম স্বীয় ব্যবসায় করিয়া উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অমনি ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত কিন্তু এতদ্রূপ অপব্যয়েতে যাঁহারা ধন পান তাঁহারদের উপকার নাই কিন্তু যাঁহারা উক্তরূপ দান করেন তাঁহারদের বংশ্যের অত্যন্ত অপকার অর্থাৎ ধনক্ষয় যদ্যপি আমারদের এই কথার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে কত২ ধনি বংশ্য এতদ্রূপ অপব্যয় করিয়া একেবারে নির্দ্ধন হইয়াছেন তখন তাঁহার ঐ সন্দেহ দূর হইতে পারিবে। এতদ্দেশীয় এক জন সম্বাদ পত্রসম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রে সংপ্রতি লিখিয়াছেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই বঙ্গাদি প্রদেশের প্রায় তাবৎ জমীদারের জমীদারী হস্তান্তর হইয়াছে। ফলতঃ এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের আমরা এই মাত্র কারণ দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় জমীদারেরা কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া কিঞ্চিন্নাম যশঃ প্রাপণাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীয় ধন অপব্যয় করিয়া ফেলেন। যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ধরা আছে এবং যে স্থানে জমীদারীর উৎপন্ন উপস্বত্ব হইতে কর অল্প সেই স্থলে জমীদারের অনবধান না থাকিলে কখন রাজস্ব বাকি পড়িতে পারে না। কখন২ অকারণ দুর্দ্দশাতেও কোন২ বংশ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাও আমরা অপহ্নব করিতে পারি না কিন্তু অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কহিতে পারি যে স্থানে তদ্রূপ দৈবঘটনাতে এক জমীদারী নীলাম হইয়া থাকে সেই স্থলে জমীদারের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নীলাম হইয়াছে এই কথা কেহ অাশঙ্ক বলিতেও পারিবেন না। কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগস্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় করিতে তাঁহারদিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে অনেক বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাঁহারদের কর্ণের গোড়ায় নিরন্তর শুনাইতে থাকেন অতএব তাঁহারদের ঐ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া যান। ঐ সকল উৎসব কর্ম্মে যত টাকা বরাওর্দ্দ থাকে তদপেক্ষা নিত্যই অধিক ব্যয় হয়। যেহেতুক ধনিব্যক্তি একবার ঐ সকল উৎসবাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে খরচের সীমা থাকে না। স্বার্থপর মন্ত্রিরদের মন্ত্রণাতে অথবা স্বীয় মানসের উত্তেজনাতে আরব্ধ এক কর্ম্মের মধ্যেই কত নূতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্‌ খরচের যে শেষ হইবে ইহা কে কহিতে পারে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কিস্তির দাওয়া চক্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ পরিবর্ত্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে। কিন্তু উক্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাণ্ডার শূন্য সুতরাং কিস্তির দাওয়া শামলাইতে ভারি সুদ দিয়া কর্জ্জ করিতে হয়। তৎপরেও পূজা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কর্ম্মের ন্যূনতা হয় না তাহাতে আরো কর্জ্জে ডুবেন পরিশেষে যখন অপরিমিত ব্যয়রূপ পাত্র

পরিপূর্ণ হয় তখন তাঁহার জমীদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যায়। এবং যে অমাত্যেরা তাঁহাকে নিরর্থক ব্যয় করিতে প্রবোধ দিয়া তদুপলক্ষ আপনারা বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ তাঁহারাই ঐ জমীদারী আপনারদের নামে ক্রয় করেন।

(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ১ পৌষ ১২৪০)

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—আমরা কএক জন বঙ্গদেশীয় এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি-দিগের প্রধান কর্ম্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবদিগের নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেননা সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না যাঁহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ আপন২ এলাকার কমিস্যনরসাহেব মঞ্জুর করেন না কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গলা ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কর্ম্ম করিতেছেন বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসদূর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি কোন সরকারী আফীসে কর্ম্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে কোন অক্ষম ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে ঐ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বরপ্রায় তুল্য এবং সর্ব্বজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে এমত অসহিষ্ণু অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না উত্তর উক্ত ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম্ম করিয়া থাকে কিম্বা তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়া অথবা অন্য কারণবশতঃ হুকুম দিয়া থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে দেশের তাবৎ লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারেন না আপনি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে সর্ব্বসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট গেজেট ও ইণ্ডিয়া [গেজেট] হরকরাপ্রভৃতি সম্বাদপত্রে ছাপাইয়া দেন যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্যান্য জাতির কোন কর্ম্ম পাইতে নিষেধ নাই ইহা হইলে আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার নিকট পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাঙ্গালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন তাহাও আপনার দয়া প্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। শ্রীকমলাপ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীচন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মোং কলিকাতা।

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

দর্পণের প্রতি।—আমরা গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম তৎপ্রকাশক মহাশয় এতদ্দেশীয় হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া লিখিয়াছেন যেসকল লোক কৃপণ শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব না করে তাহারদিগের বাটীতে রাত্রিযোগে প্রতিমা রাখিয়া যায় এ বিষয় অত্যন্ত অন্যায় এবং এমত কুকর্ম্ম কেহ না করিতে পারে তাহার সদুপায় জন্য স্বীয় লেখনীকে অনেক ক্লেশ দিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত আমরা কিঞ্চিৎ যত্ন করি। এদেশের রীতি ব্যবহার নূতন কিছুই হয় নাই ঐ প্রথা বহুকালাবধি আছে পূর্ব্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গোৎসব না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত সর্ব্বত্র প্রতিমা না হউক ঘট পটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল এপ্রদেশে বহুতর হিন্দু জমীদার আর রাজাই বা কহ ইঁহারা থাকাতে উক্ত কর্ম্ম লোপ হয় নাই বিশেষ নদীয়া নাটুর বর্দ্ধমান এই তিন চারি জন রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ বিভক্ত ইহারদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পূজা না করিলে রাজারা তাঁহারদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই করিবা এপ্রকারে কেহ২ পূজা করিতেন যদ্যপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই তাহার পূজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান করিতেন কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল পূজা করিতে পারে কোন২ ব্যক্তি ধনবান্ অথচ পূজা করে না তাহারদিগের বাটীতে প্রতিমা রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায় ঐ গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রতিমা গৃহমধ্যে উঠাইয়া রাখিয়া আপনাকে ধন্য করিয়া মানে এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন অতএব যথাবিধি অবশ্য পূজা কর্ত্তব্য সে ব্যক্তির বাটীতে পূজার ব্যয় অল্প বা অন্য কোন প্রকার অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই গ্রহণ করে না এপ্রকার প্রথা বহুকালাবধি আছে ইহাতে দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিমা পাইয়া নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে পারিবেন না কিম্বা সেই প্রতিমা বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়া যে বাটীর কর্ত্তা কাহার নামে নালিস করিয়াছে কিম্বা কেহ ঐ প্রতিমা পূজা করিতে অশক্ত হইয়া প্রতিমা অমনি বিসর্জ্জন করিয়াছে কিম্বা প্রতিমা পূজা করিয়া একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। অতএব দর্পণকার মহাশয় এবিষয় রহিত করিবার কোন চেষ্টা করা বিফল ইহাতে হাত দিলে হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হইবেন। বরঞ্চ রাস্তায়২ ঘর করিয়া বিদ্যাদানচ্ছলে যাহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করুন যে জন্য হিন্দু লোক সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া অহরহঃ প্রার্থনা করিতেছে। তাহারদিগের অন্যায় কি দর্পণকার দর্শন করিতে পান না না সে অন্যায় মনে স্থান দেন না বাটীতে প্রতিমা রাখিয়া গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০।৬০ টাকাই ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল

পরকালের ভাল হয়। মিসিনরিরা যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকাল একেবারে যায় এবং যে ব্যক্তির মস্তক মিসিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি যায় শেষ সমন্বয় করিয়া উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্ব্বনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ মজিতেছে ইহা কি রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয় এতদ্দেশীয়েরদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এই কর্ম্মটা করিয়া দিলে অর্থাৎ মিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে মহোপকার করিলেন ইহা সর্ব্বজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য অগণ্য ধন্যবাদ পাইবেন।—চন্দ্রিকা।

এই পুস্তকের ২৭৩ পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যুকাল ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৫ মাঘ ১২৬৫) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে'ও এই তারিখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার একদিন আগে গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীর গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত যে ভূমিকাটি আছে তাহাতে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে কোন কোন কথা পাওয়া যায়; ইহাতে তর্কবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ আছে।

১৮৫৯ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"...আমরা আরো আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি পূজ্যপাদ ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক মাসাধিক কালাবধি জ্বর উদরাময়াদি রোগে দারুণ যাতনা পাইতেছেন, বিবিধ প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু শীত ঋতু অস্ত না হইলে তিনি নির্ব্যাধি ও সবল হইতে পারিবেন না, আমরা ঈশ্বর সমীপে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করিতেছি তিনি শীঘ্র২ আরোগ্য হইয়া উঠুন।"

১৮৫৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারি (২৯ মাঘ ১২৬৫, বৃহস্পতিবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে তর্কবাগীশের মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল :—

"হা কি খেদের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্ব আলোচনা করিয়া এদেশের মানব মণ্ডলীর ক্ষেম বিস্তারার্থ সকলেরই মনে অনুরাগ জন্মিতেছে এ সময় এক পক্ষ মধ্যে দুই জন বাঙ্গালা সমাচার পত্র সম্পাদক মানব লীলা সম্বরণ করিলেন? পাঠক বর্গের অবগতি হইয়াছে প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কএক দিবস মধ্যেই [২২ জানুয়ারি, শনিবার] ভৌতিক কলেবর বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ভাস্কর সম্পাদকও গত শনিবার [৫ই ফেব্রুয়ারি, ২৪ মাঘ] পূর্ব্বাহ্নে ভাগীরথী তীরনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত দুই সম্পাদক অতিশয় সুলেখক, দুই জন দুই বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ বিষয়ক কবিতা যাহা দৈনিক ও মাসিক প্রভাকরে অক্ষর নিবদ্ধ আছে তাহা যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ ঐ মহোদয়ের প্রশংসায় গুণজ্ঞ মানব মাত্রের রসনা কদাপি শ্রান্ত হইবেক না। ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের গদ্য রচনায় বিশেষ পারকতা ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ ভাষায় স্বাভাবিক বিষয় সকল এপ্রকার লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেরই অন্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থা শোধন ও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদা নানা প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাঁহারা দীর্ঘজীবি হইলে বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ হিতানুরাগী ও স্বদেশীয় জ্ঞানার্থী জনগণ অশংসয় বিবিধ প্রকারে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের সৌভাগ্যাঙ্কুরোদয় সময়ে ঐ দুই মহাত্মার মানব লীলা সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল।..." *

---

* রায়-সাহেব শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেন মহাশয় উল্লিখিত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সংখ্যা-দুইখানি দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যে-সকল সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি আরও একখানি কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার নাম—'হিন্দুরত্ন কমলাকর'। এ-সংবাদটি এতদিন জানা ছিল না। সম্প্রতি ১২৬৩ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের (তৎকালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) ফাইল আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতেই 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্র-প্রকাশের কথা আছে। ১৮৫৭ সনের ৯ই মার্চ (২৭ ফাল্গুন ১২৬৩) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দুরত্ন কমলাকর।—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে 'রসরাজ' পত্রে কেবল দেশীয় মহামহিমদিগের গ্লানি প্রকাশ হইবাতে ঐপত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জগদ্বৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইণ্ডাইটের সধর্ম্মী হিন্দুমহাশয়েরা তাহাকে উৎসন্নপ্রোৎসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বধ করিতে কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া 'রসরাজ' বিদায় দিতে বলিলেন,* রসরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই সুতরাং মানে মানে তিনিও স্বীকার করিলেন, ১৪ ফাল্গুন দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন না হইয়াই বা কি করেন মনে মনে ভাবিলেন যে সকল শ্রাদ্ধাদি অথবা হিন্দু শাস্ত্রানুগত ধর্ম্ম কর্ম্ম এতদ্দেশীয় লোকেরা করিয়া থাকেন তাহা সমুদায়ই মন্বাদি শাস্ত্র মতে হইয়া থাকে, আমিও তাহাতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকি সুতরাং মন্বাদি

---

* 'রসরাজ' পত্রের সঠিক প্রকাশকাল এতদিন জানা ছিল না। ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (২৪ মাঘ ১২৬৩) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে :—

"রসরাজের মুণ্ডপাৎ।—জগদ্বঞ্চক বিশ্ব নিন্দক সম্বাদ রসরাজ নামা যে ঘৃণিত পত্র সপ্তাহে বারদ্বয় অত্র নগরে প্রকাশ হইতেছিল অতঃপর গত ২১ মাঘ সোমবাসরে কমল করে তাহার মুণ্ডপাৎ হইয়াছে, ঐ ঘৃণিত পত্র সন ১২৪৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ [২৯ নবেম্বর ১৮৩৯] সৃজন হইয়াবধি অকারণ দেশশুদ্ধ ভদ্র মহামহিম লোকদিগের কেবল গ্লানী নিন্দাবাদ গৃহচ্ছিদ্রাদি অনৃত রটনায় পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে জগদ্বৈরী হইয়াছিল বিশিষ্ট শিষ্ট সাম্প্রদায়িক লোকেরা লজ্জা মানাদির ভয়ে কিঞ্চিৎ২ উৎকোচ দিয়া ঐ দুরাত্মার মুখ বন্ধের ন্যায় রসরাজের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিতেন দুর্গন্ধ আর না নির্গত হয় আবার কোন২ পরাক্রমী লোকের হস্তে পড়িয়া বারম্বার প্রহারিত হইয়াছে, মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর, লালা ঈশ্বরী প্রসাদ বাবু ইহারা সুপ্রীম কোর্টের ইণ্ডাইটের রসরাজ বাহাদুরকে চৌরঙ্গীর ১ নম্বরের পিঞ্জরে পুরিয়া ৬ ছয় ছয় মাস বিলক্ষণ সুখ ভোগ করান তাহাতেও ঐ হায়াহীনের লজ্জা হয় নাই যেমত দস্যু তস্করেরা বারম্বার রাজ দ্বারে প্রহারিত কারাভোগ করিয়া আসিয়াও সেই অসৎকর্ম্মে অবিলম্বে প্রবর্ত্ত হয় রসরাজের সেইরূপ স্বভাব ছিল, পরন্তু গত ২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্ব মান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবন মান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডপাতার্থে সম্মত হইলেন, ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে রসরাজের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই রসরাজ মহাবিপদে পড়িয়া প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল, বারং এই তিনবার এবার জজ সাহেবেরা প্রাণে ছাড়িতেন না গত বৎসর কৌন্সলি সাহেবেরা প্রকাশ্য রূপে যে গুণ পরিচয় দিয়াছিলেন জজ সাহেবেরা তাহা বিস্মৃত হন নাই এবারে খর্পরে পড়িলেই ভাস্কর তনয়ের ভবনে প্রেরণ করিতেন এই ভয়ে রসরাজ অবনত হইয়া রাজা বাহাদুরের কমলকরে আত্ম সমর্পণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে আপদেরশান্তিঃ হইয়াছে, দেশস্থ ভদ্র লোকেরা ক্রুর দুঃশীল দাম্ভিক দুর্জ্জনের দুর্ব্বাক্য হইতে রক্ষা পাইয়াছেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর চিরজীবি হউন......।"

শাস্ত্রানুগত হইয়া চলাই আমার উচিত কর্ম্ম, এরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করতঃ হিন্দু হইয়াছেন, এইক্ষণে স্বধর্ম্মে থাকিবেন, বৈধর্ম্মাচরণ করিবেন না, আমরাও ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, যেমন কোন বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ স্বীকার করিলে সুখী হইতাম তদ্রূপ হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল না, কমলাকরে লিখিয়া বসিয়াছেন যে 'এমন একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইনা যে হিন্দু ধর্ম্মপক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে' ইহা যতদূর পর্য্যন্ত সংগত তাহা সুধীতম পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিয়া দেখিবেন? আমরা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ করিয়াছি, এবং চন্দ্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে যাহা লিখিয়া থাকি তাহাই সাক্ষী রাখিলাম, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা কখন দেখেন নাই ইঙ্গরেজী জানিলে পরে হিন্দুইণ্টেলিজেন্স পত্র সম্পাদক হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে যত্নশীল কিনা জানিতে পারিতেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

'সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন।—ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ করুন, উপস্থিত কাল কালরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইনা হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে আমরা 'হিন্দু রত্ন কমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন, ইহার মূল্য অধিক নয়, মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু মহাশয়েরা সানুকূল হইয়া ক্রমোন্নতি দেখাইলে এক বৎসর মধ্যেই আমরা সপ্তাহে বারদ্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়া হিন্দু মহাশয়গণের স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রত্নকমলাকর সম্পাদকানাং।' "

পরিশিষ্ট

শিক্ষা

'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের চারি বৎসর পরে, 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলিকাতার ২৬নং কলুটোলা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৮২২ সনের ৫ই মার্চ। ১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে ইহা দ্বিসাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়।

'সমাচার চন্দ্রিকা' সে-যুগের গোঁড়া হিন্দুসমাজের মুখপত্র ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার কণ্ঠদেশে লেখা থাকিত :—

সদাসমাচারজুষাংফলাপিকা, পদার্থচেষ্টা পরমার্থদায়িকা
বিজ্ঞ্যভৃতেসর্ব্বমনোনুরঞ্জিকা শ্রিয়াভবানীচরণস্থচন্দ্রিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত রামকমল সিংহ মহাশয় ১২৩৮ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সেগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়ায় বর্ত্তমান পরিশিষ্টটি সংকলন করা সম্ভব হইল।

(১২ মে ১৮৩১। ৩০ বৈশাখ ১২৩৮)

বালকদিগের এক্ষণে যে প্রকার রীতিতে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস হইতেছে ইহাতে তচ্ছাস্ত্রে বিলক্ষণ পারগ হইতে পারে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলিন রীতি পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয় অর্থাৎ আমেরিকাদি নানা দেশের পূর্ব্বকালের রাজারদিগের বিবরণ এবং তদ্দেশীয় পর্ব্বত নদ্যাদির বৃত্তান্ত শিক্ষা না করাইয়া এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমান রাজার-দিগের উপাখ্যান এবং কোন রাজার অধিকার কত দূর পর্য্যন্ত আর কোন অধিকারে কোন২ তীর্থ পর্ব্বত নদী ইত্যাদি বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় রচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ করাইয়া ইহাদিগকে শিক্ষা করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উভয় ভাষায় পারগ এবং দেশের বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম২ রাজা ছিলেন এবং অদ্যাপিও আছেন ইহা বোধ হইতে পারে আর নদী পর্ব্বত ও তীর্থাদি জ্ঞান হওয়ার আবশ্যকতা বটে কিন্তু আমেরিকাদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহারদিগের পক্ষে কি উপকার হইবেক বরঞ্চ দোষের সম্ভাবনা কেননা এতদ্দেশে রাজা বা উক্ত বিষয় কিছু আছে কিম্বা ছিল ইহা উহারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দোষ সমূহ বুঝিতে পারি এক্ষণে ইডুকেশিয়ান্ কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

প্রভাকর পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব যিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক ছিলেন তৎ কর্ম্মহইতে সংপ্রতি বহিষ্কৃত হইয়াছেন তিনিও এক্ষণে 'ইষ্টইণ্ডিয়েন' নামক এক সমাচার পত্র প্রকাশ করিবেন—

(১৬ মে ১৮৩১ । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু।—১৮৮ সংখ্যক চন্দ্রিকাতে আমি এক পত্র লিখিয়া ছিলাম তাহার তাৎপর্য্য মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইংরাজী পাঠশাল হইয়াছে তাহাতে বালকেরা বাইবেল পাঠ করে ইহাতে কিপ্রকারে হিন্দুয়ানি থাকিতে পারে ঐ পত্রিকাবলোকনে ১৬ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে তৎপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে—

"পত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত মহাশয়ের কথিত বিদ্যালয়ের বিশেষানুসন্ধান থাকিবেক অতএব তেঁহ যদি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বালকদিগের রীতি নীতি স্বভাবজাতি বিস্তার করিয়া প্রকাশ করেন তবে তদ্বিষয়ে বিবেচনা আবশ্যকতা হইবেক নতুবা উক্ত ছাত্রেরা যদি হিন্দধর্ম্মাবলম্বি না হন তবে তদুল্লেখে হিন্দুদিগের প্রয়োজনাভাব মাত্র।"

উত্তর ঐ পাঠশালার মধ্যে বালকেরা কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহা বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখি নাই স্থূল এই শুনিয়াছি মিসেনরি শ্রীযুত পাদ্‌রি ডব সাহেব ঐ বিদ্যালয়ের অধিপতি এবং শ্রীযুত রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় তাহার তত্ত্বাবধারক এবং সেখানে ব্রাহ্মণাদি নানা বর্ণের বালকেরা পাঠার্থী হইয়াছে পাঠ বিষয়ে শুনিয়াছি শ্রেণী বিশেষে পুস্তকাদির বিশেষ আছে কিন্তু বাইবেল পাঠ্য অবশ্যই হয় যে সকল বালকের অন্যান্য পাঠ তাহাদিগকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহারা ঐ পাঠ শ্রবণ করে তৎকালের এই নিয়ম আছে বালক সকল অধোবদন করিয়া চিত্ত স্থির করণ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক ইহার অন্যথা হইলে সে বালক দণ্ডার্হ হয়—কস্যচিৎ যোড়াসাঁকোনিবাসিনঃ।

(১৬ মে ১৮৩১ । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়।—অনেকেই অবগত আছেন এতন্নগরে গরান হাটায় শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অরিএন্‌টেল সিমিনরি নামক এক ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্ব্বক বালকদিগকে বিলক্ষণ রূপে সুশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে কোনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অনুমান হয় আঢ্য মহাশয় অতি ত্বরায় বিলক্ষণ আঢ্য হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িয়া বালকেরা নাস্তিক হয় ভদ্রলোকেরা তাহা প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে যাহার অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জনের দ্বারা আঢ্য করণাশয়ে আঢ্যের নিকট অবশ্যই পাঠাইবেন সুতরাং ইহাতে আঢ্য বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর সন্তান পাঠার্থী হইলে ঐ গুণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাঁহার ধার্ম্মিকতা গুণ শ্রবণে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং মদেকাত্মীয় বিজ্ঞবর সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদকেরো এতদ্রূপ অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক ত্যক্ত হইয়া অন্য পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহারা ঐ পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয়—

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৮ ভাদ্র ১২৩৮)

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।—

ওরিএন্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয়।
এতন্নগরী মধ্যে গরান হাটায়॥
ঐ * * শুন বিবরণ।
ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন॥
স্থাপক তাহার হন আঢ্য মহাশয়।
নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায়॥
সুশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ।
উক্ত শ * * বিদ্যা তাঁদের আছয়ে অশেষ।
তার মধ্যে * * * *ল নামে একজন।
প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ॥
প্রথম * * * শ্রেণী তাঁহার অধীন
স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন॥
ঐ শ্রেণীর পাঠ * * * অর্থ ভাল পায়।
বিলক্ষণ উচ্চার* * * *ব শুনা যায়।
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ।
লাডলিমোর নামে তার শিক্ষক সমর্থ।
গ্রেনটেল * * তিনি সুবিখ্যাত অতি
তথায় * * * শ্রেষ্ঠ ছিলেন সুমতি॥
উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাঁহার অধীনে।
তাঁর অধীনের বৃদ্ধি হয় দিনে২।
পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ।
সেবেজ নামক এক শিক্ষক সুজন।
স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে তাঁর কাছে
তাহাতেই তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছে।
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ।
এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন।
অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছা যার হয়।
উচিত তাঁহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম্ম হইবে বিদ্বান।

আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়।
তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয় ॥
সংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ।
উপহাস না করিবেন এই নিবেদন।

কস্যচিৎ পত্র প্রেরকস্য।

আমরা···পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমরা বিশেষ অবগত হইয়াছি শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অতি ধার্ম্মিক এবং বালকগণের যাহাতে সুরীতি হয় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আছে।

সাহিত্য

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১। ১৬ বৈশাখ ১২৩৮)

শব্দকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন।—এতন্মহানগরে বিবিধ বুধকর্ত্তৃক বিবিধ বুধ মনোরঞ্জক শব্দার্থাবোধজনিত সংশয় প্রভঞ্জক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি তত্তদ্‌গ্রন্থালব্ধ ফল প্রাপ্তি নিমিত্ত স্ববুদ্ধ্যনুসারে নানাবিধ শাস্ত্র এবং অমরসিংহ কৃতাভিধান একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহহইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ ঋষিপ্রণীত ও সাধু ব্যবহৃত ও চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে অকারাদি ক্ষকারান্ত সুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক এতৎ সংগ্রহে পর্য্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন বিশেষের সহিত নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক যথা অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্নিবোধক শব্দ সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্মা ও বায়ু ইত্যাদি কিন্তু বকারদ্বয়ের বিশেষ চিহ্নাভাবে ভিন্নশ্রেণী করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে যদ্যপি কোন মহাশয়েরা উক্তাক্ষর দ্বয়ের ভেদ করিতে লেখেন তাহা অবশ্য করা যাইবেক এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্ত্তৃক বিবেচনাপূর্ব্বক সংশোধনানন্তর উত্তম প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদর্থ শ্রীরামপুরের বা পাটনাই কাগজে এবং উত্তম মসীদ্বারা চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়া চর্ম্মাদি সহ বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রন্থের পরিসর অর্দ্ধতা পরিমাণের ন্যূনাতিরিক্ত ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গদ্যাদি রচনাবিষয়ে যে উপকার তাহা এতদ্‌গ্রন্থবরাবলোকনে অবিদিত থাকিবেক না অপর পণ্ডিত ত্রয়ের এবং সংগ্রহকারের নাম নিম্নভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ানুকূল্য মূল্য নিরূপণে অসমর্থ অনুমান ন্যূনাধিক ৮ অষ্ট অথবা ১০ দশ মুদ্রা হইতে পারে কিন্তু স্বাক্ষরকারিভিন্নান্য

ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মূল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত গ্রন্থগ্রহণে যাঁহারা ইচ্ছুক হইবেন অনুগ্রহপূর্ব্বক চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ সমাপনানন্তর অবিলম্বে তৎসমীপে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি—

পণ্ডিতত্রয়নামানি

শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার
শ্রীরাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার নিবাস বহুবাজার
শ্রীসনাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার

সংগ্রহকারস্যনাম

শ্রীচৈতন্যচরণ অধিকারী নিবাস বহুবাজার

(২ মে ১৮৩১ । ২০ বৈশাখ ১২৩৮)

পুস্তক বিক্রয়।—পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে যাঁহার আবশ্যক হয় ঐ যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন—

পুস্তক		মূল্য
কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডী	—	৬
ভগবদ্গীতা	—	৫
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী	—	৩
রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষা	—	৩
জয়দেব	—	৩
অন্নদামঙ্গল	—	৪
বিদ্যাসুন্দর	—	১
চন্দ্রকান্ত	—	১
চন্দ্রবংশোদয়	—	২
দণ্ডিপর্ব্ব	—	৩
হাতেমতাই	—	৪
তুতিনামা	—	২
উদ্বাহরণ	—	২
সারদামঙ্গল	—	১।০
দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডী	—	১
দায়ভাগ	—	২
দ্রব্যগুণ	—	২
জ্যোতিষ	—	১

কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক	—	১
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	—	২
নলদময়ন্তী উপাখ্যান	—	১
রত্নমালা	—	৩
রাসপঞ্চাধ্যায়	—	২
চোরপঞ্চাশিক	—	২
কবিতা রত্নাকর	—	৩
পার্সি ও ইংরাজী ডেক্সনরি	—	৬
হিতোপদেশ	—	৩॥০
রোগান্তকসার	—	২
বেতালপঞ্চবিংশতি	—	২
ন্যায়দর্শন	—	৩
কলিকাতা কমলালয়	—	১
নববাবু বিলাস	—	১
দূতী বিলাস	—	২
পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগ সার মাধব সুলোচনা উপাখ্যান	—	১
আনন্দলহরী	—	১
বিদগ্ধমুখমণ্ডল	—	।০
রসমঞ্জরী	—	॥০
প্রাচীন পদ্যাবলী	—	॥০
তীর্থ কৈবল্য দায়ক	—	।০
আদিরস	—	।০
সংসার সার	—	॥০
লক্ষ্মীচরিত্র	—	।০
চাণক্য শ্লোক	—	৶০
শঙ্করী গীতা	—	৵০
মহিম্নঃস্তব	—	৵০
শ্রীমতী রাধিকার সহস্রনাম	—	৶০
গঙ্গারস্তোত্র	—	।০

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২১ ভাদ্র ১২৩৮)

পুস্তক বিক্রয়।...

পুস্তক		মূল্য
শ্রীমদ্ভাগবতসার	—	৬॥০
বত্রিশ সিংহাসন	--	৩
মাধবসুলোচনার উপাখ্যান	—	১
১২৩৮ সালের পঞ্জিকা	—	১
জ্ঞানকৌমুদী	--	৩
ভগবতী গীতা	—	২
মাধবমালতীর উপাখ্যান	—	৩

... ...

(১২ মে ১৮৩১। ৩০ বৈশাখ ১২৩৮)

বর্ত্তমান সময়ে ছাপা যন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ইহা লোকোপকার বটে কিন্তু তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গৌড়ীয় ভাষায় তরজমা অর্থাৎ ভাষান্তর হইয়া প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যদ্যপিও বিষয়া অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তি দিগের উপকার আছে ইহা স্বীকার করি কিন্তু কালে সংস্কৃত লোপ হইতে পারে এমত বোধ হয় যেহেতু পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থ ছাত্রেরা লিখিয়া পাঠ করিতেন এবং বিষয়ি লোকেরাও কাহারং কোনং গ্রন্থের মধ্যে কি আছে তাহা শ্রবণে বাঞ্ছা হইত তজ্জন্য কেহ গ্রন্থ লেখাইতেন কেহবা তত্র করিয়া কোন স্থান হইতে আনাইয়া পণ্ডিত দ্বারা অবগত হইতেন ভাষা হওয়াতে না পণ্ডিতের আবশ্যক হয় না গ্রন্থ প্রস্তুত করাইবার প্রয়োজন হয় যদিও রাজসংক্রান্ত সাহেব লোকেরা মন্বাদি শাস্ত্রের কোনং সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছেন কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে এবং কেতাব হইয়া থাকে এজন্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের বড় প্রয়োজনার্হ হয় না অতএব আমার দিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুদ্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন—

এক্ষণে মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ ও অমরসিংহ কৃতাভিধান এবং ভরত মল্লিক কৃত উক্তাভিধানের টীকা পৃথকং গ্রন্থ করিয়া মুদ্রিত করিব। অপর মনু কুল্লুক ভট্টের টীকা সহিত উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টীকা প্রাচীন পুস্তকের ন্যায় পত্র করিয়া মুদ্রিত করণে উদ্যোগ করিতেছি অপর মনু স্মৃতির বড় অক্ষরে মূল ও তদীয়ার্থ ক্ষুদ্রাক্ষরে গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত হইয়া কেতাবের ন্যায় প্রস্তুত হইবেক...।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩১। ১৪ ভাদ্র ১২৩৮)

আরব্যইতিহাস সারসংগ্রহ।—বিজ্ঞবর মহাশয়েরদের গোচরার্থ নিবেদন যে আরেবিয়ান নাইট্‌স এনটরটেনমেণ্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোরঞ্জক এবং উত্তম২ ইতিহাসের সারসংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা গিয়াছে আর চন্দ্রিকা-যন্ত্রালয়ে শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে অতি সুস্পষ্ট ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক। উক্ত পুস্তক যাঁহার২ লওনেচ্ছা হয় তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই যন্ত্রালয়ে গ্রাহকত্বসূচক স্বনাম স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথবা অনুষ্ঠান পত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবেক —

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৭ আশ্বিন ১২৩৮)

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবধি অনেকানেক ভাগ্যবৎ বিদ্বান্ মহাশয় কর্ত্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক জনের বৃত্তান্ত লিখি ৺মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর ইত্যাদি লোকোপকারক কএক খানি ভারি২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা বিনামূল্যে সকলকে প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণ তোষণী ক্রিয়াম্বুধি শব্দাম্বুধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান্ তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব অনেক২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোপকারি অতিভারি শব্দকল্পদ্রুম নামক এক অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন ইহার দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিতরণ হইয়াছে আর এক খণ্ড অদ্যাপিও শেষ হয় নাই···। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর পাষণ্ডপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে তাঁহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন আসাম বুরুঞ্জি নামক এক গ্রন্থ * *।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

রিফার্ম্মর।—এতন্নগরের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসি শ্রীরাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করেন ঐ সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক হইবেক এবং তিনি রিফার্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক তৎ পত্রে যে যে বিষয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন সংপ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফার্মর পত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামক কোন ব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই এতৎ প্রদেশীয় লোক সকল অজ্ঞান

এবং ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র দ্বারা দূর হইবেক এবং এক্ষণে যেপ্রকার সুশিক্ষা হইতেছে ইহারো ফল দর্শিবেক তাহা হইলেই এতদ্দেশীয়রা প্রশংসনীয় পাত্র হইবেন—

এই ঘোষজকে আমরা জ্ঞাত নহি জ্ঞাত থাকিলে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ করিতাম আমরা এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভাগিনেয় সেই সংসারে থাকিয়া তথাকার রীতি নীতি ধারা বর্ত্ম এবং পার্সি ইংরাজী বাঙ্গালা আদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত বটেন অপর রাজা বাহাদুরের পরলোক হইলে রাজকুমারের দিগের মধ্যে যাঁহারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সকল কুমারেরা ঐ ঘোষজ বাবুর অধীনতায় সুশিক্ষিত হইবেন এমত ভার তাঁহার প্রতি আছে অতএব বুঝিতে পারি ঐ ঘোষজ বাবু এ পত্র না লিখিয়া থাকিবেন কেননা প্রকাশ পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এতাদৃশ বিদ্যা প্রকাশ করা অপূর্ব্ব বিদ্বান না হইলে হইতে পারে না যাহা হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন ধাম প্রচার করিলে তাঁহার বিষয়ে আমরা লেখনীকে ক্লেশ দিতাম না—

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮)

আমরা গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম যে সারসংগ্রহ নামক এক সংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক…।

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাশয়ের অভিপ্রায় তাবৎ * * * সমাচারের মর্ম্ম এবং অবিকল প্রেরিত পত্র সংগ্রহপূর্ব্বক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য এই যে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না এক্ষণে ১২ বার টা বাঙ্গালা সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাঁহাকে ১২ বার টাকা দিতে হয় ইহা যদি দুই টাকায় পাওয়া যায় তবে লোকোপকার বটে কিন্তু ইহা কিপ্রকারে সম্পন্ন হইবেক তাহা আমারদিগের উপলব্ধি হইতেছে না কেন না প্রায় তাবৎ কাগজ প্রতিবারে দুইতা করিয়া প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাহে ১৬ তা কাগজের ন্যূনে সম্পূর্ণ হইবেক না…।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪ ভাদ্র ১২৩৮)

রত্নাকর।—গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্নাকর নামক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি…।

(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮)

নাস্তিকের গুরুর শাস্তি।—হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইণ্ডিয়ান ইষ্টনামক পত্র সম্পাদক শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব তিনি টিট ফারটেট নামক এক ব্যক্তির সহিত স্বীয় পত্র দ্বারা * * বিবাদ করিয়া * * *।

(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—

বাঙ্গালা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে—

এই অপূর্ব্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে বাঙ্গালা সমাচার পত্র নামে কোন পদার্থ আছে। উত্তর ঐ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সৃজন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট' যে প্রথম মুদ্রিত বাংলা সংবাদপত্র তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এ-সম্বন্ধে ১৩৩৮ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত আমার 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' প্রবন্ধ পঠিতব্য।

সমাজ

(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না কেননা পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সুসম্পন্ন পূর্ব্বক বহুধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে নানা প্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন যদি বল তখনকার মুৎসদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পারে ইংরাজেরদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তদ্ভাষায় বহুতর লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল মুৎসদ্দি হইলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ ইহা দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কএকজনের নাম লিখি শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য শ্রীযুত

বাবু নীলমণি দে প্রভৃতি বর্ত্তমান এতদ্ভিন্ন মৃত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক করে না এই সকল লোক যে প্রকার ধার্ম্মিক এবং কর্ম্মক্ষম তাহা কেনা জ্ঞাত আছেন। অপর তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মুৎসদ্দি ও জমীদার শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ইঁহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় পারগ তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাজ জ্ঞাত আছেন ইঁহারা কেহ আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম অমান্য করেন নাই এবং নিষ্কর্ম্মান্বিত কখন নহেন ইঁহারদিগের মধ্যে কেহ গ্রন্থকর্ত্তা কেহ দেওয়ান কেহ সেরেস্তাদার কেহ খাজাঞ্চি অর্থাৎ তাবতেই প্রায় বিশ্বস্ত কর্ম্মে এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন—

এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদি ঐ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা কোন মতেই নহে কেননা কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব লোক বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম্ম না হয় সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাঁহারা জানেন না তৎ প্রমাণ যে সকল বালক ভাল ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালায় টিচর কেহ বা ১৬ টাকার কেরাণি কেহবা অভিমানী ঘরে বসিয়া আছে কেবল পারিতোষিক যেপুস্তক গুলিন পাইয়াছিল তাহাই পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পারে না গেলেই নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে ঐ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না—

ইংরাজী পড়িলেই নাস্তিকতা করিতে হয় এমত নহে এক্ষণে ইহারদিগের আহারের সংস্থান আছে পিত্রাদি বর্ত্তমান তাঁহারা স্নেহপ্রযুক্ত তাহার অন্যথা করিতেছেন না কিন্তু ইহারদিগের দশা পরে কি হইবেক বলা যায় না অনুমান করি আধুনিক খ্রীষ্টীয়ানদিগের দশা প্রাপ্ত হইবেক অনেকে শুনিয়া থাকিবেন ইশুখ্রীষ্ট ভজিবার যখন প্রথম গোল উঠিল তখন কোন২ হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে খ্রীষ্টিয়ান হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর এক লক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্ত্যাশায় কএকজন ইতরজাতি মজিয়া ছিল এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহবা দরয়ান কেহবা খেজমতগার হইয়া দিন পাত করিতেছে এই নাস্তিকদিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থা হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব ঐ বালকদিগের পিত্রাদিকে কহি তাঁহারা স্বয়ং পারেন অথবা রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই বা হউক যাহাতে হয় তাহারদিগের নাস্তিকতা দূর করুন—

পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা করি এই বিষয় বারম্বার লেখাতে বিরক্ত হইবেন না কেননা কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় যদি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে মহোপকার বটে নতুবা কএক ছোঁড়ার কথা লিখিয়া চন্দ্রিকার অর্দ্ধেক স্থান পূর্ণ করিবার আবশ্যক কি—

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদৃষ্ট বশত যাহা হয় তাহার অন্যথা করিতে কে পারে ইহা শাস্ত্র লিখিত আছে—

উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক বিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তাবৎ বিবেচনা করিলে এমত লিখিতেন না অদৃষ্ট যাহা আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর করিয়া কেহ ব্যাঘ্রাগ্রে গমন এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাধি হইলে ঔষধ সেবন করিবার আবশ্যক হয় অতএব কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া না থাকিয়া পুরুষার্থ দ্বারা যত্ন করিবেক তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি না হইলে যত্ন কর্ত্তার দোষাভাব—

অপর শাস্ত্রে আছে ম্লেচ্ছদিগকে ভগবান মূর্চ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে এক্ষণে তাবৎ সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব সে সকল সময়ের অনেক বিলম্ব আছে এক্ষণে কলির সন্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডুবাইতে হয় না—

(৫ মে ১৮৩১ । ২৩ বৈশাখ ১২৩৮)

…কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [সতীর বিপক্ষ] লেখক মহাশয়রা কি মনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবাদি দেবার্চনা এবং পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অনুপকার ইত্যাদি লেখা তাঁহারদিগের উচিত নয় এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না কেননা ঐ লেখকেরা মুখে যাহা কহেন সে প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহ২ কহিয়া থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্য করিবার আবশ্যক কি যেহেতু সংসার নির্ব্বাহার্থে অনেকপ্রকার লোক চাহি অর্থাৎ ধোপা নাপিত গোয়ালা ভারি ইত্যাদি ঐসকল লোক মধ্যে উক্ত দুই জন। যাহার যে কর্ম্ম সে তাহা করে বেতন পায় তাহারদিগকে মান্য করিবার আবশ্যক কি ইত্যাদি সবলোটা লবলোটা কথা মুখে কহেন কিন্তু যখন গুরু বাটীতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কুশলাদি এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং দুর্গোৎসবাদি কর্ম্মও করিয়া ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহং সফলং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রে স্তব করেন। ইহা দেখিতে শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্ত্তমান আছেন তিনি উড়িং ফুড়িং করিয়া কহেন কিছুই মানিনা কিন্তু তাঁহার বাপ মান্য করেন এবং তাঁহার মাতা তাঁহার কল্যাণে সর্ব্বদা উপবাস করণ পূর্ব্বক ৺ ষষ্ঠী মনসা শীতলা পঞ্চাননাদি দেব দেবী পূজা

করান অপর তাঁহার পুত্রাদির নিমিত্ত তাঁহার স্ত্রী উক্ত কর্ম্মের অন্যথা করিতে পারেন না অতএব হিন্দু ধর্ম্মে থাকিয়া কাহার সাধ্য নাই ইহা ত্যাগ করেন বা করান তবে লিখিয়া কহিয়া কেবল লোকের নিকট জানান হয় আমি অভাজন ঐ লেখকেরা ইহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

(৯ মে ১৮৩১। ২৭ বৈশাখ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—গত ৫৮৬ সংখ্যক চন্দ্রিকা পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতু মহাশয় যে কএক জন ধার্ম্মিক অথচ ইংলণ্ডীয় ভাষায় ভাল বিদ্বান দিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে মান্য এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ইহাদিগের নাম লিখিতে বুঝি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যেহেতু ইহারা উচ্চ এবং বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত আছেন এবং ধর্ম্মিষ্ঠ শিষ্ট তাহা কেনা জানেন পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রীযুত বাবু শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার অগোচর আছে।

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধর্ম্ম দ্বেষী নাস্তিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ হওয়া দূরে থাকুক আপনার ভরণ পোষণ হওয়া ভার হইতেছে তৎ প্রমাণ মহাশয় লিখিয়াছেন আমিও যাহা জ্ঞাত আছি তাহা লিখি কেহবা দশ কেহবা ষোল টাকা বেতনে উকীল অথবা দরজীর বাটীতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়া দূর হয় তাহার কারণ আপন২ বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত প্রভুর সহিত সমভাবে বাক্য কহিবায় ও অভিবাদন দ্বারা মর্য্যাদার লাঘব করিবাতে তাঁহারা রাগত হইয়া অমর্য্যাদা করণ পূর্ব্বক দূর করিয়া দেন অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বলি যে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া কি তাহারদিগের জ্ঞানোদয় হয়না হায় কি খেদের বিষয় আত্মাভিমানে মগ্ন হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় আর আমার এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয়া পত্র বাহুল্য করিবার আবশ্যক নাই যেহেতু মহাশয় নাস্তিকতা দূর করাইবার জন্য বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়া বারম্বার লিখিতেছেন অলমতিবিস্তরেণ ॥ কস্যচিৎ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণঃ।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

...এক্ষণে নূতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রাম বাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বত্নীর কুক্রিয়া ভয় ও

লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন অতএব প্রার্থনা বর্ত্তমান নাস্তিক ও অহংব্রহ্ম জ্ঞানামি এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগিরদের কুকর্ম্ম ভয়ে সাধু স্বধর্ম্ম পালক মহাশয়রা যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের সদুপায় মহাশয় ব্যতিরেকে উপায় দেখি না···। ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল—শ্রী ম, বি,।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১। ১৬ বৈশাখ ১২৩৮)

কুমার রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু—আমরা মহাদুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি রাজা রামচাঁদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ বৈশাখ বুধবার রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্ব্বক শ্রীশ্রী৺ গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এই অশুভ সম্বাদে তাবতেই দুঃখিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাদুর অতি সুজন এবং উদার চরিত্র ব্যয়শীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষতঃ রাজার ঐ এক পুত্রমাত্র বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই অনুমান ৩৯ বৎসরের মধ্যে হইবেক—

(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮)

বাবু হরসুন্দর দত্তের মৃত্যু।—আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরের হাটখোলা নিবাসী বিখ্যাত বংশোদ্ভব বাবু হরসুন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺ তীর নীরে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ ষাটি বৎসর হইবেক ইঁহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু দত্ত বাবু অতি সুশীল এবং ধার্ম্মিক অবিবোধী সুবোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষের ধারাবাহিক ধর্ম্ম কর্ম্মের কোন প্রকাবে অন্যথা করেন নাই এবং তাবতের সহিত শিষ্টতা ব্যবহার ছিল ঐ বাবুর অনুরাগ ভিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুনা যায় নাই—

(২ জুন ১৮৩১। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু—

গত ৩০ মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মেম্বর আফ দি ধর্ম্মসভা ইতি স্বাক্ষরিত * * * * * যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য তরজমা করিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন—

শ্রীযুত জানবুল সম্পাদক মহাশয়। আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পত্র পাইয়া থাকিবেন ঐ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় একব্যক্তি দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে

তিনি হিন্দুকালেজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া এক্ষণে শ্রীযুত হ্যার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক তাঁহার নাম বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সাহস ও ধর্ম্ম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা করি—

ভাক্ততার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং উকীল রিকিট সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার প্রীত্যর্থে ইষ্টইণ্ডিয়ানেরা টৌনহালে খানা দিয়াছিলেন সেই খানায় এতদ্দেশীয় তিন চারিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবুদিগের দ্বারা যাঁহারা তৎ সুধাস্বাদনে নিবারিত হন ঐ চারি জনের মধ্যে ইনি একজন এ প্রযুক্ত নূতন সমাচার পত্র প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি—

(১৪ জুলাই ১৮৩১। ৩১ আষাঢ় ১২৩৮)

প্রতাপাদিত্য বংশ্য।—পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু।—* * কালীনাথ বাবুকে অনেকে এই মত জানেন যে টাকী নিবাসী রামকান্ত রায় পূর্ব্বের গবরনর জেনরল বাহাদুর হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ম্মে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকান্ত মুন্সী নামে খ্যাত হইলেন তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্সী ইঁহার পরিচয় আমি আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতামহাদির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি দর্পণ প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে লেখা উচিত হয় কেন না কালীনাথ বাবু কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয় * * প্রতাপাদিত্যের বংশ্য হন তবে তদবধি কালীনাথ বাবু পর্য্যন্ত কত পুরুষ হইল ইহাও সকলে জানিতে পারেন। অপর সে প্রতাপাদিত্য নির্ব্বংশ্য এ সন্দেহ তাবৎ লোকের ভঞ্জন হয়।

(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮)

অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শ্রাবণ * * জ্বরের প্রাদুর্ভাব * * তিন দিবসের * * ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া * *

সংপ্রতি তাদৃশ এক ক্ষুদ্র জ্বর রুদ্র অবতারের ন্যায় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্যপি ঐ ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দূর হয় কিন্তু যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর জর্জ্জরীভূত হয় তাহাতে সে ব্যক্তি এমত অজ্ঞান হয় যে শতং যষ্টি মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়াছে—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

কি দুঃখের বিষয় যিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন তিনি কি জ্ঞান করেন আমার এই লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ। তিনি মনে যাহা করুন কিন্তু যাঁহার দিগের নিকট ঐ লেখকেরা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সকল লেখককে হিন্দুর বেশি ভিন্ন জানেন না এবং হিন্দু সকল তাঁহারদিগের লেখনীকে এক গাছ তৃণ ভিন্ন কখন অন্য কিছু জ্ঞান করেন না

যেহেতু তাঁহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি যে দোষ দিয়াছেন তাহা সত্য নহে তৎ প্রমাণ দীন আতুরাদির প্রতি দয়া অতিথিসেবা সদাব্রত ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে। বিদ্যালয়ে মনোযোগ নাই ইহাতে ঐ লেখককে কি বলিব তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত যে চাঁদা হইয়াছিল সে টাকা কোন্ দেশের লোক দিয়াছেন—

অপর সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যা বিষয়ে যে সমাজ আছে তদ্দ্বারা অবগত হইলেই জানিতে পারিবেন যে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা কত ধন তদ্বিষয়ে দান করিয়াছেন। অপিচ সতীর বিষয় যথাশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য যাঁহার যাহা সাধ্য তাহাই দেন ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ বা যশ কাহার নাই নচেৎ হিন্দু মধ্যে এমত অনেক ধনী আছেন যে এক জনে ঐ বিষয়ের তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিতে পারেন—

ঐ লেখক যদি এমত কহেন যে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনা নিমিত্ত কোন উপায় করেন নাই। উত্তর তিনি যদি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়া থাকেন তাহাতে ইহার দিগের আর মনোযোগ হইবেক না কেননা হিন্দু কালেজে মনোযোগ করাতে বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে যদি বল বাঙ্গালা লেখা পড়ার নিমিত্ত কি ইহারা মনোযোগ করিয়া থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোযোগের আবশ্যকতা নাই যেহেতু অত্যল্প ব্যয়ে হইতে পারে প্রায় গ্রামে২ এক২ পাঠশালা আছে পরন্তু সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে কি না তাহা তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দিগকে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মোপলক্ষ্যে যেপ্রকার দান করিয়া থাকেন ইহার প্রতি কারণ কি তাঁহারা চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র দিগকে অন্ন দান পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন এজন্য অন্য জ্ঞানবান কুলীন ব্রাহ্মণাপেক্ষা তাঁহারাই দান পাত্রাগ্রগণ্য হইয়াছেন ইহাতে ভূম্যাধিকারিরা অনেকেই তাঁহার দিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন ইহা কি ঐ লেখক মহাশয় জ্ঞাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত হয় যখন হিন্দুদিগের প্রতি কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাঞ্ছা হয় তৎকালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া লেখিলে সাধারণের সন্তোষ হয়।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গত ৬ মে জানবুল পত্রে কোন মহানুভাব কলনিযেসিয়ান বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ আসিয়া নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ স্থানে বসতিকরণপূর্ব্বক যদ্যপি কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি করে তাহাতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আদৌ দীন দরিদ্র কি মধ্যবর্ত্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজেরা দৌরাত্ম্য করিবেক তৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল সুপ্রিমকোর্ট পোলিস ইত্যাদিতে সিংহস্বরূপ প্রতাপান্বিত মহামহিম মহাশয়রা জাজ্বল্যমান বসিয়া থাকাতেও

এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি গোরা লোকের দৌরাত্ম্য সর্ব্বদাই প্রায় শুনা যায় কেহ শুনিতে পান না যে অমুক বাঙ্গালি বা হিন্দু স্থানিলোক অমুক গোরাকে বড় মারিয়াছে এতদ্দেশীয় লোকেরা টুপিওয়ালা মাত্রকে সাহেব কহে সুতরাং পল্লীগ্রামের লোক ইহারদিগকে তাম্র বর্ণ ব্যাঘ্রজ্ঞান করত অত্যন্ত ভীত হয় অতএব ভীতব্যক্তির প্রতি জ্ঞানিভিন্ন কৃষকাদির দয়া হইতে পারে না বিশেষ গোরা কৃষকাদি লোক সর্ব্বদাই মত্ত এতদ্দেশীয় তত্তুল্য লোকও তাহারদিগের ন্যায় কুকর্ম্ম করিতে পারে না যেহেতু ইহারা মদ্যপ নহে এবং স্বভাবতো দীন অপর গোরা এক জন লোক নানা প্রকার কলবল দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা এতদ্দেশীয় ২০ জনেও হওয়া ভার সুতরাং তাহাতে মজুরলোকের মধ্যে অনেকে কর্ম্ম পাইবে না...।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৮ ভাদ্র ১২৩৮)

জলপথে চৌকীদারের উৎপাত।—শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়েষু। আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রার্থনা পূর্ণা হইয়াছে এই সাহসে কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইতে নৌকাপথে এক প্রবল শত্রু পূর্ব্বে ছিল বোম্বেটীয়া নামক ডাকাইত। মেং ব্লাকিয়র সাহেবের প্রসাদাৎ তাহারদিগের বংশ ধ্বংস হইয়াছে তৎপরে পোলিসের চৌকীর পাস্সির এক দৌরাত্ম্য ছিল তাহা শ্রীযুত মেকফারলন সাহেবের শাসনে এবং শ্রীযুত কাং ষ্টীল সাহেবের বিশেষ মনোযোগে সে রোগের উপশম হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতা ও হুগলি মুরসিদাবাদাদির কষ্টম কালেকটর তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা যে তাঁহারা * * * * বলোকন পূর্ব্বক চৌকীর পাস্সি ওয়ালারদিগের উপর এক শক্ত পরবানা জারি করেন যাহাতে যাত্রির নৌকার তল্লাসি বলিয়া দুঃখ না দেয় এবং তাহারদিগের স্থানে কিছু না লয় যদ্যপিও আইন আছে কেহ বেআইন মাসুল লইতে পারে না এবং অন্যায় করিয়া দুঃখ দিতে পারে না ইহা সত্য বটে কিন্তু মহাশয় বিবেচনা করুন এই সম্মুখে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসব উপস্থিত ইত্যুপলক্ষে এতন্নগর হইতে অনুমান লক্ষ লোক বাটী যাইবেক কেহ দুই দিন কেহ চারি দিন কেহ পাঁচ দিনের পথে যাইবেক ইহাতে কাহার আট দিনের বিদায় হইবেক কেহ বা দশদিনের ছুটি পাইবেক ইত্যাদি। তাহারা বাটী গমনকালে জোয়ারভাটা * * * *রাত্রি দিন কিছুই বিবেচনা করিবে না যাহাতে শীঘ্র গমন করিতে পারে তাহারি চেষ্টা করে সেই সময় চৌকীওয়ালারা বাগড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেআইন করিতেছ বলিয়া মোকদ্দমা করিতে পারে অতএব উক্ত সাহেবেরা অনুগ্রহ না করিলে উপায় নাই তাঁহারা ইহার বিশেষ বিবেচনা করিতে পারিবেন কলিকাতা হইতে বাহিরে গমনকালে হাসিলি মাল কেহই লইয়া যায় না। বরঞ্চ আগমনকালে এসন্দেহ হইতে পারে কেন না * * পুর প্রভৃতি স্থান হইতে বস্ত্রা * * * আনিতে পারে গমন * * * দ্রব্যাদির মধ্যে তাহারা এই লইয়া

যায় মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি খদির পিত্তল কাঁসার বাসন প্রতিমার কারণ ডাকের সাজ সিন্দুর চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এসকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে * * যদি বল ইহার ফ্রি রওয়ানা করিতে আর কোন উৎপাত নাই উত্তর তাহাও করিয়া দেখিয়াছি রওয়ানা জারি করিবার কালে অনেক জারি জুরি করে অতএব কষ্টম কালেকটর সাহেবেরা ইহার সদুপায় করিবেন এবং আমার তুল্য পল্লীগ্রাম নিবাসী মহাশয়রা সকলেই ভীত হইতেছেন। পূজার সময়ে চৌকীর পাস্সিওয়ালারদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইব এজন্য কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা দেওয়ানের সুপারিষ্ চিটী লইয়া যাইবে তাহার উদ্যোগ করিয়া থাকে একথা সত্য কি মিথ্যা উক্ত সাহেবেরা আপন২ আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি—কস্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবাসি সরকারি ভুক্তজনস্য।

সূচীপত্র

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড—১৮১৮-৩০

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ রাষ্ট্র ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার সত্যকার পরিচয় এই গ্রন্থে আছে।

অভিমত

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার :—"ব্রজেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্য্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছে। যুগে যুগে বঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।" ('ভারতবর্ষ'—পৌষ ১৩৩৯)

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় :—"Mr. Brajendranath Banerji has been doing a public service by unearthing from the newspaper-files of a century or more ago valuable material." (*Life and Experiences of a Bengali Chemist*, p. 377.)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি :—"যত দিন যাইবে ইহার মূল্য তত বাড়িবে।"

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"It is a book for all libraries—family libraries and public libraries as well as personal collections of books, and I can thoroughly recommend it for perusal by all Bengali readers." (The *Amrita Bazar Patrika* for Jan. 15, 1933).

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে :—"...highly interesting and useful work,...all students interested in the cultural history of Bengal during last century will be eagerly looking forward to the continuation of these studies." (The *Modern Review* for Nov. 1932).

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন :—"বাঙ্গালীর একশত বৎসরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁৎ ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই বহিখানি পাঠ করুন।" ('বিচিত্রা'—মাঘ ১৩৩৯)

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন :—"যিনি নিজেকে শিক্ষিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারই গৃহে এই পুস্তকখানি সযত্নে রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য; প্রত্যেক পুস্তকালয়ে এখানি স্থান প্রাপ্ত হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দৃষ্টি এই পুস্তকখানির দিকে আকৃষ্ট হওয়া চাই। এমন উপাদেয় অমূল্য সংগ্রহের যদি যথোপযুক্ত আদর না হয়, তাহা হইলে বুঝিব, আমরা অনেক পিছাইয়া আছি, আমাদের সাহিত্য গর্ব্ব শূন্যগর্ভ।" ('বঙ্গলক্ষ্মী'—ফাল্গুন ১৩৩৯)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন :—"Such a book as this, lighting up many a dark corner, removes a longfelt need and supplies the student of history of nineteenth century Bengal with authentic facts in a permanent form." (The *Calcutta Review* for Nov.-Dec. 1932).

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস :—"অন্ত যে-কোনও ইতিহাস ছাত্রেরা পাঠ করুন, ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তকখানিকে বাদ দিলে তাঁহারা ভুল করিবেন।" ('প্রবাসী'—পৌষ ১৩৩৯)

Liberty :—"...very useful publication." (Dec. 18, 1932).

মূল্য :—পরিষদের সদস্য ২৲; শাখা-পরিষদের সদস্য ২৶০; সাধারণ ২৷০